কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

সুকবিবর

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

যাহা গৌড়ীয় সাধু ভাষায় বিরচিত।

শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী দ্বারা সংশোধিত।

কলিকাতা।

আহিরীটোলা ষ্ট্রীটে ৮০।২ নং ভবনে

যন্ত্রাধ্যক্ষঃ

শ্রীক্ষেত্রমোহন ধরের

বেঙ্গলি প্রীন্টিং প্রেসে মুদ্রিত।

সন ১২৭৫ সাল, তারিখ ২৬ ভাদ্র।

শ্রীগিরীশচন্দ্রদাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

নির্ঘণ্ট।	পত্রাঙ্ক
গোধিকা সহ কালকেতুর আগমনে ফুল্লরার খেদ	৩৮
অভয়ার নিজমূর্ত্তি ধারণ	৩৮
হর পার্ব্বতীর কৈলাসে গমন	৩৮
হরপার্ব্বতীর কন্দল	ঐ
গৌরীর খেদ	৩৯
চণ্ডীর সহিত ফুল্লরার সাক্ষাৎ	৪০
ফুল্লরার সহিত চণ্ডীর কথোপকথন	ঐ
চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ	৪১
ফুল্লরার প্রতি চণ্ডীর আদেশ	৪২
ফুল্লরার বারমাস্যা	ঐ
চণ্ডীর প্রতি কালকেতুর উপদেশ	৪৩
চণ্ডীর মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধারণ	৪৪
কালকেতু অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইতে বণিকালয়ে গমন	৪৫
কালকেতুর গুজরাট বনকাটা	৪৭
কালকেতুর ব্যাঘ্রসহ যুদ্ধ	ঐ
চণ্ডিকার প্রতি কালকেতুর স্তব	৪৮
কালকেতুর গৃহ নির্ম্মাণ	৪৯
গঙ্গার সহিত চণ্ডীর কোন্দল	৫০
সমুদ্রের নিকট চণ্ডীর গমন	ঐ
কলিঙ্গদেশে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ	৫১
কলিঙ্গ বাসিদিগের খেদ	৫২
কালকেতুর নিকট ভাড়ুদত্তের গমন	৫৩
ভাড়ুর বচনে কলিঙ্গপতির দূত প্রেরণ	৫৮
কলিঙ্গপতির সৈন্য সজ্জা	৫৯
রাজকুমারের যুদ্ধে গমন	ঐ
কালকেতুর রণসজ্জা	৬০
কালকেতুর যুদ্ধারম্ভ	ঐ
রাজ সেনাদিগের ভঙ্গ	৬১
কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ	ঐ
কালকেতুর সন্ধানে ভাড়ুর গমন	৬২
কালকেতুর বন্ধন	৬৩
কালকেতুকে লইয়া সৈন্যগণের কলিঙ্গে গমন	ঐ
কলিঙ্গ নৃপতির সহিত কালকেতুর কথোপকথন	৬৩
কালকেতু কর্ত্তৃক চৌত্রিশা স্তব	৬৪
কালকেতুর বন্ধন মোচন	৬৬
কলিঙ্গ রাজার প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ	ঐ
কালকেতুর স্বদেশে গমন ও রাজ সেনার প্রাণদান	৬৭
ভাড়ুর মস্তক মুণ্ডন	৬৮
নীলাম্বরের শাপমোচন জন্য শিবের প্রতি ইন্দ্রের স্তব	৬৯
নীলাম্বরের উদ্ধারার্থে চণ্ডীর গুজরাটে গমন	ঐ
পুষ্পকেতুকে কালকেতুর রাজ্য সমর্পণ	৭০
নীলাম্বরের নিজালয়ে প্রবেশ	ঐ
রত্নমালার অভিশাপ	৭১
খুল্লনার জন্ম	ঐ
খুল্লনার সহিত ধনপতির কথোপকথন	৭৩
লক্ষপতির সহিত জনার্দ্দন পণ্ডিতের কথোপকথন	৭৪
ধনপতির সহিত খুল্লনার সম্বন্ধ	ঐ
লক্ষপতির সহিত রম্ভাবতীর কথোপকথন	ঐ
রম্ভাবতীর জামাতা নিরীক্ষণ	৭৫
দুর্ব্বলার নিকটে লহনার খেদ	ঐ
লহনার প্রতি ধনপতির প্রবোধ	ঐ
ধনপতির সহিত খুল্লনার বিবাহ	৭৭
বিবাহ করিয়া ধনপতির স্বদেশে গমন	৭৮
খগান্তক ও মৃগান্তক ব্যাধের বনপ্রবেশ	৭৯
সারিশুকের উপাখ্যান	ঐ
রাজার সহিত সারিশুকের কথোপকথন	৮০
পিঞ্জর গঠনার্থে ধনপতির গৌড় দেশে গমন	৮১
গৌড়ীয় রাজার সহিত ধনপতির পরিচয়	৮২
খুল্লনার প্রতি লহনার একান্ত স্নেহ	ঐ
লহনার নিকটে দুর্ব্বলার গমন ও উপদেশ	৮৩
লীলাবতীর নিকট দুর্ব্বলার গমন	ঐ
লীলাবতীর সহিত লহনার কথোপকথন	৮৪
লহনার প্রতি লীলাবতীর ঔষধ ব্যবস্থা	ঐ
মিথ্যালিখন লইয়া খুল্লনার নিকট লহনার গমন	৮৫
খুল্লনার সহিত লহনার কন্দল	৮৬
খুল্লনার ছাগরক্ষণে স্বীকার	৮৭
খুল্লনার ছাগরক্ষণে গমন ও বার্ত্তা লইয়া দুর্ব্বলার ইছানিতে প্রয়াণ	৮৮
দুর্ব্বলার নিকটে রম্ভাবতীর রোদন	ঐ

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

শ্রীকবিকঙ্কণীয় চণ্ডী।

শ্রীশ্রীচণ্ডীকায়ৈ নমঃ।

ভাষানুযায়িক চণ্ডীর পুস্তক।

ত্রিপদী। বেদান্তক দর্শনে, ব্রহ্মা যারে বাখানে, অন্যে বলে পুরুষ প্রধান। বিশ্বের পরম গতি, হেতু অন্তরায় পতি, তারে মোর লক্ষ প্রণাম॥ বন্দোদেব গণপতি, শিব বায়ার সন্ততি, সকল দেবের প্রধান। ব্যাস আদি যত কবি, তোমার চরণ সেবি, প্রকাশিলা আগম পুরাণ। গিরিসুতা অঙ্গ জনু, খর্ব্ব কলেবর তনু, এক দন্ত কুঞ্জর বদন। প্রণত জনের বিঘ্ন, দুর কর মম বিঘ্ন, তব পদে করিনু বন্দন॥ অবনী লোটায়ে কায়, প্রণাম তোমার পায়, কর মোরে কৃপাবলকন। করিয়া তোমার ভক্তি, মুনিগণে পাইল মুক্তি, চারি পুরুষার্থের সাধন॥ অঙ্গের বন্ধক ছটা, আজানুলম্বিত জটা, শশলকা মুকুট মুণ্ডল। চরণ পঙ্কজ রাজে, কনক নূপুর রাজে, অঙ্গদ বলয় বিভূষণ॥ কুঙ্কুম চর্চ্চিত অঙ্গ, শুণ্ডে শোভে মাত্ত অঙ্গ, ছিন্ন দন্ত ইষু পাশ করে। শিব সুত লম্বোদর, আজানুলম্বিত কর, রণজয়ী যে তোমারে স্মরে। পরিধান দ্বীপচর্ম্ম, নিরন্তর জপ কর্ম্ম, দুই করে কুসুম শোভন। অঙ্গ যজ্ঞ পাটাশোভে, অলিকুল মধুলোভে, চৌদিগে বেড়িয়া করে গান। নিরান্তর জপ স্তুতি, বিঘ্নরাজ গণপতি, হৈমবতী হৃদয় নন্দন। গাইয়া তোমার আগে. গোবিন্দে ভকতি মাগে, চক্রবর্ত্তি শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অথ সরস্বতী বন্দনা।

ত্রিপদী। বিধি মুখে বেদবাণী, বন্দোমাতা বীণাপাণি, ইন্দু কুন্দ তুষার সঙ্কাশা। ত্রিলোক তারিণী ত্রয়ী, বিষ্ণু মায়া ব্রহ্মময়ী, করি মুখে অষ্টদশ ভাষা॥ শ্বেত পদ্মে অধিষ্ঠান, শ্বেত বস্ত্র পরিধান, কণ্ঠে ভূষা মণিময় হার। শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, কপালে বিজুলি খেলে, তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার॥ শিরে শোভে ইন্দু কলা, করে শোভে জপ মালা, শুক শিশু শোভে বাম করে। নিরন্তর আছে সঙ্গি, মসীপত্র পুথী খুঙ্গী, স্মরণে জড়িমা যায় দুরে॥ দিবানিশি করি ভাগ, সেবে যারে ছয় রাগ, অনুক্ষণ ছত্রিশ রাগিণী। রবাক খমক বেণী, সপ্তসরা পিনাকিনী, বীণবোদা মৃদঙ্গ বাদিনী॥ সঙ্গে বিদ্যা চতুর্দ্দশ, সঙ্গীত কবিত্ব রস, আসরে করহ অধিষ্ঠান। করিগো অঞ্জলি পুটে, উরগো আমার ঘটে, দূর কর দুর্গতি বিজ্ঞান॥ দেবতা অসুর নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর, সেবে তব চরণ সরোজে। তুমি যারে কর দয়া, সেই বুঝে বিষ্ণু মায়া, বৈশে সেই পণ্ডিত সমাজে॥ দিবানিশী তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি, নূতন মঙ্গল অভিলাষে। উড়িয়া কবির কামে, কৃপা কর শিব রামে, চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥

লক্ষ্মী বন্দনা।

রাগ মল্লার। অজিত বল্লভা লক্ষ্মী ব্রহ্মার জননী। তোমার চরণ বন্দো যোড় করি পাণী॥ যখন করিলা হরি অনন্ত শয়ন। তাহার উদরে ছিল এই ত্রিভুবন॥ জন্ম জরা মৃত্যু তব নাহি কোন কালে। সেই কালে ছিলা তুমি হরি পদতলে॥ অনল গরল আর কুম্ভীর মকর। কতং ছিল রত্নাকরের ভিতর। তুমি গো পরম রত্ন সকল সংসারে। তোমা কন্যা হৈতে রত্নাকর বলি তারে॥ ধন জন যৌবন নগর নিকেতন। পদাতি বারণ বাজি রত্ন সিংহাসন। অহঙ্কার তাহার তাবৎ শোভা করে। কৃপাময়ী লক্ষ্মী গো যাবৎ থাকো ঘরে॥ তোমারে চঞ্চল লক্ষ্মী বলে যেই জনে। তোমার মহিমা সেই কিছুই না জানে॥ ছাড়হ সে জনে মাতা তার দোষ দেখি। নির্দ্দোষী পুরুষে রাখ চিরকাল সুখি॥ কমলা থাকিলে মান সকল ভবনে। লক্ষ্মীমান হইলে বিজয়ী হয় রণে॥ সেই জন পণ্ডিত প্রশংসে অবিরাম। সেই জন কুলিন সকল গুণধাম॥ ভাগ্যবান সেই জন সেই মহাবীর। যাহার মন্দিরে মাতা তুমি হও স্থির॥ তুমি বিষ্ণু প্রিয়া কৃপা নাহি কর যারে। থাকুক অন্যের কার্য্য দ্বারা নিন্দে করে॥ লক্ষ্মী ছাড়া পুরুষ কুটুম্ব বাড়ি যায়। থাকুক আসন জল সম্ভাষ না পায়॥ লক্ষ্মীর মহিমা কবি কঙ্কণেতে গায়। ভক্ত নায়কের মাতা তুমি বর দেও॥

অথ শ্রীচৈতন্য বন্দনা।

অবনিতে অবতরি, শ্রীচৈতন্য নাম ধরি, বন্দন সন্ন্যাসী চূড়ামণি। সঙ্গে সখা নিত্যানন্দ, ভবনে আনন্দ কন্দ, পতিতেরে লওয়ায় শরণি। ভুবনে বিখ্যাত নাম, সুধন্য সপুণ্য গ্রাম, জম্বুদ্বীপ সার নবদ্বীপ। জন্ম কলি একাকারে, শ্রীচৈতন্য অবতারে, প্রকাশিল শ্রীহরি সঙ্কিত॥ নদিয়া নগরে ঘর, ধন মিশ্র পুরন্দর, ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী। ত্রিভুবনে অবতংস, হইয়া মিহির অংশ, ত্রাণ কৈল অখিল পরাণী। সুতপ্ত কাঞ্চন গৌর, ভুবন লোচন চোর, করঙ্গ কৌপীন দণ্ডধারী। কপটে লোচনে লোর, গলেতে ললাম ডোর সদাই বলে হরি হরি॥ ভট্টাচার্য্য শিরমনি, সার্ব্বভৌম সন্নিপনি, ষড়ভুজ দেখি কৈল স্তুতি। প্রেমভক্তি কল্পতরু, অখিল জীবের গুরু, গুরু কৈলা কেশব ভারতি॥ কপট সন্ন্যাসী বেশ; ভ্রমিলা অনেক দেশ, সঙ্গে পারিসদ পুণ্যশালী॥ রাম লক্ষ্মী গদাধর, গৌরীবাসু পুরন্দর, মুকুন্দ মুরারী বনমালি। কৃপাময় অবতার, কলিকালে কেবা আর, পাষণ্ড দলনে দৃঢ়পণ। জগাই মাধাই আদি, অশেষ পাপের নিধি, হরিভাবে দৃঢ় কৈল মন॥ অযোধ্যা মথুরা মায়া, যথা হরি পদ ছায়া, কাশীকাঞ্চী অবন্তী দ্বারিকা। ত্রিগর্ত্ত লাহোর দিল্লী, ভ্রমিলাম অনেক পল্লী, করি প্রভু মুক্তির সাধিকা। কয়াড় অনুজ জাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, এক ভাবে পুজিল গোপাল। বিনয়ে মাগিল বর, জপি মন্ত্র দশাক্ষর, মীন মাংস ত্যজি বহু কাল॥ শ্রীকবিকঙ্কণ গায়, বিকাইনু রাঙ্গা পায়, আজি মোর সফল জীবন। গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ ভকতি মাগে, চক্রবর্ত্তি শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অথ শ্রীরাম বন্দনা।

আনন্দে বন্দিব রাম, মুক্তি দাতা যার নাম, প্রভু রাম কমললোচন। অযোধ্যার পতি রাম, নবদূর্ব্বা দলশ্যাম, প্রণমহ কৌশল্যা নন্দন॥ প্রণমহ প্রভু রাম, মন্ত্রি যার জাম্বুবান, মিত্র যার গুহক চণ্ডাল। রিপু যার দশানন, সত্য সত্য পরায়ণ, যার কৃত্তি সমুদ্রে জাঙ্গাল॥ লক্ষ্মী যার উপনীত, শ্রীরাম বনিতা সীতা, সঙ্গে যার অনুজ লক্ষ্মণ। আসি দেব পুরন্দরে, ধরিলেক দণ্ড শিরে, সেবে যারে পবন নন্দন॥ বাঞ্ছা করি নিরন্তর, হই শ্রীরাম কিঙ্কর, পক্ষিরাজ যাহার বাহন। কর্ণের সমান দাতা, প্রজার পালনে পিতা, অশেষ গুণের নিকেতন॥ ধনুর্ব্বাণ করে ধরি, ডরেতে পলায় অরি, অনুগত জনে কৃপাবান। রঘুনাথ পদযুগে, একান্ত ভকতি মাগে, চক্রবর্ত্তি শ্রীকবি কঙ্কণ।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

অথ শ্রীশ্রীচণ্ডী বন্দনা।

বিন্দু বিলাসিনী, ভৈরবী ভবানী, নগেন্দ্র নন্দিনী চণ্ডী। বীণা সপ্তস্বরা, মুরজ মন্দিরা, বাজায়ে দুন্দুভি ডিণ্ডী॥ স্থলাম্বুজ দল, চরণ যুগল, তথি শোভে নখচন্দ্র। চরণে চণ্ডীর, মঞ্জুল মঞ্জীর, গজেন্দ্র গতি মন্দ॥ জিনি করি কর, জঘন সুন্দর, নিতম্বে বসন সাজে। করি অরি জিনি, মাজা অতি ক্ষীণ, কটিতে কিঙ্কিণী বাজে॥ নাভি সরবর, তথির উপর, তনুরুহাঙ্কুর দাম। উচ্চ কুচগিরি, জিনী কুম্ভকরি, কিবা শোভা অভিরাম॥ জিনি শতদল, বদন কমল, অধর বন্ধুক ভোর। পরিহরি ব্রীড়া, করে কত ক্রীড়া, নয়ন খঞ্জন ঘোর॥ নয়নের ভূনে, আছে কতগুণে, মদনমোহন ইষু চাঁচর কুন্তলে, মালতীর মালে, ভ্রময়ে ভ্রমর শিশু॥ শিরে শশীকলা, তারকের মালা, ঈষদ চন্দন বিন্দু। ললাট ফলকে, অলক ঝলকে জিনি অকলঙ্ক ইন্দু॥ হেম-কান্তি বর, অঙ্গ মনোহর; আননে ঈষদ হাস। নির্ম্মিত রতনে, অঙ্গের ভূষণে, দশদিক সুপ্রকাশ॥ তাল মান যানে উরগো গায়নে, বলি বেদ স্তুতি নতে। পূর্ণ কর কাম, আসি এই ধাম, কৃপাকর গিরীসুতে॥ ভব পারাবারে, তরি তরিবারে, ইহা বিনা নাহি আন। অভয় চরণে, শ্রীকবি কঙ্কণে, রচিল মধুর গান।

অথ গ্রন্থোৎপত্তির কারণ।

শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ, এই গীত হইল যেমতে। উরিয়া মায়ের বেশ, কবির শিয়র দেশ, চণ্ডীকা বসিলা আচম্বিতে। সহর শিলিমা বাজ, তাহাতে সুজন রাজ, নিবাসে নিয়োগী গোপীনাথ। তাঁহার তালুকে বসি, দমুন্যায় করি কৃষি নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥ ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু পদাম্বুজ ভৃঙ্গ, গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ। সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে, হইল রাজা মামুদ সরিফ॥ উজীর হলো রায় জাদা, ব্যাপারিরা ভাবে সদা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হলো অরি। মাপে কোণে দিয়া দড়া, পোনের কাড়ায় কুড়া, নাহি মানে প্রজার গোহারি সরকার হৈল কাল, খিল ভূমি লেখে মাল, বিনা উপকারে খায় খতি॥ পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়াই আনা কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥ ডিহিদার অবোধ খোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ, ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে। প্রভু গোপীনাথ নন্দি, বিপাকে হইল বন্দি, হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে॥ পেয়াদা সভার কাছে, প্রজারা পলায় পাছে, দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা। প্রজার ব্যাকুল চিত্ত, বেচে ধান্য গরু নিত্য টাকার দিব্য হয় দশ আনা॥ সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডী বাটী যার গাঁ, যুক্তি কৈল গরিব খাঁর সনে। দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, পথে চণ্ডী দিলে দরশনে॥ ভাই বহে উপযুক্ত, রূপরায় নিল বিত্ত, যদুকুণ্ড তৈলি কৈল রক্ষা। দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈলডর, তিন দিবসের দিল ভিক্ষা॥ বাহিল গোড়াই নদী, সর্ব্বদা স্মরিয়া বিধি, তেউট্যায় হৈনু উপনীত। দারুকেশ্বর তরী, পাইল বাতন গিরী, গঙ্গা দাস বহু কৈল হিত॥ নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম দামোদর, উপনীত কুচুটে নগরে তৈল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান- শিশু কান্দে উদরের তরে॥ আশ্রয়ি পুকুর আড়া নৈবিদ্য শালুক নাড়া, পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে। ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেই ধামে, চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে। করিয়া পরম দয়া দিয়া চরণের ছায়া, আজ্ঞা দিল করিতে সঙ্গীত। করে লয়ে পত্রমসী, আপনি কলমে বসি, নানা ছন্দে লিখিলা কবিত্ব॥ চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বাহিয়া যাই, আরড়া নগরে উপ-নীত। যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা; সেই মন্ত্র করি শিক্ষা; মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য॥ আরড়া ব্রাহ্মণ ভূমি; ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী; নরপতি ব্যাসের সমান। পড়িয়া কবিত্ব বাণী; সম্ভাসিনু নৃপমণি; রাজা দিল দশ আড়া ধান॥ সুধন্য ব্যাকুড় রায়; ভাঙ্গিলে সকল দায়; সুত পাশে কৈল নিয়োজিত। তার সুত রঘুনাথ; রূপে গুণে অবদাত গুরু করিল পূজিত॥ সঙ্গে দামোদর নন্দী; যে জানে স্বপ্নের সন্ধি; অনুদিন ক-

রিত যতন। নিত্য দেন অনুমতি; রঘুনাথ নরপতি; গায়কের দিলেন ভূষণ॥ ধন্য রাজা রঘুনাথ; কুলে শীলে অবদাত; প্রকাশিল নূতন মঙ্গল। তাঁহার আদেশ পান; শ্রীকবিকঙ্কণ গান; সম ভাষা করিয়া কুশল॥

অথ মঙ্গলবারের গানারম্ভ আদৌ ঘটস্থাপনং।

আজ্ঞা দিল মহিপাল; শুভ তিথি শুভকাল; শুভক্ষণে বারী সংস্থাপন। নৈবিদ্য বিবিধ রূপ; গন্ধপুষ্প দীপ ধূপ; পট্টবস্ত্র নানা আয়োজন॥ জ্ঞাতি বন্ধু পুরোহিত; আরো যত নিমন্ত্রিত; আনন্দিত সবে এক স্থানে। ভেরীতুরী বাজে ভাল; কাংস্যবাদ করতাল; পটহ দুন্দুবী বাজে বীণে॥ রামা দেয় জয়ধ্বনি; সপ্তস্বরা পিনাকিনী; বাজে নানা মঙ্গল বাজন। হয়ে অতি শুচিকায়; দ্বিজগণে বেদগায়; মহামায়া করি আরাধন॥ ঘট সংস্থাপন করি; মহামায়া মহেশ্বরী; স্থিত কর এ অষ্ট বাসর। লক্ষ্মী বাণী আদি করি; আর যত সহচরী; লয়ে শড়ানন লম্বোদর॥ তুমি আদ্যা মহামায়া; আর যে তোমার কায়া; আসরে করহ অধিষ্ঠান। ভক্ত নায়কের প্রতি; কৃপাকর ভগবতী; শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান॥

গানারম্ভে প্রার্থনা।

ত্যজিয়া কৈলাশ গিরি, উরগো এ মর্ত্য পুরী; ভক্তের করিতে পরিত্রাণ। বিশ্রাম দিবস আট; শুন গীত দেখ নাট; আসরে করহ অধিষ্ঠান॥ লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ; না জানি সঙ্গীত পন্থ; কৃপা করি দিলা গুরুভার। অনভিজ্ঞ তাল মানে কেমনে শিখিবে আনে; দোষ গুণ সকলি তোমার॥ যে বোল বলাও তুমি; সেই বোলে বলি আমি তুমি কর মোরে উপদেশ। প্রচারে যে মত কাব্য; হয় বা তেমতি ভব্য; করি চিন্তা হর মোর ক্লেশ॥ বলি হোম ধূপ দ্বীপে; তোমা পূজে সপ্তদ্বীপে; তোমার সেবক জগজ্জন। নায়কের থাকে দোষ; দূর কর অভিরোষ; কর মোরে কৃপাবলোকন॥ তুমি রমা তুমি বাণী যোগনিদ্রা নারায়ণী ত্রয়ী বিদ্যা অনাদি বাসনা। মহাযোগ কাল রাত্রী, গায়ত্রী ভুবন ধাত্রী, ক্রিয়াশক্তি সংসার বাসনা॥ শলিলে ডুবিল মহী; আশ্রয় করিয়া অহি; শয়ন করিল নারায়ণ। সেই অবসান কালে; প্রভুর শ্রবণ মূলে; জন্মিল দানব দুইজন॥ মধু আর কৈঠভ নাম; দুই দৈত্য অনুপম; ব্রহ্মারে করিল বিড়ম্বন। নাভি পদ্মে প্রজাপতি তোমারে করিল স্তুতি তাহে তুমি হইলা স্মরণ॥ তুমি শ্রদ্ধা তুমি তুষ্টি; তুমি ক্ষমা তুমি পুষ্টি গিরি কন্যা ঈশান গৃহিণী। আগম নিগম তন্ত্র বীজ রূপা মহামন্ত্র বেদ মাতা বিশ্বের জননী॥ গোকুলে গোমতি নামা তম লোকে বর্গ ভীমা উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া॥ জয়ন্তী হস্তিনা পুরে বিজয়া নন্দের ঘরে; হরি সন্নিধানে মহামায়া॥ অমর কুলের দর্পে দেবকী অষ্টম গর্ভে হৈলা প্রভু ক্ষিতিভার নাশে। হরিতে হরির ভীতি যোগনিদ্রা ভগবতী থুইলা রোহিণী গর্ভবাসে॥ ভোজ রাজ অবতঙ্কে শ্রীহরি করিয়া অঙ্কে বসুদেব গেলা নন্দাগার॥ অগাধ যমুনা জল মায়াপতি কৈল স্থল শিবা রূপে নদী হৈলা পার॥ হরিতে অবনি ভার কৃপাময় অবতার যদুকুলে হৈলা নারায়ণ। হইলা নন্দের সুতা কি কব সে কথা চক্রবর্ত্তি শ্রীকবিকঙ্কন॥

অথ সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

আদি দেব নিরঞ্জন যার সৃষ্টি ত্রিভুবন পরম পুরুষ পুরাতন। শূন্যেতে করিয়া স্থিতি চিন্তিলেন মহামতি সৃজনের উপায় কারণ॥ নাহি কেহ সহচর দেবতা অসুর নর সিদ্ধ নাগ চরণ কিন্নর। নাহি তথা দিবানিশি না উদয় রবি শশী অন্ধকার আছে নিরান্তর। কোটি ভানু স্বপ্রকাশ পরিধান পীতবাস অন্ধকারে ভাবে ভগবান। কনক কঙ্কণ হার দূর করে অন্ধকার পুরট নূপুর মুনিদাম। কণ্ঠেতে কৌস্তুভ আভা কোটি চন্দ্র মুখ শোভা কুণ্ডলে মণ্ডিত দুই গণ্ড। নবীন নীরদ কান্তি নখ জিনি ইন্দুপংক্তি

অজানু লম্বিত ভুজদণ্ড ॥ অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি, হৃদয়ে করেন যুক্তি, জলস্থল আদি অধিষ্ঠান। কথার সঙ্গিত নাই, চিন্তা করেন গোসাই, আপনারে অশক্ত সমান ॥ চিন্তিতে এমন কায, এক চিত্তে দেবরাজ, তনু হৈতে নির্গত। শ্রীঅভিরুচণ্ডীর চরণ সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি, প্রকাশে ব্রাহ্মণ মহামতি ॥

আদিদেব নিত্য শক্তি, ভুবনমোহন মূর্ত্তি, করিলেন সৃষ্টির কারিণী। রচিয়া সংপুট পাণি, মৃদু মন্দ সুভাষিণী, সম্মুখে রহিলা নারায়ণী ॥ রাজহংস রব জিনি, চরণে নূপুর ধ্বনি, দশ নখে দশ ইন্দু ভাসে। কোকনদ দর্পহর, যাবক বেষ্টিত কর, অঙ্গুলী চম্পক পরকাশে ॥ রামরম্ভা জিনি উরু, নিবিড় নিতম্ব গুরু, কেশরী জিনিয়া মধ্য-দেশ। মধুর কিঙ্কিণী বাজে, পরিধান পট্ট সাজে, বচন গোচর নহে বেশ ॥ রাজহংস মন্দ গতি, হেম জিনি দেহ জ্যোতি, করিকুম্ভ চারু পয়োধর। তাহে শোভে অনুপম, মণি মুকুতার দাম, যেন গঙ্গা সুমেরু শেখর ॥ হেমহার বরছলে, কিবা সে উজ্জ্বল গলে, স্থির হয়ে সৌদামিনী বৈসে। নিরুপম পরকাশ, মুকুন্দ মধুর হাস, ভাঙ্গি লব শিখিবার আশে ॥ বন্ধুক কুসুম ছটা, কপালে সিন্দুর ফোটা, প্রভাত কালের যেন রবি। অধর প্রবাল দ্যুতি, দশন মাণিক পাঁতি, দোঁহেতে বদল করে ছবি। কপালে সিন্দুর বিন্দু, নব অরবিন্দ বন্ধু, তার কোলে চন্দনের বিন্দু। কারিয়া তিমির মেলা, ধরিয়া কুন্তল ছলা, বন্দি করি রাখে রবি ইন্দু ॥ তিলফুল জিনি নাসা, বসন্ত কোকিল ভাষা, ভ্রূযুগল চাপ সহোদর। খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্ক শশীমুখী, শিরোরুহ অসিত চামর ॥ অঙ্গদ বলয় শঙ্খ, ভুবনমোহন বঙ্ক, মণিময় মুকুট মণ্ডন। হাসিতে বিজলী খেলে, শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, হেমময় ভূষণ শোভন ॥ প্রভুর ইঙ্গিত পায়্যা, আদি দেবী মহামায়া, সৃজন করিতে দিলা মন। উমাপদ হিত চিত্ত, রচিল নূতন গীত, চক্রবর্ত্তি শ্রীকবি কঙ্কণ ॥

পয়ার। (এক দেব নানা মূর্ত্তি হৈল মহাশয়। হেম হৈতে কুণ্ডল বস্তুত ভিন্ন নয় ॥) প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিলা আধান। রূপবান হৈল তার তনয় মহান্। মহতের পুত্র হইল নাম অহঙ্কার। যাহা হৈতে হৈল সৃষ্টি সকল সংসার ॥ অহঙ্কার হইতে হইল পঞ্চজন। পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন ॥ এই পঞ্চ জনে লোক বলে পঞ্চভূত। ইহা হৈতে প্রাণী বৃদ্ধি হইল বহুত ॥ গুণভেদ এক দেব হইল তিন জন। রজোগুণে পিতামহ মরালবাহন ॥ সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে করেন পালন। তমোগুণ মহাদেব বিনাশ কারণ ॥ ব্রহ্মার মানস পুত্র হইল চারি জন। সনৎকুমার আর সনক সনাতন ॥ সনন্দ হইল তার চারের পূরণ। বৈষ্ণবের আদি গুরু বিরিঞ্চি নন্দন ॥ চারি জনে বুঝিলেন হরিভক্তি সুখ ॥ পিতৃ বাক্য না শুনিয়া সংসারে বিমুখ ॥ চারি পুত্র তেজে যদি তার অনুরোধ। বিধাতা হৃদয়ে জন্মিল বড় ক্রোধ ॥ সেই ক্রোধে ভ্রূভঙ্গি হইল বিধাতার। তাহাতে জন্মিল নীল লোহিত কুমার ॥ সৃষ্টি কর পুত্র তব বাড়ুক পরমাই। আজ্ঞা লয়ে কার্য্য কর জ্যেষ্ঠ চারি ভাই ॥ জটা ভস্ম হাড়মালা বিভূতি ভূষণ। পরে জন্মাইল প্রেত ভূত দানাগণ ॥ ভয়ঙ্কর সৃষ্টি পুত্র না কর ঘটন। তপস্যা করহ গিয়া ভজ নারা-য়ণ ॥ শিশুভাবে মহাদেব করেন রোদন। নাম ধাম জায়া মোর কর নিয়োজন ॥ বি-চারিয়া রুদ্র নাম থুইল প্রজাপতি। উন্মত্ত মহেশ আর শিব পশুপতি ॥ হৃদয় ইন্দ্রিয় ব্যোম বায়ু বহ্নি জল। ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর তারে দিলা স্থল। ধৃতি বৃদ্ধিশীলা শশী অশিবা অসীমা। এক ভাবে ছয় নারী ভজিবেক তোমা ॥ পরে ব্রহ্মা জন্মাইল এই দশ সুত। আচার বিনয় বিদ্যা রূপ গুণ যুত। মরীচি অঙ্গিরা অত্রি ভৃগু দক্ষ ক্রতু। পুলহ পুলস্ত হৈল সংসারের হেতু। বশিষ্ঠ হইল দেব মুনি মহাতপা। দশম নারদ যারে হৈল হরিকৃপা ॥ আপনার তনু ধাতা কৈল দুই খান। বাম দিকে নারী হৈল দক্ষিণে প্রমাণ ॥ শতরূপা নামে নারী মনোহর তনু। পুরুষ হইল স্বয়ম্ভুব নামে মনু ॥ মনুরে কহিল ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ। প্রণাম করিয়া মনু করে নিবেদন ॥ জগৎ সৃজিতে ভাল বলিলে গোসাই। কোথা প্রজা বসিবে এমন স্থান নাই ॥ যুগের প্রজাগণ আছিল

ধরণী। অসুরে হরিয়া নিল পাতাল সরণি ॥ এ কথা শুনিয়া ব্রহ্মা হলেন চিন্তিত। নাসাপথে বরাহ জন্মিলা আচম্বিত ॥ অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সংগীত ॥

ত্রিপদী। অনন্ত অচিন্ত্য মায়া, ধরিয়া বরাহ কায়া, অঙ্গে শোভে যজ্ঞ পত্র জাল। ধীরে২ মহারম্ভ, প্রবল জলধি অম্ভ, প্রবেশিয়া পাইলা পাতাল ॥ মহাকায় মহাদন্ত, যাহার নাহিক অন্ত, সেবক বৎসল ভগবান। দশনে ধরণী ধরি, হিরণ্যাক্ষ বীরে মারি, জল হৈতে করিল উত্থান ॥ দশম কুন্দের আভা, তাহে দেবী পান শোভা, তমাল শ্যামলা বসুমতী। যেন করি দন্ত মাঝে, সপত্র পদ্মিনী সাজে, বিধি সিদ্ধ ঋষি করে স্তুতি ॥ জলের উপরে ক্ষিতি, আরোপি ভুবনপতি, শরীর ঝাড়েন ঘন ঘন। উঠে বিন্দু ছটা ধৃত, ভুবন করয়ে পূত, শিরোরুহ তপঃ সত্য জন ॥ জল ত্যজি দেবরায়, সঘনে ঝাড়েন কায়, অঙ্গ হৈতে লোমচয় খসে। পাইয়া ধরণী গর্ভ, তাহাতে হইল দর্ভ, মোক্ষবিঘ্ন নাহি সেই কুশে। অখিল পর্ব্বত গুরু, মধ্যে আরোপিয় মেরু, মন্দর প্রমুখ গিরিচয়। গন্ধমাদন মাল্যবান, নীল সেতু শৃঙ্গবান্, হিম হেমকূট হিমালয়। প্রথমে উদয়গিরি, পাছে অস্তশিখরী, চৌদিকে বেড়িয়া লোকালোক। বাহিরে কাঞ্চন ক্ষিতি, তথি যোগেশ্বর পতি, দেখি বিধাতার ঘুচে শোক ॥ সুমেরু উপর ভাগে, রবি চন্দ্র রথ লাগে, বেড়িয়া ফিরয়ে দিবাকর। গতাগতি করি লক্ষ, দিন নিশা মাস পক্ষ, হৈল ঋতু অয়ন বৎসর। কৃপাময় অবতার, হৈলা প্রভু শিশুমার, উর্দ্ধপুচ্ছ হেট যার মাথা। তথি রাশি চক্রন্তর, ফিরে প্রভু নিরন্তর, গ্রহ তারাগণ হৈল তথা ॥ উর্দ্ধলোক হইতে গঙ্গা, প্রবল চপল ভঙ্গা, মেরুশৃঙ্গে হৈলা চারি ধারা। সীতা ভদ্রা বংখু নাম, অশেষ গুণের ধাম, শ্রীঅলকনন্দা তীর্থবরা ॥ বৃহস্পতি রাজধানী, তথি মনু নৃপমণি, শতরূপা সঙ্গে কৈল বাস। শ্রীকবিকঙ্কণ কয়, শুনিলে কৈবল্য হয়, রাজা কৈল পাঁচালি প্রকাশ ॥

পয়ার। শতরূপা মনু সঙ্গে ক্রীড়া কুতুহলে। গুণযুত দুই সুত হৈল কত কালে ॥ জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রত হৈল নৃপবর। রথচক্রে হৈল তাঁর এ সপ্ত সাগর ॥ কনিষ্ঠ উত্থানপাদ বিখ্যাত ভুবনে। ধ্রুব নামে পুত্র তাঁর বিদিত পুরাণে ॥ আকুতি প্রসুতি কন্যা আর দেবহুতি। তিন কন্যা হৈল তাঁর রূপ গুণবতী। আকুতীরে বিভা দিল রুচি মুনি বরে। দিলেন অনেক দান তুরঙ্গ কুঞ্জরে ॥ কর্দ্দম মুনিরে দিলা নাম দেবহুতি। নানা ধন যৌতুক দিলেন প্রজাপতি ॥ প্রসুতিরে বিবাহ কৈলেন দক্ষ মুনি। জন্মিলা যাহার ঘরে তনয়া ভবানী ॥ ষোড়শ কন্যার মধ্যে মুখাসুতা সতী ॥ যজ্ঞ ক্ষয় হেতু দেবী আপনি প্রকৃতি ॥ নারদের উপদেশে দক্ষ প্রজাপতি। মহাদেবে বিবাহ দিলেন কন্যা সতী ॥ নানা ধন যৌতুকে পূরিয়া অভিলাষ। বর কন্যা দক্ষ পাঠাইলেন কৈলাস ॥ অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সংগীত ॥

পয়ার। এমন সময়ে ভৃগু বিরিঞ্চি নন্দন। বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ কৈলা আরম্ভন। দেবগণে নিমন্ত্রণ দিল ভৃগুমুনি। ঘরে২ বার্ত্তা দিল নারদ আপনি। আইলেন চক্রপাণি চাপিয়া গরুড়। বৃষভবাহনে আইলেন চন্দ্রচূড় ॥ মহিষে চাপিয়া আইল চতুর্দ্দশ যম। হরিণের পৃষ্ঠে ঊনপঞ্চাশ পবন। রাশিচক্র চাপিয়া আইল গ্রহগণ। রথে দশদিক্‌পাল করিলা গমন ॥ চারি বেদে পণ্ডিত অঙ্গিরা যার হোতা। সভাসদ লয়ে চলে আপনি বিধাতা ॥ মরীচি অঙ্গিরা আদি যত দেবঋষি। দেখিতে আইল সবে হয়ে অভিলাষী ॥ কেহ রথে কেহ গজে কেহ তুরঙ্গমে। দেব ঋষি আইলেন ভৃগুমুনি ধামে ॥ লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবীগণ। আইল বিমানে চাপি ভৃগুর সদন ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনি বসিতে আসন। মধুপর্ক আদি দিল নানা আয়োজন ॥ সিদ্ধান্ত করেন কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ। এসময়ে সেখানে আইল মুনি দক্ষ ॥ দক্ষেরে দেখিয়া সবে করিল উত্থান বিধি বিষ্ণু শিব বিনা করিল প্রণাম ॥ অনাদর দেখি শিবে দক্ষ কাঁপে রোষে। দেব-

গদে নিবেদয়ে গদ গদ ভাষে ॥ রচিয়া মধুর পদে একাপদী ছন্দ। শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥

ত্রিপদী। শুনিয়া সভার লোক, এ বড় দারুণ শোক, এই শিব আমার জামাতা। আমি আসি যজ্ঞস্থান, না করে আমার মান, মোরে নত করিল না মাথা॥ নারদে বলিব কি, তার বাক্যে দিনু ঝি, এমন ভণ্ড মতি পাপে। ত্রিভুবনে এক ধন্যা, অপাত্রে দিলাম কন্যা, তনু শুকাইল অনুতাপে ॥ নাহি জানি আদ্য মূল, কিবা জাতি কিবা কুল, নাহি জানি কেবা মাতা পিতা। ভূষণ হাড়ের মালা, শ্মশান বিনোদশালা, হেন শূলী আমার জামাতা ॥ অঙ্গেতে চিতার ধূলি, কান্ধেতে ভাঙ্গের ঝুলি, বিষধর উত্তরি বসন। শ্মশান যাহার স্থান, কেবা তার করে মান, দেব বুদ্ধি করে কোন জন। যক্ষ দানা প্রেত ভূত, বসতি যাহার যুত, সহযোগে করয়ে ভোজন। হেন অমঙ্গল ধাম, কেবা থুইল শিব নাম, দেব মাঝে কে করে গণন ॥ চাহিতে চাহিতে ভাল, কুল করিলাম কাল, বাম হৈল আমারে বিধাতা। আমি ছার মন্দ বুদ্ধি, অনলে ফেলিনু নিধি, পণ্ডিতসভামাঝে লাজে হেট মাথা॥ সতী কন্যা গুণনিধি, তারে বিড়ম্বিল বিধি, পতি যে দরিদ্র দিগম্বর। মনে নাহি পরিতোষ, লোকে গায় ধর্ম্ম দোষ, অপযশে পূর্ণ দিগম্বর ॥ শ্বশুর যেমন তাত, তারে না যুড়িল হাত, সভাতে করিল অপমান। ত্রিলোকে যে অনুরাগ, ঘুচাব যজ্ঞের ভাগ, দেবপথে নহে অবধান ॥ মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন। তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

পয়ার। এমন শুনিয়া নন্দী দক্ষের বচন। কোপে কম্পবান তনু লোহিত লোচন ॥ দক্ষে শাপ দিতে নন্দী জল নৈল হাতে। না হইবে দক্ষ তোর গতি মুক্তিপথে ॥ মহাদেবে যেই মুখে বল কুবচন। অচিরাৎ হবে তোর ছাগল বদন ॥ পরস্পর দুই জনে হৈল প্রতিকূল। জামাতা শ্বশুরে যেন ভুজঙ্গ নকুল ॥ জামাতা শ্বশুরে দ্বন্দ্ব আছে চিরকাল। দক্ষের হৃদয়ে শেল বাজিল বিশাল ॥ শঙ্কর বিমনা হয়ে চলিলা কৈলাস। দক্ষ প্রজাপতি গেলা আপনার বাস ॥ কত কালে দক্ষে ব্রহ্মা করিল সম্মান। সকল পুত্রের মাঝে করিলা প্রধান ॥ ব্রাহ্মণের রাজা করি ধরাইল ছাতা। প্রসাদ দিলেন তারে কনক পবিতা ॥ ব্রাহ্মণ পালিতে তারে বুদ্ধি দিলা বিধি। এই হেতু কুল শ্রেষ্ঠ হইল পালধি ॥ ব্রহ্মার প্রসাদে দক্ষ করে মহাদম্ভ। বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ করিল আরম্ভ ॥ নিমন্ত্রণ দিল দক্ষ সুর নাগ নরে। কহিলা নারদ মুনি প্রতি ঘরে২ ॥ বিধি বিষ্ণু বিনা আর যত দেবগণ। বিমানে চড়িয়া আইল দক্ষের সদন ॥ আকাশ বিমানেতে শুনিয়া কোলাহল। দক্ষের দুহিতা সতী হইলা চঞ্চল ॥ লোক মুখে শুনিয়া দক্ষের যজ্ঞরব। নিবেদয়ে শঙ্করে যুড়িয়া দুই কর ॥ দক্ষ প্রজাপতি নাথ তোমার শ্বশুর। তাঁর যজ্ঞে তিন লোক চলিল প্রচুর। তুমি আজ্ঞা দিলে আমি যাই পিতৃবাস বাপের উৎসব দেখি বড় অভিলাষ ॥ শুনিয়া ঈষদ হাসি বলেন শঙ্কর। হেন বাক্য অনুচিত কি দিব উত্তর ॥ বিনা নিমন্ত্রণে যাবে একি মাথা কাটা। আমার প্রসঙ্গে গৌরী পাবে বড় খোঁটা ॥ ভবানী বলেন যাব বাপের সদন। ইথে দোষ কিবা মোর লোকের গঞ্জন ॥ অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

ত্রিপদী। অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপের ঘর, যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে। ত্রিভুবনে যত বৈসে, চলিল বাপের বাসে, তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে ॥ চরণে ধরিয়া সাধি, কৃপা কর গুণনিধি, যাব পঞ্চ দিবসের তরে। চিরদিন আছে আশ, যাইব বাপের বাস, নিবেদন নাহি করি ডরে ॥ পর্ব্বত কাননে বসি, নাহিক পাড়া পড়শী, সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী। এক তিল যথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাই, বিধি মোরে কৈল জন্মদুখী ॥ সুমঙ্গল সূত্র করে, আইলাম তব ঘরে, পূর্ণ সে হইল বর্ষ সাত। দূর কর বিসম্বাদ,

পূরাই মনের সাধ, মায়ের রন্ধনে খাব ভাত ॥ পিতা মোর পুণ্যবান, করিবে অনেক দান, কন্যাগণে দিবে ব্যবহার। আমি আগে পাব মান, আভরণ পরিধান, ভেদ বুদ্ধি নাহিক পিতার ॥ সতীর বচন শুনি, কহিলেন শূলপাণি, শুন প্রিয়ে আমার বচন। বাপঘরে যদি চল, তবে না হইবে ভাল, অবশ্য হইবে বিড়ম্বন ॥ চলিবারে অনুমতি, নাহি দিল পশুপতি, হৈমবতী হৈলা কোপবতী। আপনি স্বভাবে রামা, চলিলা ভ্রুকুটি ভীমা, একাকিনী বাপের বসতি ॥ হইয়া উন্মত্ত বেশা, যান দেবী মুক্তকেশা, না শুনিয়া শিবের বচন। হরের আদেশ পায়, পাছেং নন্দী ধায়, বৃষভের করিয়া সাজন ॥ সারিকা কুন্তল পেড়ী, পাছু লয়ে যায় চেড়ী, কেহ লয় বিয়নি দর্পণ। পূরিয়া সুগন্ধি বারি, কেহ লয়ে যায় ঝারি, শ্বেতছত্র লয় কোন জন ॥ ধাইল অনেক সেনা, সঙ্গে প্রেত ভূত দানা, নেকা চোকা দুই সেনাপতি। আগে পাছে সেনা যায়, রাঙ্গা ধূলি মাখে গায়, দেখিয়া হরিষ হৈলা সতী ॥ বৃষভ যোগায় নন্দী, চাপিয়া চলেন চণ্ডী, শিরে ছত্র নন্দীরে ধরাণ। না জানি চলেন কত, তিন দিবসের পথ, চারি দণ্ডে করিল প্রয়াণ ॥ পাইলা বাপের গ্রাম, শুনিয়া সতীর নাম, প্রসূতি ধাইল বেগবতী। কোলেতে লইয়া সতী, প্রসূতি পুলকে অতি, কৈল সতী মায়েরে প্রণতি ॥ আনিয়া আপন ঘরে, প্রসূতি দিলেন তারে, পাদ্য অর্ঘ্য বসিতে আসন। যতেক ভগিনীগণ, সবে হরষিত মন, ঘরের কুশল জিজ্ঞাসন। জননী ভগিনী সঙ্গে, ক্ষণেক থাকিয়া রঙ্গে, যান দেবী যজ্ঞের সদন। চণ্ডীর চরণ সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি, চক্রবর্ত্তি শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

পয়ার। দক্ষের চরণে সতী করিল প্রণতি। হেটমুখে আশিষ করিল প্রজাপতি ॥ আইয়োতে যাউক কাল ঘুচুক দুর্গতি। চিরজীবী হউক স্বামি সুস্থির সুমতি। না দেখিয়া যজ্ঞস্থানে শিবের পূজন। কোপে কম্পবান তনু বাপে জিজ্ঞাসন ॥ শুন বাপা তোমারে এ করি অভিমান। সতী ঝির প্রতি তব নাহি অবধান ॥ ধর্ম্ম আদি তোমার যতেক বন্ধুগণ। সবাকে আসিতে যজ্ঞে দিলা নিমন্ত্রণ ॥ শিব নিমন্ত্রণ নাহি কর কি কারণে। সম্পদে মাতিয়া বুঝি না দেখ নয়নে ॥ ব্রহ্মা যাঁর সতত বাঞ্ছয়ে পদধূলি। আপনি কমলাপতি করেন অঞ্জলি। অন্য জামাতারে দিলা বস্ত্র অলঙ্কার। শিব প্রতি ভাল নহে তব ব্যবহার ॥ দারুণ দৈবের ফলে আমি তব ঝি। না করিলা ভাল কর্ম্ম নিবেদিব কি ॥ এমত শুনিয়া দক্ষ সতীর বচন। নিন্দিয়া বলেন শিবে শুনে সর্ব্ব জন ॥

ত্রিপদী। কহিলে উচিত কথা, মনে পাছে পাও ব্যথা, যেবা ছিল ললাটে লিখন। তোমার কর্ম্মের গতি, স্বামী হৈল দুর্ম্মতি, তারে যজ্ঞে আনি কি কারণ। আরোহণ বৃষপরে, শিঙ্গা ডম্বুর করে, ভক্ষ্য যার ধুতুরার ফল। ভাঙে বড় অভিলাষ, ভুজঙ্গ উত্তরী বাস, ফণি হার ফণির কুণ্ডল ॥ পরিধান বাঘছাল, গলায় হাড়ের মাল, বিভূতি ভূষিত যার অঙ্গে। শ্মশানে যাহার স্থান, তার কেবা করে মান, প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে। আরাধিলা পশুপতি, পাইলা পশুর গতি, অহি সঙ্গে একত্র শয়ন। হরি শিরে শশিকলা, অহি সঙ্গে যায় মেলা, বঞ্চিত ভুবনে দুই জন ॥ আমিত ব্রহ্মার সুত, ত্রিভুবনে সুবিদিত, মোর প্রতি তার ব্যবহার। ভৃগুর যজ্ঞের স্থানে, দেবগণ বিদ্যমানে, আমারে না করে নমস্কার ॥ শুন সতী মম বাণী, ইথে যদি শিবে আনি, অবশ্য হইবে যজ্ঞ নাশ। দেখিয়া শিবের গুণ, আর যত দেবগণ, নাহি করে একত্র নিবাস ॥ এমত দক্ষের কথা, শুনিয়া দক্ষের সুতা, সতী কোপে কাঁপে থর থর। মধুর ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, রচিল মুকুন্দ কবিবর ॥

পয়ার। শিব নিন্দা শ্রবণে করিব প্রতিকার। তোমার অঙ্গজ তনু না রাখিব আর ॥ সমুদ্র মথনে ঘোর উঠিল গরল। তিন লোকে দহে যেন প্রলয় অনল ॥ হেন বিষ পিয়া শিব রাখিল জগৎ। সম্পদেতে মূঢ়মতি না জান মহৎ ॥ পিনাক ধনুর যাঁর অনন্ত শিঞ্জিনী। আপনি হইলা শর যাহে চক্রপাণি ॥ লোকরিপু ত্রিপুর দহন কৈল

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

হর। হেন জনে কি কারণে বল কটুত্তর ॥ দেবরাজে খোঁজে যাঁর চরণের রজ। দুর্লভ মানিয়া যাঁর আশা করে অজ ॥ যত দেবগণ তাঁরে করয়ে পূজন। তোমা বিনা তাঁরে দোষ দেয় কোন জন ॥ গুরু জন নিন্দা নাহি করিবে শ্রবণ। যেই নিন্দা করে তারি করিব শাসন ॥ সেই স্থান ছাড়ি কিম্বা যাই অন্য স্থান। পাপ প্রতিকার হেতু ত্যজিব পরাণ ॥ হৃদয় সরোজে চিন্তি শিবের চরণ। দৃঢ় করি ভগবতী পরিলা বসন ॥ যোগেতে ছাড়িয়া তনু জগতের মাতা। মুকুন্দ রচিল গীত সুরচন গাথা ॥

দক্ষ যজ্ঞে রোষে সতী ত্যজিলা জীবন। যজ্ঞ নাশ করিতে ধাইল সেনাগণ ॥ আগে নন্দী ধায় দুই দিকে নেকা চোকা। সতর সেনা ধায় নাহি তার লেখা ॥ যতেক দেবতা গণ করে হাহাকার। সবে বলে দক্ষ যজ্ঞে হৈল মহামার ॥ যতেক অমরগণ করে কোলাহল। যোগ বলে সতী সঙ্গে উঠিল অনল ॥ বিপক্ষ নাশিতে ভৃগু দিলেন আহুতি। কুণ্ড হৈতে উঠিল অনেক সেনাপতি ॥ রথ তুরঙ্গম পতি উঠিল কুঞ্জর। খরবাণে দানাগণে করিল জর্জ্জর ॥ ভঙ্গ দিয়া দানাগণ পলায় সমরে। বৃষভ লইয়া নন্দী পলায় সত্তরে ॥ শিবের কিঙ্কর সবে পলায় তরাসে। ধাওয়া ধায়ি উপস্থিত হইল কৈলাসে ॥ উর্দ্ধ মুখে বার্ত্তা নন্দী কহে মহেশ্বরে। লোটায়ে কান্দেন রুদ্র মহীর উপরে ॥ ছিঁড়িয়া ফেলিলা প্রভু মহিতলে জটা। বীরভদ্র হৈল তায় সঙ্গে বীর ঘটা ॥ তিন সূর্য্য জিনি তার তিনটা লোচন। মাথার মুকুট গিয়া ঠেকিল গগণ ॥ শূল হস্তে কৃতাঞ্জলি রহিলা সম্মুখে। নয়নে নিকলে অগ্নি ঝলকে ঝলকে ॥ প্রণাম করিয়া বীর করে নিবেদন। কি কার্য্য করিব প্রভু কর আজ্ঞাপন ॥ স্বর্গ উলটিব কিম্বা পাতাল ছেদিব। সমুদ্র শোষিব কিম্বা পৃথিবী তুলিব ॥ আজ্ঞা দিলা শিব তারে যজ্ঞ নাশিবারে। বিশেষ কহিলা হর বধিতে দক্ষেরে ॥ আজ্ঞা পায়ে বীরভদ্র চলে শীঘ্রগতি। নন্দী আদি চলিল অনেক সেনাপতি ॥ সঙ্গে প্রেত ভূত চলে যোল কটি দানা। দামামা দগড়া বাজে ব্যত্রিশ বাজনা ॥ দক্ষ যজ্ঞ স্থানে গিয়া দিল দরশন। যজ্ঞ কুণ্ড ভাঙ্গিতে চলিল দানাগণ ॥ প্রাণ ভয়ে দ্বিজগণ দেখায় পইতা। প্রাণেতে না মারে দেয় বহুতর ব্যথা ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ।

মালঝাঁপ। প্রবেশিল বীরভদ্র যজ্ঞ নাশিবারে। দক্ষের নিজপুর ভাঙ্গিয়া করে চুর, কেহ নিবারিতে নারে। ব্রাহ্মণে ধরিয়া; পুথী লয় কাড়িয়া; ডোর দিয়া ভুজ বান্ধে। ব্রাহ্মণে না মার; ব্রাহ্মণে না মার, পৈতা দেখাইয়া কান্দে ॥ বেগে যোথা ধায় দানা ধরে তায়, পাড়িয়া উপড়ে দাড়ি। ভাঙ্গিল দশন, ছিঁড়িল বসন, শ্রুবের মারিয়া বাড়ি ॥ বীরের আগু দল, ধাইল গজবল, লোহার মুগদর শুণ্ডে। রুষিল বীরবর, করিল জর জর, মুখটি মারিয়া মুণ্ডে ॥ করিবর শুণ্ডে, ধরিয়া মুণ্ডে; মুখটি মারি দিল টান। ছিঁড়িল শুণ্ড, ভাঙ্গিল মুণ্ড, কাঁকড়ি যত খান খান ॥ ধরিয়া বারণে তুরঙ্গ চরণে; মাথায় তুলি দিল নাড়া। অঙ্গ ছিঁড়িল; তুরঙ্গ পড়িল, হস্তে করিল খাঁড়া ॥ উভু করি পাণি, নীচে বীর মণি, করিবর গাঁথি শূলে। রুধিরের পানা, পিয়ে যত দানা, নাচে কত কুতূহলে ॥ দক্ষেরে বীরবর; বরিষে খরশর, মেঘে যেন পানি পসালা ঠেকিয়া দানা গায়, উখড়িয়া যায়, পুষ্পের যেমত মালা। বীরের লোচন, করিল মোচন, উষার ভাঙ্গিল দন্ত। সূর্য্যের ঘোড়া, ছিঁড়িল দড়া, দিগের না পায় অন্ত ॥ সঙ্গে বীর ঘটা, ধাইল ল্যাঙটা, মূতয়ে যজ্ঞের কুণ্ডে। কপাট ভাঙ্গিয়া; ভাণ্ডার লুটিয়া, ঘৃত মধু ঢালয়ে তুণ্ডে ॥ বীরবর দন্তে, বসুমতী কম্পে, অষ্ট কুলাচল ফিরে। ফণিগণ ছাড়িল, গণপতি পড়িল, ফণিপতি মাথা ঘোরে ॥ দক্ষের কাটি শির, অনলে মহাবীর, ফেলিল যজ্ঞে কুণ্ডে। মুকুন্দ নিবেদন, শুন সভাজন, শিব নিন্দার এই দণ্ডে ॥

অথ কৈলাস হইতে শিবের হিমগিরি পর্ব্বতে গমন।

পয়ার। দক্ষ যজ্ঞ নাশি বীর গমনে উল্লাস। দণ্ড মাত্রে বীরভদ্র পাইল কৈলাস সঙ্গে ষোল কোটি চলে প্রেত ভূত দানা। দামামা দগড় বাজে ব্যাল্লিশ বাজনা॥ প্রণাম করিয়া শিবে করি নিবেদন। প্রসাদ করিলা হর দিয়া আলিঙ্গন॥ এই মত দক্ষ যজ্ঞ করি বিনাশন। তপস্যায় মন দিলা দেব পঞ্চানন। দেবীর বিরহে হর ছাড়িল কৈলাস। হিমগিরি যান হর হইয়া নিরাশ॥ তথা উপনীত হৈল মরাল বাহন। কর যোড়ে কহিলেন বিনয় বচন॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ শিবের প্রতি ব্রহ্মার স্তব।

ত্রিপদী। তুমি দেব নিরঞ্জন, তুমি অহঙ্কার মন, তুমি দেব পুরুষ প্রধান। সব তত্ব অধিকার, পরম কৈবল্যাধার, তুমি ব্রহ্ম তুমি দিব্য জ্ঞান॥ স্থাবর জঙ্গম ময়, তোমা ভিন্ন কিছু নয়, ভাবিয়া বুঝিনু তুমি এক। এক বই নহে অন্য, ঘটে ঘটে দেখে ভিন্ন দুষ্টমতি ভাবয়ে অনেক॥ তুমি ধর্ম্ম নিরাকার, তুমি সংসারের সার, শুন গদাধর শূলপাণে। ত্যজহ সকল রোষ, ক্ষম কৈনু সব দোষ, অকালে প্রলয় কর কেনে। অনাদি অনন্ত শিব, তুমি বুদ্ধিময় জীব, আপনারে সৃজিলা আপনি। গগণ পবন জল, তেজ বসুমতী স্থল, চারি বেদে তোমারে বাখানি॥ সৃজিয়া অমর নর, করিলা আপন পর, মহা অন্ধকারে দিলা মেলা। ভাঙ্গিয়া গড়িয়া দেখ, গড়িয়া ভাঙ্গিয়া রাখ, বালকে যেমন করে খেলা॥ তোমার মহত্ব যত, যদ্যপি বৎসর শত, তবু কেহ বলিতে না পারে। অতি মূঢ় হত জ্ঞানে, দক্ষ তোমা কিবা জানে, না জানিয়া মৈল অহঙ্কারে॥ করপুটে মাগি বর, জীয়াও অমর নর, বারেক দক্ষেরে কর দয়া। শঙ্কর সম্বর রাগ, ভুঞ্জহ যজ্ঞের ভাগ, উপজীবে দেবী মহামায়া। শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী, বলে দেব শূলপাণি, তোমার বচনে হৈনু সুখী। জীবেক অমর নর; সেই দক্ষ প্রজেশ্বর; উপজিবে দেবীচন্দ্র মুখী। মহামিশ্র ইত্যাদি।

অথ ব্রহ্মার প্রতি শিব বাক্য।

পয়ার। ব্রহ্মার বচনে শিব পাইয়া মহাসুখ। কহিতে লাগিলা শিব যত মনোদুখ॥ তুমি নাহি জান ব্রহ্মা দক্ষের চরিত। যত অহঙ্কার কৈল তোমার বিদিত॥ বারে বারে সহিলাম তব মুখ লাজে। না দিল যজ্ঞের ভাগ দেবতা সমাজে॥ বাপ ঘর খলিয়া আপনি গেলা সতী। পাদ্য অর্ঘ্য নাহি দিল পাপিষ্ট দুর্ম্মতি॥ যজ্ঞ ভাগ নাহি দিল বসিতে আসন। সেই অভিমানে সতী ছাড়িল জীবন॥ মনস্তাপ পাইলাম সতীর মরণে। খণ্ডিল সকল শোক তোমার দর্শনে॥ এতেক বলিয়া আশুতোষ ত্রিলোচন। চলিলা ব্রহ্মার সঙ্গে দক্ষের সদন॥ জীয়াবারে দক্ষেরে চলিলা দিগম্বর। নন্দী আদি যোগায় বাহন বৃষবর॥ চারি পায়ে বান্ধিল ঘাঘর উরুমাল। পালান জুড়িয়া বান্ধে কেঁদো বাঘ ছাল॥ বাঘছাল পৃষ্ঠে শিব বৃষবরে সাজে। মেঘের পশ্চাতে যেন ঐরাবত গজে। বৃষবর চাপিয়া চলিলা ত্রিপুরারী। হিমালয় শিখরেতে যেমন কেশরী॥ বাসুকি সহস্র ফণা শিরে ছত্র ধরে॥ অন্তরীক্ষে দেবগণ মঙ্গল উচ্চারে॥ ডাহিনে চলিল নন্দী বামে মহাকাল। আগে পাছে দানা ধায় প্রমথে বেতাল॥ দক্ষের সদনে গিয়া দিল দরশন। প্রসন্ন বদন শিব মুক্তির কারণ॥ পুরীখান দেখিলা অঙ্গার অস্থিময়। অন্তরে হইলা শিব পরম সদয়॥ হাতে জপ মালা প্রভু বসিলা আসনে। প্রাণ সঞ্চারিণী বিদ্যা জপে মনে মনে॥ যার যেই হস্ত পদ লাগে সঙ্গে সঙ্গ। গাত্রে উপজিল মাংস হইল লোমাঞ্চ॥ দক্ষে জীয়াবার তরে কৈল অনুবন্ধ। মুণ্ড বিনা নাচিয়া বেড়ায় কাটা স্কন্ধ॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈশে ক্ষণে ধায় রড়ে। আশে পাশে ঠেকিয়া সে ঘুরে ঘুরে পড়ে। দক্ষের দুর্গতি দেখি সর্ব্বলোক হাসে। করপুটে বলে ব্রহ্মা শঙ্করের পাশে॥ তোমার শ্বশুর দক্ষ হয় গুরু জন। দোষ ক্ষম কেন প্রভু কর বিড়ম্বন নাহিক শ্রবণ প্রভু নাহি কান চোক। বিনা মুণ্ডে দেখহ জীবনে কিবা সুখ॥ ব্রহ্মার

বচন শুনি বলে চন্দ্রচূড় । দক্ষের স্কন্ধেতে দিলা ছাগলের মুড় ।। পূর্ব্বে শাপ দিল নন্দী দেবতা সভায়। দক্ষের ছাগল মুণ্ড খণ্ডন না যায় ।। নন্দীর বচন কভু না হইবে আন। আর কিছু না বলিহ করি সাবধান ।। কাটা ছাগলের মুণ্ড ছিল যজ্ঞ করে। লাগিল দক্ষের স্কন্ধে শঙ্করের বরে। সেই অধিকার দিল দক্ষের সম্মান। দেবগণে উঠি যায় নিজ নিজ স্থান॥ ভৃগু গর্গ পরাশর আদি মুনিগণ। গন্ধ পুষ্প দিয়া করে শিবের অর্চ্চন॥ আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ। রত্নময় পুরী তার হইল তখন ।। যতেক আদিতি দিতি আদি দেবগণ। শম্ভরে দিলেন বরঅক্ষয় যৌবন ।। বরদিলা দক্ষে শিব পাও যজ্ঞ ফল। স্থাপিলা যজ্ঞের ভাগ দক্ষের সকল॥ রুদ্র ভাগ না দিয়া যে জন যজ্ঞ করে। পিশাচ বেতাল আদি তার যজ্ঞ হরে ।। দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিদ্যাধর। স্তুতি করে শঙ্করে করিয়া যোড় কর ।। ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জনে হয়ে একচিত্ত। বলিতে লাগিল সবে শঙ্কর বিদিত। এই যজ্ঞে সতীদেবী ছাড়িলা শরীর। তাঁহা বিনা সর্ব্বলোক হইল অস্থির শুনিয়া হাসিল; প্রভু দেব ত্রিলোচন। আকাশে প্রকাশে যেন চন্দ্রের কিরণ॥ তৎক্ষণে উপজিল অন্তরীক্ষে বাণী। হেমন্তের ঘরে জন্ম লইলা ভবানী॥ এই মতে দক্ষযজ্ঞ বিনাশি অভয়া। পুণ্যবান দেখি হিমালয়ে কৈলা দয়া॥ লোক শুভ হেতু সেই হৈল শুভ দিন। হিমালয়ে জন্ম মাতা হইলা যে দিন ।। তুষার শিখরি ভাগ্য নিবেদিব কি। ভুবন জননী হৈলা হিমালয়ের ঝি ।। মেনকার পুণ্য কিবা করিব গণন। যাহার উদর চণ্ডী লইলা জনম ।। মৈনাক যাহার ভাই ভুবন সুন্দর। যারপক্ষ কাটিতে নারিলা পুরন্দর ।। পর্ব্বত রাজার ছিল যত কুলাচার। ওদনপ্রাশন আদি করিল তাহার ।। করিল শ্রবণ-বেধ পঞ্চম বরষে। শোভাতে বাড়েন চণ্ডী দিবসে দিবসে ।। নিবিষ্ট করিয়া মনশিবের চরণে। অম্বিকা মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে।।

গৌরীর রূপ বর্ণনা।

ত্রিপদী। ত্রিভুবন জন ধাত্রী. পর্ব্বত ভূপাল পুত্রী, হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডীকা। অনা বেশ দিনে দিনে, শোভে অলঙ্কার বিনে; দেখি সুখী হইল মেনকা। ঊরুযুগ করিবর, নাভি যেন সরবর, দুই ভুজ মৃণাল সঙ্কাশ। নবীন অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কার শোভা, অন্ধকার করয়ে বিনাশ।। অধর বন্ধুক বন্ধু, বদন শারদ ইন্দু. খঞ্জন গঞ্জন বিলোচন। প্রভাতে ভানুর ছটা; ললাটে সিন্দুর ফোটা, তনু রুচি ভুবনমোহন। নাসায় দোলয়ে মতি, হিরার জড়িত জথি, বদন কমল ভাল সাজে। তুলনা না দিতে পারি, তাহে অতি মনোহারি, যেন সুধাকর তারা মাঝে।। গৌরীর বদন শোভা; লিখিতে না পারি কিবা; দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা। ম্লান চন্দ্র এই শোকে, না বিচারি সর্ব্বলোকে মিছে বলে কলঙ্কের রেখা।। গৌরীর দশন রুচি; দেখিয়া দাড়িম্ব বিচি, মলিন হইল লজ্জাভরে। হেন বুঝি অনুমানে এই শোক করি মনে, পক্ক কালে দাড়িম্ব বিদরে।। শ্রবণ উপর দেশে, হেম মুকুলিকা ভাষে, কুটীল কুঞ্চিৎ কেশ পাশ। আষাঢ়ের মেঘ মাঝে, যেমন বিদ্যুৎ সাজে, পরিহরি চপলতা ভাস।। সুসত্তা উদরে ছিল; বলে তা লুটিয়া নিল; উরঃস্থল জঘন ভুজন ।। চঞ্চল ভাব; লোচন করিল লাভ; নব নৃপ আসিতে যৌবন ।। দেখিয়া গৌরীর রূপ; চিন্তিত পর্ব্বত ভূপ; কারে দিব এ কন্যা রতন। উমাপদ হিতচিত, রচিল নূতন গীত; চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ।।

হিমালয়ে নারদের আগমন।

ত্রিপদী। রূপবতী হৈমবতী; মেনকা হরিষ মতি, হিমালয়া চিন্তিত অন্তর। কুলশীল রূপবান; আপন বংশ সমান, কোথা পাব কন্যা যোগ্য বর। অকুলীনে দিলে সুতা, লাজে হবে হেট মাথা; বংশে বড় থাকিবে গঞ্জন। মনে হবে অসন্তোষ; লোকে গাবে ধর্ম্ম দোষ, বড় পুণ্য পাই কুল জন।। বিদ্যা নিবেশিত মন যদি হয় কুল জন;

সদাচারি বিনয় ভূষিত। সকল লোকের মাঝে, যোগ্য কর সেই সাজে; করি দম্ভ কন্যকে জড়িত॥ মেলি যত বন্ধু জন; দশদিকে দেও মন; যথা পাও অমলিন কুল। তারে সমর্পিব কন্যা; ত্রিভুবনে এক ধন্যা; তবে আমি হব নিরাকুল॥ বন্ধু জন সহ করি; বিচার করেন গিরি; সভায় বসিয়া দিনেং। ভাবিতে এমত কালে শ্রীনারদ কুতুহলে, আগমন করিলা সেখানে॥ পাদ্য অর্ঘ্য আচমন, দিয়া রত্নময়াসন, নিবেদয়ে করি পুটাঞ্জলি। ভাবিয়া চণ্ডিকা পায়, শ্রীকবিকঙ্কণ গায়, ব্রাহ্মণ ভূপতি কুতুহলী॥

নারদের সহিত গিরিরাজের কথোপকথন।

পয়ার। কৃতাঞ্জলি মুনিবরে জিজ্ঞাসেন গিরি। কোন বরে বিয়া দিব মোর কন্যা গৌরী। হেমন্তের কথা শুনি বলেন নারদ। গৌরী হইতে তোমার বাড়িবে সম্পদ॥ অচিরাতে হবে গৌরী হরের গৃহিণী। অর্দ্ধঅঙ্গ গৌরীরে দিবেন শূলপাণি॥ এই উপদেশ কহি গেলা নিজ বাস। ত্যজিল হেমন্ত অন্য বর অভিলাষ। এমত সময়ে শিব তপস্যা কারণ। গঙ্গার নিকটে গেল হিমালয় বন॥ দেখি আনন্দিত বড় হৈল হিমালয় অঞ্জলি করিয়া নিবেদয়ে সবিনয়। আমার আশ্রম আজি হৈল পুণ্যশালী। সংযুক্ত হইয়া যায় তব পদধূলি॥ আমার জনম আজি হইল সফল। মম কন্যা গৌরী তোমায় দিবে পুষ্প জল॥ হেমন্তের বচন শুনিয়া পশুপতি। গৌরীকে করিতে সেবা দিলা অনুমতি॥ নানা উপহারে গৌরী পূজেন শঙ্করে। হেনকালে দৈত্য ভয় হৈল সুরপুরে অভয়াচরণ চরণে ইত্যাদি।

কামদেব ভস্ম।

পয়ার। দৈত্য ভয়ে দেবরাজ হয়ে পরাজয়। দেবগণ মিলি গেল ব্রহ্মার আলয়॥ তারকের ভয় ইন্দ্র করিল গোচর। ধ্যানেতে জানিয়া ব্রহ্মা দিলেন উত্তর॥ মহেশের পুত্র হবে নাম ষড়ানন। তাঁর যুদ্ধে হইবেক তারক নিধন॥ আমার বচন শুন যত দেব গণ। সবে মেলি শিবের বিবাহে দেহ মন॥ ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র হেট কৈল মাথা। বুঝিয়া ইন্দ্রের মন কহেন বিধাতা॥ অযোধ্যা নগরে আছে নৃপতিমান্ধাতা। সূর্য্যসম পরাক্রমে কর্ণ সম দাতা॥ তাহার তনয়বীর নামে মুচুকুন্দ। পাইলে সংগ্রাম তার বাড়য়ে আনন্দ মুচুকুন্দে আনি দেহ রাজ্য অধিকার। যাবৎ না হয় কার্ত্তিকেয় অবতার॥ ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইন্দ্র পরম আনন্দে। রাজ্যভার সমর্পিল রাজা মুচুকুন্দে॥ মুচুকুন্দ তারকের দিবা নিশি রণ। কামদেবে পান দিতে ইন্দ্র আদেশন॥ দেবগণ লয়ে যুক্তি করি সুরপতি। কামদেবে পান দিয়া দিলেন আরতি॥ মহেশের পুত্র হবে নামে ষড়ানন। তাহার সমরে হবে তারক নিধন॥ চলহ মদন চল হে হিমগিরি। তপস্যা করেন যথা দেবত্রিপুরারি॥ আছেন অভয়া তাঁর হয়ে সহচরী। তোমা হৈতে শিব যেন হন কামাচারী॥ ইন্দ্রের আজ্ঞায় কাম হৈল ত্বরাযুত। সঙ্গে নিল সহচর বসন্তমারুত। ফুলময় ধনু নিল ফুল পঞ্চ বাণ। মধুকর কোকিল করয়ে কলগান॥ প্রণাম করিয়া ইন্দ্র চলিল মদন। দণ্ডমাত্রে গেলা বীর যথা পঞ্চানন॥ ধ্যানেতে আছেন শিব অজিন আসনে। নারী হাতে আছে গৌরী তাঁর সন্নিধানে॥ সম্মোহন বাণ বীর পূরিল সত্বরে। ঈষৎ চঞ্চল প্রভু হইলা অন্তরে॥ ধ্যান ভঙ্গ হয়ে শিব চারি দিগে চান। সন্মুখে দেখেন চাপ ধরি পঞ্চবাণ॥ কোপ দৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন। দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন॥ তপোভঙ্গ দেখিয়া গেলেন অন্য স্থান। পর্ব্বত নন্দিনী গেলা পিতৃসন্নিধান॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ রতির খেদ।

ত্রিপদী। কারকান্তা কান্দে রতি, কোলে করি মৃত পতি, ধুলায় ধুসর কলেবর। লোটায় কুন্তল ভার; ত্যজে নানা অলঙ্কার, সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর। পড়িয়া চরণ তলে; রতি সকরুণে বলে, প্রাণনাথ কর অবধান। তিলেক বিস্মৃত হৈয়া; পাসরিলা প্রাণপ্রিয়া, দূর কৈলা সোহাগ সম্মান॥ জাগিয়া উত্তর দেহ, রতিরে সঙ্গতি লহ,পাস-

ছিলা পূর্ব্বের পীরিত। তুমি নাগ যাবে যথা, আমি আগে যাব তথা, তবে কেন হৈলা বিপরীত॥ মোর পরমায়ু লয়ে, চিরকাল থাক জীয়ে, আমি মরি তোমার বদলে। যে গতি পাইবে তুমি, সে গতি পাইব আমি, রহিব তোমার পদতলে॥ শঙ্করে মারিতে বাণ, ইন্দ্রের লইলা পান, রতিরে করিতে অনাথিনী। দিয়া এ পরম শোক, গেলা প্রভু পরলোক, মোর তরে পোহাল রজনী॥ ভুবন সুন্দর তনু, তোমার কুসুম তনু, সম্মোহন আদি পঞ্চ বাণ। লোটায়ে ধরণী তলে, মম পাপ কর্ম্ম ফলে, সুকঠিন বিধাতার প্রাণ॥ এই হর কোপানলে, তোমারে দহিল বলে, না বধিলে রতির জীবন। তোমা বিনা প্রাণপতি, তিলেক না জীয়ে রতি, এই বড় রহিল গঞ্জন॥ দেহ যোগ নহে সত্য, কেবল মরণ নিত্য, সর্ব্ব লোকে এই কথা জানে। যৌবন মরণ কাল, হৃদয়ে রহিল শাল, নাহি মানে প্রবোধ পরাণে॥ কুল শীল রূপ গুণ, জীবন যৌবন ধন, বিধবার সকলি বিফল। বসন্ত প্রভুর সখা, মোরে আসি দেহ দেখা, কুণ্ড কাটি জ্বালহ অনল॥ সুন্দর সিন্দুর ভালে, চিরণী কুন্তল জালে, যতনে বাড়িতে আঞ্চাল। যতনে হুলুই পড়ে, রতি চতুর্দ্দোলে চড়ে, ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল। অনুমৃতা হবে রতি, হেন কালে সরস্বতী, আকাশে কহিলা হিত বাণী। উমাপদা হিত চিত, রচিল নূতন গীত, পরিতুষ্টা যাঁহারে ভবানী॥

অথ রতির প্রতি সরস্বতীর উপদেশ।

পয়ার। হিত উপদেশ বলি শুন দেবি রতি। আমার বচন তুমি কর অবগতি॥ অনলে পোড়ায়ে নষ্ট না করিহ তনু। অবিলম্বে পাবে তুমি স্বামী ফুলধনু॥ কিছু কাল থাক গিয়া সম্বরের ঘরে। তথায় আপনি পতি পাইবা সত্বরে॥ আপনার নাম তুমি না বলিও রতি। আজি হৈতে নাম তুমি ধর মায়াবতী॥ রন্ধনশালার তুমি হবে অধিকারী। তনয়া বলিবে তোমা সম্বরের নারী॥ বলাৎকার তোমারে করিবে যেই জন। সেইক্ষণে হবে তার অবশ্য মরণ॥ যবে যদুকুলে হরি হবে অবতার। হরিবে অসুর আদি পৃথিবীর ভার॥ রুক্মিনী বিবাহ হরি করিবে প্রথম। তার গর্ভে হবে কামদেবের জনম॥ সম্বর পাইবে নারদের উপদেশ। তাঁহার সুতিকাগারে করিবে প্রবেশ। চুরি করি লয়ে যাবে কৃষ্ণের নন্দন। সমুদ্রে ফেলিয়া যাবে আপন ভুবন॥ বিষম বোদালি তাকে করিবেক গ্রাস। কৃষ্ণের নন্দন তবু না হবে বিনাশ॥ বোদালি পড়িবে বন্দি ধীবরের জালে। তোমারে আসিবে ভেট রন্ধনের শালে॥ বোদালি কুটিলে তুমি পাবে নিজ স্বামী। সকল বিশেষ কথা কহিলাম আমি॥ কোলে কাখে করি তারে করিবা পালন। রতি সম্ভোগের কালে সে পাবে যৌবন॥ তোমারে করিবে যবে মাতৃ সম্বোধন। সেই কালে আচ্ছাদিত করিও শ্রবণ॥ তার বিদ্যা তারে দিয়া দিও পরিচয়। সম্বর বধিয়া যেন যান নিজালয়॥ সরস্বতী চরণেতে করিয়া প্রণাম। ত্বরায় চলিল রতি সম্বরের ধাম॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ গৌরীর তপস্যা।

পয়ার। তপস্যা করেন গৌরী হরপদ আশে। আহার টুটান দেবী দিবসেং। এক দিন উপবাস দিনেক ভোজন। ত্যজিলা তাম্বুল তৈল ভূষণ চন্দন॥ একপদে কৃতাঞ্জলি দিবস ক্ষেপণ। রজনী সময়ে কুশে করেন শয়ন॥ পঞ্চতপা করেন ভাবিয়া পঞ্চানন। ঊর্দ্ধমুখে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি অরুণ লোচন॥ শুক্ল বাস পিঙ্গ কেশ অরুণ মুরতি। করিলেন বৈশাখেতে ব্রতের নিয়তি॥ দুই উপবাস করি করেন পারণ। মহেশ পূজেন দেবী হয়ে সাবধান॥ চিন্তেন শিবের পদ মুদ্রিত লোচন। মাঘমাসে নিশাকালে উদকে শয়ন॥ কৈল ব্রত গিরিসুতা তিন উপবাস। পারণা করিলা শেষে সবে তিন গ্রাস। অন্ন ত্যজি খান দেবী কদলী বদর। কত কাল পান কৈলা কেবল পুষ্কর॥ শিবপদ ধ্যান গৌরী কৈলা অনুক্ষণ। বৃক্ষের গলিত পত্র করিলা ভক্ষণ॥ ত্যজিলা

বৃক্ষের পত্র ছাড়ি অন্ন পান। এই হেতু অর্পণা হইল অভিধান॥ ছলিতে আইলা হর দ্বিজ বেশ ধরি। জিজ্ঞাসিলা গৌরী প্রতি তথায় উত্তরি॥ তপস্বিনী কেন কর শিব পদে আশ। শ্রীকবিকঙ্কণ গান অম্বিকায় বাস।

অথ মহাদেবের দ্বিজবেশ ধারণ।

ত্রিপদী। কহ নিরুপমা, কার বোলে রামা, বাঞ্ছিলা কেন জটাধরে। হইয়া সুন্দরী, ভজহ ভিকারী, দরিদ্র বর দিগম্বরে॥ শুন গো চন্দ্রমুখি, তোমারে আমি দেখি, রূপেতে ভুবন মোহিনী। কতেক আছে বর, ভুবন মনোহর, ইচ্ছিলা বুড়া বর আপনি॥ কহ রূপবতি, দেহ হেমদ্যুতি, রুচির মাণিক দশন। তৈল নাহি ঘরে, ইচ্ছিলা হেন বরে, হইবে বিভূতি ভূষণ॥ দরিদ্র পতি যার, বিফল জনম তার, দারিদ্র্য গুণরাশি নাশে। শুন হের সই, তোরে আমি কই, দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে॥ গঙ্গা থাকি শিরে, ভিক্ষু দেখি তারে, মিলিল গিয়া রত্নাকরে। শুন গো গুণময়ি, তোরে আমি কই, দরিদ্রে কেহ না আদরে॥ ভিক্ষা অনুসারে, ভ্রমে ঘরে ঘরে, ডম্বুর করিয়া বাজন। গৃহিণী হবে সুখে, জন্ম যাবে দুঃখে, তোমার দৈব বিড়ম্বন॥ বসন বাঘছাল, গলেতে হাড়মাল, উত্তরীয় যার বিষধর। প্রেত ভূত সঙ্গে, চিতা ধূলি অঙ্গে, বাঞ্ছিলা কেন হেন বর॥ কার পুত্র হর, কোথা তার ঘর, নাহি ভাই বন্ধু জন। ভজি শূলপাণি, হইবা দুঃখিনী, কেমনি দৈবের ঘটন॥ দ্বিজের শুনি কথা, বলেন গিরিসুতা, তপস্বি কর অবধান। যে যার মনে ভায়, সে নারী ভজে তায়, মুকুন্দ এই রস গান॥

অথ তপস্যা স্থানে হরগৌরীর কথোপকথন।

পয়ার। অসীম যাঁহার গুণ যাঁর অষ্ট সিদ্ধি। যাঁহার ষোড়শ অংশ না ধরিল বিধি॥ ত্রিভুবন রক্ষিলা করিয়া বিষ পান। মৃত্যুঞ্জয় বিনা বর কেবা আছে আন॥ ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে করেন অঞ্জলি। ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর বাঞ্ছে পদধূলি। ত্রিভুবনে দেখ যার পরম সম্পদ। কেবা সেবা নাহি করে মহেশের পদ॥ এমত গৌরীর কথা শুনি তপোধন। পুনরপি কিছু নিবেদিতে কৈল মন॥ তপস্বিরে দেখি কিছু চঞ্চল অধর। সে স্থান ছাড়িয়া গৌরী গেলা স্থানান্তর॥ গমন সময় হর দ্বিজ বেশ ধরি। পার্ব্বতীর সম্মুখে রহিলা ত্রিপুরারী॥ মদন মোহন শিব দেখি বিদ্যমান। সম্ভ্রমে ভুলিলা গৌরী পূজার বিধান॥ সন্নিধানে দেখি গৌরী ত্রিদশের নাথ। অবনি লোটায়ে দেবী করে প্রণিপাত॥ অভিপ্রায় বুঝি হর বলেন তাঁহারে। প্রসন্ন হলেম গৌরী মাগ্য দেহ মোরে। হইলাম তপস্যায় প্রসন্ন তোমারে। অঞ্জলি করিয়া গৌরী কহিলা শঙ্করে। কৃপা করি যদি মোরে দিলা বরদান। আমার পিতারে নাথ করহ প্রণাম। এমন শুনিয়া হর গৌরীর বিনয়। নারদেরে পাঠাইয়া দিলা হিমালয়॥ আসিয়া নারদ মুনি কহিল সকল। শুনি হিমালয় হৈল আনন্দে তরল॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

অথ হর গৌরীর বিবাহ।

ত্রিপদী। হেমন্ত হরিষে, শঙ্করে আদেশে, আনন্দে দুন্দুভি বাজন। অমর নাগ নর, আসিবে মোর ঘর, যে মোর হয় বন্ধু জন॥ সকল দোষ হীন, আজি সে শুভ দিন, গৌরীর বিবাহ মঙ্গল। থমক বেণী বীণা, মৃদঙ্গ ভেরী নানা, বাদ্যেতে হইল কোলাহল॥ আসিয়া দ্বিজগণ, করিল শুভক্ষণ, আঙ্গিনায় বান্ধল ছান্দলা। মণি মুকুতা ছান্দ, উপরে টাঙ্গায় চান্দা, চৌদিকেতে দীপমালা॥ প্রথমে দ্বিজকুল, লইয়া তণ্ডুল, করিল স্বস্তিক বচন। আরোপ হেম ঘটে, যুগল করপুটে, গণেশে করি আবাহন॥ পার্ব্বতী রূপবতী, হরিদ্রাযুত ধুতী, পরিয়া বসিল আসনে। যতেক দ্বিজ মুনি, করয়ে বেদধ্বনি, গৌরীর গন্ধাধিবাসনে॥ মহী গন্ধশিলা, দূর্ব্বা পুষ্প

মালা, ধান্য ফল ঘৃত দধি। স্বস্তিক সিন্দুর, কজ্জল কর্পূর, শঙ্খ দিল যথাবিধি॥ বান্ধিল করে সূত্র, প্রশস্ত দীপ পাত্র, মস্তকে করিল বন্দনা। সুবর্ণ শিখি শিরে, কনকাঙ্গুরী করে, করিল আশিষ যোজনা॥ রজত কাঞ্চন, তাম্র গোরোচন, সিদ্ধার্থ চামর দর্পণ। কুসুম দিয়া দ্বিজে, পূজিল দেবরাজে, কন্যার গন্ধাধিবাসন॥ নৈবেদ্য দিয়া ভূরি, মাতৃকা পূজা করি, দিলেন বসুধারা দান। বসুরে পূজা করি, বসিল হেমগিরি, করিল নান্দীমুখ বিধান॥ মেনকা সুন্দরী, ডাকিয়া সহচরী, জানাইল যত সখীগণ। শুনি আনন্দ রব, যতেক নারী সব, আইল গিরি রাজার ভবন॥ তুলসী মালতী, কৌশল্যা অরুন্ধতী, আইল কুমারী ভবানী। সাধু মাধু হারী, গঙ্গা দুর্গা প্যারী, কমলা কলাবতী রাণী॥ চিত্ররেখা শীলা, সুভদ্রা সুশীলা, শ্রীমতী আইলা সাবিত্রী। গৌরী সতী মায়া, চিত্রা কালী জয়া, করুণা তারা হিরাবতী॥ জাহ্নবী হৈমবতী, অহল্যা রেবতী, অভয়া অম্বিকা সুমতী। খুল্লনা বিমলা, বিদ্যাধরী লীলা, সুমিত্রা কেকয়ী পার্ব্বতী॥ কালিন্দী কামিনী, অর্পণা রোহিণী, সারদা বরদা রুক্মিনী। ভারতী শশিকলা, বিজয়া সতী মালা, ললিতা নাগরী বারুণী॥ কাঁখে হেমঝারি, মেনকা সুন্দরী, জল সাধে ঘরে ঘরে। যত আয়ো মেলি, দেয় হুলাহুলি, মঙ্গল সূত্র বান্ধে করে॥ অধিবাস আদি, মহেশ যথাবিধি, করিল বেদের বিধান। কণ্ঠে হাড় মাল, পরিল বাঘ ছাল, বৃষভে কৈল আরোহণ॥ চলিল দেবরায়, প্রথম পিছে ধায়, দেউটি ধরে দানাগণ। শিঙ্গার বাজনা, করয়ে ভূত দানা, চলয়ে ঝড় বরিষণ॥ আইলা ত্রিপুরারি, হেমন্ত হাতে ধরি, বসাইল কনক আসনে। বসন অঙ্গুরী, মাল্য দিয়া গিরি, করিলা বরের বরণে॥ বিরলে স্থল করি, মেনকা সুন্দরী, করিল স্ত্রী আচরণ। রচিল ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্দ, গাইল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অথ শিবের বেশ দেখিয়া মেনকার খেদ।

পয়ার। মেনকা ঢালিল দধি বরের চরণে। অঙ্গের ভূষণ দেখে বিষধরগণে॥ চিতাভস্ম বিভূষণ দেখি কলেবরে। মেনকা বিষণ্ণা অতি হইল অন্তরে॥ কান্দেন পার্ব্বতী রাণী গৌরী মায়া মোহে। বসন তিতিল তাঁর লোচনের লোহে॥ চরণে নূপুর সর্প সর্প কটিবন্ধ। পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম দেখি লাগে ধন্দ। অঙ্গদ বলয় সর্প সর্পের পইতা। চক্ষু খেয়ে হেন বরে দিলেক দুহিতা॥ গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো। কপালে তিলক দিতে সাপে মারে ছোঁ॥ ঔষধি সহিত ঘৃত দিলাম কপালে। ঘৃতযোগে ললাট লোচনে বহ্নি জলে॥ দেখিয়া বরের রূপ লেগে গেল ধাঁদা। কি ভাগ্য সাপের মাঝে আলো করে চাঁদা॥ বর দেখি আয়োগণ করে কানাকানি। চক্ষু খাক পিতা তাঁর চক্ষে পড়ুক ছানি॥ হেন বরে কন্যা দেয় কি দেখি সম্পদ। বাপ হয়ে মূঢ়মতি কন্যা করে বধ। অঙ্গুলি বেষ্টিয়া ছিল গরুড় মহামণি। তাহার কারণে মোরে না খাইল ফণি॥ পবনে দশন নড়ে হেন বুড়া বর। দেখিয়া বরের রূপ জ্বলয়ে অন্তর॥ মেনকার দাসী আনে ঔষধের ডালি। আছিল ইসুর মূল তাতে এক ফালি॥ ইসুর মূলের গন্ধে পলায় ভুজঙ্গ। অঙ্গনার মাঝে হর হইলা উলঙ্গ॥ পলায় মেনকা রাণী লাজে গুটি২। নিভাইল নন্দী কার্য্য বুঝিয়া দেউটী॥ সেইখানে ফেলাইয়া ছায়নির ডালা। কান্দিতে২ রামা নিজ গৃহে গেলা॥ মর মর হেমন্ত তোমারে কব কি। এ বুড়া পাগল বরে দিলা হেন ঝি॥ কহিলেন নন্দী শুন দেব শূলপাণি। মদনমোহন রূপ ধরুন আপনি॥ এতেক নন্দীর বাক্য শুনি ত্রিলোচন। দেখিতে দেখিতে হৈলা ভুবন মোহন। অভয়ার বরণে ইত্যাদি॥

অথ মহাদেবের মনোহর বেশ ধারণ।

পয়ার। আছিল বাঘের ছাল হইল বসন। অঙ্গদ বলয় হৈল ভুজঙ্গমগণ॥ বাসুকি মাথার হৈল কিরীট ভূষণ। অঙ্গের বিভূতি হৈল সুগন্ধি চন্দন॥ অস্থিমালা ছিল যত হইল রত্নমাল। হরিতাল তিলকে শোভিত হৈল ভাল॥ মুকুট উপরে

শোভে সুধাকর কলা। ধরিল মদনরিপু মদনের লীলা।। যোগবলে ধরিলেক মনোহর বেশ। জটাভার হইল কুঞ্চিত চারু কেশ। হইল হেরিয়া বর সবার আহ্লাদ। আহ্লাদে মেনকা রাণী ত্যজিল বিষাদ।। সবে বলে মিলিল গৌরীর বর ভালো। মদনমোহন রূপ ঘর করে আলো।। দেখিয়া বরের রূপ যতেক যুবতী। একে একে নিন্দা করে আপনার পতি।। এক নারী বলে সই মোর গোদা পতি। সদা কোয়া জ্বরের ঔষধি পাব কথি।। ভাদ্রপদ মাসে পায়ে পাঁকুই দুর্ব্বার। গোদে তৈল দিতে মোর উঠয়ে নেকার।। ফুলে যদি গোদ কোয়া জ্বর করে বল। কত বা বাঁটিব আর ওকড়ার ফল।। প্রভুর দোষর নাহি উপায় কে করে। কাটনার কড়ি কত যোগাব ওঝারে।। দাদনি না দেয় এবে মহাজন সবে। টুটিল সুতার কড়ি উপায় কি হবে।। দুপণ কড়ির সুতা এক পণ বলে। এত দুঃখ লিখেছিলা অভাগি কপালে।। চক্ষু খায়ে বাপ বিয়া দিল হেন বরে। মিথ্যা রাত্রি জেগে মরি কি কব গোদারে।। গোদের গেঁজের ফোড়া হয় বিপরীত। পূর্ণিমা হইলে তার বেরয় শোণিত।। আর জন বলে পতি বঞ্চিত দশন। ঝোলঝাল বিনা তার না হয় অশন।। কঠিন ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রান্ধি। মারয়ে পিঁড়ার বাড়ি কোণে বসে কান্দি।। আর জন বলে সই মোর কর্ম্ম মন্দ। অভাগিয়া পতি মোর দুটি চক্ষু অন্ধ। কোন দেশে দুঃখি নাই সই মোর পারা। কোলে কাছে থাকিতে সদাই হয় হারা। কেহ বলে মোর পতি বড়ই নির্গুণ। কত বা পুষিব দিয়া মা বাপের ধন।। আর জন কহে সখী মোর পতি খোঁড়া। নড়িতে চড়িতে নারে ঘর করে যোড়া।। আর সতী বলে সখী মোর পতি কুঁজা। কুঁজ ভাল হইলে পুজিব দশভুজা। চিত হয়ে সুতে নারে মরিং করে। আড়াই হাত খাদ করে মেঝের ভিতরে। লোকের গঞ্জন আর সহিতে না পারি। সংসার ছাড়িয়া আমি হব দেশান্তরী।। আর জন বলে সই মোর স্বামী কালা। অন্যের সংসার ভাল মোর বড় জ্বালা।। ঠারে ঠোরে কথা কহি দিনে পতি সনে। রাত্রি হৈলে থাকে যেন পশুর শয়নে।। সার্থক তপস্যা গৌরী কৈল অভিলাষে। সেই হেতু পাইল বর মনের হরিষে। অদৃষ্টের কথা কিছু কহনে না যায়। যে লিখিয়া থাকে বিধি অবশ্য তা হয়।। আর নারী বলে আসি না ভাবিহ ব্যথা। মনো দুঃখ মনে রাখ ভাল পাবে কোথা।। যে হোক সে হোক নারীর স্বামীত ভূষণ। পতি সেবা করে সবে যেন নারায়ণ।। নিবিষ্ট করিয়া মন শিবের চরণে। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে।

পয়ার। বৃষ আরোহণে রৈলা দেব পঞ্চানন। মধ্যেতে কাণ্ডার পট ধরে কত জন। আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ। মন্দ মন্দ নিনাদ করয়ে মেঘগণ।। শিব প্রদক্ষিণ গৌরী কৈল সাত বার। নিছিয়া ফেলিল পান কৈল নমস্কার।। মহেশের কণ্ঠে গৌরী দিল রত্নমাল। দেখি দেবগণে সুখ বাড়িল বিশাল।। হরিষে পুলকে তনু দেব ঋষি মুনি। হুলাহুলি দেয় সবে অমর রমণী।। ব্রহ্মা পুরোহিত হৈলা বাক্যের বিধান। হিমালয় আনন্দে করিল কন্যা দান। হর গৌরী দুই জনে বসি একা সনে। গ্রন্থি ছড়া বন্ধন করিল মুনিগণে। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে পুজে প্রজাপতি। হর গৌরী আনন্দে দেখিল অরুন্ধতী। ঋষি থালা ভূমি শয্যা দিল নানা দাম। উত্তম বসন শিবে দিল হিমবান্।। দিলেন বিজয়া জয়া সখী পদ্মাবতী। সমর্পিল গিরিরাজ বিনয়ে পার্ব্বতী। ক্ষীর খণ্ড ভোগ কৈলা মহেশ ভবানী। কুসুম শয্যায় দোঁহে গোঁয়াল রজনী। নিবাসে রহিলা দোঁহে কুসুম শয়নে। অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে।।

অথ গণেশের জন্ম।

ত্রিপদী। বিজয়া জয়াতে মেলি, তুলিল গৌরীর মলি, কুসুম চন্দন দিয়া অঙ্গে। এক এক করি মলি, মনোহর পুত্তলি, নির্ম্মাইল গৌরী খেলা রঙ্গে। খবর পীবর

তনু; বরণ প্রভাত ভানু; চারি ভুজ আজানুলম্বিত। নখ পাতি যেন কুন্দ, তাহার উপমা ইন্দু, যোগ পাটা হৃদয়ে শোভিত। পরিধান বাঘ ছাল, গলায় রত্নের মাল, চারি ভুজে নানা আভরণ। বিকশিত কোকনদ, নিন্দিয়া উভয় পদ, তাহে চারু মঞ্জীর শোভন ॥ দত্ত অভিমত বর, শূলপাশ মনোহর, নির্ম্মাণ করিয়া দিল হাতে। যে অঙ্গে যে অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিল তার, নাহি মলি শির নির্ম্মাইতে। হেনকালে মহেশ্বর, ভিক্ষা মাগি আইল ঘর, লাজে ঘরে প্রবেশে পার্ব্বতী। জিজ্ঞাসিলা শূলপাণি, কহ জয়া সত্যবাণী, পাল ভঙ্গী কাহার নির্ম্মিত ॥ জয়া দিল তদুত্তর শুন প্রভু মহেশ্বর, এ গৌরীর পুতুলী গঠন রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, গাইলেক শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

পয়ার। জয়ার বচন শুনি বলেন শঙ্কর। অভিপ্রায় বুঝিয়া গৌরীকে দিলা বর ॥ পুত্র আশা বুঝিলাম পুত্তলি নির্ম্মাণে। সঙ্গে নাহি খেলাবার কেহ সন্নিধানে ॥ এত-বলি নন্দীকে দিলেন আঁখি ঠার। চলিলেক নন্দী অসি লইয়া সুধার। সুখে নিদ্রা যায় গজ উত্তর শিয়রে। তথা দিয়া গজস্কন্ধ হানিল সত্বরে ॥ এক চোটে গজ স্কন্ধ করিয়া ছেদন। মাথা লয়ে গেলা নন্দী যথা পঞ্চানন। পুত্তলির কান্ধে মাথা দিল যোড়া শিব শিব অঙ্গ পরশে পুত্তলি পাইল জীব ॥ অঙ্গমোড়া দিয়া তবে বসিল পুত্তলি। দেখিয়া মদন রিপু হৈল কুতূহলী। শিবের চরণে জয়া পুত্র লয়ে কোলে। আদরে অর্পিল গিয়া পার্ব্বতীর স্থলে ॥ দেখিলেন পুত্র গৌরী কুঞ্জর বদন। করুণা করিয়া কিছু বলেন বচন ॥ এই পুত্র আমার নাহিক কোন কাজ। কি মতে বসিবে পুত্র দেবের সমাজ ॥ সুন্দর২ যত দেবতা নন্দন। তার কাছে কেমনে বসিবে গজানন ॥ গৌরীর বচন জয়া শিবে নিবেদন। হাসিয়া জয়াকে শিব বলেন বচন ॥ এই পুত্র তোমার ভুবনে বিঘ্নরাজ। ইহাকে পূজিবে যত দেবতা সমাজ ॥ সকল দেবতা মাঝে আগে পাবে পূজা। ইহাকে পূজিবে ইন্দ্র আদি দেবরাজা ॥ সকল দেবতা মাঝে হবেন প্রধান। এই হেতু গণেশ হইল অভিধান ॥ নাহি করে আগে যেবা গণেশের নাম। বৃথায় সকল তার যতেক বিধান ॥ শিবের আদেশে জয়া পুত্র লয়ে কোলে। পুনরপি দিল লয়ে পার্ব্বতীর স্থলে। যতেক শিবের বাক্য কহে জয়াবতী। তবে সুত বুদ্ধি তারে করিলা পার্ব্বতী ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥

অথ কার্ত্তিকের জন্ম।

ত্রিপদী। কুসুম রচিত ঘরে; হৈমবতী মহেশ্বরে, কুসুম শয়নে নিয়োজিত। দুঃসহ মদন শর, দোঁহে অঙ্গ জর২, দোঁহে অঙ্গ পুলকে পূর্ণিত ॥ শুন সব সভাজন হয়ে সাবধান মন; কার্ত্তিকের যে মতে জনম। শুনহ অপূর্ব্ব কথা; বিনাশে ভুবন ব্যথা; শুনিলে কলুষ বিনাশন ॥ রতি রস কুতূহলে; মহেশের বীর্য্য টলে, গৌরী তাহা নারে ধরিবারে অনলে ফেলিল গৌরী, অনল সহিতে নারি, তবেত ফেলিল গঙ্গা নীরে ॥ চপল প্রবল গঙ্গা সহিতে না পারি গঙ্গা; শর মূলে করিল স্থাপিত। অমোঘ শিবের বিন্দু, তথি হইল গুণ সিন্ধু, ছয় মুখ কুমার কার্ত্তিক। কাঞ্চন বরণ তনু, অভিনব চন্দ্রভানু, শরবন করে বিভূষিত। কৃত্তিকা প্রভৃতি করি, চন্দ্রের যে ছয় নারী, কুমারে দেখিল আচম্বিত কৃত্তিকা ধরিয়া তোলে; রোহিণী করিলা কোলে, মৃগশিরা করিল চুম্বন। আর্দ্রা আর পুনর্ব্বসু, মানিল পরম বসু, পুষ্যা কৈল অনেক পালন ॥ স্মরিয়া পূর্ব্বের কথা, সেই হেতু ছয় মাথা; ছয় মুখে কৈল স্তন পান। সকল লক্ষণ যুত, পুষিয়া পালিয়া সুত, গৌরী কোলে করিলা আধান ॥ দুই পুত্র তিন দাসী, দেখি হর অভিলাষী, গৌরী সঙ্গে রহিলা নিবাসে। গৌরী দেব নিয়োজনে, বসহ মায়ের সনে, শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাসে ॥

পয়ার। কালি রাঙ্গি পাশা সারি লইয়া পার্ব্বতী। আপনি নিলেন রাঙ্গি কালি পদ্মাবতী ॥ হাতে পাটি করিয়া ডাকেন দশ দশ। এ কালে মেনকা আসি করিল বিরস

তোমা ঝি হইতে ঘর মজিল সকল। ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কত কাল।। ভিকারির মাত্র হয়ে পাশার প্রবল। কি খেলা খেলিতে যদি থাকিত সম্বল।। প্রভাতে খাইতে চাহে কার্ত্তিক গণাই। চারি কড়া সম্ভাবনা তোর ঘরে নাই॥ দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘ ছাল। সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড় মাল।। দুই পুত্র তিন দাসী স্বামী শূল-পাণি। প্রেত ভূত পিশাচের লেখা নাহি জানি।। মিছা কাযে ফিরে স্বামী নাহি চাস বাস। অন্ন বস্ত্র কতেক যোগাব বারবাস।। লোক লাজে,স্বামী মোর কিছু নাহি কয়। জামাতার পাকে হৈল ঘরে শাপ ভয়॥ প্রেত ভূত পিশাচ মিলয়ে তার সঙ্গ। শাশুড়ি হইয়া কত দেখিব তরঙ্গ॥ নিরন্তর আমি কত সাহব উৎপাত। রান্ধ্যো বাড্যো দিতে মোর কাঁখে হইল বাত॥ দুগ্ধ উথলিলে তুমি নাহি দেও পানি। পাশা খেলাইয়া গোঁয়াও দিবস রজনী।। শুনিয়া পার্ব্বতী তবে ঈষদ্হাসিয়া। কহিতে লাগিলা মাতা, মাতৃ সম্বোধিয়া।। জামাতারে বাপ মোর দিল ভূমি দান। তথি ফলে মসুর কাপাস মাষ ধান রান্ধো বাড়ো দেও বলে কত দেও খোটা।তব ঘরে আসিতে দুয়ারে দিও কাটা॥ মৈনাক তনয় লয়ে সুখে কর ঘর। কত বা সহিব নিন্দা যাব স্থানান্তর॥ এত বলি যান দেবী ছাড়ি মায়া মোহ। ঝলকে ঝলকে পড়ে লোচনের লোহ।। শঙ্করে কহেন গৌরী সর্ব্ব বিবরণ। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অথ হর পার্ব্বতীর কৈলাসে গমন।

ত্রিপদী। গৌরী সঙ্গে যুক্তি করি, চলিলা কৈলাস গিরি, শ্বশুরের ছাড়িয়া বসতি ভবনে সম্বল নাই; চিন্তাযুক্ত হৈল গোঁসাই; ভিক্ষা হেতু করিলেন মতি।। ত্রিজগদীশ্বর হর ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘর, আরোহণ করি বৃষবরে। বাজান ডম্বুর শৃঙ্গ; দেখিয়া বাড়য়ে রঙ্গ, নাগরিয়া যোগী নিত্যবরে। মাথায় বেষ্টিত ফণি,অমূল্য যাহার মণি, কুণ্ডলী কুণ্ডল দোলে কানে। কানে ধুতুরার ফুল, অমূল্য যাহার মুল, বাসুকী কিরীট বিভূষণে। ভ্রমেন উজান ভাটী, চৌদিকে কোঁচের বাটী; কোঁচ বধু ভিক্ষা দেয় থালে। থালা হৈতে চালু গুলি ভরিয়া রাখেন ঝুলি, দ্বাদশ লম্বিত গলে দোলে।। দেয় চাল কড়ি; কেহ দেয় ডালি বড়ি, কুপি ভরি তৈল দেলি। ময়রা মোদক দেই, ছুতারেতে দেয় খই বেন্যা দেয় ভাঙ্গের পুঁটলি। লবনিয়া দেয় লোণ; ঘৃত দধি গোপগণ; তাম্বুলিতে দেয় গুয়াপান। বেলা হইল দ্বিপ্রহর, শঙ্কর আইলা ঘর, কার্ত্তিক গণেশ আগুয়ান।। শঙ্কর ঝাড়িল ঝুলি, চালু হইল কত গুলি; নানা বস্তু থুইল নানা স্থানে। দেখিয়া মোদক খই দোঁহে আইল ধায়াধাই, কন্দল বাধিল দুই জনে।। দোঁহারে প্রবোধ করি, বাটিয়া দিলেন গৌরী; রন্ধন করিলা দাক্ষায়ণী। ভোজন করিলা হর; সঙ্গে গুহ লম্বোদর, সুখে গেল দিবস রজনী।। মহা মিশ্র জগন্নাথ ইত্যাদি।

অথ হর পার্ব্বতীর কন্দল।

পয়ার। রাম রাম স্মরণেতে পোহাল রজনী। শয্যা হৈতে প্রভাতে উঠিল শূল-পাণি।। নিত্য নিয়মত কর্ম্ম করি সমাপনে। বসিলেন মহাদেব অজিন আসনে।। বাম দিকে কার্ত্তিক দক্ষিণে লম্বোদর। গৃহিণী বলিয়া ডাক দিলেন শঙ্কর।। সম্ভ্রমে উঠিয়া গৌরী করিলা অঞ্জলি। কহিছেন শঙ্কর ভোজন কুতুহলী।। কালি ভিক্ষা করি দুঃখ পাইনু বহুধামে। সকালে খাইয়া অদ্য থাকিব আশ্রমে।। আজি গৌরী রান্ধিয়া দিলেক মনোমত। নিম শিম বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত।। সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর। কুষ্মাণ্ড বার্ত্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর।। ঘৃতে ভাজি শক্রাতে ফেলহ ফুল বড়ি। চোঁয়া করিয়া ভাজহ পলাকড়ি।। রান্ধিবে ছোলার শাক তাতে দিবে খণ্ড। আলস্য ত্যজিয়া জ্বাল দিবে দুই দণ্ড।। রান্ধিবে মসুর সুপ দিয়া লঘু জ্বাল। সম্ভোলিয়া দিবে তথি মরিচের ঝাল।। নটিয়া কাঁঠাল বীচি সারি গোটাদশ। ঘৃত সম্বরিয়া দিবা জামিরের রস

কড়ই করিয়া রান্ধ শরিষার শাক। কটু তৈলে বাথুয়া করহ দৃঢ় পাক॥ রান্ধিয়া মুগের সুপ দিয়া ডাব জল। খণ্ডে মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জের ফল॥ আমড়া সংযোগে গৌরী রান্ধহ পালঙ্গ॥ ঝাট স্নানকর গৌরী না কর বিলম্ব॥ গোটা কাসুন্দিতে দিবা জামিরের রস। একেলার মত রান্ধ এব্যঞ্জন দশ॥ রন্ধন উদ্‌যোগ গৌরী কর হয়ে স্থির॥ ভোজনের শেষে খাব হাঁড়ি দশ ক্ষীর॥ বলিল এতেক বাক্য যদি পশুপতি। অঞ্জলি করিয়া কিছু বলেন পার্ব্বতী॥ (রন্ধন করিতে ভাল বলিলা গোঁসাই! প্রথম পাত্রে যাহা দিব তাহা ঘরে নাই॥) কালিকার ভিক্ষা নাথ উধার সুধিনু। অবশেষ যাহা ছিল রন্ধন করিনু॥ আছিল ভিক্ষার শেষ পালি দুই ধান। গণেশের মুষিক করিল জলপান॥ আজিকার মত যদি বান্ধা দেও শূল। তবে সে পারিব নাথ আনিতে তণ্ডুল। এমত শুনিয়া হর গৌরীর ভারতী। বলেন সক্রোধ হয়ে দেব পশুপতি॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

ত্রিপদী। আমি ছাড়ি ঘর, যাব দেশান্তর, কি মোর ঘর করণে। হয়ে স্বতন্তর, তুমি কর ঘর; লয়ে গুহ গজাননে॥ দেশে দেশে ফেরি, কত ভিক্ষা করি, ক্ষুধায় অন্ন না মিলে। গৃহিণী দুর্জ্জন, গৃহ হল বন, বাস করি তরুতলে॥ কত ঘরে আনি; লেখা নাহি জানি; কপর্দি সম্বল না থাকে। কতেক ইন্দুর, করে দূর দূর; গণার মুষার পাকে॥ গুহার ময়ূরে, খেদাইল মোরে. সাপ ধরি২ খায়। হেন লয় মোরে, এই পাপ ঘরে, রহিতে নাহি জুয়ায়॥ কটাক্ষ করিয়া; বাঘ ফিরে ধায়্যা, দেখিয়া তার চলনি। বলদ দুর্ব্বার, করে টল টল নাহি খায় ঘাস পানি। আন বাঘ ছাল; শিঙ্গা হাড় মাল, বিভূতি ডম্বুর ঝুলি। চল২ নন্দি; হও মোর সঙ্গি; ঘরে না থাকিবে শূলী॥ এত বলি হর, ছাড়ি নিজ ঘর চলিলা বৃষ বাহনে। করিয়া বিনতি, কহেন পার্ব্বতী; শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে॥

অথ গৌরীর খেদ॥

পয়ার। কি জানি তপের ফলে পাইয়াছি হর। সই সাঙ্গাতি নাহি থাকে দেখে দিগম্বর॥ উন্মত্ত ল্যাঙ্গটা হর চিতা ধূলি গায়। ছাড়িলে শিবের জটা অবনি লোটায়॥ একাসনে শুতে নারি সাপের নিশ্বাসে। ততোধিক পোড়ে প্রাণ বাঘ ছাল বাসে। বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই করে কেলি। গণার মূষা কাটে ঝুলি আমি খাই গালি॥ বলদে বাঘেতে দ্বন্দ্ব নিবারিব কত। অভাগিনী গৌরীর দারুণ উপহত॥ বিনয়েতে ধার করি সুধিতে কোন্দল। পুনর্ব্বার উধার করিতে নাহি স্থল। উচিত বলিতে আমি সবাকার বৈরী। দুঃখিত জনেরে বাপ বিভা দিল গৌরী॥ শ্রীজয়া বিজয়া পদ্মা গুহ লম্বোদর। সঙ্গে লয়ে যান গৌরী মা বাপের ঘর॥ এমত সময়ে পদ্মা গৌরীকে বুঝান। আমার বচন মাতা কর অবধান॥ অকারণে ভিক্ষা তাতে করহ কোন্দল। শ্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়া মঙ্গল॥

অথ গৌরীর প্রতি পদ্মা উপদেশ।

ত্রিপদী। শুন গো শিখরিসুতা, কহিব ভবিষ্য কথা, শুনহ পুরাণ ইতিহাস। সপ্ত দ্বীপে যুগে যুগে; তোমার অর্চ্চনা আগে, আপনি করহ পরকাশ॥ দ্বাপর যুগের শেষে; কলিঙ্গ রাজার দেশে; বিশ্বকর্ম্মা রচিত দেহারা। মঙ্গল চণ্ডীকা রূপে, স্বপন কহিবা ভূপে, পূজা লবা সর্ব্ব দুখ হরা॥ পশুর লইয়া পূজা, সিংহেরে করিয়া রাজা, নিজঘণ্টা দিবা দরশন। সম্পদ বিপদ তুমি, দারিদ্র্য নাশিবা তুমি, কাননে স্থাপিবা পশুগণ॥ প্রথম কলির অংশে, জন্মিবে ব্যাধের বংশে. মহেন্দ্র কুমার নিলাম্বর। ছলিয়া অবনি আনি, লবে তার ফল পানি, অবশেষে আনিবা অমর॥ তাল ভঙ্গ করি ছলা, দেব কন্যা রত্নমালা, ছলিয়া আনিবা বসুমতি। গন্ধ বণিক জাতি, স্বামী হবে ধনপতি, খুল্লনা হইবে তার খ্যাতি॥ পতি যাবে দেশান্তর, ঘরে সতা স্বতন্তর, বিধি

মত্তে দিবে তারে দুখ। কাননে পূজিয়া তোমা; হবে পতি প্রাণ সমা, তবে তুমি হইবা সন্মুখ॥ গৃহে আসিবেক পতি, সঙ্গে ভুঞ্জিবেক রতি, সুত গর্ভ হবে মালাধর। জ্ঞাতি বন্ধু ধরি ছল, নাহি খাবে অন্ন জল, তাহে তুমি হবা শুভঙ্কর॥ রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি সঙ্গে লয়ে সাত তরি, ধনপতি চলিবে সিংহলে। লংঘিয়া তোমার ঘট, সাত তরি হবে নট, বন্দী হবে রাজ বন্দিশালে॥ শ্রীমন্ত হইতে সুত, সঙ্গে সাত তরি যুত; চলিবেক বাপের উদ্দেশে। আপনি করিবা দয়া, রাজ কন্যা বিভা দিয়া, আনিবে তাহারে নিজ দেশে॥ বিক্রম কেশরী নাম, নিজ কন্যা দিবে দান; কেবল তোমার পূজা ফলে হেমবারি জল গর্ভা, অষ্টম তণ্ডুল দুর্ব্বা পূজা লবে মঙ্গল বাসরে॥ শুনিয়া পদ্মার বাণী হরষিত নারায়ণী, বিশ্বকর্ম্মা করিল ধেয়ান॥ রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কন।

অথ কলিঙ্গদেশে বিশ্বকর্ম্মার গমন।

পয়ার। মনে লয়ে পার্ব্বতী পদ্মার উপদেশ। যুক্তি করি সখী সঙ্গে উপায় বিশেষ। বিশ্বকর্ম্মা ভগবতী করিল ধেয়ান। সেই ক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা আইল সন্নিধান। অষ্টাঙ্গ লোটায় বিশ্ব করিল প্রণাম। আশ্বাসিয়া ভগবতী হাতে দিলা পান॥ তার দিয়া তোমারেত নিজ পূজা মূল। কলিঙ্গ দেশেতে মোর নির্ম্মাহ দেউল॥ শুনি বিশ্বকর্ম্মা তবে কৈল নিবেদন। যুগ্ম করি কর তবে বলয়ে বচন॥ তবে সে দেউল পারি করিতে নির্ম্মাণ। মোর সঙ্গে দেহ যদি বীর হনুমান॥ স্মরণ করিবা মাত্র আইল মারুতি। হাতে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি॥ উপনীত বিশ্বকর্ম্মা কংস নদী কূলে। শুভক্ষণে আরম্ভ তমাল তরুতলে॥ সাতাইস বন্দে বিসাই ধরিলেক সুতা॥ ইন্দ্র নীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা॥ লুটিয়া গহন গিরি আনে হনুমান। চারি প্রহর নিশি মধ্যে দেউল নির্ম্মাণ॥ হীরা নীল মরকতে নিরমল চূড়া। রসান দর্পণে আগে চারি দিগে বেড়া॥ ধবল প্রস্তর ঘর, মুকুতার পাঁতি। পূর্ণিমা সমান হইল অমাবস্যা রাতি॥ নখে চিরে হনুমান পর্ব্বত পাষাণ। চারি প্রহর রাত্রে কৈল দেউল নির্ম্মাণ। ধবল চামর শিরে শোভয়ে পতাকা। রাকাপতি বেড়ি যেন ফিরে বলাহকা নানা রত্নে নিরমান করিল জগতী। হেমময় তথি আরোপিলা ভগবতী। কাঞ্চনে রচিত দুটি বৃষভে মহেশ। ময়ূরে কার্ত্তিক লিখে মূষকে গণেশ॥ হনুমান অভয়ার লয়ে অনুমতি। পাষাণে নির্ম্মাণ কৈল পূজার পদ্ধতি॥ নখে খোদে হনুমান দিব্য সরোবর। চারি খান পাড় কৈল যেন মহীধর॥ পাষাণে রচিত কৈল চারি খানি ঘাট। নানা চিত্রে রচিত পাষাণে কৈল বাট॥ শূন্য দেখি সরোবর হনু মহাবল। পাতাল ভেদিয়া তোলে ভোগবতী জল॥ সরোবর বেড়ি বিশাই রচিল উদ্যান। পলাশ কাঞ্চন রম্ভা রোপে হনুমান॥ নারিকেল তাল গুয়া দাড়িম্ব খর্জ্জুর। করুণা কমলা টাবা লঙ্গ বীজপুর॥ মেহালি বান্ধুলি চাঁপা টগর তুলসী। রঙ্গন মালতী যূতী শেফালি অতসী॥ সেঁউতী পারুক সুমল্লিকা কুরুবক। কেতকী ধাতকী কুন্দ বিল্ব কুরুণ্টক॥ রাত্রি দিন জাগরণে পবননন্দন। মলয়া লুটিয়া আনি রোপিল চন্দন॥ নির্ম্মাণ করিতে হৈলা নিশা অবসান। বিদায় দিলেন চণ্ডী হাতে দিয়া পান। বিদায় হইয়া দোঁহে গেলা নিজ বাস। শ্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়ার দাস॥

অথ কলিঙ্গের রাজাকে ভগবতীর স্বপ্নাদেশ।

ত্রিপদী। যামিনীর অবশেষে, রাজার শিয়র দেশে, স্বপনে কহেন ভগবতী। সজল জলজ নেত্র, হয়ে লোমাঞ্চিত গাত্র, শ্রবণ করেন নরপতি॥ শুন শুন নররায়, কহি দৃঢ় সুনিশ্চয়, শুনহ কলিঙ্গ মহীপাল॥ দক্ষ যজ্ঞে ছাড়ি অঙ্গ, করি মুখে তার ভঙ্গ অবনীতে আসি বহুকাল॥ করিবহু পরামর্শ, আইনু ভারতবর্ষ, লইব তোমার পূজা আগে। করাব রিপুর ধ্বংস, বাড়াব তোমার বংশ, নৃপতি করিব নর ভাগে॥ হয়ে ভোর

কৃপাময়ী, সমরে করিব জয়ী, একছত্রা করিব অবনী। ভুবন করাব বশ, তোমার বাড়াব যশ, করিব নৃপতি চূড়ামণি। দক্ষসুতা আমি দাক্ষী, কাশীপুরে বিশালাক্ষী, লিঙ্গধরা নৈমিষ কাননে। প্রয়াগে ললিতা নামে, বিমলা পুরুষত্তমে, কামবতী শ্রীগন্ধমাদনে॥ গোকুলে গোমতী নামা, তমলুকে বর্গভীমা, উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া॥ জয়ন্তী হস্তিনাপুরে, বিজয়া নন্দের ঘরে, হরি সন্নিধানে মহামায়া॥ অসুরকুলের দর্পে, দৈবকী অষ্টম গর্ব্ভে, হৈলা প্রভু ক্ষিতি ভার নাশে। হরিতে কৃষ্ণের ভীতি, যোগনিদ্রা ভগবতী, থুইলা রোহিণী গর্ভবাসে॥ ভোজরাজ অবতংস, শ্রীহরি করিয়া অংশ, বসুদেব গেলা নন্দাগার। অগাধ যমুনা জল, মায়া পাতি কৈলা স্থল, শিবা রূপে নদী কৈলা পার॥ পরিচয় পায়ে রায়, ধরিল চণ্ডীর পায়, কোকিল পঞ্চম গায় স্বরে। হইল প্রভাত কাল, ফুকারয়ে মহীপাল, আনন্দ হইল নিজপুরে॥ মহামিশ্র জগন্নাথ ইত্যাদি

অথ কলিঙ্গদেশে দেবীর পূজারম্ভ।

ত্রিপদী। শুভ স্বপন দেখি, ভূপতি হল সুখী, ঘন ঘন দুন্দুভি বাজনা। কলিঙ্গ নগরে, বাহিরে অন্তঃপুরে, পূজিল দেবী ত্রিনয়না। প্রভাতে করি স্নান, দ্বিজেরে হেম দান, ভাটেরে দিব গজ ঘোড়া। রুদ্রাক্ষ কণ্ঠে মালা, পুষ্পেতে ভরি থালা, পূজিল হেম বারি যোড়া॥ পূজিল নরপতি, আনন্দে হৈমবতী, ব্রাহ্মণে করে বেদ গান। শঙ্খ ঘণ্ট ডম্ফ, খমক জগঝম্প, বাজায় ডম্বুর নিশান। দেউল আচম্বিত, কাঞ্চন বিরচিত, দেখি রাজা বিস্ময় মতি। শিশু বৃদ্ধ যুবা, বিহঙ্গম কিবা, দেখিতে ধাইল শীঘ্র গতি॥ অমাত্য পুরোহিত, জ্ঞাতি বন্ধু যত, কন্যা তনয় পরিবারে। খণ্ড মধু দধি, প্রশস্ত নানা বিধি, নৈবেদ্য দিল ভারে ভারে॥ পূজার অবসানে, মহিষ ছাগ আনে, উৎসর্গি দিল বলিদান। দেউল চারি ভিতে, রুধির বহে সোঁতে, চামুণ্ডা করেন রক্তপান॥ মৃদঙ্গ বাজে কাড়া, ডিণ্ডিমি বাজে জোড়া, মাতঙ্গ পৃষ্ঠে বাজে দামা। পুরনিতম্বিনী, বদনে জয়ধ্বনি, দেখিতে ধায় যত রামা॥ অষ্টমী ভৌমবারে, ষোড়শ উপচারে, পূজার করিল বিধান। মহিষ ছাগ মাংস, রোহিত রাজহংস, শতেক দিল বলিদান॥ জাহ্নবী জল গর্ব্ব, অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা, কাঞ্চনে বিরচিত বারি। অঞ্জলি সরসিজে, চণ্ডীকারে রাজা পূজে, নাচয়ে গায় বিদ্যাধরী॥ পূজিয়া পরিবারে, করিল পরিহারে, নৃপতি করেন অঞ্জলি। প্রদক্ষিণ প্রণতি, করে নরপতি, পুলকে অঙ্গ কুতুহলী। মহামিশ্র জগন্নাথ ইত্যাদি॥

অথ কলিঙ্গ ভূপতি কৃত ভগবতীর স্তব।

• পয়ার। দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতি নাশিনী। গোকুল রাখিলা জয়া যশোদা নন্দিনী। নিদ্রা রূপা হয়ে তুমি ভাণ্ডিলা প্রহরী। যে কালে দৈবকী গর্ব্ভে জন্মিলা শ্রীহরি॥ নানা অবতার তুমি বিষ্ণু সহায়িনী। দুরিতহারিণী মাতা দুর্গতি নাশিনী॥ যমুনা আবর্ত্তশালি বিষম করালি। তথি পার কৈলা কৃষ্ণে হইয়া শৃগালী॥ ভূভার খণ্ডিতে হৈলা আপনি প্রচার। কংস ভয়ে কৃষ্ণে কৈলা কালিন্দীর পার॥ কৌতুকে শুইয়া ছিলা দৈবকীর কোলে। কর পদ ধরিয়া বধিতে কংস তোলে॥ বিপদনাশিনী উমা গায় হরিবংশে। কৃষ্ণের করিলা কার্য্য ভাণ্ডাইয়া কংসে॥ নন্দগোপ সুতা শুম্ভ নিশুম্ভ নাশিনী। ভুবন বন্দিতা বিন্ধ্যশিখর বাসিনী॥ নানা অস্ত্র বিভূষিত অষ্ট মহাভুজা। বলি দিয়া দশদিক্‌পালে কৈল পূজা॥ রাবণ বধের হেতু মিলিয়া দেবতা। তোমার বোধন কৈল অকালে বিধাতা॥ ষোড়শোপচারেতে পূজিল রঘুনাথ। তবে সে রাবণ হৈল সবংশে নিপাত॥ হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমূলে। ব্রহ্মারে হানিতে যায় নিজ বাহুবলে॥ নাভি পদ্মে বিধাতা পূজিয়া ভগবতী। অসুরের বধ হেতু নারায়ণে স্তুতি॥ যেই জন নাহি করে তোমারে সেবন। সে জন কি হয় হরি সবার ভাজন॥ কাত্যায়নী ব্রত করি নিল বর দান। নন্দ গোপ ব্রজ কন্যা ইহাতে

প্রবাদ।। এত স্তুতি কৈল যদি কলিঙ্গ ভূপতি। বর দিয়া কৈলাসে গেলেন ভগবতী।। রচিয়া মধুর পদ অমৃতের প্রায়। শ্রীকবিকঙ্কণ গায় অভয়ার পায়।।

পয়ার। পূজার দক্ষিণা রাজা দিল হেম তুলা। মস্তকে করিল রাজা দ্বিজ পদধুলা। দ্বিজে নিয়োজিল নিত্য পূজায় নৃপতি। শতেক ব্রাহ্মণে পাঠ করে সপ্তশতী।। শঙ্কর সদনে চণ্ডী যান নিজ বেশে। অংশরূপে পূজা নিলা কলিঙ্গের দেশে।। বিন্ধ্যের নিকট যেন যত পশুগণ। পথমধ্যে পাইল চণ্ডিকা দরশন।। কেশরী শার্দ্দূল অশ্ব বারণ গণ্ডার। সরভ চমর শ্বেত গবয়াদি আর।। মহাকায় পশুগণ কত কব নাম। চণ্ডিকার পদে সব করিল প্রণাম।। ঊর্দ্ধমুখে পশুগণ করয়ে গোহারি। কৃপা করি পূজা মোর লহ মহেশ্বরী।। অপরাধ বিনা পশু সর্ব্বদা সশঙ্ক। বর দিয়া মহেশ্বরী কর নিরাতঙ্ক।। পশুগণে সদয়া হইয়া ভগবতী। স্নেহ করি পূজা তারে দিলা অনুমতি।। আজ্ঞা পায়ে পশুকুল আনন্দে আকুল। বনে বনে খুঁজিয়া আনিল বনফুল। আম জাম সেহাকুল কালচিত্ত ফল। নৈবেদ্য দিলেন পাদ্য কংস নদী জল।। প্রদক্ষিণ হয়ে পশু কৈল নমস্কার। আশীর্ব্বাদ ভদ্রকালী করিলা অপার।। ব্যাঘ্র না খাইও মৃগ কেশরী বারণ। তুরঙ্গ মহিষ সবে থাক এক বন।। অবিরোধ থাক সবে শশারু খট্টাস। স্মরণ করিলে দুঃখ হইবে বিনাশ।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। লইয়া পশুর পূজা, সিংহেরে করিয়া রাজা, নিজ ঘণ্টা দিলা মহামায়া। যে যার উচিত হয়, দিলা তারে সে বিষয়, করি চণ্ডী পশুগণে দয়া। সিংহ তুমি মহা তেজা, পশুমধ্যে হও রাজা, টীকা দিলা ভবানী ললাটে। বারণ শুনহ কথা, ধরিয়া ধবল ছাতা, থাক তুমি রাজার নিকটে।। সরভ কুলীন তুমি, সকল পশুর স্বামী, ব্রাহ্মণ যেমন নর মাঝে। হয়ে তুমি পুরোহিত, চিন্তিবে মঙ্গল নীত, এই কর্ম্ম অন্যে নাহি সাজে।। দূর কর নিজ শোক, শার্দ্দূল ভল্লুক ঘোক, বরাহ গণ্ডার মহাবীর। গুরু সঙ্গে হৈয়া ছাত্র, লইয়া পঞ্চম পাত্র, প্রতি দিন দিবে পুষ্প নীর।। সত্য করি মৃগরাজে, অভয় দিলেন গজে, করাইল সিংহের বাহন। আনি তথা ঘোড়াং, সিংহের হইবে ঘোড়া, মায়বার হবে কপিগণ।। নিয়োজি তোমারে আমি, শুনহে চমর তুমি, চামর ঢুলাবে রাজ অঙ্গে। তোরে আমি দিনু ভার, মেষ তুমি রায়বার, ভ্রমণ সতত তরঙ্গে।। বৈদ্য হে নকুল তুমি, খাইবা রাজার ভূমি, চিকিৎসা করিবা রাজপুরে। পথ্যের সঞ্চয় দীক্ষা, করিবা পশুর রক্ষা, দশনে ভুজঙ্গম মরে।। পশু বরাহ মহিষা, খাইবা প্রজার শস্য, হবে তুমি রাজার দুয়ারি। নিশিতে জাগিয়া থাক, প্রহরেং ডাক, হবে তুমি শিয়াল প্রহরী।। উট গাধা খেদ খাবে, রাজার নফর হবে, বিপদে সম্পদে তোর ভার। আর যত পশুগণ, সবে হবে প্রজাগণ, মণ্ডল হইবে কালসার।। পালধি বংশেতে জাত, দ্বিজ পতি রঘুনাথ, সভাসদ শ্রীকবিকঙ্কণ। চণ্ডীর চরণে চিত, রচিল নূতন গীত, শিব লয়ে শুনহ বচন।।

পয়ার। যে কালে ভবানী গেলা কলিঙ্গের দেশ। সে কালে মর্ত্ত্যের পূজা লইলা মহেশ। সপ্ত পাতালে শিবে পূজে নাগলোক। বর দিয়া হর তার দূর কৈলা শোক।। প্রথমে শিবের পূজা কৈল দৈত্যগণ। নিশুম্ভ শুম্ভ আগে করিল পূজন।। মহিষ চানূর পূজে বাতাপি হিল্লোল। মহেশ পূজিয়া তারা পাইলা নানা ফল।। অবনি মণ্ডলে পূজে ধর্ম্মশীল নর। জীবন্যাস করি পূজে মৃণ্ময় শঙ্কর। পুরীমধ্যে দেয় কেহ শিবের মন্দির। বর পায়ে নরলোক রণে হয় স্থির।। চৈত্র মাসে শিব পূজে নানা উপচারে। ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে।। জিহ্বা ফোড়ে জিহ্বা কাটে করয়ে চড়ক। অন্তিমত স্বর্গ যায় না যায় নরক।। ত্রেতা যুগে সন্ন্যাস করিল দশানন সেই মত অবনীতে করে সর্ব্বজন।। পিশাচ দানব শিবে পূজে প্রতি দিন। যে জন শঙ্কর পূজে নহে ধনহীন।। অমরাবতীতে শিব পূজে পুরন্দর। তার সুত কুসুম

যোগায় নীলাম্বর॥ পূজা লয়ে শূলপাণি আইলা কৈলাস। হেনকালে আইলা গৌরী মহেশের পাশ॥ করযোড়ে গৌরী শিবে করয়ে প্রণতি। আশ্বাসিয়া তাঁরে জিজ্ঞাসেন পশুপতি॥ কহেন ভবানী তাঁরে পূজার বারতা। চরণে ধরিয়া গৌরী কন নিজ কথা॥ অষ্ট দিন পূজা মোর মর্ত্ত্যের ভিতরে। তিন দিনের কথা তায় লয়ে নীলাম্বরে॥ নীলাম্বরে শাপ দিয়া যদি লহ ক্ষিতি। তবে সে প্রচার হয় পুজার পদ্ধতি॥ তিল আধ নাহি দেখি নীলাম্বরের পাপ। কেমন প্রকারে তারে দিব অভিশাপ॥ অঙ্গীকার কৈলা হর গৌরী নিলা পান। নারদেরে পান দিয়া স্বর্গেতে পাঠান॥ ইন্দ্রস্থানে বার্ত্তা দিতে চলিলা নারদ। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মনোহর পদ॥

ত্রিপদী। সুধর্ম্মা সভায়, বসি দেবরায়, বিচিত্র হেম সিংহাসনে। লইয়া পাঁজি পুথি, সম্মুখে বৃহস্পতি, বসিল রাজ সন্নিধানে॥ জয়ন্ত নীলাম্বর, আদি সহোদর, বেষ্টিত শতেক কুমার। সেবক প্রধান, যোগায় গুয়া পান, মিলিত করিয়া ঘনসার॥ বাজায় শ্রীখণ্ড, হেম রত্নদণ্ড, চামর চুলায় মাতলি। আগে বন্দি ভাট, করয়ে স্তুতি পাঠ, মাথায় করিয়া অঞ্জলি॥ পাবক আদি করি, দিকের অধিকারী, বরুণ নৈর্ঋত শমন। কুবের প্রভঞ্জন, আদি দেবগণ, আইলা ইন্দ্রের সদন॥ অঙ্গিরা আদি জ্ঞানী, দুর্ব্বাসা জৈমিনি, আইলা ইন্দ্রের ভবন। এমন সময়, আইলা মহাশয়, নারদ বিরিঞ্চি নন্দন॥ উঠি সুরনাথ, করি প্রণিপাত, বসাইল কনক আসনে। করিয়া পুজন, বার্ত্তা জিজ্ঞাসন, শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে॥

পয়ার। কহনা নারদ মুনি দেশের বারতা। এত দিন মহামুনি ছিলে তুমি কোথা॥ এই ত্রিভুবনে নাহি তোমার সমান। ভুত ভবিষ্যৎ তুমি জান বর্ত্তমান॥ ভাগ্যে তব পদধূলি আমার ভবনে। পবিত্র হইনু আজি তব দরশনে॥ দেখিয়া তোমার কৃপা হেন লয় মনে। চির দিন লক্ষ্মী মোর থাকিবে ভবনে॥ নিজ সৃষ্টি সৃজিতে করিলা ধর্ম্ম সেতু। তোমারে করিল বিধি পালনের হেতু॥ সেই জন বিশ্বজয়ী সকল ভুবনে যেই জন তোমার বীণার ধ্বনি শুনে॥ ইন্দ্রের বচন এত শুনিল নারদ। মুকুন্দ রচিল গীত মনোহর পদ॥

ত্রিপদী। নারদ কহেন কথা, হৃদয়ে লাগয়ে ব্যথা, নিবেদিতে বড় ভয় করি। নিবাত কবচ জম্ভ, আর শুম্ভ নিশুম্ভ, বাড়িল তোমার বড় অরি॥ সর্ব্ব উপভোগ হীন, শত ফুলে প্রতি দিন, দশ দণ্ডে মহাদেবে পূজে। অবধান কর রায়, অসুর প্রবল তায়, শুম্ভ নিশুম্ভ রণে যুঝে॥ সেই মহাসুর জম্ভ, কি কব তাহার দম্ভ, ভুজবলে পর্ব্বত উপাড়ে। সে অসুর মহাবলে, মহেশ পূজার ফলে, দিক করি তুলিয়া আছাড়ে॥ নানা পুষ্প নানা ছন্দে, কুঙ্কুম কস্তুরী গন্ধে, নৈবেদ্য কি বলি তাহার। করিল পুজার সার, দিয়া ষোড়শোপচার, দক্ষিণা কাঞ্চন শত ভার॥ শিবেরে করিতে প্রীত, দিনে করে নাট গীত, সন্ধ্যাকালে বিশাল বাজন। যদি পায় চতুর্দ্দশী, থাকে বীর উপবাসী, নিরন্তর করে জাগরণ॥ কিবা সে সঙ্কল্প করি, দৈত্য পূজে ত্রিপুরারী, ইহাতে সন্দেহ বড় মনে। বুঝিনু দৈত্যের কার্য্য, লইবে তোমার রাজ্য, হেন আমি বুঝি অনুমানে॥ ভোগ কর নানা রঙ্গে, থাকহ কামিনী সঙ্গে, রাজ ভোগে হইয়া বিহ্বল। পাইয়া শিবের বর, দৈত্য হৈল দুরন্তর, কোন দিন পাড়ে গণ্ডগোল। ত্যজিয়া সকল কায, এক চিত্তে দেবরাজ, মহেশের করহ ভজন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্দ, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

উপদেশ করিয়া চলিল মহামুনি। ইন্দ্রেরে মেলানি করি গেলেন অবনি॥ সুরলোক সহিত উঠিল সুরপতি। বিদায় দিলেন তাঁরে করিয়া প্রণতি॥ পুনরপি সভায় বসিলা সুররায়। নিবিষ্ট করিয়া চিত্ত শিবের পূজায়॥ বৃহস্পতি বসিলেন লয়ে পাঁজি পুথি। বিচার করিলা গুরু শুভযোগ তিথি॥ বিচার করিলা গুরু কালি ভাল দিন। গুণ বহু আছে তাহে দোষ পরিহীন॥ মহেশ পূজিতে ইন্দ্র হৈল ভক্তিমান। নীলাম্বরে ডাকি

ইন্দ্র তাহে দিলা পান॥ প্রভাতে উঠিয়া নিত্য করি গঙ্গাস্নান। মহেশ পূজার সজ্জা কর সাবধান॥ শচীরে দিলেন ভার চন্দনের তরে। কুসুম তুলিতে ভার দিলা নীলাম্বরে॥ পান দৈবতে নীলাম্বর কৈল যোড়কর। ডাকিল শকুনি তার মাথার উপর॥ জেঠি ডাক নীলাম্বর করিল শ্রবণ। দৈবযোগে তাহা নাহি শুনে অন্য জন॥ বুকে হাত দিয়া নিবেদয়ে নীলাম্বর। পড়িল গোসাঞি বাধা মস্তক উপর॥ কুসুম তুলিতে কর অন্যেরে আরতি। রোষযুক্ত হইয়া বলেন শচীপতি॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ নীলাম্বরের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ।

ত্রিপদী। পূজা করি মহেশ্বর, শুন বৎস নীলাম্বর, কুসুম তুলিতে লহ পান। প্রবেশি নন্দন বনে, দ্বিধা ঘুচাইয়া মনে, মোর বাক্য কর অবধান॥ নাহি নিয়োজিনু রণে, দুরন্ত অসুর সনে; নাহি পাঠাইনু দূরদেশ। সবে চারি দণ্ড যাবে, কুসুম আনিয়া দিবে, ইথে কেন মনে ভাব ক্লেশ॥ যজ্ঞাতির পুত্র গুরু, তাহার চরিত্র চারু, জরা নিল বাপের বচনে। শান্তিরসে দিয়া মন, দিলা আপন যৌবন, যশ গায় সকল ভুবনে॥ অনুজ্ঞা দিলেন তাত; বনে গেল রঘুনাথ, ছাড়িয়া কনক সিংহাসন। জানকী লক্ষণ সাথে, প্রবেশে কাননপথে, যশে পূর্ণ করিলা ভুবন॥ ভৃগুনামে মহামুনি; সকল পুরাণে শুনি, ব্রাহ্মণের কুলের নন্দন। রেণুকা রমণী তার, সুত ভুবনের সার; ক্ষত্রিয় কুলের বিনাশন॥ রেণুকার দেখি দোষ, হইল পরম রোষ, সুতে আদেশিলা ভৃগু মুনি। শুনিয়া পিতার কথা, কাটিল মায়ের মাথা, ত্রিভুবনে জয় জয় ধ্বনি॥ বিষম আরতি নয়, সবে যাবে দণ্ড ছয়, এ নন্দন কানন ভিতরে। নিকটে কুসুম আছে, উঠিতে না হবে গাছে, আরাধনা করিব শঙ্করে॥ রোষযুক্ত পুরন্দর, দেখি বলে নীলাম্বর, অঞ্জলি করিয়া নিল পান। দামুন্যা নগর বাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী; শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

অথ নীলাম্বরের পুষ্পাচয়নে গমন।

গঙ্গাজলে করি স্নান; শুক্ল ধুতি পরিধান, প্রভাতে চলিলা নীলাম্বর। সাজি আ-কুড়ি হাতে, চলিল কাননপথে, স্মরিয়া শ্রীভবানী শঙ্কর॥ নীলাম্বরে গণিয়া তোলেন শত ফুল। প্রবেশি নন্দন বনে, কুসুম হরিষ মনে, ছয় ঋতু দেখিয়া সঙ্কুল॥ কর্ণার কৈরব কলা, পানিশিয়লি পানিকালা; কুমুদ কহ্লার ইন্দীবর। অশোক কিংশুক ঝিণ্টী, জাতি জুতি দোপাটি, রঙ্গন তুলসী নাগেশ্বর॥ কুরুবক কুরুণ্টক, কুন্দ তোলে মরুবক, কদম্ব কনক করবীর। লবঙ্গ তুলসী দোনা, গলঘাষো বাকসোনা, প্রত্যঙ্গিরা তোলে মহীবীর॥ কুমার হরিষ মন, বাঁধুলি কুরঙ্গ বন, আচ চাঁপা কাঞ্চন কেশর। শ্বেতরক্ত তোলে ওড়, তুলিল মল্লিকা যোড়, হর্ষে তোলে প্রফুল্ল টগর॥ সেহালি পিয়ালি দুর্ব্বা, বন করবীর সর্ব্ব, অতসী শিয়লি পারিজাত। অপাঙ্গ কুসুম পলা, সাঁই তোলে ভদ্র-কলা, রক্তউৎপল অবদাত॥ অর্ক চাঁ কুরুচি কেয়, মদন বাসক জয়; কোবিদার তুলিল পাটলা। সঙ্কুল শঙ্কর জটা, বৃহতী ত্যজিয়া কাটা; ভূমিচাঁপা তিলক সপ্তলা॥ কস্তূরী কেশর কলা, তোলে আমলকী মালা, বাছিয়া অখণ্ড শ্রীফল। নত করি ধরি ডালে, তমাল পলাশ তোলে; দুইকুড়ি তুলিল হিজল॥ আনন্দ তপন কাঁটা, কর্ণিকার শ্বেতজটা, স্বর্ণমণি তুলিল গুলাল। বন শোভা ভরদ্বাজি, তুলিয়া ভরিল সাজি, কো-কিলাক্ষ চিত্রাক্ষ তুলাল॥ হইল পূজার বেলা, গাঁথিল শতেক মালা, নীলাম্বর আইল ত্বরিত। আচ্ছাদিয়া পদ্মদলে, রাখিল পূজার স্থলে. শ্রীকবিকঙ্কণ রস গীত॥

অথ ইন্দ্রের শিব পূজারম্ভ।

আনন্দে জয় জয়, পূজেন হরিহর, অন্যে অন্যে পূজে ভৃত্য নাথে। দোখণ্ডি বাজে যোড়া, মৃদঙ্গ শঙ্খ পড়া, শতেক পুত্র লয়ে সাথে॥ দিবস নিশামান; রাগিণী সরস গান, রুদ্রের অদ্বয় মহিমা। নারদ বীণাপাণি; গায়েন দ্বিজমণি, শঙ্কর গুণের গরিমা॥ শঙ্করে প্রেম দিটে, বসান হৈম পীঠে, পাখালে শিবের চরণ। বসনে পদ মুছি, নিছনী করিল সচী; রসন অমূল্য রতন॥ শিবের মহাস্নান, করিল যত্নবান, শত ভার

গঙ্গাজলে। মৃগাঙ্গ জিনি ভাস; পরাইল দিব্যবাস, কস্তুরী ফোটা দিল ভালে ॥ কুঙ্কুম চন্দন, কস্তুরী বিলেপন; বাস দিল হর অঙ্গে। ষোড়শ উপচারে, পূজিল পুরন্দরে, সকল পুরজন সঙ্গে ॥ ডম্বুরু ডিম্বিমি বাজান দেবস্বামী; সুমাঙ্গে ঘন ঘন শিঙ্গা। প্রথম পতি কাছে, ত্রিদশ পতি নাচে, ভঙ্ক ধিক ধিক ধিঙ্গা ॥ স্তবন গদ্য পদ্য; সঘনে মুখ বাদ্য, অষ্টাঙ্গ লোয়ায়ে নতি। বাসব পূজে নিত্য, একান্ত ভাবে চিত্ত, তুষিল দেব উমাপতি ॥ আপন ব্রত কথা, সাধিতে গিরিসুতা, কাননে উরিলা ভবানী। শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন; বদনে নাহি সরে বাণী।

অথ নন্দনবনে ভগবতীর মৃগীরূপ ধারণ।

পয়ার। পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া। নন্দন কাননে গিয়া পাতিলেন মায়া ॥ ফুলহীন কৈল মাতা যত উপবন। নীলাম্বর বিনা অন্যে না দেখে তেমন ॥ বাম করে সাজি আঁকুশি ডানি করে ॥ প্রবেশিলা নীলাম্বর কানন ভিতরে ॥ ফুলহীন কানন দেখিয়া নীলাম্বর। কোথা পাব শত ফুল প্রহর ভিতর ॥ অন্তরে ফুলের চিন্তা নীলাম্বর পায়। রথে চড়ি নীলাম্বর লঘু গতি যায় ॥ যাত্রার সময়ে ডোম ছিল ডাকে সাথে। কাঠুরিয়া কাষ্ঠ ভার লয়ে যায় পথে ॥ উপনীত নীলাম্বর হৈল ঘোর বনে ॥ হেতা ধর্ম্মকেতু তাড়া দিয়াছে হরিণে ॥ সুন্দরী হরিণী রূপা হয়ে মহামায়া। ধর্ম্মকেতু সম্মুখে রহিল হরজায়া ॥ রয়ে রয়ে যান দেবী করিয়া তরঙ্গ। তাঁর পাছে ব্যাধ ধায় যেমন পতঙ্গ আকর্ণ পুরিয়া ধনু বীর যোড়ে শর। শর ছাড়ি দিতে দেবী উঠিয়া অম্বর ॥ অনমিষ লোচনে দেখিল নীলাম্বর। ফুল চিন্তা দূরে গেল কান্দেন কুমার ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ নীলাম্বরের খেদ।

ত্রিপদী। বসিয়া তরুর তলে, ভাসিয়া লোচন জলে, বিষাদ ভাবেন নীলাম্বর। হৃদয়ে রহিল শাল, বরং ব্যাধ জন্ম ভাল, কেন হৈনু ইন্দ্রের কুমার ॥ এই ব্যাধ ভাল জিয়ে, তৃষ্ণা হৈলে পানি পিয়ে, ক্ষুধা কালে করয়ে ভোজন। প্রথমনাথের পূজা, যাবত না করে রাজা, ততক্ষণ উদর দাহন ॥ এই ব্যাধ রূপ ধাম, বনবাসী যেন রাম, মৃগ দেখি মারীচ সমান। সিংহ জিনি মধ্য দেশ, লতাতে বেষ্টিত কেশ, অভিনব যেন পঞ্চবাণ। না করিনু কোন কর্ম্ম, বিফল দেবতা জন্ম, বিদ্যার না কৈনু অন্বেষণ। না করিনু ধনু শিক্ষা, কেমনে পাইব রক্ষা, যদি হয় দেবাসুরে রণ ॥ সাজি দণ্ড হাতে করি, কাননে২ ফিরি, অনুদিন যেন মালাকার। চরণে কণ্টক ফুটে, শতেক আচড় পিঠে, নিদারুণ বিধাতা আমার ॥ হইয়া বড় আকুল; সম্ভ্রমে তুলিল ফল, শ্রীফল কণ্টক ছিল। তথি। ভাবিয়া অম্বিকা পায়, শ্রীকবিকঙ্কণ গায়, বেগে রথ চালায় সারথি ॥

অথ পিপীলিকারূপে ভগবতীর পুষ্পমধ্যে প্রবেশ।

পয়ার। হইল পূজার কাল চিন্তিত কুমার। দুই হাতে তোলে ফল কানন ভিতর ঘন বেলা পানে চায় তৃষ্ণায় আকুল। যত পায় তত তোলে না ছাড়ে মুকুল। কুসুম ভিতরে মাতা পাতিলেন মায়া। পলাশে রহিলা দেবী পিপীলিকা হৈয়া। ব্যোম যানে লঘুগতি আইল নীলাম্বর। সূত্রের বিলম্ব দেখি ভাবে পুরন্দর ॥ খেলায় উন্মত্ত শিশু কিবা কৈল পাপ। আজি হর অবশ্য দিবেন অভিশাপ ॥ ধূপ দ্বীপ নৈবেদ্য করিয়া অবিলম্ব। আসিলে নীলাম্বর করিল পূজারম্ভ ॥ কুসুম অঞ্জলি পুঞ্জ দিল হর শিরে। কণ্টক যাতনা প্রভু পাইলা অন্তরে ॥ দারুণ পিপীলিকা তার প্রবেশি কুন্তলে। আকুল হইলা হর মরমে দংশিলে। অনলে সমান জ্বলে পিপীলিকা বিষ। রোষেতে কহেন হর মনে বিমরিষ ॥ শুন শক্র তুমি তো স্বর্গের অধিকারী। কিসের কারণে পুজ জনক ভি-

কারী। করহ আমারে ইন্দ্র কপট অর্চ্চনা। কপট ভকতি করি কর বিড়ম্বনা॥ পট্ট বস্ত্র পর তুমি গলে রত্নমাল। হাড়মালা মম গলে পরি বাঘছাল॥ অচলা কমলা তব সম্পদ বিশাল। পরিহাস কর মোরে দেখিয়া কাঙ্গাল॥ পুরহর নিঠুর ভ্রুকুটি ভীম মুখে নয়নে নিকলে শিখী ঝলকেহ॥ অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে পুরন্দর। মম দোষ নাহি পুষ্প তুলে নীলাম্বর॥ নীলাম্বরে জিজ্ঞাসা করেন শূলপাণি। ভয় ত্যজি নীলাম্বর কহ সত্য বাণী॥ কহিল কুমার সত্য যে দেখিল বনে। চণ্ডিকার ব্রত কথা হর কৈল মনে॥ মোর সেবা ত্যজি ইচ্ছা কর অন্য সাধ। ত্বরিত চলহ মহী হও গিয়া ব্যাধ॥ হেন বাক্য হৈল যদি মহেশের তুণ্ডে। পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে কুমারের মুণ্ডে॥ এতেক বচন যদি বলে পুরহর। চরণে ধরিয়া স্তুতি করে নীলাম্বর॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ শিবের প্রতি নীলাম্বরের স্তব।

ত্রিপদী। চরণে ধরিয়া হরে, কুমার বিনয় করে; অপরাধ ক্ষম কৃপাময়। করিলাম লঘু পাপ, দিলা গুরুতর শাপ, ব্যাধ কুলে জনম নিশ্চয়॥ আরোপিয়া পাণি পুট; পান করি কালকূট, ত্রিভুবন কৈলা পরিত্রাণ। তুমি সত্য গুণ ধাম, কিঙ্করে হইলা বাম, মোর দৈব ইহাতে নিদান॥ সুর নর নাগ যেবা; করয়ে তোমার সেবা, কেহ নাহি পায় অধোগতি। আমার পাপের ফলে, শাপ দিয়া ব্যাধ কুলে, জন্ম করাইলা পশুপতি। স্মরণ লইয়া যেবা, করে শিব স্তব সেবা; তার কিবা হয় অবিনয়। না দেখি এমন সৃষ্টি, চন্দ্র হৈতে বিষ বৃষ্টি, চন্দন প্রসবে ধনঞ্জয়। অভিমত ইচ্ছা করি, সেবিলাম কামঅরি, ফল যোগে হৈলা প্রতিকূল। নিতান্ত দৈবের দোষে, বর দিনু ভাল আশে, হরি হরি নাশ গেল মূল॥ বেচিল তোমার পায়, নীলাম্বর নিজ কায়, যেই ইচ্ছা করহ তেমন। কৃপাকর দেববর্গ, না চাহি নরক স্বর্গ, তোমার চরণে থাকু মন॥ দেখিয়া তাঁহার দুঃখ, লাজে হর হেট মুখ, আজ্ঞা দিল দেব পঞ্চানন। হইয়া চণ্ডীর ভক্ত, চারি মাসে ভবে মুক্ত আসিবে আপন নিকেতন॥ এতেক বলিয়া হর, কৃপা করি দিলা বর, নীলাম্বরে দিলা আলিঙ্গন। চৌদিগে বান্ধব মেলা, গলায় তুলসী মালা, গঙ্গাজলে করিল শয়ন॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

অথ শিবের প্রতি ইন্দ্রের স্তব।

পয়ার। নীলাম্বর শাপ হেতু ভাবিত অন্তর। পূজা সাঙ্গ করি স্তুতি করে পুরন্দর প্রদক্ষিণ নমস্কার করে বারং। তোমারচরণ বিনা গতি নাহি আর॥ পুত্র মিত্র পরিবার শোকের নিদান। তুমি সত্য তোমা বিনা নাহি দেখি আন। অভক্তি তোমার পদে বিপদ নিদান। ব্রহ্মার তনয় দক্ষ ইহাতে প্রমাণ॥ কালকূট পান করি মৃত্যু কৈলি জয়। যে জন শঙ্কর ভজে তার কোথা ভয়॥ তোমার চরণে যার আছয়ে ভকতি। ত্রিভুবন মধ্যে তার নাহিক দুর্গতি॥ মোর নিবেদন প্রভু কর অবধান। পুনর্ব্বার পুষ্প তুলিবারে দেহ পান॥ ইন্দ্রের বচনে অনুমতি দিলা হর। অঞ্জলি করিয়া পান নিল পুরন্দর॥ হর পদ কমলে মজুক নিজ চিত। ছায়ার প্রসঙ্গেতে নাচারি গাব গীত।

অথ নীলাম্বর মরণে ছায়ার সহমরণ।

ত্রিপদী। হৈল জলসহী পতি, ইন্দ্র বধূ ছায়াবতী, লোক মুখে শুনিল বারতা। চৌদিকে বেষ্টিত সখী, সন্তাপে মলিন মুখী, হরি স্মরয়ে বিধাতা॥ ইন্দ্রবধূ কান্দে ছায়া সকল ত্যজিয়া মায়া, স্বামী মৈল প্রথম যৌবনে। নীলাম্বর করি কোলে, বসিয়া গঙ্গার জলে; হৃদয় যুগল মুষ্টি হানে॥ পড়িয়া চরণ তলে, ছায়া সকরুণে বলে; প্রাণনাথ কর অবধান। তিলেক দারুণ হয়ে, পাসরিলা নিজ প্রিয়ে, দূর কৈলা সোহাগ সম্মান॥ জাগিয়া উত্তর দেহ; ছায়ারে সঙ্গেতে লহ, পাসরিলা পূর্ব্বের পীরিত। তুমি যাহ যথা তথ; আমি আগে যাই তথা, আজি কেন কৈলা বিপরীত॥ মোর পরমায়ু লয়ে

চিরকাল থাক জিয়ে, আমি মরি তোমার বদলে। যে গতি পাইবা তুমি, সে গতি পাইব আমি. রহিব তোমার পদতলে। আরতি তুলিতে ফুল, বিধি হৈলা প্রতিকুল, জীবন ত্যজিলা হর শাপে। খণ্ড কপালিনী ছায়া; শঙ্কর ত্যজিলা দয়া; মরিনু পরম পরিতাপে দেহ যোগ নহে সত্য; কেবল মরণ নিত্য, সর্ব্বলোকে এই কথা জানে। যৌবনে মরণ কাল, হৃদয়ে রহিল শাল; নাহি মানে প্রবোধ পরাণে।। কুল শীল রূপ গুণ, জীবন যৌবন ধন বিধবার সকলি বিফল। বসন্ত স্বামীর সখা, মোরে আসি দেহ দেখা; কুণ্ড কাটী জ্বালহ অনল।। সিন্দুর তিলেক ভালে, চিরণি কুন্তলে দোলে, সঘনে নাড়য়ে আম্র ডাল। সঘনে হুলুই পড়ে; ছায়া চতুর্দোলে চড়ে, ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল অনল জ্বালিয়া কুণ্ডে; ঘৃত ঢালে ভাণ্ডে২; সুরনদী তীরে শুভদন্তী। দুই কূলে দিয়া বাতি জীবন ত্যজিল সতী, পতির মরণে ছায়াবতী।। বিদায় করিয়া শিব, সয়ে দুজনার জীব, গেলা চণ্ডী ব্যাধের নিবাসে। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাচালি করিয়া বন্ধ, রঘুনাথ নৃপতি প্রকাশে।।

অথ ব্রাহ্মণীবেশে ভগবতীর নিদয়াকে ঔষধি প্রদান।

ত্রিপদী। প্রভাতে দ্বাদশী, অভয়া উপবাসী, হইয়া জরাধি ব্রাহ্মণী। আইল ভিক্ষা আশে ধর্ম্মকেতুর বাসে, নিদয়া দিলেক পীড়া পানি। কল্যাণ করুণ ভগবতী। পারণা হেতু ভিক্ষা; দেহ কর প্রাণ রক্ষা, অচিরাতে হবে পুত্রবতী।। শুনগো ব্রাহ্মণি, আমি অনাথিনী, সফল কর মোর আশ। পায়ে তব বর, হৈলে বংশধর, করিব তোমার দাস হইয়াছে পঞ্চ সুতা পতির মনের ব্যথা, ঘটক পাঠায় স্থানে স্থানে। মোরপতি ধর্ম্মকেতু অন্য বিবাহের হেতু, গিয়াছে কন্যার অন্বেষণে কহিল সত্য বাণী, ঔষধি আমি জানি কুমারের জনম কারণ। দিব গো নাসাপুটে, সোহাগ নাহি টুটে, হইবে পুত্রের জনম শুনহ নিদয়া তুমি; ঔষধি জানি আমি, মিথ্যা নহে বচন আমার। স্নান করহ তুমি ঔষধি দিব আমি, বংশ ধর হইবে তোমার।। নিদয়া পুত্রের আসে, স্নান করি আইসে, রহিল বসিয়া ঊর্দ্ধ মুখে। হইয়া মক্ষিকা বেশে, নীলাম্বর প্রবেশে; ঔষধি দিলেন তার নাকে।। নিদয়া পায়ে পড়ি, দিল তারে দালি বড়ি, চালু আর কড়ি চারি পণ। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।।

অথ নিদয়ার গর্ভ।

পয়ার। সেই দিন ধর্ম্মকেতু রতি রঙ্গ মনে।। দৈব যোগে গর্ভ তার বাড়ে দিনে২ প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা জানি। দ্বিতীয় মাসের কালে হয় কানাকানি। তৃতীয় মাসের কালে ভূতলে শয়ন। চতুর্থ মাসেতে করে মৃত্তিকা ভক্ষণ।। পাঁচ মাসে নিদয়ার না রুচে ওদন। ছয় মাসে নাহি চলে আলস্যে চরণ।। সাত মাসে নব বাস দিল ধর্ম্মকেতু। গণকে জিজ্ঞাসে পুত্র জনমের হেতু।। আট মাসে নিদয়ার বাড়্যে যায় পেট। চলিলেতে না পারে রামা চাইতে নারে হেট।। নয় মাসে নিদয়ার সাধে দেয় ব্যাধ। নিদয়া স্বামীর আগে করয়ে বিষাদ।। রচিয়া মধুর পদ এক পদী ছন্দ। শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ।।

অথ নিদয়ার সাধ ভোজন।

ত্রিপদী। প্রাণনাথ কাল গর্ভ হৈল কোন ফলে। ক্রমে হ্রাস হয় বল ওদন ব্যঞ্জন জল, পেটে ক্ষুধা মুখে নাহি চলে।। নিকটে নাহিক মাতা, কারে কব দুঃখ কথা পিসী মাসী ভগিনী মাতুলী। জ্ঞাতি বন্ধু নাহি যার, যে জানে দুঃখের ভার, মনোদুঃখ বল কারে বলি।। গর্ব্বের দেখিয়া ভর, মনে লাগে বড় ডর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি দিন দশ। আপনার মত পাই, তবে গ্রাস দুই খাই, পোড়া মৎস্য জামিরের রস।। নিধানি করিয়া খই, তাহাতে মহিষা দই, কুল করঞ্জ প্রাণ হেন বাসি। যদি পাই সাজো সোলা পাকা চালিতার ঝোল, প্রাণ পাই পাইলে আমসি।। আমার সাধের

সীমা, হেলঞ্চা কলমী গিমা, বোদালি কাটিয়া কর পাক। ঘন কাটি খর জলে, সন্তোলিবে কটু তেলে; দিবে তথি পলতার শাক। পুঁই ডগা মুখি কচু, ফুল বড়ি আর কিছু; দিবে তথি মরিচের ঝাল।। সন্তোলন করি কাঁজি, উদর পুরিয়া ভুঞ্জি, প্রাণ পাই পাইলে পাকাল।। লোন কিছু দিয়া বাড়া, নকুল গোধিকা পোড়া, হংস ডিম্বে তোল কিছু বড়া। ভাজ কিছু রাই খাড়া, চিঙ্গরির কর বড়া, সাজারু করহ শীক পোড়া।। সদাই নেকার উঠে, দিনে দিনে বল টুটে; বদনে সঘনে উঠে জল। মূলা বেগুণেতে সিম, তাহে দিয়া রান্ধ নীম, তাই দিও উডুম্বের ফল।। নিদয়ার সাদ হেতু, ঘরে ঘরে ধর্ম্মকেতু, চাহিয়া আনিল আয়োজন। পাপনি রান্ধিয়া ব্যাধ, নিদয়ারে দিল সাধ, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।

অথ কালকেতুর জন্ম।

ত্রিপদী। পূর্ণ হৈল দশ মাস, ইন্দ্র সুত গর্ভবাস; ভুঞ্জেন আপন কর্ম্ম ফলে। প্রসূতি মারুতি নড়ে অনুক্ষণ ব্যথা বাড়ে, লোটায় নিদয়া মহীতলে।। সখী স্কন্ধে দিয়া কর; আসে যায় বার ঘর, কেহ অঙ্গে দেয় তৈল পাণি। আসি কেহ প্রিয় সই, মুখে তুলি দেয় খই; নিদয়া স্বামীকে কহে বাণী। বসিলে উঠিতে নারি, উদর হইল ভারি, শুইলে ফিরিতে নারি পাশ। চাহিতে না পারি হেঁটে, ছুচ যেন বিন্ধে পেটে দূর হৈল জীবনের আশ।। আমার বচন শুন, ধাত্রিকা ডাকিয়া আন, যেই জনে প্রসব সন্ধান। খুঁজিয়া নগরে জ্ঞানী, করহ ঔষধ পাণি, নিদয়ার রাখহ পরাণ।। শুনি নিদয়ার কথা, মরমে পাইয়া ব্যথা, চলে ব্যাধ কলিঙ্গ নগরে। সেবকের দুঃখ খণ্ডী, ব্রাহ্মণীর বেশে চণ্ডী; উত্তরিলা ব্যাধের মন্দিরে।। কিঙ্কর পুত্রের লেখা, পথে চণ্ডী দিলা দেখা, পড়ে ব্যাধ চণ্ডীর চরণে। কৃপা কর ঠাকুরাণী, যে জান ঔষধ পাণি, নিদয়ারে রাখহ পরাণে।। চণ্ডী জিজ্ঞাসেন কথা, শুনিয়া প্রসব ব্যথা, কপটে মন্ত্রিত কৈলা জলে। কেমন পুণ্যের ফল, নিদয়া পিলেন জল, কুমার পড়িল ভুমিতলে।। উঙা উঙা করে সুত, দুই জন হর্ষ যুক্ত, নিদয়ার সফল মানস। সুতের কল্যাণ হেতু, স্নান করি ধর্ম্মকেতু, দ্বিজে দিল মৃগ গোটা দশ।। মহামিশ্র জগন্নাথ ইত্যাদি।

পয়ার। পুত্র লাভে ধর্ম্মকেতু আনন্দিত মন। ব্যোম পথে ভগবতী উঠিলা গগন।। ডাল কাটি জ্বালে অগ্নি সূতিকা ভবনে। সঘনে হুলুই পড়ে নাড়িকা ছেদনে।। গো মুণ্ডে পাতিল ষষ্ঠি দ্বার ডানি ভাগে। পূজা করি ধর্ম্মকেতু আগে বর মাগে।। তুমি নিদয়ার কর বিপাত্ত তারণ। তিন দিনে নিদয়ার সুপথ্য পাঁচন।। পাঁচ দিনে পাঁচুটি পাউস বিসর্জ্জন।। ছয় দিনে ষাট্যারা করিল জাগরণ।। আট দিনে কৈল আট কলাই ধর্ম্মকেতু। নয় দিনে নব নক্তা কৈল শুভ হেতু।। অন্য রূপ ব্যাধ সুত দিবসে দিবসে। ষষ্ঠি পূজা একুশে করিল এক মাসে।। পূজিল সেমোই ওঝা দিল বলিদান। ঘোড়ার দক্ষিণে বলি বান্ধে ঢোলকান।। দীর্ঘ নিদ্রা যায় শিশু করয়ে দেহালা। ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে খেলে ব্যাধ বালা।। নিরাতঙ্কে যায় তার দুই তিন মাস। কিরাত নন্দন দেয় উলটিয়া পাশ। চারি পাঁচ মাস গেল ছয়েতে প্রবেশ। ভোজন করায় বলি দিয়া ছাগ মেষ। গণক আনিয়া নাম থুইল কালকেতু। গণকে দক্ষিণা দিল পরমায়ু হেতু।। সাত আট মাস গেল হৈল নয় মাস। মুকুতা জিনিয়া দুই দশন প্রকাশ।। দশ মাসে ধায় বালা দিয়া হামাগুড়ি। ধরিতে ধরিতে যায় বাকুড়ি বাকুড়ি।। একাদশ মাস গত হইল বৎসর। বাড়ি বাড়ি ফিরে শিশু নাহি করে ডর।। দুই তিন বৎসর গেলে শিশুগণ মেলে। ভল্লুক সরভ ধরি কালকেতু খেলে। পঞ্চম বরিষে কৈল শ্রবণ বেধন। অভয়া মঙ্গল গানন শ্রীকবিকঙ্কণ।।

ত্রিপদী। দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। বলে মত্ত গজপতি, রূপে নব রতি পতি, সভার লোচন সুখ হেতু।। নাক মুখ চক্ষু কান; কুন্দে যেন নিরমান; দুই বাহু

লোহার সাবল। রূপ গুণ শীল বাড়া, বাড়ে যেন হাতি কড়া, যেন শ্যাম চামর কুন্তল। বিচিত্র কপাল তটী, গলায় জালের কাঁটি, করযোড়া লোহার শিকলি। বুক শোভে ব্যাঘ্র নখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে, কটি তটে শোভয়ে ত্রিবলি।। কপাট বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ, আকর্ণ আয়ত বিলোচন। গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ, মুক্তাপাঁতি জিনিয়া দশন।। দুই চক্ষু জিনি নাটা, খেলে দাণ্ডা গুলি ভাঁটা, কাণে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল। পরিধান রাঙ্গা ধড়ি, মস্তকে জালের দড়ী, শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল।। সহিয়া শতেক ঠেলা, যার সঙ্গে করে খেলা, তার হয় জীবন সংশয়। যে জন আঁকুড়ি করে, আছাড়ে ধরণী ধরে, ডরে কেহ নিকটে না রয়।। সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, শশারু তাড়িয়া ধরে, দূরে গেলে ধরায় কুক্কুরে। বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়া বান্ধে, স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে।। গণক আসিয়া ঘরে, শুভ তিথি শুভ বারে, ধনু দিল ব্যাধ সুত করে। ফোঁটা দিয়া বিন্ধে রেজা, ঝাড়িতে শিখায় নেজা, চামর চৌতুলি দেয় শিরে।। ইচ্ছা হয় যেই দিনে, বনে যায় বাপ সনে, আগে ধায় জিনিয়া পবনে।। তাড়িয়া হরিণ ধরে, কি কায ধনুক শরে, বিভ হেতু ব্যাধ চিন্তে মনে।। দৈব যোগে একবার, পিতা পুত্রে লয়ে ভার, হাটে গেল নিদয়ার সনে। হিরা নিদয়ার কাছে, মাংসের পসরা বেচে, ফুল্লরা আছেন সন্নিধানে।। হিরা নিদয়ারে বলে, কি হৈয়েছে পুত্র কোলে, তারে কিছু বলেন নিদয়া। আশীর্ব্বাদ কর সই, বৃদ্ধি হয় পরমাই, বর দেহ ঝাট হয় বিয়া।। দৈবের নির্ব্বন্ধ দড়, দুজনে একত্র জড়, মনে মনে চিন্তে হিরাবতী।। ফুল্লরা সেবেছে হর, এই তার যোগ্য বর, যেমন মদন আর রতি।। সাঁই ওঝা ফুল তুলি, হাতে কুশ বান্ধে ঝুলি, আইল ধর্ম্মকেতু সান্নিধান। কর্কট কমঠ ভেট, দিয়া কৈল মাথা হেঁট, সাঁই ওঝা করিল কল্যাণ।। মহামিশ্র ইত্যাদি।

অথ কালকেতুর বিবাহের উদ্যোগ।

পয়ার। সোমাই পণ্ডিত সঙ্গে বসিয়া বিরলে। চরণে ধরিয়া ধর্ম্মকেতু কিছু বলে।। শত শত পুরুষে তোমরা পুরোহিত। দেবের সমান দেখি তোমার চরিত।। পুত্রের বিবাহ হেতু করি অভিলাষ। কিরাত নগরে কন্যা করহ তল্লাস।। এতেক বলিল ব্যাধ দ্বিজের চরণে। ফুল্লরা সঞ্জয় সুতা পড়ে তার মনে।। অঙ্গিকার করি ওঝা চলিলেন বাট। সবে গেলা নিকেতন সমাপিয়া হাট।। সঞ্জয় কেতুর ঘরে উত্তরিল দ্বিজ। বন্দিলা সঞ্জয় তার পদ সরসিজ।। এমত সময়ে তথা ফুল্লরা সুন্দরী। পুরোহিতে নতি করি কর যোড় করি।। কহেন সঞ্জয় কেতু দিব এক ভার। ফুল্লরার বর খোঁজ উদ্যোগ তোমার।। এই কন্যা রূপে গুণে নাম যে ফুল্লরা। কিনিতে বেচিতে ভাল পারয়ে পসরা।। রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে। বন্ধুজন মেলিয়া ইহার গুণ গণে।। চন্দ্রকেতু পিতামহ বাপ ধর্ম্মকেতু। তার পুত্র কালকেতু কুল যশ হেতু।। একাদশ বৎসরের যেন মত্ত হাতী। অর্জুন সমান যার ধনুকে সুখ্যাতি।। সেই বর যোগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা। চাহিয়া পাইল যেন কাঁড়ি আর সরা।। একে চায় আরে পায় বলে হিরাবতী। আমার ফুল্লরা কন্যা আন্ধারের বাতী।। পণের নির্ণয় কৈল দ্বাদশ কাহন। ঘটকালি ওঝা তুমি পাবে বার পণ।। পাঁচটা গুবাক পাবে গুড় দুই শের। ইহা বই আর কিছু না করিয়া ফের।। ত্বরা করি গেলা দ্বিজ যথা ধর্ম্মকেতু। কহিল সকল কথা বিবাহের হেতু।। ভক্ষ দ্রব্য করিল হইল ব্যাধমেলা। সঞ্জয় আসিয়া বরে দিল বর মালা।। গোলাহাটে পণ দিল দ্বাদশ কাহন। কন্যার দর্শনি দিয়া ধরিল লগন।। রবিবারে ত্রয়োদশী নক্ষত্র রেবতী। বিবাহে সঞ্জয় কেতু দিলা অনুমতি। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ কালকেতুর বিবাহ।

ত্রিপদী। নানা দ্রব্য কিনে হাটে, হরিণ মহিষ কাটে, নিমন্ত্রিয়া আনে বন্ধুগণ। লয়ে অধিবাস ডালা, কিরাত নগরে গেলা, বন্ধু সহ সোনাই ব্রাহ্মণ।। আসনে বসিল দ্বিজ, পূর্ব্ব মুখ সরসিজ, শুভক্ষণে বান্ধিল ছান্দলা। গোময় লেপিয়া মাটি, আলিপনা পরিপাটি, চতুর্দ্দিকে বান্ধবের মেলা।—ফুল্লরার গন্ধ অধিবাস।—সুবেশ ফুল্লরা নারী, সঙ্গে সখী পাঁচ চারি, হিরাবতী হৃদয়ে উল্লাস। পরিয়া হরিদ্রা বাসে; কটাক্ষ করিয়া হাসে, যত ছিল পরিহাস্য জনে। ছায়া মণ্ডপের তলে, মন অতি কুতুহলে, ব'সয়া পিতার সন্নিধানে। ব্রাহ্মণ বসিয়া পীঠে, বেদ মন্ত্র পড়ে ঘটে; গণেশ করিয়া আবাহন। পূজি পঞ্চ উপচারে, অন্য অন্য দেবতারে, শুভক্ষণে গন্ধাধিবাসন।। মহী গন্ধ ধান্য শিলা, দূর্ব্বা শত পুষ্প মালা, ঘৃত দধি স্বস্তিক সিন্দুর। শঙ্খ কজ্জল সোনা, তাম্র রূপ্য গোরোচনা, চামর দর্পণ কর্ণ পুর।। দ্বিজ সূত্র বান্ধে করে, মুকুট বান্ধিল শিরে, জয় জয় ধ্বনি চারি ভিতে। যোড়শ মাতৃকা পূজা; একে একে চেদি রাজা; মৃত ধারে কৈল পুরোহিতে।। সকল মঙ্গল কর্ম্ম, যেবা ছিল কুল ধর্ম্ম; ধর্ম্মকেতু কৈল সমাপন। মুকুট মণ্ডিত শির, কালকেতু মহাবীর, বন্দে দ্বিজ গুরুর চরণ।। গমনের শুভ বেলা, বাগদি যোগায় দোলা; তথি বীর কৈল আরোহণ। বর যাত্রি পড়ে সাড়া, ঢেমচা দগড় কাড়া, বর বেড়ি বাজায় বাজন।।—কালকেতুর বিবাহ মঙ্গল।—চৌদিগে হুলুই ধ্বনি; দেয় ব্যাধ নিতম্বিনী, নিদয়ার জনম সফল।। চৌদিকে দেউটী জ্বলে, যায় সবে কুতুহলে, বরযাত্রি আনন্দিত মন।। জামাতা গৌরব হেতু, আসিয়া সঞ্জয় কেতু, নানা রূপে করে সম্ভাষণ। ছায়া মণ্ডপের মাঝে, বসাইল বর সাজে, বন্ধু জনে করে কুতুহল।। স্বস্তি বাদ্য দ্বিজে করে, বরণ করিল বরে, বীর ধড়া স্ফটিক কুণ্ডল।। বিরলে করিয়া স্থান, জামাতার করে মান, প্রেমবতী ব্যাধের অবলা। শিরে দিয়া দূর্ব্বা ধান, নিছিয়া ফেলিল পান, গাঁতি গলে দিল পুষ্প মালা।। চারি দিগে গীত নাট, ফুল্লরা চড়িল পাট, বুঞ্জরের ছাল মাঝে ধরে। চৌদিগে ব্যাধের নারী, উচ্চৈঃ স্বরে বলে হরি; ছাউনি করিল কন্যাবরে।। বাপের পুণ্যের হেতু; আনন্দে সঞ্জয় কেতু, করে কুশে করে কন্যাদান। যৌতুক ধনুক খান, তিন তীর খরশান, আরো দিল যে ছিল বিধান।। ঢেমচা বাজায় পড়া, দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থি ছড়া, বর কন্যা দেখে অরুন্ধতী। বান্ধিয়া রোহিণী সোম, লাজাহুতি করে হোম, দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি।। দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে, মীন মাংস ভোগ করে, রাত্রি গেল কুসুম শয্যায়। চিন্তাযুক্ত ধর্ম্মকেতু, কুটুম্ব জিজ্ঞাসা হেতু, বেহাইরে মাগিলা বিদায়।। বেহাইর চরণে পড়ি, ব্যবহার দিলা কড়ি, সাতনলা জাল আটা ফান্দে। পাথরে আমানি ভরি, দিল সঞ্জয়ের নারী, ফুল্লরারে কোলে করি কান্দে।। ইষ্ট কুটুম্ব জাতি, সঞ্জয় কেতুর জ্ঞাতি, অভিলাষে দিলেন যৌতুক। চণ্ডীপদাহিত চিত, নূতন মঙ্গল গীত, রাজা রঘুনাথের কৌতুক।।

ফুল্লরার সহিত কালকেতুর স্বদেশে গমন।

শ্বশুরে বিদায় করি, আইসে বীর নিজ পুরী, ফুল্লরা সহিত সবিনয়। শিরে দিয়া দূর্ব্বা ধান, নিছিয়া ফেলিল পান, নিদয়া দিলেন জয়২।। ছায়ামণ্ডপের মাঝে, ঢেমচা দগড় বাজে, বন্ধুজন দিলেন যৌতুকে। পঞ্চ রাত্র পুরে রাখি, অন্ন পানে করি সুখী, করিলেন বিদায় কৌতুকে।। অর্জ্জুন সমান ধীর, কালকেতু মহাবীর, দেখি সুখী হৈল ধর্ম্মকেতু। নিদয়ার সাধ বড়, গৃহ কর্ম্মে বধূ দড়, কুল বশ লক্ষণের হেতু।। যে দিনে যতেক পায়, সেই দিন তত খায়, না রহে সম্বল দেড়ি ঘরে। তিন বাণ শরাসন, বিনা আর নাহি ধন, বান্ধা দিতে ধারের উধারে।। প্রভাতে সম্বল ত্বরা, বাধে খড়্গ মৃগ

বরা, অনুদিন করয়ে মৃগয়া। পুত্র হেতু ধর্ম্মকেতু, নিশ্চিন্ত সম্বল হেতু, সানন্দিত হৃদয়া নিদয়া॥ নিদয়া বিহরে খাটে, মাংস লয়ে গেলা হাটে, অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা। শাশুড়ী যেমত ভণে, সেই মত বেচে কেনে, শিরে কাঁধে মাংসের পসরা। মাংস বেচি লয় কড়ি, চালু লয় দাল বড়ি, তৈল লুন কিনয়ে বেসাতি। শাক বাইগুণ মূলা, আঁট্যা থোড় কাঁচকলা, সকলে পুরিয়া লয় পাতি॥ ফুল্লরা আইল ঘরে, নিদয়া জিজ্ঞাসা করে, কহে রামা হাট বিবরণ। নিদয়ার আজ্ঞা ধরে, ফুল্লরা রন্ধন করে, আগে ধর্ম্মকেতুর ভোজন॥ তনয়ে বাগুরা জাল, সমর্পিয়া বহুকাল, ভুঞ্জে সুখ কিরাত নন্দন। খাওয়ায় ফুল্লরা বধূ, ক্ষীরখণ্ড দধি মধু, নিদয়ার সফল জীবন॥ ব্যাধের উত্তর দৈব; নিজে সে আছিল শৈব, পাইল কুমার বংশধর। চিরদিন সাধু সঙ্গ, হইল বিপদ ভঙ্গ, ধর্ম্মকেতু চিন্তে পুরহর॥ মুক্তিপথে দিয়া মন, বীর চিন্তে অনুক্ষণ, শুনিয়ে পুরাণ উপাখ্যান। জায়া সঙ্গে ধর্ম্মকেতু, ভাবিয়া মুক্তির হেতু, বারাণসী করিল প্রস্থান॥ দম্পতী লোটায়ে কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে, মাসেক পাঠায় সম্বল। সুধন্য আড়য়া স্থান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, হৈমবতী শঙ্কর মঙ্গল॥

পয়ার। অনুদিন পশু বধে বীর মহাবলা। কুরুরাজ সেনা যেন বধে বৃহন্নলা॥ শুণ্ডে ধরি গজবর আছাড়িয়া মারে। দন্ত উপাড়িয়া আনে বোঝা ভারেং॥ চুপড়ি মুলিয়া হাটে বেচয়ে ফুল্লরা। কৃষকে যেমন বেচে মূলার পসরা॥ সাঁজড়িয়া পালে পালে আনয়ে চামরী। লেজ কাটি গছায় ফুল্লরা বরাবরি॥ ফুল্লরা পসরা দেয় নগরে চাতরে। হাঁড়িয়া চামর বেচে চারিপণ দরে॥ ভল্লুক সান্ধায় গর্ত্তে ভয়ে কম্পবান। মহিষ তাড়িয়া ধরে উপাড়ে বিষাণ॥ শৃঙ্গের পসরা দেয় ফুল্লরা বাজারে। পণ দরে শিঙ্গ যোড়া লয় শিঙ্গাদারে॥ যত্ন পাতি ব্যাঘ্র মারে ছড়ো লয় ছাল। ব্যাঘ্র নখ খুদ দিয়া কিনয়ে ছাওয়াল॥ হাটে ব্যাঘ্রছাল বেচে ফুল্লরা রূপসী। যত্ন করি লয় তাহা যতেক সন্ন্যাসী। সরভেং ধরি চুয়াইয়া মুণ্ডে। গণ্ডকে ধরিয়া তার খড়গ লয় ছিণ্ডে॥ ফুল্লরা বেচয়ে খড়গ দরে এক পণ। ব্রাহ্মণ সজ্জনে লয় করিতে তর্পণ॥ বন বেড়ি জাল পাতি ঝোড়ে মারে বাড়ি। জালে পড়ে ক্ষুদ্র পশু করে তাড়াতাড়ি॥ শশারু হরিণ বরা লতাপাশে বান্ধে। ঘরে আইসে মহাবীর ভার করি স্কন্ধে॥ ফুল্লরা বীরের তরে করিছে রন্ধন। অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

দুর হৈতে ফুল্লরা বীরের পাইয়ে সাড়া। সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণ চামড়া॥ মোচা নারিকেলেতে পূরিয়া দিল জল। পশ্চাতে করেন রামা ভোজনের স্থল॥ পাখালিল মহাবীর পদ পাণি মুখে। ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুকে॥ সম্ভ্রমে ফুল্লরা দিল মাটিয়া পাথরা। ব্যঞ্জনের তরে দিল নূতন খাবরা॥ মুচড়িয়া দুই গোঁপ বান্ধে নিয়া ঘাড়ে। এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে॥ চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদের জাউ। ছহাঁড়ি পশুর সূপ মিশাইয়া লাউ॥ ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া। বনপুঁই তার দুই কলমি কঁচড়া। গণ্ডা দশ মহাবীর খায় নেউল পোড়া॥ সার কচু মিশাইয়া করঞ্জ আমড়া॥ অম্বল খাইয়া বীর জায়াকে জিজ্ঞাসে। রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে॥ এনেছে হরিণ দিয়া দধি এক হাঁড়ি। তাহা দিয়া খায় বীর ভাত তিন কাঁড়ি। শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিকার। গ্রাসগুলা তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল॥ ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন। নিশাকাল হৈলে বীর করিল শয়ন। হেথা বার দেন গিরিশিখরে কেশরী। ছোট বড় পশু যায় করিতে গোহারি॥ আর্ত্তনাদে কান্দে গজ নিবেদয়ে দুঃখ। তোমা সেবি দশন বর্জ্জিত হৈল মুখ॥ মহিষ আইল মুণ্ডে গলয়ে রুধির। কহিল এতেক দুঃখ দেয় মহাবীর॥ আন্দাস করয়ে আসি চমরের ঘটা। ভাবয়ে বিষাদ সবাকার লেজ কাটা॥ গণ্ডক বলেন আমি বড় দুঃখ পাই। খড়গ হেতু আমার মরিল দুই ভাই॥ কপি বলে রায় মোর কৈল জাতি ধ্বংস। কালকেতু কুঠারে বেচিল মোর মাংস॥ বার সিঙ্গা ঘোড়ারু তুলারু ঢোলকান।

অবনি লোটায়ে কান্দে করি অভিমান।। করিল নিধন কালকেতু পরিবার। বিফল জনম মোর মৃত সুত দার।। রাণ্ডী হৈয়া হরিণী কান্দয়ে উভরায়। পতি সুত হীন পাপ প্রাণ নাহি যায়। পশুর গোহারী শুনি রাজা পঞ্চানন। ভ্রুকুটি করিয়া কোটালেরে জিজ্ঞাসেন। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

লঘু-ত্রিপদী। শুন শুন রায়, হইয়া বিদায়, ছাড়িব তোমার বন। পাত্র অধিকারী; না শুনে গোহারী; বিপাকে ত্যজি জীবন।। নারীগণ সঙ্গে, থাক লীলা রঙ্গে, না কর দোষ বিচার। একা কালকেতু, পশুবধ হেতু, নিত্য করে মহামার।। একা মহাবীর, লয়ে তিন তীর, কুড়িচা কাঠের ধনু। পশুদের কাল, নিত্য পাতে জাল, ধায় যেন রথে ভানু।। ভুবন বিখ্যাত, মোর প্রাণনাথ, কালকেতু বধে বনে। দেখি সুত মুখ, ত্যজি পতি দুঃখ; না গেলাম পতিসনে। রূপ গুণ যুত, মোর দুই সুত, কালকেতু কৈল বধ। হাট নির্ম্মাইল, বসাতে নারিল, হরিল বিধি সম্পদ।। রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত, রসিক রাজ সুজন। তার সভাসদ, রচি চারু পদ, অম্বিকামঙ্গল গান।

পয়ার। পশুজাতি গোহারি শুনিয়া পঞ্চানন। ভ্রুকুটি নয়নে পাত্রে জিজ্ঞাসে তখন।। নিবেদন।। কোটাল২ ডাক পড়ে ঘনেঘন। আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন। সিংহ বলে ব্যাঘ্র ভাল তোরে কব কি। তোমারে বিষয় দিয়া হইলাম দুখী। পশুর বচন শুনি মনে লাগে ব্যথা। ভাল মন্দ নাহি দেখ দেশের বারতা।। আজি কালি যদি না দেখাও মহাবীর। তোর বুক নখেতে করিব দুই চির। বাঘ বলে রায় তুমি আজি হও স্থির। কালিকার প্রভাতে দেখাব মহাবীর। সেই নিশা গেল পরে হইল প্রভাত। পাত্র মিত্র সঙ্গে যুক্তি কৈল পশুনাথ।। দক্ষিণ দিগেতে তারা ধায় লঘুগতি। গণ্ডার মহিষ ব্যাঘ্র তিন সেনাপতি। যুঝিবারে সিংহ নিজে চলিল সত্বর। যোড় করে স্তবে করে গণ্ডার উত্তর।। নর সনে রণ রায় বড় পাবে লাজ। মক্ষিকা মারিতে কিবা সাজে গজরাজ। এতেক শুনিয়া সিংহ গণ্ডার ভারতী। চন্দন তরুর তলে করিল বসতি। চন্দন তরুর তলে রাজা ঢালে গা। বামেতে চমরী দেয় চামরের বা।। চারিদেগে চর পাঠাইল সাবধান। শুভক্ষণে কালকেতু করিল প্রণাম।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

অথ পশুর সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ।

পয়ার। জাল দড়ি বান্ধিয়া রঞ্জিত কৈল কেশ। রাঙ্গা ধূলি মাখিয়া অঙ্গের করে বেশ।। প্রণাম করিল বীর চণ্ডীর চরণ। গহন কাননে গিয়া দিল দরশন।। কাননে থাকিয়া বাঘ দেখে মহাবীর। সাড়া পায়ে তখন আইসে ধিরেধির।। চিরদিন রোষে বাঘা শোকাকুল তনু। লম্ফ দিয়া বাঘা ভরে তার মহাধনু। বজ্র মুকটি বীর মারে বাঘ মুণ্ডে। ঝলকে২ রক্ত উঠে তার তুণ্ডে।। বজ্রর মুকটী শিরে মারে মহাবীর। এক ঘায় বাঘা তথা ত্যজিল শরীর। সমরে পড়িল ব্যাঘ্র হৈল বড় শোক। রাজস্থানে বার্ত্তা দিতে চলিলেন কোক। শুনিয়া কোকের মুখে বাঘের মরণ। কোপে সিংহ ধায়ে যায় করিবারে রণ।। লাঙ্গুল তুলিয়া সিংহ মাথার উপর। কলার বাগুড়া যেন কম্পিত কেশর।। পশুরাজ সঙ্গে বীর যুঝে কালকেতু। দেবাসুরে রণ যেন হৈল সুধাহেতু। চতুর্দ্দিকে বীর বেড়ি সিংহে ডাকি বলে। আমার সকল পশু তুমিত মারিলে। পড়িলি আমার হাতে নিকটে মরণ। নখে দন্তে লেজে তোর করিব নিধন।। মহাবীর বলে মোর বড় লাভ হৈল। মরিবার তরে পশু নিকটে আইল।। যেই পশু চাহিয়া বেড়াই বনস্থলে। হেন পশু বিধি আনি মিলাইল কোলে। ধনুকে টঙ্কার দিল ব্যাধের নন্দন। আকাশেতে বজ্রাঘাত হইল যেমন।। ধাইল কুঞ্জর বল বড়ই দুরন্ত। বীরের শরীরে আসি ঠেকাইল দন্ত।। খর টাঙ্গি দিয়া বীর কাটে করিশুণ্ড। বালক যেমন কাটে ইক্ষুকের দণ্ড। পড়িল সকল সেনা দেখে পশুপতি। ধাইল সমরে সিংহ সমীরণ গতি।। দশ নখে আঁচড়ে বীরের কলেবর। শোণিত বীরের অঙ্গে বহে ঝর২।। দুই জনে যুদ্ধ করে দুই মহাবল। দোঁহাকার পদভরে ক্ষিতি টলমল। রণ ছাড়ি সিংহ পলাইল দড়

বড়ি। পাছে মহাবীর মারে ধনুকের বাড়ি॥ ধনুকের বাড়ি খায়্যে সিংহ নাহি ফিরে। লাঙ্গুল লোটায় তার অবনি উপরে॥ দেবীর বাহন বলে নাহি মারে বীর। প্রাণ পায়্যে সিংহ তখন পান করে নীর॥ সেই দিন মহাবীর যায় নিকেতন। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ত্রিপদী। প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া, খর থুর কাছে তিন বাণ॥ শিরে বান্ধে জাল দড়ি, কানে ফটিকের কড়ি, মহাবীর করিল প্রয়াণ॥ দূরে থাকি দেখে চর, কহে সিংহ বরাবর, কালকেতু ঐ আইসে বন। করি অতি বড়দম্ভ, পথ আগুলিল সিংহ; দুই জনে করে মহারণ॥ সিংহে মহাবীরে রণ, চমকিত পশুগণ, অবিরত হুহার গর্জ্জন। সিংহের না বল টুটে, অস্ত্র নাহি গায় ফুটে, ঝড় বহে নিশ্বাস পবন॥ সিংহ মুখ যেন দরী, নখ যেন তীক্ষ্ণ ছুরি ছুটা গোঁপ লাগিল শ্রবণে। দশনের কড়মড়ি, ঢাকে যেন পড়ে বাড়ি, যেন তারা উদয় লোচনে॥ কাঁপয়ে উন্মত্ত জটা; ব্যোম ছাড়ি মেঘ ঘটা, যেন ফিরে বিজুলি সঞ্চারে। ধায় অতি শীঘ্রগতি, নখে আঁচড়িয়া ক্ষিতি, ক্ষণে ভূমে ক্ষণেক অম্বরে॥ ঘন তোলা দেয় গোঁপে, ফেলে শরাসন লোকে আগুলয়ে সিংহের সরণি। ধাইতে বীরের দাপে, ভয়ে বসুমতি কাঁপে, ধূলায় লুকায় দিনমণি॥ মার মার বীর ডাকে; বাণ মারে ঝাঁকে২, সঘনে বাজায় জয় শঙ্খ। সংঘনে ছাড়িয়ে গুলি, শ্রবণে লাগয়ে তালি, ত্রিভুবনে লাগয়ে আতঙ্ক॥ গগণে উঠিয়া চাপে, বীরকে কেশরী ঝাঁপে, হানিতে চাপড় চাহে বুকে। তুলিয়া মহিবা চালে, সিংহেরে হানিল ভালে, দারুণ মুকটি মারে মুখে॥ সিংহ বড় রণে দড়, বীরকে মারিল চড়; লাফ দিয়া উঠিল গগণে। পড়িল বীরের গায়, লুকাইল ঢালে কায়; সিংহ চাপিয়া চরণে॥ পরাক্রম নাহি টুটে; কেশরী ঠেলিয়া উঠে, যেন ক্ষিতি উদয় তপন। ধাইয়া কানন মাঝে, সিংহের ধরিল ল্যাজে, বিষধরে গরুড় যেমন। ল্যাজ ধরি দিল পাক, সিংহ যেন ফিরে চাক; তথাপি সিংহের বড় বল। তুলিয়া আছাড়ে ভুঞে, শোণিত নিকলে মুঞে, দুই অঙ্গে বহে ঘাম জল॥ বাঘ পৃষ্ঠে মারে বাড়ি, লয়ে যায় তাড়াতড়ি; ভল্লুক প্রবেশে গিয়া গাড়ে। সরত পলিয়া যায়; বীর ধরে পাছু পায়; পাক দিয়া তুলিয়া আছাড়ে॥ মাথায় লাঙ্গুল তুলি, বাঘ আইসে মুখ মেলি; বাকসের পুষ্প হেন দাড়া। ফেলিয়া মারিল টাঙ্গি; বাঘের দশন ভাঙ্গি, লেজে ধরি দেয় পাকনাড়া॥ ভঙ্গ দিল সেনাগণ, প্রবেশ করিল বন, লাজে মনে হইয়া ব্যাকুলা। করাল বিশাল জটা, গগণে লেগেছে ছটা, মূলার সমান দন্ত গুলা। সিংহ চাপে কোপে দৃষ্টে, আঁচড়ে বীরের পৃষ্ঠ করজে করিল ছারখার। বিষসম নখে ধরে, দুই বীরে যুদ্ধ করে, অঙ্গে বহে শোণিতের ধার॥ দোঁহে বাহু কসাকসি, যেন যুঝে রাহু শশী, প্রখর নখর যম ধর। ঠেকিয়া বীরের অঙ্গে, সিংহের দশন ভাঙ্গে, অঙ্গে যেন জাঁতয়ে কিঙ্কর॥ কেশরীকে ধরি বলে পাঁজর ভাঙ্গিল কিলে, কৃপায় ছাড়িল মহাবীর। সিংহ রণ ছাড়ি যায়, ঘন বীর পানে চায়, ত্রাসেতে পিলেক সিংহ নীর॥ কালকেতু রণ জিত, আনন্দে সরস চিত, আইল আপন নিকেতন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, চক্রবর্ত্তী শ্রীবিকঙ্কণ॥

অথ কালকেতুর রণে পশুদিগের ভঙ্গ।

পয়ার। দেবীর বাহন বলে নাহি মারে বীর। তৃষ্ণায় আকুল হয়ে পান করে নীর॥ গণ্ডার শার্দ্দূল ভয়ে পলায় তুরঙ্গ। সরত হরিণ কোক রণে দিল ভঙ্গ॥ গরয় পলায় পাচে নাহি পড়ে পা। বড়২ হ্রদে হাতি লুকাইল গা॥ বায়ে ভর করি যায় তুলারু ঘোড়ারু। উভ কান করি ধায় যতেক শশারু॥ নকুল সাঙ্কায় গর্ত্তে লুকায় জম্বুকী। আড়ালে থাকিয়া কপি মারে উকি ঝুকি॥ উপনীত হইল তমাল তরুতলে। প্রদক্ষিণ নমস্কার করিল দেউলে॥ দেউলের চারিদিগে করয়ে রোদন। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অথ পশুগণের রোদন।

পয়ার। কান্দে সিংহ পশু আদি স্মরিয়া অভয়া। অপরাধ বিনা মাতা দূর কৈলা দয়া॥ ভালে টীকা দিলা মাতা করি মৃগরাজ। করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ সুখে রাজ্য করিতে আখেটী হৈল কাল। কেন হেন দিলা মাতা বিষম জঞ্জাল॥ প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক। উদরের জ্বালা তাহে সোদরের শোক॥ হাতে পায় বেড়ী বীর দেয় গলে তোক। গড়াগড়ি দিয়া কান্দে বারেং কোক॥ দয়া সিন্ধু পার কর অপার সংসার। তোমার স্মরণে মাতা বিপদ উদ্ধার॥ বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক। নেউটী চৌধুরী নাহি না করি তালুক। সাত পুত্র মারে বীর বান্ধি জাল পাশে। সবংশে মজিনু মাতা তোমার আশ্বাসে॥ প্রতি দিন মহাভয় বীরের তরাসে। পত্নী পুত্র মৈল মোর দুটি নাতি শেষে॥ কান্দয়ে ভালুক সদা করে আত্মঘাতি। জরাকালে হৈল মোর অশেষ দুর্গতি॥ অবনি লোটায়ে কান্দে মহাকায় বরা। অরুণ লোচন যুগে বহে জল ধারা॥ শ্বশুর শাশুড়ী মৈল দেবর ভাশুর। পতি মৈল রতি সুখ বিধি কৈল দূর॥ ছিল অভাগিনীর পেটের এক পো। পাসরিতে নারি গো তাহার মায়া মো॥ ধূলায় ধূষর হয়ে কান্দয়ে হস্তিনী। মিথ্যা বর দিয়া কেন বধ কর প্রাণী। শ্যামল সুন্দরবর কমললোচন। ভুরু কামধনুরূপ মদন মোহন॥ কানন করয়ে আলো কপালের চাঁদে। তার রূপ স্মরিতে আমার প্রাণ কাঁদে। বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর। লুকাইতে স্থান নাই বীরের গোচর। পলাইয়া কোথা যাই কোথা গেলে তরি। আপনার দন্ত দুটা আপনার অরি॥ শুণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন। এত অপমান মাতা সহে কোন জন॥ সরভ করভ কাঁদে করি অভিমান। আমার কুলের কথা তোমায় প্রমাণ॥ অন্যে ধায় চারি পদে আমি অষ্টপদে। সকল বিক্রম টুটে বীরেরে দেখিতে॥ হুহু শব্দে কান্দে যত বানর মর্কটে। জীবনে নাহিক কার্য্য বীর সনে হটে॥ বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রাম সেনাপতি। সাগর তরিতে হৈল গগণে পদাতি॥ কি মোর দারুণ বিধি লিখিল কপালে। সাত পুত্র ধরি বীর বান্ধে ফাঁদ জালে॥ বীর সিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকান। ধরণি লোটায়ে কান্দে করি অভিমান কেন হেন জন্ম বিধিকৈল পাপ বংশে। জগত হইল বৈরী আপনার মাংসে॥ আক্ষেপ করিয়া কান্দে সজারু শশারু। দুঃখ না ঘুচিল মোর সেবি কল্পতরু। গর্ত্তের ভিতরে থাকি লুকি ভাল জানি। কি করি উপায় বীর গর্ত্তে দেয় পানি॥ চারি পুত্র মৈল মোর আর দুটি ঝি। আমার পুত্র মরিল জীবনে কার্য্য কি॥ কান্দেন নকুল সুত দারার হুতাসে। সবংশে মরিলাম মাতা তোমার আশ্বাসে॥ পশুগণ ঘন স্মরে চণ্ডীর চরণ। ধ্যানেতে জানিলা মাতা পশুর রোদন॥ পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া। পশুগণে রাখিতে উরিলা মহামায়া॥ উরিলেন মহামায়া পশুর সমাজ। লজ্জায় মিলিত হয়ে বলে মৃগরাজ॥ অন্যের সেবক হয়ে সর্ব্বত্রেতে তরি। তোমার সেবক হয়ে বিপাকেতে মরি॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ পশুগণের প্রতি অভয়ার অভয় দান।

ত্রিপদী। চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে। একা বীর কালকেতু; সবার বধের হেতু, প্রতি দিন আইসে এই বনে॥ বলে বীর মৃগরাজ, নিবেদিতে করি লাজ কালকেতু ভাঙ্গিল দশন। কৃপা কর কৃপাময়ি তোমার শরণ লই, জীয়ে মোর নাহি প্রয়োজন॥ বাঘিনি কহেন কথা, কালকেতু দিল ব্যথা, স্বামীকে হানিল এক বাণে। ছিল মোর দুটি পো, তাহে মোর মায়া মো, কালকেতু বধিল পরাণে॥ কান্দিয়া মহিষ কয়, নিবেদিতে করি ভয়, কালকেতু লাগিল বিবাদে। হই গো তোমার দাস; বনে খাই জল ঘাস, বধ করে বিনা অপরাধে॥ ভূমে লোটাইয়া মাথা, গজ কহে দুঃখ কথা, দন্ত কটা হৈল নাশ হেতু এক বাণে করে খণ্ড, টাঙ্গি দিয়া কাটে দণ্ড, হাট ঘাটে বেচে কালকেতু॥ নিবেদন করে

গণ্ডা, কার নাহি করি দণ্ডা, বন মাঝে করিগো নিবাস। কার হিংসা নাহি করি, কাল-কেতু হৈল অরি, প্রতি দিন পাই গো তরাস ॥ কপিগণ বলে মা, আমার যতেক ছা; হাটেতে বেচিল কালকেতু। হেন লয় মোর মন, ত্যজিগো জীবন ধন, প্রাণ দিব সেই শোক হেতু ॥ মৃগ আদি পশুগণ কৈল সব নিবেদন, অভয় দিলেন মহামায়া। ব্রাহ্মণ ধরণী পতি, রঘুনাথ নরপতি, জয়চণ্ডী তারে কর দয়া ॥

ত্রিপদী। শুনিয়া পশুর কথা, লাজে চণ্ডী হেট মাথা, জিজ্ঞাসা করেন পশুগণে লাগে করে হেট মুখ, নিবেদন করে দুঃখ, একেং চণ্ডীর চরণে ॥ সিংহ তুমি মহাতেজা, পশু মধ্যে তুমি, রাজা. তোর নখে পাষাণ বিদূরে। শুনিয়া তোমার রা; কম্প হয় সর্ব্ব গা; কি কারণে ভয় কর নরে। বীর ক্ষাত্রি অদ্ভুত; দ্বিতীয় যমের দূত, সময়ে হানয় বীর রথ দেখিয়া বীরের ঠাম, ভয়ে তনু কম্পবান, পলাইতে নাহি পাই পথ ॥ আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ; কে পায় তোমার লাগ, পবন জিনিতে পার জোরে। তব নখ হীরাধার, দশন বজ্রের সার. কি কারণ ভয় কর নরে। যদি গো নিকটে পাই, ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই, কি করিতে পারি আমি দূরে। ব্যর্থ নহে তার বাণ, থকেং লয় প্রাণ, দেখি বীরে প্রাণ কাঁপে ডরে ॥ পশু মধ্যে তুমি গণ্ডা, উত্তম তোমার খাণ্ডা, বিরোধ না কর কার সনে তুমি যদি মনে কর, প্রলয় করিতে পার; নরে ভয় কর কি কারণে ॥ কালকেতু মহাবীর দূর হইতে মারে তীর, খড়্গে তার কি করিতে পারে ॥ বীরের অস্ত্রে বেগে, বত্রিশ দশন ভাঙ্গে, পশুগণে মহামারী করে ॥ তুমি হস্তী মহাশয়, তোমার কিসের ভয়, বজ্র সম তোমার দশন. তব কোপে যেই পড়ে যম পথে সেই নড়ে, কেবা ইচ্ছে তব দরশন দুই চারি ক্রোশ যায়; তবে মোর লাগ পায়, উলটিয়া শুণ্ড মোর খেচে। মোর পীঠে মারে বাড়ী, লয়ে যায় তাড়াতাড়ি, ছাগঙ্গের মূল্যে লয়ে বেচে ॥ শুনহে মহিষ বাণী, মানুষ তোমার পানি, তুমি হও যমের বাহন। তুমি যদি মনে কর পর্ব্বত চিরিতে পার নর ভয় কর কি কারণ ॥ কালকেতু বড় নড়ে, বলেতে ফেলয়ে গাড়ে, পড়িলে উঠিতে নাহি পারি জানে বহু কুসন্ধান, গাছে উঠে মারে বাণ, নর মধ্যে আমি তারে হারি। খসয়ে যেমন তারা, সেই রূপ বাণ বরা, তোর দন্তে ক্ষিতি জর জর। কালকেতু একা নর, সবে ধরে তিন শর, কি কারণে তারে কর ডর ॥ নিবেদন করি মাতা, শুনহ বীরের কথা, পশু মারে [illegible]বিধ প্রকারে। জানয়ে অনেক তন্ত্র, এড়য়ে বড়শী যন্ত্র; বিনা অপ-রাধে পশু মারে। তুমি ধাও দিবানিশি; পবন জিনিয়া শশী, কালকেতু কি করিতে পারে। বীর কা[illegible]কেতু কাল; বন বেড়া পাতে জাল, জায়স্তে বেচয়ে ঘরেং। সর্ব্ব জান তুমি শিবা, ভক্ষণ তাহার কিবা, কালকেতু হৈতে কিবা ভয়। শিবার মৃত্তের হেতু, নিত্য বধে কালকেতু, বৈদ্য জনে করয়ে বিক্রয় ॥ তুলারু ঘোড়ারু মৃগ, পবন জিনিয়া বেগ, কালসার বীর মহাশয়। যদ্যপি মনেতে কর, পবনা জিনিতে পার, কি কারণে নরে কর ভয়। যাহারে কেশরী ডরে, তাড়িয়া কুঞ্জর ধরে, আমরা তাহার ঠাঁই মশা। কৃপা কর কৃপাময়ি, তোমার শরণ লই, চিরদিন তোমার ভরসা ॥ কপি বলে শুন মা, আমার স-কল ছাঁ, হাটেতে বেচিল মহাবীর। হেন মোর লয় মন, ত্যজি গো নিবাস বন, প্রাণ দিব প্রবেশিয়া নীর। মৃগ আদি পশুগণ, সবে কৈল নিবেদন, অভয়া দিলেন মহামায়া ব্রাহ্মণী পতি, রঘুনাথ নরপতি, জয় দুর্গা তাঁরে কর দয়া ॥

পশুর গোহারি শুনি শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা। পশুগণে বর দিয়া উপায় চিন্তিলা ॥ সেই খানে সুবর্ণ গোধিকা রূপ হৈলা। প্রভাত সময়ে বীর কাননে চলিলা ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥

অথ ভগবতীর গোধিকারূপ ধারণ।

ত্রিপদী। প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া, খর খুর কাছে তিন বাণ। শিরে বান্ধে জাল দড়ি, কর্ণে ফটিকের কড়ি, মহাবীর করিল প্রয়াণ ॥ দেখে কাল-কেতু সুমঙ্গল। দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ, বিকশিত সরসিজ, বামে শিবা ঘটে পূর্ণ জল।

চৌদিগে মঙ্গল ধ্বনি, দক্ষিণে আশুশুক্ষণি, দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী। দেখিল রুচির তনু, বৎসরের সহিত ধেনু পুরজনা দেয় জয়ধ্বনি।। দূর্ব্বা ধান্য পুষ্প মালা, হীরা নীলা মতি পলা, বাম ভাগে বার নিতম্বিনী। মৃদঙ্গ মন্দিরা রায়; কেহ নাচে কেহ গায়, শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি।। দেখি বীর শুভ রীত, আনন্দে সরস চিত, প্রবেশ করিল বন আগে। দেখিল রুচির তনু, রূপে জিনি হেম ভানু, সুবর্ণ গোধিকা সব্য ভাগে॥ সুবর্ণ গোধিকা দেখি, মহাবীর হৈল দুঃখী, অযাত্রিক পাপ দরশনে। দেখিল মঙ্গল যত, সকল হইল হত, দৈব দুঃখ দেন সবে গণে।। গোধিকা যাত্রিক নয়, সকল শাস্ত্রেতে কয়, কূর্ম্ম গণ্ডা শালুক শশক। কৃপা কর গুণ ধাম, সেবক বৎসল রাম, তব নাম দুঃখ নিবারক।। যদি বা শাসিয়া বাণ, লই গোধিকার প্রাণ, না যাইবে দৈন্য দুঃখ জালে॥ যদি মৃগ পাই আমি, জানিব দেবতা তুমি, নৈলে তোমা পোড়াব অনলে।। মহামিশ্র জগন্নাথ ইত্যাদি।

অথ কালকেতুর কাননে প্রবেশ।

কাননে প্রবেশ বীর, করে শোভে তিন তীর, ঘন ঘন, গোঁপে দেয় তার। পাতিয়া বাগুরা দড়া, আগলে বনের সুড়া, কাননে করিল মহামার। হাথে গণ্ডি ফেরে কালকেতু। জাল ফাঁদ বনে এড়ি; ঝোপ ঝাপে মারে বাড়ী, মৃগ বধে জীবনের হেতু।। উঠিয়া পর্ব্বত পাড়ে, নেহালয় ঝাড়ে ঝোড়ে, দরী গিরি শিখর কানন। ধায় মৃগ অনুপদী, ঘামে অঙ্গে বহে নদী, বেগবাতে কাঁপে তরুগণ।। নিকুঞ্জ ভাঙ্গিয়া দণ্ডে, আহল বিহল চণ্ডে; ঝিঠী ঝাউ ঝোরনা গহন। চৌদিগে নেহালে শাখী, বাসা আছে নাহি পাখি, সন্তাপে বীরের পোড়ে মন। দেখি মৃগ খুর নখ, না চলে লোচন পথ, কাছে মৃগ দেখিতে না পায়। দৈন্য জ্বরা দুঃখ খণ্ডী, পুনঃ দেখা দিল চণ্ডী, মৃগ পক্ষী হৈল লুকিকায়॥ শুকান দেখি, কাঠে কাঠে তোলে শিখী পোড়ে উলুকশ্যা বেনাবন। দৈন্য দুঃখ শোক খণ্ডী; কৃপা দৃষ্টি দিলা চণ্ডী; মায়া মৃগ রূপে তখন।। দিবানিশি তুয়া সেবি; রচিল মুকুন্দ কবি; নূতন মঙ্গল অভিলাষে। উর গো কবির কামে কৃপাকর শিব রামে চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥

অথ সর্ব্বমঙ্গলার মৃগীরূপ ধারণ।

পয়ার। বীরের বিক্রম দেখি চিন্তেন ঈশ্বরী। যুগে২ দৈত্যগণ সঙ্গে রণ করি॥ মহিষ অসুর জম্ভ শুম্ভ ও নিশুম্ভ। বীরের সমান কেহ নাহি করে দম্ভ।। মায়া মৃগী হয়ে দেখি বীরের পাইকলা। মৃগী রূপা হৈলা বনে শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা।। উত্তরিলা দেবী কালকেতু সন্নিধানে। দেখি বীর আকর্ণ পুরিয়া ধনু টানে॥ মৃগ জনু পদে বীর ধায় শীঘ্রগতি। ক্ষণে ক্ষণে ধূলায় লুকান ভগবতী। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

ত্রিপদী। এই পাপ মায়া মৃগ; পবন জিনিয়া বেগ, মোরে বিড়ম্বিতে কৈল বিধি। যেন রামে বিড়ম্বিতেঃ আইল কানন পথেঃ মারীচ যেমন মায়ানিধি।। গায়ে রতন প্রচুরঃ রজতের চারি খুরঃ হেমময় উভয় বিষাণ। ইহার বেগেরে কথা, উপমান দিব কোথাঃ লাগ নিতে নারে হনুমান॥ বদরী ফলের তুল্যঃ নাসা অগ্রেতে অমূল্যঃ গজ মুক্তা তাহে লম্বমান। কণ্ঠেতে কনক হারঃ হীরায় গাঁথনি তারঃ কার সঙ্গে দিব উপমান।। অতসী কুসুম বর্ণঃ প্রবাল রুচির কর্ণঃ কমলের দল দুই আঁখি। আমিত বৎসর সাতঃ মৃগ মারি খাই ভাতঃ এমনত কভূ নাহি দেখি।। হেন লয় মোর মনেঃ পুষিয়াছে কোন জনেঃ এইত হরিণী অভিলাষে। লইয়া এ নানা ধনঃ বিপাকে আইল বনঃ আমার দুখের অবশেষে। এই মৃগ যদি ধরিঃ বেচিয়া সম্বল করিঃ ফুল্লরা পরিবে মৃগ ছাল। মণি মাণিক্য যতঃ হেমময় মরকতঃ পাইলে ঘুচিবে দুঃখ জাল।। হেমময় মৃগ দেখিঃ আমি মনে হেন লখি, মোরে ধন মিলিল প্রচুর। আমি যদি মনে করিঃ পবন ধরিতে পারিঃ হরিণী পলাবে কত দূর।। পুলকে

পুর্ণিত তনু, লুকিয়া ধরয়ে ধনু, ঘনং গোপে দেয় তোলা। দেয় ধনুকে টঙ্কার, ছাড়ে বীর হুহুঙ্কার, অঙ্গেতে মাখায়ে রাঙ্গা ধুলা॥ মৃগ ক্ষণেং উড়ে, ক্ষণেং ভূমে পড়ে, মৃগী দেখি নাহি দেখি ছায়া। ক্ষণেকে তাণ্ডব করে; ক্ষণে যেন চক্র ফিরে, মৃগ নহে দেবতার মায়া॥ মৃগের দেখিয়া মুখ, কালকেতু ভাবে দুঃখ, না করিতে পারিল সন্ধান। আকর্ণ পুরিলে শর, কোথা গেল মৃগবর, দূরে গেল বীরের অভিমান॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

অথ কাননে কালকেতুর খেদ।

ত্রিপদী। বসিয়া তরুর তলে, ভাসিয়া লোচন জলে, বিষাদ ভাবেন কালকেতু। কোন দেব দিল শাপ, কিবা পশুবধ পাপ, দুঃখ আমি পাই সেই হেতু॥ হয়ে ব্যাধ কুলে জন্ম, করি পশুহিংসা কর্ম্ম, বেচিয়া সম্বল নিত্য করি। দুর্গম কাননে ভ্রমি, মৃগ না পাইনু আমি, কেবল আশয়ে মিথ্যা ফিরি॥ ত্রিবিধ প্রকারে লোক, কাহার নাহিক শোক; নিবাস করয়ে ত্রিভুবনে। এই পাপ ভুঞ্জিবারে, বিধি জন্মাইল মোরে, পশু মারি বিবিধ বিধানে॥ অনুদিন বনে ফিরি, ঝোড়ে ঝাড়ে বাড়ি মারি, গায়ে ছড় কাঁটা ফুটে পায়। গণ্ডার শার্দ্দূল করী, কত বনে বধ করি, তথাপি পরাণ নাহি যায়॥ অধর্ম্ম সঞ্চয় করি, অনুদিন বনে ফিরি, ধিকং আমার জীবনে। কাহারে মাগিব ধার, কে মোরে করিবে পার, প্রাণ পোড়ে সম্বল বিহনে॥ যে দিনে যতেক পাই, সেই দিনে তাহা খাই, সম্বল না থাকে দেড়ি ঘরে। তিন শর শরাসন, বিনা আর নাহি ধন, বান্ধা দিতে ধার বা উধারে॥ সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে, অচেতন ভূমে পড়ে; রহিয়া ক্ষণেক নিদ্রাজালে। অনেক বিলাপ করি; উঠে প্রাণে ভর করি, মুখ মুছে ধড়ার অঞ্চলে। হাতে করি ধনুশরে, যায় বীর ধিরেং, সুবর্ণগোধিকা পুন দেখে। তর্জ্জন গর্জ্জন করে, বান্ধে বীর গোধিকারে, ধনুকের হুলে বান্ধি রাখে॥ যাত্রাকালে তোমা দেখি, বনে ফিরি হয়ে দুখী, নকুল বদলে তোমা খাব। পড়িয়া আমার হাতে; এড়াবে কেমন মতে, জীয়ন্ত লইয়া পোড়াইব॥ বীরের এমন কথা, শুনিয়া ভুবনমাতা, মনেভাবে কি বুদ্ধি করিব। মহিষ অসুর জন্তু, নাশিনু তাহার দন্তু, বীর হস্তে কেমনে এড়াব॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

পয়ার। কংস নদী তীরে বীর করে স্নান দান। তৃষ্ণায় আকুল হয়ে করে জল পান॥ পথে যায় মহাবীর খায় বনফল। মলিন বদনে চিন্তে ঘরের সম্বল॥ কান্দে বীর কালকেতু মনের সন্তাপে। এত দুঃখ পাই কোন দেবতার শাপে॥ আকুটীর ঘরে হইল আমার জনম। পশু জাতি বধ হেতু আমার জীবন॥ উত্তম মধ্যম যত সৃজিলা বিধাতা। সবাকার নাহি হেন সম্বলের কথা॥ নানা উপভোগ সুখ করে এ সংসারে। দুঃখ ভুঞ্জিবারে বিধি সৃজিলা আমারে॥ হেতাই নরক স্বর্গ শুনি ভাগবতে। নরক ভুঞ্জিতে আমি আইনু ভারতে॥ বিনা অপরাধে আমি বধি পশুগণ। অধর্ম্ম সঞ্চয় হেতু আমার জীবন॥ দুঃখিনী ফুল্লরা আছে আমার প্রত্যাশে। কি বলিয়া দাঁড়াইব ফুল্লরার পাশে॥ তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয় বুড়ি। শ্বশুর ঘরের ধান্য ধারি দুই আড়ি॥ সুকৃতি পুরুষ জীয়ে সুখভোগ হেতু। দুঃখভোগ করিবারে জীয়ে কালকেতু॥ কিরাত পাড়ায় বসি না মিলে উধার। হেন বন্ধু জন নাহি সহে কেহ ভার॥ বিষম সম্বল চিন্তা মহাবীরে লাগে। এক চক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে জাগে॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

পয়ার। ধনুকে চিন্তেন মাতা হয়ে লম্বমান। ব্যাধকে আইলাম ভাল দিতে বরদান॥ মহিষ চিক্ষুর জন্তু শুম্ভ ও নিশুম্ভ। বীরের সমান কেহ নাহি করে দম্ভ॥ যেইকালে জন্মিলাম যশোদা জঠরে। কৃষ্ণহেতু এড়াইলাম পাপ কংসাসুরে॥ সারিল অনেক যত্নে শিলার নিপাত। কিরূপে এড়াব আজি আকুটীর হাত॥ উদ্যোগ করিল কংস করিতে নিধন। কিন্তু না করিল মোর দারুণ বন্ধন॥ এইহেতু উঠি কৈনু গগণে নিবাস।

বীরের বন্ধনে বড় পাইনু তরাস ॥ কিন্তু এক অন্তরে লাগয়ে বড় ভয়। অপমান কথা পাছে শুনেন শঙ্কর ॥ সুরপতি যারে নিত্য পূজে বিধি মতে। হেন জন বন্ধ হইল আক্‌টির হাতে ॥ গোধিকা হইয়া করি আমি কোন কাজ। দুঃখের উপরে দুঃখ পাই বড় লাজ ॥ গোধিকা লইয়া বীর গেল নিজ বাসা। অভয়ার না ঘুচিল বন্ধনের দশা ॥ গোধিকা লইয়া বীর চাপিল পাষাণে। অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥

গোধিকাসহ কালকেতুর আগমনে ফুল্লরার খেদ।

ত্রিপদী। ফুল্লরা বাহিক বাসে, আক্‌টি অন্নের আশে, পড়সীরে জিজ্ঞাসে বারতা। পড়সী বীরেরে বলে, বীর গোলাহাটে চলে, দূর হইতে দেখিল বনিতা ॥ বীরে দেখি শূন্য পাণি, কপালে আঘাত হানি, করে রামা দেবতা স্মরণ। বিধাতা আমারে দণ্ডী, জীয়ন্ত তাতারে রাণ্ডী, কৈল বিধি দুঃখের ভাজন ॥ কপালে আঘাত হানি, কান্দে ব্যাধ নিতম্বিনী, নিশ্বাস মলিন মুখ চাঁদে। দারুণ দৈবের গতি, কপালে দরিদ্র পতি, পড়িনু সম্বল চিন্তা ফাঁদে। না করিনু কোন কর্ম্ম, বিফল মানব জন্ম, অভাগীরে পাসরিলা মাতা। ঘটক সোমাই ওঝা, দিলেন দুঃখের বোঝা, দুটি আঁখি খাইলেন পিতা ॥ অন্ন বস্ত্র হীন ঘরে, বিয়া দিলা হেন বরে, কর্ণবেধ জাতি ব্যবহারে। দরিদ্রা চন্দনচুয়া-কুঙ্কুম কস্তুরী ময়া, পেয়েছিনু বিবাহ বাসরে ॥ ফুল্লরা করুণা ভাষে, বীর আইসে তার পাশে, প্রিয়ভাষে বলয়ে বচন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

পয়ার। ফুল্লরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়। আজি মহাবীর বল সম্বল উপায় ॥ আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা। লইয়া সজারু ভেট যাহ তুমি তথা ॥ খুদ কিছু ধার লহ সখীর ভবনে। কাঁচড়া খুদের জাউ রান্ধিও যতনে ॥ রান্ধিও নালিতা শাক হাঁড়ি দুই তিন। লবণের তরে চারি কড়া কর ঋণ ॥ সখীর উপরে দেহ তণ্ডুলের ভার। তোমার বদলে আমি করিব পসার। গোধিকা রেখেছি বান্ধি দিয়া জাল দড়া। ছাল উতারিয়া প্রিয়ে কর শিকপোড়া ॥ সম্ভ্রমে ফুল্লরা চলে সখীর দুয়ার। ভেট দিয়া সজারু সে করে নমস্কার ॥ আইস আইস বলি তারে ডাকিলেক সই। দেখিতে লাগয়ে সাধ এত দিন বই ॥ বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা। চারি প্রহর দিন করি উদরের চিন্তা ॥ শিরে তৈল দিয়া তার বান্ধিল কবরী। সুন্দর সিন্দুর ভালে দিল সহচরী ॥ চাপিয়া বসিতে দিল গাম্ভারের পীড়ি। অঞ্চল ভরিয়া দিল খই আর মুড়ী ॥ ফুল্লরা দুকাঠা চালু মাগিল উধার। কালি দিব বলে সই কৈল অঙ্গিকার ॥ আইস২ প্রাণের সই ধরহ চিরণি। মোর মাথে গোটাকত দেখহ উকুনি ॥ দুই সই কথায় মজিয়া গেল চিত। অভয়া লইয়া কিছু শুনহ সঙ্গীত ॥

অথ অভয়ার নিজ মূর্ত্তি ধারণ।

ত্রিপদী। হুঙ্কারে ছিঁড়িয়া দড়ী, পরিয়া পাটের শাড়ী, ষোড়শ বৎসরের হৈলা রামা। খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্ক শশি মুখী, কিবা দিব রূপের উপমা ॥ সুচারু নিতম্ব সাজে, চরণে পঙ্কজ রাজে, মণিময় কাঞ্চন নূপুর। বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কার শোভা, রবির কিরণ করে দূর ॥ ত্রিবলি বলিত মাঝে, সুবর্ণ কিঙ্কিণী সাজে, উরুযুগ রম্ভার সমান। জিনিয়া কুঞ্জর কুম্ভ, কুচযুগ করে দম্ভ, কেবা দিতে পারে উপমান ॥ সর্ব্বাঙ্গে চন্দন পঙ্ক, অঙ্গদ বলয় শঙ্খ, বাহু বিভূষণ সুশোভন। সকল অঙ্গুলি ভরি, মাণিকের অঙ্গুরি পরি, দন্ত রুচি ভুবন মোহন ॥ মুখচন্দ্র অনুপম, বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম, সিন্দুর তিলক তিমিরারি। অধরে বিদ্যুত ছ্যুতি, তাম্বূলের রাগ তথি, নাসাগ্রে মাণিক মনোহারি ॥ পরি নানা আভরণ, অবশেষে পড়ে মনে, হৃদয়ে কাঁচলি আচ্ছাদন। মনে করি ভগবতী, কাঁচলি নির্ম্মাণে মতি, বিশ্বকর্ম্মায় কৈলেন স্মরণ ॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

ত্রিপদী। বিশাই কাঁচলি লিখে; ভারত পুরাণ দেখে, লিখি নানা আগমের

সার। করিয়া চণ্ডীর ধ্যান, তুলি ধরে সাবধান, আগে লিখে দশ অবতার।। মহা-মীন কলেবরে, প্রলয় গরব করে, লিখিলা প্রথম অবতার। করে বহুতর লীলা, জল চর মাঝে খেলা, লিখে সত্য ব্রতের উদ্ধার।। নিজ বলে পৃষ্ঠে করি, ধরিয়া মন্দর গিরি, সুধা হেতু জলধি মন্থন। লিখে কূর্ম্ম অবতার, ফিরে গিরি পৃষ্ঠে যার, পৃষ্ঠে ধরিল লক্ষেক যোজন। লিখিল বরাহ মূর্ত্তি, উদ্ধার করিয়া পৃথ্বী, প্রবেশিল পাতাল ভিতরে। আদি দানবেরে মারি, অবনি উদ্ধার করি; আরোপিলা জলের উপরে।। লিখিল নৃসিংহ তনু, অখণ্ড প্রচণ্ড ভানু, স্ফাটিকের স্তম্ভে অবতার। হিরণ্য কশিপু বীর, নখে করি দুই চীর, নিজ তেজে নাশিল আঁধার।। লিখিল বামন মূর্ত্তি; ভুবন পালন কীর্ত্তি, অসুর কুলের একফাল। হইয়া ত্রিলোক স্বামী; ত্রিপদ মাগিলা ভূমি, দৈত্য রাজে লইল পাতাল।। ক্ষত্রিয় কুলেতে ধাম, লিখিল পরশুরাম, ত্রিভুবন রাখিল শাসনে। যার এক বিংশতি, নিক্ষত্রী করিয়া ক্ষিতি, দান কৈলা মরীচিনন্দন।। লিখে দূর্ব্বাদল শ্যাম, জানকী সহিত রাম, শিরে ছত্র ধরেন লক্ষ্মণ। জায়া হরণের হেতু, সাগরে বান্ধিলা সেতু, ভুজ বলে বধিলা রাবণ।। রূপে অভিনব কাম, লিখে হলধর রাম, প্রবল ধেনুক বিনাশন। মুষ্টিক মারিয়া বীর, হলাগ্রে যমুনা নীর; প্রবেশ করিলা বৃন্দাবন।। হইয়া পাষণ্ড মত, নিন্দা করে বেদ পথ, বৌদ্ধরূপী লিখে ভগবান। দেখি কলি সন্নিবেশ, হৈলা প্রভু কল্কী বেশ, তাহারে লিখিলা সাবধান।। হরিতে অবনিভার, যদুকুলে অবতার, যত্নে লিখে যশোদানন্দন। প্রকাশি শৈশব রঙ্গ; করিল শকট ভঙ্গ, পুতনাকে করিল নিধন।। হইয়া বিষম ভারী, তৃণাবর্ত্ত বীরে মারি, বিশ্ব-রূপ দেখালে বদনে। যশোদা পরম রঙ্গে, যমল অর্জ্জুন ভঙ্গে, লিখে অঘাসুর বিনা-শনে।। লিখিল যমুনা হ্রদ, কালিয় মস্তকে পদ, তাণ্ডব করেন বনমালী। গোপগণে করি বল, বনমাঝে দাবানল, পান কৈলা করিয়া অঞ্জলি। ইন্দ্রমুখ ভঙ্গ করি, লিখে গোবর্দ্ধন ধারী, গোকুলের করিল রক্ষণ। ইন্দ্রের পরম গর্ব্ব; আপনি করিলা খর্ব্ব, নিবারিয়া ঝড় বরিষণ।। লিখিল পরম ধন্যা, রাধা আদি গোপকন্যা, লিখে বৃন্দা বিপিনবিহারী। যতেক আভীর নারী, সবাকার মনোহারী, নানা ছন্দে লিখিল মুরারি। আসিয়া মথুরা পুরী, কুবলয় গজে মারি, রণেতে চানুর বিনাশন। ভোজ রাজ অবতংসে, মঞ্চ হৈতে পাড়ি কংসে, কৃষ্ণ তার করিল নিধন।। জনক জননী লোক, ঘুচিল সবার শোক, মথুরায় করিলা আনন্দ। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্দ, গীত ছন্দে গাইল মুকুন্দ।।

পয়ার। ডানি দিকে লেখে বিশ্বকর্ম্মা মুনিগণ। কপালে চড়ক ফোঁটা লোহিত লোচন।। দেব ঋষি জ্যেষ্ঠ লিখে সনৎকুমার। শ্রীনীললোহিত লিখে অনুজ তাহার।। দীর্ঘল ধবল দাড়ী তপ জপ শীল। পিতাপুত্রে লিখিলেক কর্দ্দম কপিল।। দুর্ব্বাসা জৈমিনি গর্গ পরাসর। বশিষ্ঠ অঙ্গিরা অত্রি ব্যাস মুনিবর।। পুলস্ত্য কশ্যপ কর্ণ পুলহ অসিত। নারদ পর্ব্বত ধৌম্য শঙ্খ লিখিত।। দণ্ড কমণ্ডলু ধারী জটা সুবিচিত্র। বামদেব জামদগ্নি লিখে বিশ্বামিত্র।। মরীচি গৌতম লিখে মার্কণ্ড নন্দন। শুকদেব তুম্বরু লিখিল তপোধন।। বাম দিকে লিখিল গরুড় মহাবীরে। জটায়ু সম্পাতি লিখে সুপর্ণ কিঙ্করে। জলে তাম্রচূড় লিখে চকোর চকোরী। পেকম ধরিয়া নাচে ময়ূর ময়ূরী।। সারসী সারস হংস লিখে চক্রবাক। দেব রূপী বিহঙ্গম লিখিল শ্বেত-কাক।। উড়িয়া পড়িয়া মৎস্য ধরে মৎস্যরাঙ্গা। ভুজঙ্গ ধরিয়া খায় খোকড়িয়া কাঙ্গা।। উড়িয়া কমলে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন। চাতকী চাতক জল চাহে ঘনেঘন।। চটক কপোত লিখে বায়স পেচক। সারি শুক কোকিল লিখিল আর বক।। সংক্ষেপে লিখিয়া পক্ষী লিখে পশুগণ। কেশরী শার্দ্দূল আর গণ্ডার বারণ।। ভল্লুক লিখিল দেবরূপী জাম্বুবান। সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল হনুমান।। পনস কুমুদ আদি যত রাম সেনা। বন পশু আর লিখে বিশ্বকর্ম্মা নানা।। তুলারু ঘোড়ারু কৃষ্ণসার চোলকান।

গবয় মহিষ মহা বিষম বিষাণ ॥ শশক শল্লকী লিখে নকুল শৃগাল। তরক্ষু প্রভৃতি পশু লিখিল বিশাল ॥ লিখিল বরাহ কূর্ম্ম ছাগর শুশুক। শঙ্কর মকর আদি লিখে চারি দিক। কাঁচলির মধ্যভাগে লিখে বৃন্দাবন। পূর্ব্বভাগে দোলমঞ্চ কদম্ব কানন। অশোক কিংশুক শাল পিয়াল রসাল। শিংসপা অসন ধব খর্জ্জুর তমাল ॥ অশ্বথ কপিথ জম্বু জম্বীর পনস। টগর তুলসী দোনা লবঙ্গ বেতস ॥ রঙ্গন চম্পক পারিজাত মরুবক। নেহালি বান্ধুলি করবীর কুরুণ্টক। লিখিল কালিয় হ্রদে ভুজঙ্গম গণ। গোক্ষুর প্রভৃতি সর্প উভ যার ফণা ॥ গোখুরা কেউটা আর লিখে বড়া চিতি। পাতালে বাসকী লিখে শেষ অহিপতি ॥ বিশ্বকর্ম্মা কাঁচলি দিলেক অভয়ারে। প্রসাদ পাইয়া বিশ্বকর্ম্মা গেল ঘরে ॥ শ্রীকবিকঙ্কণ গান কাঁচলি রচিত। চারি সাতে রচিল আটাশ পদী গীত ॥

অথ চণ্ডীর সহিত ফুল্লরার সাক্ষাৎ।

পয়ার। সখী গৃহে খুদ সের করিয়া উধার। সত্বরে চলিল রামা কুঁড়্যের দুয়ার ॥ বামবাহু স্পন্দে তার স্পন্দে বাম আঁখি। কুঁড়্যের দুয়ারে দেখে রাকা চন্দ্রমুখী ॥ প্রণাম করিয়া রামা করয়ে জিজ্ঞাসা। কে তুমি কাহার জায়া কহ সত্য ভাষা ॥ হাস্য মুখী অভয়ার হৃদয়ে উল্লাস। ফুল্লরারে অভয়া করেন উপহাস ॥ ইলাবৃত দেশে ঘর জাতিতে ব্রাহ্মণী। শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী ॥ বন্দ্য বংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল ॥ সাত সতা গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল ॥ তুমি গো ফুল্লরা যদি দেও অনুমতি। এই স্থানে কত দিন করিব বসতি ॥ হেন বাক্য হৈল যদি অভয়ার তুণ্ডে। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে ॥ (হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা।) ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল রন্ধনের ত্বরা ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ ফুল্লরার সহিত চণ্ডীর কথোপকথন।

লঘু-ত্রিপদী। এরূপ যৌবন, ছাড়িয়া ভুবন, কেন আইলা পরবাস। কহ গো সুন্দরী, কেন একেশ্বরী, ভ্রমিতেছ নাহি ত্রাস ॥ জিনি মৃগরাজ, তোর ক্ষীণ মাঝ, হেলয়ে মলয় বায়। ওরূপ মাধুরী, তোর কুচগিরি, তার ভরে পীড়া তায় ॥ ছাড়ি মকরন্দে, তোর মুখ গন্ধে, কত শত ধায় অলি। তোর মুখ শশী, মন্দ মৃদু হাসি, সঘনে গড়ে বিজুলি ॥ জিনি নীল গিরি, তোমার কবরী, মণ্ডিত মল্লিকা মালে। বিধি কুতুহলী, সুস্থির বিজুলি, আনিলেক কেশজালে। কপোল মণ্ডল, চঞ্চল কুণ্ডল, বদন বিধু মণ্ডলে। তোর রূপ সীমা, কি দিব উপমা, নাহি তিন লোকে মিলে ॥ ললাটে সিন্দুর, তম করে দূর, যেন প্রভাতের ভানু। চন্দনের বিন্দু, তাহে কিবা ইন্দু, শোভে অকলঙ্ক তনু ॥ হেম লতা তনু, তোর ভুরু ধনু, অপাঙ্গ মদন গুণে। কাজল গরল, বিষ কি প্রবল, তাহা ধর কি কারণে ॥ জিনি গজমতি, তোর দন্ত পাঁতি, হাসিতে বিজুলি খেলে। পাকা বিম্ববর, জিনিয়া অধর; নাসায় মাণিক দোলে ॥ বরণ উজ্জলি, কনক বাউলি, শোভিছে তোর কুণ্ডলে। বিধু দন্ত শোভা, সৌদামিনী কিবা, ছাড়ি আইল কেশ জালে ॥ শোভে অনুপম, কণ্ঠে মণিদাম, কত মরকত তায়। লক্ষের কাঁচলি, করে ঝিলিমিলী, শোভিছে অঙ্গ ছটায় ॥ করে শঙ্খ দেখি; হেন মনে লখি, উর্ব্বশী আইলা আপনি। কিবা আইলা উমা, রম্ভা তিলোত্তমা; কমলা কি ইন্দ্রাণী ॥ নাহি লখি তোমা, কার বোলে রামা; কি হেতু ছাড়িলা পতি। সত্য কহ মোরে, কে আনিল তোরে; ঔষধে মোর বসতি ॥ কিবা পতি দোষ, দেখি কৈলা রোষ, সত্য কহ মোরে বাণী। এ বিরহ জ্বরে, যদি পতি মরে, কোন ঘাটে খাবে পানি ॥ শাশুড়ী ননন্দ, কিবা বলে মন্দ, স্বরূপ কহ আমারে। তোর সঙ্গে যাব, অনেক নিন্দিব, বুঝাব নানা প্রকারে ॥ ফুল্লরার বাণী, শুনিয়া আপনি, উত্তর দিলা পার্ব্বতী। রচিয়া সুছন্দ, গাইল মুকুন্দ; বদনে যার ভারতী ॥

কি আর জিজ্ঞাসা কর, আইলাম তোমার ঘর, বীরের দেখিতে নারি দুঃখ। দিয়া আপনার ধন, তুষিব বীরের মন, আজি হৈতে সম্পদের সুখ॥ কি কব দুঃখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা, স্বামী যারে ধরেন মস্তকে। বরঞ্চ গরল খায়, মোর পানে নাহি চায়, ভবন ছাড়িনু এই দুঃখে॥ গঙ্গা বড় আউটালি, সদাই পাড়িছে গালি, স্বামীর সোহাগ পরতাপে। দেখিয়া পতির দোষ, হইল পরম রোষ, লাজে জলাঞ্জলি দিনু তাপে॥ দারুণ দৈবের গতি, হইনু অবলা জাতি; অহি সঙ্গে হয়ে গেল মেলা। বিষকণ্ঠ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি, তাহে হইল সতিনী প্রবলা॥ সতীনের সম্মান; আপনার অপমান, অভিমানে নাহি মেলি আঁখি। দেখিয়া দারুণ সতা, বিবাহ দিলেন পিতা, পিতৃ কুলে হইনু বিমুখী॥ আমার কর্ম্মের গতি, উগ্র হৈল মোর পতি, পাঁচ মুখে মোরে দেয় গালি। তাহে সতীনের জ্বালা; কতবা সহিবে বালা, পরিতাপে হয়ে গেনু কালী॥ প্রভুর সম্পদ বড়, সাত সতীনেতে জড়, অলক্ষণ অঙ্গাল কোন্দল। কি মোর কপালে ফল; খাইয়া ধুতুরা ফল, আচম্বিতে হইল পাগল॥ বিভূতি মাখেন গায়, ঝিমিকে ঝিমিকে যায়, ভাগো আছে পরে বাঘছাল ভুজঙ্গ বেষ্টিত অঙ্গ, বাজায় ডম্বুর শৃঙ্গ. গলায় শোভিছে হাড় মাল। কি হবে বিষয় সুখ, তাতে পতি পঞ্চমুখ; তারে বলে সবে কাম অরি। সাত সতিনীরা মারে, বুঝিয়া না শান্তি করে, সাত সতা পরাণের বৈরি॥ যে ঘরে সতিনী রয়, কামানলে প্রাণ দয়, যেমন লাগয়ে বিষ জ্বালা। বিধি মোরে হৈল বাম; না গণিনু পরিণাম, বনবাসী হইনু একালা॥ এবে বিধি হৈল সখা; বীর সঙ্গে পথে দেখা, সত্য করি আনে নিজ ঘরে। শুন গো ব্যাধের ঝি, তোমারে বুঝাব কি, এবে আমি যাব কোথাকারে॥ ফুল্লরা দেবীরে কয়, এমন যাবার নয়, বুঝাইয়া পাঠাইব ঘরে। বুঝি ফুল্লরার মতি, কহিছেন ভগবতী, আমি না ছাড়িব মহাবীরে॥ খাও পর যত তুমি, সকল যোগাবে আমি, তুমি মোরে না ভাবিও ভিন্ন। সমর কানন ভাগে, থাকিব বীরের আগে; আজি হৈতে সম্পদের চিহ্ন॥ তোরে আমি পরিচয় কহি। আমার করম দোষী, বসি গুপ্ত বারাণসী, স্বামী মোর জনম ভিকারী॥ শতেক রাজার ধন, অঙ্গে মোর আভরণ; ভুবন কিনিতে পারি ধনে। সম্পদ বিস্তর দিব, কেবল ভকতি লব, শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

অথ চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ।

আমি তোরে বলি ভাল, স্বামীর বসতি চল; পরিণামে পাবে বড় সুখ। শুন গো বিমূঢ় মতি, যদি ছাড় নিজপতি; কেমনে দেখাবে লোকে মুখ॥ স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি, স্বামী বনিতার বিধাতা। স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনা অন্য জন, কেহ নহে সুখ মোক্ষদাতা॥ সন্তোষে বসায় খাটে, দোষ দেখি নাক্ কাটে, দণ্ডে রাজা বনিতার পতি। শুন গো শুন গো সই, হিত বাণী তোরে কই, ইতিহাসে কর অবগতি॥ রাবণে বধিয়া রাম; সীতাকে আনিল ধাম, করাইল পরীক্ষা দাহনে। লোক বাদ খণ্ডিবারে, বন বাস দিল তারে, আদেশিয়া সুমিত্রা নন্দনে॥ পঞ্চ মাস গর্ভ কালে, সাধ খাওয়াবার ছলে, লয়ে গেল লক্ষ্মণ কাননে। শুনহে দারুণ কথা, কাননে এড়িয়া সীতা, পুনঃ বীর আইল ভবনে॥ ভৃগু নামে মহামুনি, সকল পুরাণে জানি, ব্রহ্মার কুলের নন্দন। রেণুকা রমণী তার, সুত ভুবনের সার, ক্ষত্রিয় কুলের বিনাসন॥ রেণুকার দেখি দোষ, করিল পরম রোষ, সুতে আজ্ঞা দিল মহামুনি। শুনিয়া পিতার কথা, কাটিল মাতার মাথা, ত্রিভুবনে করে জয়ধ্বনি॥ দেখি গো উত্তম জাতি, দেবতা সমান ভাতি, কোপ কর নীচের সমান। ছাড়িয়া পতির পাশ, আইলা বাপের বাস, আপনার কি সাধিতে মান॥ অধম অবলা জাতি যদি থাকে এক রাতি, পরের ভুবনে কদাচিত। লোকে ব্যাভীচারি বলে, জাতি বন্ধ

ছল ধরে; অবিচারে কৈলা অনুচিত।। সতী নে কোন্দল করে, দ্বিগুণ শুনাবে তারে, কেন ঘর ছাড় হয়ে মানী।। কোপে কৈলে বিষ পান, আপনি ত্যজিবা প্রাণ, সতীনের কিবা হবে হানি।। ফুল্লরার কথা শুনি, ভগবতী মনে গুণি; উত্তর দিলেন মহামায়া। ব্রাহ্মণ ভূমির পতি, রঘুনাথ নরপতি, জয়চণ্ডী তারে কর দয়া।।

অথ ফুল্লরার প্রতি চণ্ডীর আদেশ।

পয়ার। শুন গো আমার বাক্য ফুল্লরা সুন্দরী। আইনু বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি।। আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে। আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজ গুণে।। হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে। যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে। যে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব। দিয়া আপনার ধন দুঃখ নিবারিব।। কুলের বহুড়ি আমি কুলের নন্দিনী। আপনার ভাল মন্দ আপনি সে জানি। মোর উপদেশেতে তোমার কিবা কায। আপনি সে রক্ষা কর আপনার লাজ। উচিত বচন যদি বলিলা ভবানী। না বুঝিয়া দুঃখ ভাবে ব্যাধ নিতম্বিনী।। বারমাসের দুঃখ রামা করে নিবেদন। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

অথ ফুল্লরার বারমাস্যা।

পয়ার। বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখ বাণী। ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তাল পাতের ছাউনি।। ভেরাণ্ডার খুঁটি তার আছে মধ্য ঘরে। প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।। বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা। তরুতল নাহি মোর করিতে পশরা।। পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ। শিরে দিতে নাহি আটে খুঁয়ার বসন।। বৈশাখ হইল বিষ বৈশাখ হইল বিষ। মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ।। পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন। রবি করে করে সর্ব্ব শরীর দাহন।। পসরা এড়িয়া জল খাইতে নাহি পারি। দেখিতে২ চিলে করে আধাসারি।। পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস। বঁইচির ফল খায়ে করি উপবাস।। আষাঢ়ে পূরিল মহী নবমেঘ জল। বড়২ গৃহস্থের টুটিল সম্বল।। মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে। কিছু খুদ কুঁড়া মিলে উদর না পূরে।। বড় অভাগ্য মনে গণি বড় অভাগ্য মনে গণি। কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণি।। শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী। সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।। মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে। আচ্ছাদন নাহি গায়ে স্নান বৃষ্টি নীরে।। দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান। লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় আইসে বান।। ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল। নদ নদী একাকার আট দিগে জল।। কত নিবেদিব দুঃখ কত নিবেদিব দুঃখ। দরিদ্র হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ।। আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে। ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে।। উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা। অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।। কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে। দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে।। কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম। করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।। নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়। অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।। দুঃখে কর অবধান দুঃখ কর অবধান। জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।। মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান। হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।। উদর পূরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি। যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি।। অভাগ্য মনে গণি অভাগ্য মনে গণি। পুরাণ দোপাটা গায় দিতে টানাটানি।। পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন। তুলা তনুনপাৎ তৈল তাম্বূল তপন।। করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ। অভাগি ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন।। হরিণ বদলে পাই পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা।। বৃথা বনিতা জনম বৃথা বনিতা জনম। ধূলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন।। নিদারুণ

মাঘ মাস সদাই কুজ্ঝটি। আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আখোটি॥ ফুল্লরার আছে কত কর্ম্মের বিপাক। মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক। বিদারুণ মাঘ মাস বিদারুণ মাঘ মাস। সর্ব্বজন নিরামিষ কিম্বা উপবাস॥ সহজে শীতল ঋতু এ ফাল্গুণ মাসে পীড়িত তপস্বীগণ বসন্ত বাতাসে॥ শুন মোর বাণী রামা শুন মোর বাণী। কোন দুখে আমোদিতা হইবে ব্যাধিনী॥ ফাল্গুণে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা। ক্ষুদ্র সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা। কত বা ভুগিব আমি নিজ কর্ম্মফল। মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল॥ দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান। আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান॥ মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ। মালতীর মধুকর পীয়ে মকরন্দ॥ বনিতা পুরুষ দোঁহে পীড়িত মদনে। ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে॥ দারুণ দৈব দোষে২ একত্র শয়নে স্বামী যেন বোল কোশে॥ ফুল্লরার কথা শুনি কহেন পার্ব্বতী। আজি হৈতে দূর হৈল সকল দুর্গতি॥ আজি হৈতে মোর ধনে আছে তোর অংশ। শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভৃগু বংশ॥

পয়ার। বিষাদ ভাবিয়া কান্দে ফুল্লরা রূপসী। নয়নের জলেতে মলিন মুখ শশী॥ কান্দিতে২ রামা করিল গমন। শীঘ্রগতি গোলাহাটে দিল দরশন॥ গদ২ বচনে চক্ষুতে বহে নীর। সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর। শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রক্তা॥ সতা সতীন নাহি প্রভু তুমি মোর সতা। ফুল্লরারে এবে হৈল বিমুখ বিধাতা॥ কি দোষ দেখিল মোর জাগ্রত স্বপনে। দোষ না দেখিয়া কর অভিমান কেনে॥ কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন। আজি হৈতে হৈলা তুমি লঙ্কার রাবণ॥ আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে বাম। তুমি হৈলা রাবণ বিপক্ষ হৈল রাম॥ পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে॥ কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥ শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড়ই দুর্ব্বার। তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার॥ সুচক্ষু করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা। মিথ্যা হৈলে চেয়াড়ে কাটিব তোর নাসা সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম্ম সাক্ষী। তিন দিবসের চন্দ্র দ্বারে বসে দেখি॥ পসরা চুপড়ি পাটি লইল ফুল্লরা। চলিলেন গোলাহাটে ত্যজিয়া পসরা॥ আগে আগে চলিল ফুল্লরা নারী জন। পশ্চাতে চলিলা কালু ব্যাধের নন্দন॥ নিজ নিকেতন গিয়া দিল দরশন॥ দেখিতে পাইল দোঁহে অভয়া চরণ। ভাঙ্গা কুড়্যা ঘর খানি করে ঝলমল। কোটি চন্দ্র প্রকাশিত গগণ মণ্ডল। প্রণাম করিয়া বীর করে নিবেদন। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অথ চণ্ডীর প্রতি কালকেতুর উপদেশ।

ত্রিপদী। আমি ব্যাধ নীচ জাতি, তুমি রামা কুলবতী; পরিচয় মাগে কালকেতু। কিবা দ্বিজ দেবকন্যা, ত্রিভুবনে এক ধন্যা, ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু॥ ব্যাধ হিংসক রাড়, চৌদিগে পশুর হাড়, শ্মশান সমান এই স্থান। কহি আমি সত্য বাণী, এই ঘরে ঠাকুরাণী, প্রবেশে উচিত হয় স্নান॥ ত্যজিয়া ব্যাধের বাস, চল বন্ধু জনপাশ, থাকিতে থাকিতে দিনমাথে॥ যদি হয় পাপ নিশা, লোকে গাবে দুষ্ট ভাষা, রজনী বঞ্চিলা কার সাথে॥ কিবা পথ পরিশ্রমে, আইলা দিগের ভ্রমে, আয়াস ছাড়িতে এই ঘর। চল বন্ধু জন পথে, ফুল্লরা চলুক সাথে, পাছে লয়ে যাব ধনুঃশর॥ সীতা গো পরম সতী, তার শুনহ দুর্গতি, দৈবে ছিলা রাবণ ভবনে। রণেতে তারে হানি সতী জানকীরে আনি তবে সে আনিল নিকেতনে॥ রজকের শুনি কথা; পরীক্ষা করায়ে সীতা, পুনরপি পাঠান কাননে। যেমন তিলক পানি, তেমনি অসত্য বাণি, সত্য বাণি তিলক চন্দনে পুরাণ বসন ভাতি, অবলা জনার জাতি রক্ষা পায় অনেক যতনে। যথা তথা উপনীত, তুহাকার অনুচিত, হিত বিচারিয়া দেখ মনে॥ দেখি গো উত্তম জাতি, দেবের সমান জাতি, তুয়া পদে কি বলিতে জানি, শুনিয়া বীরের কথা; লাজে চণ্ডী হেট মাথা, কুমুন্দ রচিল শুদ্ধ বাণী॥

পয়ার। মৌন ব্রত করি যদি রহিলা ভবানী। ঈষৎ কুপিত বীর বলে যোড়পাণি॥ বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার। যে হও সে হও তুমি মোর নমস্কার॥ ছাড় এই স্থান রামা ছাড় এই স্থান। আপনি রাখিলে রহে আপনার মান॥ একাকিনী যুবতী ছাড়িলা নিজ ঘর। উচিত বলিতে কেন না দেহ উত্তর॥ বড়র বহুরি তুমি বড় লোকের ঝি। বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোর লাভ কি॥ শতেক রাজার ধন আভরণ অঙ্গে। মোহিনী হইয়া ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে॥ চোর খণ্ডা হৈতে তুমি নাহি কর ভয়। চরণে ধরিয়া মাগি ছাড় গো নিলয়॥ হিত উপদেশ বলি শুন ব্যবহার। শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড় দুরাচার॥ মোর বোলে চল ঘর পাবে বড় সুখ। রাজার গোচর হৈলে পাবে বড় দুঃখ এত বাক্যে যদি চণ্ডী না দিলা উত্তর। ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর॥ শরাসনে আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ। হাতে শরে রহে বীর চিত্রের নির্ম্মাণ॥ ছাড়িতে চাহয়ে শর নাহি পারে বীর। পুলকে পূর্ণিত তনু চক্ষে বহে নীর॥ নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন। হত বলবুদ্ধি হৈল আখেটী নন্দন॥ নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুশর। ছাড়াইতে নারে রামা হইল ফাঁফর॥ শর ধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মহাবীরে। বলেন করুণাময়ী মৃদুঃ মন্দ স্বরে॥ আমি চণ্ডী আইলাম তোরে দিতে বর। লহ বর কালকেতু ত্যজ ধনুঃশর॥ মাণিক্য অঙ্গুরী সপ্ত নৃপতির ধন। ভাঙ্গাইয়া কাট গিয়া গুজরাট বন॥ প্রজাগণে বসাইবা দিয়া গরুধান। পালিবা সকল প্রজা পুত্রের সমান॥ শনি কুজ বারেতে করিহ মোর জাত গুজরাট নগরেতে হৈবে তুমি নাথ॥ এতেক শুনিয়া বীর চণ্ডীর বচন। কৃতাঞ্জলি হয়ে কিছু করে নিবেদন॥ হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি। কি কারণে মোর ঘরে আসিবে পার্ব্বতী॥ আছা শক্তি মোর মনে না হয় পত্তয়া। শর ধনু বিছা জান হেন বুঝি পারা॥ আদ্যা শক্তি যদি হও নগেন্দ্র নন্দিনী। তোমার চরণ বন্দি যোড় করি পাণি॥ যদি রূপ ধর গো প্রত্যয় যাই মনে। যেইরূপে লোকে তোমা পূজয়ে আশ্বিনে॥ এমন শুনিয়া চণ্ডী বীরের বচন। নিজমূর্ত্তি ধরিতে চণ্ডিকা কৈলা মন॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ চণ্ডীর মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধারণ।

পয়ার। মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধরিলা চণ্ডিকা। অষ্ট দিকে শোভা করে অষ্ট নায়িকা সিংহ পৃষ্ঠে আরোপিলা দক্ষিণ চরণ। মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোহণ। বাম করে ধরিলেন মহিষের চুল। ডানি করে বুকে তার আরোপিলা শূল॥ বাম দিগে লম্বমান শোভে জটাজুট। গগণ মণ্ডলে লাগে মাতার মুকুট॥ অঙ্গদ কঙ্কণ যুতা হৈলা দশভূজা যেইরূপে অবনিমণ্ডলে নিলা পূজা॥ পাশাঙ্ক শাকঘণ্টা খেট ক শরাসন। বাম পাঁচকরে শোভে পাঁচ প্রহরণ॥ অসি চক্র শূল শক্তি সুশোভিত শর। পাঁচ অস্ত্রে শোভা করে ডানি পাঁচ কর॥ বামে শিখিবাহন দক্ষিণে লম্বোদর। বৃষে আরোহণ শিব মস্তক উপর দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী। সন্মুখেতে দেবগণ করে নানা স্তুতি॥ সপ্ত কল ধৌত জিনি হৈল অঙ্গ শোভা। ইন্দীবর জিনি তিন লোচনের আভা॥ শশিকলা শোভে তাঁর মস্তক ভূষণ। সম্পূর্ণ শারদচন্দ্র জিনিয়া বদন॥ দেখিয়া চণ্ডীর রূপ ব্যাধেরনন্দন মূর্চ্ছিত পড়িল ভূমে মুদিত লোচন॥ ফুল্লরা পড়িল ভূমে হইয়া মূর্চ্ছিত। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

মূর্চ্ছিত দেখিয়া বীরে বলেন ভবানী। মূচ্ছা ত্যজি উঠ পুত্র ত্যজিয়া ধরণী॥ উঠহ ফুল্লরা বলেন মহামায়া। বিনাশ করিব দুঃখ তোরে করি দয়া॥ চণ্ডীর বচনে উঠে ব্যাধের কুমার। অভয়া সম্মুখে রহে যোড় করি কর॥ কৃতাঞ্জলি করিয়া কহেন মহাবীর। দেখিতে দেখিতে হৈল পূর্ব্বের শরীর॥ প্রদক্ষিণ করি কালু কৈল নমস্কার ফুল্লরা সুন্দরী দিল জয় জয়াকার॥ বীর হস্তে দিলা চণ্ডী মাণিক্য অঙ্গুরী। লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী॥ এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন কাম। সারিতে নারিবে প্রভু হবে দুর্ণাম॥ ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্ব্বতী। আর কিছু ধন দিতে করিলেন মতি॥

অভয়া বলেন বাছা লহ শিকা ভার। লহ বুড়ি কোদালি খনতা খরধার॥ কোদালি খনতা বাছা না পাব নিয়ড়ে। তুমি আজ্ঞা দিলে ধন খুড়ির চেয়াড়ে। আগেং হৈল মহামায়ার গমন। পশ্চাতে চলিল বীর হাতে শরাসন॥ দাড়িম্ব তরুর তলে দিল দরশন। দেখাইয়া দিলা চণ্ডী যেইখানে ধন॥ চণ্ডিকা স্মরিয়া বীর লইল চেয়াড়। চেলা-কাটী ফেলে যেন পুকুরের পাড়॥ তুলিয়া বান্ধিল বীর সপ্ত ঘড়া ধন। চণ্ডীর সম্মুখে রাখে ব্যাধের নন্দন॥ একেবারে লয় ভারে দুইঘড়া ধন। ফুল্লরা ভারের পাছে করিল গমন। ধনরক্ষা হেতু মাতা রহে তরুতলে। ফুল্লরা রহিল ঘরে ধন করি কোলে॥ আর বারে আনে বীর দুই ঘড়া ধন। দেখি আনন্দিত হৈল ফুল্লরার মন॥ আর বার মহা-বীর শীঘ্রগতি যায়। দুই দিগে দুই গোটা কলসী বসায়। এক ঘড়া অবশেষ দেখি মহাবীর। নিতে নারে দেড়া ভার হইল অস্থির॥ মহাবীর বলে মাতা করি নিবেদন। চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ এক ঘড়া ধন॥ যদি গো অভয়া ধন না দিবা অপর। এক ঘড়া ধন মা আপনি কাখে কর॥ অস্থির দেখিয়া বীরে ভাবেন অভয়া। ধন ঘড়া কাখে কৈলা বীরে করি দয়া॥ আগেং মহাবীর করিল গমন। পশ্চাতে চলিল চণ্ডী লয়ে তার ধন॥ মনেং মহাবীর করেন যুকতি। ধন ঘড়া লয়ে পাছে পলায় পার্ব্বতী॥ কালুর মন্দিরে মাতা দিলা দরশন। চেয়াড়ে খুড়িয়া পোতে সপ্ত ঘড়া ধন॥ চণ্ডিকা বলেন কালু ব্যাধের নন্দন। নগরের মাঝে দেহ আমার ভবন॥ পূজিও মঙ্গলবারে করাইও জাত। গুজরাট নগরেতে তুমি হবে নাথ॥ এমন শুনিয়া কালু চণ্ডীর বচন। কৃতাঞ্জলি হয়ে কিছু করে নিবেদন॥ আমি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়। কেহ না পরশে জল লোকে বলে রাড়॥ পুরোধা আমায় কেবা হইবে ব্রাহ্মণ। নীচ কি উত্তম হয় পাইলে বহু ধন। চণ্ডিকা বলেন শুন ব্যাধের নন্দন। তোমার কুটিরে হৈল মোর দরশন॥ পবিত্র হইলা পুত্র মম দরশনে। আইস বাছা কালকেতু মন্ত্র দিব কানে॥ তব পুরোহিত পাবে মম দরশন। লইবে তোমার দান উত্তম ব্রাহ্মণ॥ মহা-বীরে মন্ত্র দিয়া দেবী মহেশ্বরী॥ কৈলাসে চলিলা মাতা যথা ত্রিপুরারি। অঙ্গুরী ভাঙ্গাইতে হৈল বীরের গমন। অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কালকেতুর অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইতে বণিকালয়ে গমন।

ত্রিপদী। বেনে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারি শীল, লেখা জোকা করে টাকা কড়ি টাকা কড়ি। পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়, মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি॥ খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু। কোথা হে বণিকরাজ, বিশেষ আছয়ে কাজ, আমি আই-লাম সেই হেতু॥ বীরের বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণ্যানী, আজি ঘরে নাহিক পো-দ্দার। প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতক পাড়, কালি দিবে মাংসের উধার॥ আজি কালকেতু যাহ ঘর। কাষ্ঠ আন একভার, হাল বাকী দিব ধার, মিষ্ট কিছু আনহ বদর॥ শুন গো শুন গো খুড়ি, কিছু কার্য্য আছে দেরী, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী। আমার জোহর খুড়ি, কালি দেহ বাকী কড়ি, অন্য বণিকের যাই বাড়ী॥ বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন। সহাস্য বদনে বাণী, বলে বেণে নিতম্বিনী, দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন॥ ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ, ধায় বেনে খড়কির পথে। মনে বড় কুতুহলী, কাক্ষেতে কড়ির থলী, হড়পী তরাজু করি হাতে॥ করে বীর বেনের জোহার। বেণে বলে ভাইপো, এবে নাহি দেখি তো, এ তোর কেমন ব্যবহার॥ খুড়া উঠিয়া প্রভাত কালে, কাননে এড়িয়া জালে, হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি। ফুল্লরা পসরা করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে, এই হেতু নাহি দেখ তুমি॥ খুড়া ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী। হয়ে মোরে অনুকূল, উচিত করিয়া মূল, তবে সে বিপদে আমি তরি॥ বীর দেয় অঙ্গুরী, বান্দিয়া প্রণাম করি; জোঁখে রত্ন চড়ায়ে পড়্যান। কুঁচ দিয়া করে মান, ষোল রতি দুই ধান, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

পয়ার। (সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল।) রতি প্রতি হইল বীর দশ গণ্ডা দর। ক্ষুধানের কড়ি আর পাঁচ গণ্ডা ধর॥ অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি। মাংসের পিছিলা বাকী ধারী দেড় বুড়ি॥ একুনে হৈল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি। কিছু চালু চালুখুদ কিছু লহ কড়ি॥ বীর বলে কিবা আমি দেখেছি স্বপন। অঙ্গুরী সমান মিথ্যা সাত ঘড়া ধন॥ কালকেতু বলে খুড়া মুল্য নাহি পাই। যে জন অঙ্গুরী দিল দিব তার ঠাঁই॥ বেণ্যা বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চ বট। আমাসঙ্গে সওদা করি না পাবে কপট॥ (ধর্ম্মকেতু ভায়াসঙ্গে ছিল লেনা দেনা। তাহা হৈতে দেখি বাপা বড়ই সেয়ানা।) কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝকড়া। অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অন্য পাড়া॥ বেণ্যা বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি। চালু খুদ না লইও গণে লও কড়ি॥ হাত বদল করিতে বেণ্যার গেল মনে। পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী হাসেন গগনে॥ এমন সময়ে হৈল আকাশ ভারতী। লইতে বীরের ধন না করহ মতি॥ সাত কোটি টাকা দেহ অঙ্গুরীর মুল। দিয়াছেন চণ্ডী বীরে হয়ে অনুকূল॥ অকপটে সাত কোটি টাকা দেহ বীরে। বাড়িবে তোমার ধন ত্রিপুরার বরে॥ আকাশ ভারতী শুনি বণিক নন্দন। দৈবযোগে অন্য নাহি শুনে কোন জন॥ হৃদয়ে চিন্তিয়া বেণ্যা বলে মহাবীরে। এতক্ষণ পরিহাস করিনু তোমারে॥ সাতকোটি টাকা লহ অঙ্গুরীর ধন। তবে অনুমতি দিলা ব্যাধের নন্দন॥ সিন্দুক হৈতে বেণ্যা গণে দেয় টাকা। অকপটে দিল ধন না হইল বাঁকা॥ লেখা করি বীরে দিল সাত কোটি ধন। বলদ আনিয়া লহ নিজ নিকেতন॥ বলদ আনিতে বীর করিল গমন। গোলাহাটে গিয়া বীর দিল দরশন॥ বীরের সম্বাদ যদি শুনে মহাজন। বীর সম্ভাষিতে বৈশ্য করিল গমন॥ মুকুন্দ মাধব বনমালী নারায়ণ। রাম কৃষ্ণ জগন্নাথ ভরত লক্ষ্মণ॥ কংসারি গোপাল হরি শ্রীধর অজিত। মৃত্যুঞ্জয় কৃত্তিবাস অর্জ্জুন অদ্বিত। দামোদর গদাধর সুবল শ্রীদাম। পীতাম্বর হরিহর বাসু শিবরাম॥ মথুরেশ হৃষীকেশ শ্রীপতি শ্রীবাস। ব্যাধ সুত ধন যুত শুনি মহাহাস॥ নিত্যানন্দ আদি যত জরায়ুত কায়া। বিবেচনা করে সবে দেবতার মায়া॥ বনে২ ফিরিত এ ব্যাধের নন্দন। মাংস বেচি করিত সে উদর ভরণ॥ জনে২ বলদের করিল ফুরাণ। সাতলক্ষ পাঁচ হাজার করিল প্রয়াণ॥ বলদ প্রতি এক তঙ্কা লবে অঙ্কে২। বলদ ভিড়িয়া চলে মহাবীরের সঙ্গে॥ সত্বরে পঁহুছিল সবে বণিকের বাড়ি। ছালায় ভরিল সবে উমানিয়া আড়ি॥ বলদের সঙ্গে বীর করিল গমন। বারে বারে ধন বীর আনিল ভবন॥ ভাড়া লয়ে নিজ স্থানে গেল বৈশ্যগণে। সর্ব্ব সম্ভাষিয়া ধন রাখে বীর খুঞে॥ নিত্য ব্যয় হেতু ধন কিছু রাখে গুণে। অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

ত্রিপদী। লইয়া টাকার পাট, চলে বীর গোলাহাট, পাছে ধায় শতেক কিঙ্কর। সেবক যোগায় পান, বিউনি বীজায় আন, বৈসে বীর তুলিচা উপর॥ কানে কলম হাথে বাহি, আসিয়া কায়স্থ জাতি, মহাবীরে নত কৈল মাথা। রাহুত মাহুত মান, যেবা ধরে অসি ঢাল, বীরের শুনিয়া আইসে কথা। আনন্দে পূর্ণিত মন, তাজায় চণ্ডীর ধন, কিনে দ্রব্য নাহি করে শঙ্কা। বিচারিয়া কেহ দেখে, ভাণ্ডারে কায়স্থ লেখে, সার করি বেণ্যা দেয় তঙ্কা॥ কনকের সাজকুড়া, বিচিত্র পাটের গড়া, হিরাময় রতন জড়িত। চন্দনের সাজকুড়া, লম্বিত মুকুতা ছাড়া, কিনে ঘোড়া রতন ভূষিত। পর্ব্বত্যা টাঙ্গন তাজী, বাছিয়া কিনিল বাজী, গজ কিনে পর্ব্বতের চূড়া। লম্বমান মতি হার, অঙ্গদ কঙ্কণ আর, কিনে বীর কনক সাপুড়া॥ যুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম, অভেদ্য কিনিল বর্ম্ম, নানা রত্ন বিচিত্র মুকুটে। কিনিল মহিষা ঢাল, তাড়ী পত্র করবাল, মুট মার বিচিত্র পুরটে॥ তবক বেলক টাঙ্গি, ভিন্দিপাল শেল সাঙ্গি, ভূষণ্ডি ডাঙ্গস চক্র বাণ। হীরামুটি যমধর, পাড়ুশ খেমক শর, কিনে বীর কামাণ কৃপাণ॥ পুরাতে

আয়ার সাধ, কিনিল পাটের জাদ, শোভে তাহে মুকুতার বেড়ি। হীরা নীলা মণি পলা, কলধৌত কণ্ঠমালা, কিনিল কুণ্ডল স্বর্ণচুড়ী। নিয়োজিয়া জনে জনে, গোধন মহিষ কিনে, বলদ কিনিল আর খাসী। শকট বিমান রথ, কিনে বীর শত শত, খট্টা পালঙ্ক দাস দাসী॥ শরিষা মসুর মাস, ধান্য নাহি দিশপাশ, গুড় তিল মুগ বয়রটী। কিনিল তণ্ডুল ছোলা, শত শত লোনগোলা; তৈল কিনে উমানিয়া ঘটী॥ কিনে বীর নানা ধন, গজ পৃষ্ঠে আরোহণ, নিকেতনে করিল প্রয়াণ। দামুন্যা নগর বাসী সঙ্গীতের অভিলাষী, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

অথ কালকেতুর গুজরাট বনকাটা।

মহাবীর কাটে বন, শুনি বেরুণিয়া গণ, আইসে সবে নানা দেশ হৈতে। কাতদা কুড়ালি বাসি, টাঙ্গি বাণ রাশি রাশি, কিনে বীর সবাকারে দিতে॥ উত্তর দেশের জন, আইসে নামে দামাগণ; শতেক জনের আগুয়ান। বেরুণিয়া দেখি বীর, মনেতে বড় সুস্থির, জনে জনে দিল গুয়া পাণ॥ ত্যজিয়া দক্ষিণ আশা, আইসে জন নামে ভাষা, পঞ্চশত জনের অধিকারী। আশ্বাসিয়া মহাবীর, সবাকারে করে স্থির, দেখি বীর জন সারি সারি॥ পশ্চিমের বেরুণিয়া আইসে সাফর মিয়, সঙ্গে তার জন দুহাজার। রুটা যুত দুই কর, সেবে পীর পেকম্বর; বন কাটে পাতিয়া বাজার॥ ভোজন করিয়া জনে, প্রবেশ করিল বনে, বেরুণিয়া শত শত জন। শুনি কুঠারের নাদ; মনে ভাবে পরমাদ, উঠে বাঘা করিয়া গর্জ্জন॥ কেহ বা মূর্চ্ছিত পড়ে, কদলি যেমন ঝড়ে, কেহ বীরে কহে কৃতাঞ্জলি। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, গান শ্রীমুকুন্দ কুতুহলী॥

অথ কালকেতুর ব্যাঘ্র সহ যুদ্ধ।

ত্রিপদী। মহাবীর তোমার বেরুণে নাহি সাধ। কানন ভিতরে বাঘ, আজি পাছে ছিল লাগ, হয়ে ছিল বড় পরমাদ॥ যে দেখি বাঘার কোপ, ঝাটা পারা দুটা গোঁপ, গগণে লেগেছে দুটা কান। বিকট দশন গুলা, যেন মাঘ মাসে মূলা, জিহ্বা খান খাণ্ডার সমান॥ ধাইতে চঞ্চল গতি, নখে আঁচড়য় ক্ষিতি; দেউটি সমান দুটা আঁখি তার অতি ক্ষীণ মাঝ, জ্ঞান হয় মৃগরাজ, চলিতে উভয়ে যেন পাখী॥ বিষ নখ যমধর, দেখিয়া লাগয়ে ডর, লাঙ্গুল লাগয়ে তার শিরে। কপাট সমান বুক, যম সম ভীম মুখ, কুমারের চাক যেন ফিরে॥ যদি পায় কারণা শাড়া, মেলিয়া বিকট দাড়া, বেরুণিয়া জনে খাইতে ধায়। আছে পরমায়ু বল, তোমার পুণ্যের ফল, বিদায় হইনু তুয়া পায়॥ বেরুণের কথা শুনি, মহাবীর মনে গণি, আশ্বাস করিল জনে জনে। প্রণাম করিয়া ভানু, হাতে লয়ে শরধনু, প্রবেশ করিল বীর বনে॥ উটকিয়া ঝোড় ঝাড়ে, মেহালে পর্ব্বত আড়ে; পাইল বাঘের দরশন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।

পয়ার। বাঘ দেখি আকর্ণ পুরিত কৈল বাণ। কালকেতু বলে ধর্ম্ম তুমি সে প্রমাণ। মহাবীর দেখি বাঘা নাহি করে ভয়। পথ আগুলিয়া বাঘা মুখ মেলি রয়॥ লাকে লাকে ধায় বাঘা আঁচড়িয়া ক্ষিতি। শর হাতে বলে বীর কে দিল দুর্ম্মতি॥ সূর্য্য সাক্ষী করি বলে ব্যাধের কুমার। ভাল মন্দ সবাকার করহ বিচার॥ ধন দিয়া সত্য কৈলা নগেন্দ্র নন্দিনী। আজি হৈতে আর না বধিও কোন প্রাণী॥ মোর কিছু দোষ নাহি হইও প্রমাণ। জানু ভূমে পাতি বীর ছেড়ে দিল বাণ॥ সাঁই সাঁই করি বাণ চলে ব্যোম পথে। বাণটা লুফিয়া বাঘা চিবাইল দাঁতে॥ যুঝিতে উদ্যম বীর কৈল আর বাণ। লাফ দিয়া বাঘা আসি ধরে ধনু খান॥ বজ্র মুকুটি বীর মারে তার মুণ্ডে। ঝলকে ঝলকে তার রক্ত উঠে তুণ্ডে॥ মুকুটির শব্দ যেন তবকের গুলি। এক ঘায়ে বাঘের ভাঙ্গিল মাথার খুলি॥ মুকুটি খাইয়া বাঘা পুনরপি ধায়। বজ্র চাপড়

বংশে। কৃষ্ণের করিলা কার্য্য ভাণ্ডাইয়া কংসে॥ ধন দিয়া কাটাইলা গুজরাট বন। কি লাগিয়া এতগুলা করিলা স্তবন॥ প্রজাকে আনিতে নাহি আমার শকতি। নগর বসাইতে মাতা উর ভগবতী॥ এত স্তুতি কৈল যদি ব্যাধের নন্দন।' কৈলাসেতে চণ্ডীর অস্থির হৈল মন॥ পদ্মাবতী বলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘন। স্মরণ করিতে পদ্মা দিল দরশন॥ গণনা করিয়া পদ্মা কহিল বচন। কালকেতু মহাবীর করয়ে স্মরণ॥ অবিলম্বে গেলা মাতা কলিঙ্গ নগরে। স্বপন কহেন মাতা প্রতি ঘরে ঘরে॥ নগর বসায় বীরবনের ভিতরে। ধান্য গুরু টাকা কাড় দেয় সবাকারে॥ তোমাদের বলি শুন বুলান মণ্ডল। তথা গেলে তোমা সবার হইবে মঙ্গল॥ স্বপন কহেন মাতা কেহ নাহি শুনে। পদ্মা কহে মাতা চল গঙ্গা সন্নিধানে॥ অবিলম্বে যান চণ্ডী গঙ্গা বিদ্যমান। অম্বিকা মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান॥

অথ গঙ্গার সহিত চণ্ডীর কন্দল।

ত্রিপদী। গঙ্গে সাধিতে আপন কাম, আইলাম তোমার ধাম, সহিবে আমার কিছু ভার। প্রাণের বহিনী গঙ্গে চলহ আমার সঙ্গে; হাজার রাজ্য কলিঙ্গ রাজার॥ সন্তাপ করিহ মোর দূর। হইয়া উন্মত্ত বেশ, হাজারে কলিঙ্গ দেশ, তবে বসে গুজরাট পুর॥ হই গো বিষ্ণুর দাসী, বিষ্ণুপদ হইতে আসি, সেই প্রভু গতি সবাকার। হই গো বিষ্ণুর অংশা, কার নাহি করি হিংসা, কেন রাজ্য হাজার রাজার॥ পর পীড়া দেখি লাগে ভয়॥ পরের দেখিয়া দুঃখ; হই আমি অশ্রু মুখ বড় হই সদয় হৃদয়॥ কুম্ভীর মকর গণ, পর হিংসে অনুক্ষণ, কি কারণে ধর তারে কোলে। মহাপাপ যাব গায়, সে জন, তোমাতে নায়, বৈষ্ণবী তোমারে কেবা বলে॥ গরব না কর মোর আগে, আসিয়া তোমার নীরে, বালি ঘাট করি মরে, সেই বধ তোমারে তা লাগে॥ তার বধে মোর নাহি দায়। পূর্ব্বের করম ফলে, আসিয়া আমার জলে, প্রাণ ত্যজে আপন ইচ্ছায়॥ ছাগল মহিষ মেষ, খায়ে কৈলা অবশেষ, নীচ পশু নাহি ছাড় বরা। স্ত্রী হয়ে করিলা রণ, মারিয়া অসুরগণ; সমরে করিলা পান সুরা॥ তোরে আমি ভাল জানি, পিয়া ছিল জহ্নুমুনি, তব জল নাহি করি পান। কোন মড়া পোড়ে ফুলে, কোন মড়া ভাসে জলে শ্মশানে তোমার অধিষ্ঠান। ছাড় গঙ্গে আপন বড়াই। উচিত বলিব যদি, তোমার সমান নদী, ভুবনে তুলনা দিতে নাই॥ দুঁহার কোন্দল শুনি, পদ্মাবতী বলে বাণী, চল মাতা সমুদ্রের স্থান। আজ্ঞা দিলে জলনিধি, আসিবে সকল নদী, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

সমুদ্রের নিকট চণ্ডীর গমন।

পয়ার। মহাকোপে কম্পবান হয় সর্ব্ব গা। যোজন২ হৈতে পড়ে এক পা॥ নিমিষেকে উত্তরিল সমুদ্রের ধাম।' সম্ভ্রমে উঠিয়া সিন্ধু করিল প্রণাম॥ পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক দিল আচমন। পূজা করি পাদ পদ্ম করিল স্তবন। অবনি লোটায়ে সিন্ধু বলে যোড় কর। কিসের কারণে মাতা আইলে মোর ঘর॥ চিরদিন নাহি মাতা আইস ভদ্রকালী। আমার আশ্রম আজি হৈল পুণ্যশালী॥ মোর পুণ্যতরু এবে হৈল ফলবান। আমার আশ্রমে চণ্ডী তুমি বিদ্যমান॥ পূর্ব্বেতে পবিত্র আমি গঙ্গার মিলনে। ততোধিক মাতা তব দরশনে॥ চণ্ডিকা বলেন ভিক্ষা দেহ সিন্ধু পতি। দেহ নদ নদী গণ আমার সংহতি॥ হাজার কলিঙ্গ দেশ বসাব নগর। যোষণা রাখিব বীরের অবনি ভিতর॥ এমত শুনিয়া সিন্ধু চণ্ডীর বচন। হাতে২ নদ নদী কৈল সমর্পণ। প্রণাম করিয়া দিল পুষ্পক বিমান। দণ্ড মাত্রে গেলা মাতা ইন্দ্র বিদ্যমান॥ সম্মুখে উঠিয়া ইন্দ্র যোড় কৈল কর। কিসের কারণে মাতা আইলা মোর ঘর॥ নীলাম্বরে ক্ষিতি লইলা মনে ভাবি ব্যথা বহেন্দ্র তোমার সঙ্গে নাহি তোলে মাতা॥ পুত্র শোকে পুরন্দর কান্দিয়া বিকল। সুর-

পুরে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল। চণ্ডিকা বলেন বাপা শুন পুরন্দর। অবিলম্বে আনো দিব তোমার কুমার॥ সাত দিবসের তরে দেহ চারি মেঘে। নীলাম্বরে কার্য্য করে আনো দিব বেগে। এমত শুনিয়া ইন্দ্র চণ্ডীর বচন। চারি মেঘে হাতেং কৈল সমার্পণ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

কলিঙ্গ দেশে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ।

ত্রিপদী। শুন শুন মেঘগণ, কর ঝড় বরিষণ, কলিঙ্গে হইয়া প্রতিকুল। ঘোর বজ্র ভঙ্গ কালে, আকুল করিলা জলে, যেন নন্দ গোপের গোকুল॥ পান মোর লহ তুর্ণ, প্রকাশ আমার পুণ্য; শীঘ্র চল চণ্ডিকার সঙ্গে। পুণ্ডরীক ঐরাবতে, দুই গজ লয়ে সাতে, বৃষ্টি করি ডুবাও কলিঙ্গে॥ চলহ পুষ্কর মেঘ, দুষ্কর তোমার বেগ, সঙ্গে লহ কুমুদ বামন। তুমি যদি মনে কর, প্রলয় করিতে পার, কলিঙ্গের কোথায় গণন॥ আবর্ত্ত জলদ রাজ, সাধহ চণ্ডীর কায, লইয়া অঞ্জন পুষ্পদন্ত। ঝন ঝন বৃষ্টি শিলা, সঙ্গে লয়ে কর খেলা, কলিঙ্গ নগর কর অন্ত॥ তুমি প্রলয়ের মিত, সম্বর্ত্ত করহ হিত, সার্ব্বভৌম সুপ্রতীক লইয়া। মোর কার্য্যে কর দৃষ্টি, কলিঙ্গে করহ বৃষ্টি, যেমন বলেন মহামায়া॥ গজ যোগাইবে বারি, বরিষ মুষল ধারি, ঝাট চল কলিঙ্গ নগর। ঝনঝনা বৃষ্টি শিলা, সঙ্গে লয়ে কর খেলা, কলিঙ্গেতে না রহিবে ঘর॥ চণ্ডীর আদেশ পায়, শীঘ্রগতি মেঘ ধায়, উনপঞ্চাশ পবনে করি ভর। ক্ষণেকেতে বায়ু বেগে, গগণ যুড়িল মেঘে, চতুর্দ্দিগে কলিঙ্গ নগর॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

পয়ার। ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর। উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর॥ নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগণ মণ্ডল। চারি মেঘে বরিষে মুষল ধারে জল॥ কলিঙ্গে রহিয়া মেঘ ডাকে ঘোর নাদ। প্রলয় দেখিয়া প্রজা ভাবয়ে বিষাদ॥ হুড়২ দুড়২ করে বড় ঝড়। বিপাকে চত্বর ছাড়ি প্রজা দেয় রড়॥ আচ্ছাদিত ধুলায় হইল চারি ভিত। উলটিয়া পড়ে শস্য প্রজা চমকিত॥ চারি মেঘে জল বহে অষ্ট গজরাজ। সঘনে চিকুর পড়ে ঘন ঘন বাজ॥ করি কর সমান বরিষে জল ধারা। জলে মহী একাকার নদী হৈল হারা। ঘনবজ্রাঘাত পড়ে যেন বরিষণ। কার কথা শুনিতে না পার কোন জন। পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী। স্মরয়ে সকল লোক জনক জননী॥ হুড় হুড় দুড় দুড় শুনি ঝন ঝন। না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ। গর্ত্ত ছাড়ি ভুজঙ্গম ভেসে যায় জলে নাহিক নিজ্জল স্থল কলিঙ্গ মণ্ডলে॥ সাত দিন জলধর বৃষ্টি নিরন্তর। আছুক অন্যের কার্য্য হাজিলেক ঘর॥ মাঝ্যায় পড়িল শিলা বিদারিয়া চাল। ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল॥ চণ্ডীর আদেশ পায় বীর হনুমান। মুষ্ট্যাঘাতে ঘর গুলা করে খান খান চারিদিগে ধায় ঢেউ পর্ব্বত বিশাল। উঠে পড়ে ঘর গুলা করে দোলমাল॥ চণ্ডীর আদেশ পায়্যে নদ নদী গণ। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ত্রিপদী। আজ্ঞা দিল ভবানী, চলিলা মন্দাকিনী, ছাড়িয়া গগণে স্থিতি। সঙ্গে মকর জাল, ছাড়িয়া পাতাল; বেগে ধায় ভোগবতী॥ প্রলয় তরঙ্গা, ধাইলেন গঙ্গা, ভৈরবী কর্ম্মনাশা। ধাইল রূপনদ, শোন মহানদ, ধাইল বাহুদা বপাশা॥ আমোদর দামোদর ধাইল দারুকেশ্বর, শিলাই চন্দ্রভাগা। দেবাই দানাই, ধাইল দুই ভাই, বগড়ির খানা ধায় বাগা॥ ধাইল ঝুমঝুমি, করিয়া দামাদামি, বিয়াই মুরাই সঙ্গে। ধাইল তারাজুলি শুক্লারা বুতুহলি, রত্না চলিল রঙ্গে॥ গঙ্গা যমুনা, ধাইল করুণা, অজয়া সরস্বতী। ধাইল কুন্তী, কাল ধায় গোমতী, সরযু সুধাবতী। ধাইল কাশাই, মহা নদী বিড়াই, খর ধার বামনখানা। চারিদিগে মহানদ, হইয়া এক হ্রদ, জগত যুড়িয়া ফেলে ফেণা॥ বাজায়ে দণ্ড, আপনি চণ্ডী, চলিলা সত্বরা হয়ে। সঙ্গে কোলাঘাই, চলিল মহানই, সুবর্ণরেখা লয়ে। দ্বিজবর অংশে, পালধি বংশে, নৃপতি রঘুরাম। তার সভাসদ, রচিল চারু পদ শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

ত্রিপদী। দুঃখিত কলিঙ্গ রায়, হাতি ঘোড়া ভেসে যায়, অট্টালিকা উঠে রামাগণ মহলে প্রবেশে জল, রহিতে নাহিক স্থল, খাট পাট ভাসে নানা ধন। দেখিয়া জলের রীতি, চিন্তা করে নরপতি, সন্ধান করিয়া আনে নায়। পরিবার সহ রাজা, করিয়া নৌকার পূজা, আরোহণ কৈল দণ্ডরায়॥ দ্বিজ বলেন শুন রায় আমার বচন। দেখিয়া তোমার দোষ, কোন দেব কৈল রোষ, মজিল তোমার প্রজা ধন। শুনিয়া দ্বিজের বাণী, কলিঙ্গের নৃপমণি, কলধৌত দ্বিজে করে দান॥ সঙ্কল্প করিয়া দ্বিজে, ধূপ দীপে শিব পুজে, কেবল উদক করি পান। নদ নদী পায়ে মান, সবে গেল নিজ স্থান, রাজার সুস্থির হৈল মন। দিনেং টুটে নীর, দেখিয়া নৃপতি স্থির, দ্বিজগণে দিল নানা ধন। রাজা বৈশে সিংহাসনে, আনন্দ হইয়া মনে, করে নানা পুরাণ শ্রবণ। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, শ্রীকবিকঙ্কণ সুরচন॥

কলিঙ্গ বাসিদিগের খেদ।

পয়ার। বিষাদ ভাবিয়া প্রজা করয়ে রোদন। দুই চক্ষে বহে যেন ধারার শ্রাবণ বুলান মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই। হাজিল ক্ষেত্রের শস্য তাহে না ডরাই। মসাত করিবে রাজা দিয়া খাটের দড়ি। চাহয়ে প্রথম মাসে তিন তেয়াই কড়ি॥ কেহং বলে ধন থুয়ে ছিলাম চালে। চালের সহিত ধন ভেসে গেল জলে॥ দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর বোল। স্রোতে ভেসে গেল মোর রকাপাশের ডোল॥ আর এক জনা বলে শুন মোর বাণী। সর্ব্বস্ব ভাষিয়া গেল সাত মন চিনি। কোনং লোক বলে শুন মোর কথা। প্রাণে বাঁচিলাম আমি ধরি চালের বাতা॥ আর এক জন বলে শুন নিবেদন। সকল সহিত ভেসে গেল নিকেতন॥ ভাঁড়ু দত্ত বলে ভাই মোর কর্ম্ম ফল। আমার দুয়ারে জল হইল অস্থল॥ উঠানে ডুবিয়া মরি না জানি সাতার। জটে ধরি মাগ মোর করিল নিস্তার॥ বুলান মণ্ডল বলে শুন সব ভাই। কলিঙ্গ ছাড়িয়া চল গুজরাটে যাই॥ কালকেতু মহারাজ বড় ভাগ্যবান। ধান্য গরু টাকা দিয়া করিবে সম্মান গুজরাটে গেলা তবে বুলান মণ্ডল। পশ্চাতে চলিল প্রজা হইয়া বিকল॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

সিংহাসনে বসিয়াছে কালু দণ্ডধর। নক্ষত্র গণের মধ্যে যেন নিশাকর॥ পণ্ডিতে পুরাণ পড়ে স্তব করে ভাটে। গায়ক গাইছে গীত নর্ত্তকীরা নাটে॥ হেন কালে তথায় বুলান উপস্থিত। আইস আইস বলি রাজা করিল সম্বিত॥ কহ কহ বুলান স্বদেশের বারতা। কিসের কারণে আইলে কহ সত্য কথা॥ বুলান বলেন রায় কর অবধান। রহিতে নাহিক ঘর বসিবারে স্থান॥ জলেতে ভাসিয়া গেল সকল আমার। কি খাইব কিবা দিব খাজানা রাজার॥ ভাবিয়া চণ্ডিকা পদদ্বয় এক চিতে। রচিল নূতন গীত মুকুন্দ পণ্ডিতে॥

আইস বুলান ভাই ধর হে কম্বল। যত চাহ দিব টাকা তঙ্কণ সম্বল॥ শুন ভাই বুলান মণ্ডল। আইস আমার পুর, সন্তাপ করিব দূর, কানে দিব কনক কুণ্ডল॥ আমার নগরে বৈস, যত ভূমি চাহ চস, তিন সন বই দাও কর। হাল পিছে এক তঙ্কা, না করো কাহার সঙ্কা, পাটায় নিশানি মোর ধর॥ মোর গ্রামে কয় বাড়ি, রয়ে বসে দিও কড়ি, ডিহিদার না করিব দেশে। সেলামি কি বাঁশগাড়ি, নানা বাবে যত কড়ি, না লইব গুজরাট বাসে। পার্ব্বণি পঞ্চক জাত, ওড়ামোন সনাভাত, ধানকাটি কমির কস্তুরে। যত বেচ চালু ধান, তার না লইব দান, অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে॥ যত বৈসে দ্বিজবর, কারু না লইব কর, চাস ভুমি বাড়ি দিব দান। হইয়া ব্রাহ্মণ দাস, পুরাব সবার আশ প্রতি জনে সাধিব সম্মান॥ ভাঁড়ু দত্ত হেনকালে, উঠিয়া মধুর বলে, মোর আগে কেবা পাবে মান। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

কালকেতুর নিকট ভাঁড়ু দত্তের গমন।

ত্রিপদী। ভেট লয়ে কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা, আগে ভাঁড়ু দত্তের প্রয়াণ। ফোঁটা পাটা মহাদম্ভ, ছিঁড়া জোড়ে কোঁচা লম্ব, শ্রবণে কলম লম্বমান॥ প্রণাম করিয়া বীরে, ভাঁড়ু নিবেদন করে, সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া। ছেঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি, ঘন ঘন দেয় বাহুনাড়া। আইনু বড় প্রীতি আশে, বসিতে তোমার দেশে, আগেতে ডাকিবে ভাঁড়ুদত্তে। যতেক কায়স্থ দেখ, ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ, কুল শীল বিচার মহত্ত্বে॥ কহি আপনার তত্ত্ব, আমলহাড়ার দত্ত, তিন কুলে আমার মিলন। ঘোষ ও বসুর কন্যা, দুই নারী মোর ধন্যা. মিত্রে কৈল কন্যার গ্রহণ॥ গঙ্গার দুকুল পাশে; যতেক কায়স্থ বসে, মোর ঘরে করয়ে ভোজন। ঝারি বস্ত্র অলঙ্কার, দিয়া করে ব্যবহার, কেহ নাহি করয়ে রন্ধন॥ বহু পরিবার মেলা, দুই জায়া তিন শ্যালা, চারি পুত্র ভগিনী শাশুড়ী। ছয় জামাই আট বেটা; এই হেতু সাত বাটী, ধান্য দিলে নাহি দিব বাড়ি। হাল বদল দিবা খুড়, দিবা হে বিচের পুঁড়া, ভেনে খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবা। আমি পাত্র তুমি রাজা; আগে কর মোর পূজা, অবশেষে ভাঁড়ুরে জানিবা॥ ভাঁড়ুর বচন শুনি, মহাবীর মনে গণি, ভাঁড়ুরে করিল বহুমান। দামুন্যা নগর বাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

সঘনে নাড়িয়া শিরে, প্রবন্ধে কহিছে বীরে, ভাঁড়ুদত্ত কহে কান কথা। যেই হেতু প্রজা বসে, কহি আমি সবিশেষে, একে একে প্রজার বারতা॥ ভাড় বালা দিবা মান, করজ বলদ ধান, উচিত বলিতে কিবা ভয়। জানিতে প্রজার মায়া, পত্র নিবা এক ছেয়া, বন্দে বন্দে প্রজা যেন রয়॥ যখন পাকিবে খন্দ, পাতিবা বিষম দ্বন্দ, দরিদ্রের ধানে দিবা দাগা। খাইয়া তোমার ধন, না পালায় যেন জন, অবশেষে নাহি পাও দাগা॥ দেওানে ভেটিতে বেটা, বহিত আমার চিঠা, যারে বল বুলান মণ্ডল। থাকিতে সকল প্রজা, আগেতে আমার পূজা, কহিলাম প্রকার সকল। পরে দুপণের কাচা, জানিত আমার ভাচা, সেই বেটা হবে দেশমুখ। রাখালের হাতে খাড়া, বাহুডী জনের ভাড়া, পরিণামে দেয় বড় দুঃখ। মহামিশ্র ইত্যাদি।

কলিঙ্গ নগর ছাড়ি, প্রজা লয়ে ঘর বাড়ী, নানা জাতি বীরের নগরে। বীরের পাইয়া পান; বসিল মুসলমান, পশ্চিম দিগ বীর দিল তারে॥ আইসে চড়িয়া তাজী, সৈয়দ মগল কাজী; খয়রাত বীর দিলা বাড়ি। পুরের পশ্চিম পটী, বানায় হাসন বাটী, একত্র সবার ঘর বাড়ী॥ ফজর সময়ে উঠি, বিছায়ে লোহিত পাটী, পাঁচবেরি করয়ে নামাজ। সোলেমানি মালা ধরে, জপে পীর পেকম্বরে; মকামে দেয় সাঁজ॥ দশ বিশ বেরাদরে, বসিয়া বিচার করে, অনুদিন পড়য়ে কোরাণ। কেহবা বসিয়া হাটে পীরে সিরিণী বাঁটে সাঁজে বাজে দগড নিশান। বড়ই দানিশ বন্ধ কারে নাহি করে ছন্দ প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ে। ধরয়ে কালজ বেশ মাথায় না রাখে কেশ বুকে আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ী॥ না ছাড়ি আপন পথে দশ রেখা টুপী মাথে ইজার পরয়ে দৃঢ় নাড়ী। যার দেখে খালি মাথা তা সনে না কহে কথা সারিয়া ডেলায় মারে বাড়ী। আপন টবর নিয়া বসিল অনেক মিঞা ভুঞ্জিয়া কাপড়ে পোঁছে হাত॥ সাবানি লোহানি আর দোলানি সুরয়ানি চার পাঠান বসিল নানা জাত॥ আপন টবর নিয়া বসিল অনেক মিঞা কেহ নিকা কেহ করে বিয়া। মোল্লা পড়িয়া নিকা দান পায় সিকা সিকা দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥ করে ধরি খরা ছুরি মুরগ জবাই করি দশ গণ্ডা দরে পায় কড়ি। বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেয় মাথা দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি॥ যত শিশু মুসলমান তুলিল মলিজ স্থান মকুদুম পড়য় পড়না। ভাবিয়া চণ্ডীর ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, গুজরাট পুরীর বর্ণনা॥

পয়ার। রোজা নামাজ করি কেহ হৈল গোলা। তাসন করিয়া নাম বলাইল জোলা॥ বলদ বাহিয়া কেহ বলাল মুকেরি। পিঠা বেচো নাম কেহ বলায় পিঠারি॥ মৎস্য বেচি নাম কেহ ধরাল কাবারি॥ নিরন্তর মিছা কহে নাহি রাখে দাড়ী॥ হিন্দু হয়ে মুসলমান হয় গরসাল। নিশা কালে ভিক্ষা করে নাম ধরে কাল॥ শানা বান্ধি নাম বলাইল শানাকর। জীবন উপায় তার পায়ে তাঁতি ঘর॥ পটপটী বুনে কেহ নগরে নগর। তীরকর হয়ে কেহ নিরমায়ে শর॥ কাগজ কুটিয়া নাম ধরায় কাগজি। কলন্দর হয়ে কেহ ফিরে দিবারাতি॥ নানা বৃত্তি করিয়া বসিল মুসলমান। সাবধান হয়ে শুন হিন্দুর বাখান॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। পাইয়া বীরের পান, বৈসে যত কুলস্থান, বীরের নগরে বিপ্রগণ। শাস্ত্র বিবেচনা করে. আশীষ করিয়া বীরে, নিত্য পায় ভূষণ চন্দন॥ কুলে শীলে নহে নিন্দ্য, মুখুটী চাটুতি বন্দ্য; কাঞ্জিলাল গাঙ্গুলী ঘোষাল। পুতিতুণ্ডি বৈসে হড়; রাই গাঁই কেশর গুড়, ঘণ্টেশ্বরী বৈসে কুলিন্যাল॥ পারিযাতী পীতমুণ্ডী, ঝিকরাড়ি মালখণ্ডি, ব্রাহ্মণ বড়াল কুড়মাল। চোটখণ্ডি পলসাঁই, দ্বিখণ্ডি কুসুম গাঁই, সাঁই গাঁই কুলভি পড়্যাল॥ কড়িয়াল কুলস্যাল, শিমলাই কুড়িলাল, পিপলাই বসে পূর্ব্বগাঁই। ধনে মানে অতি চণ্ড, বাপুলি পিশাচখণ্ড; কর্ণাহ সেহড়া বৈসে গাঁই॥ পালধি হিজলগাঁই, মাসচটক দিগসাঁই, কয়ড়ি দার্নাড় ভূরিষ্ঠাল। বটগ্রামি নন্দিগাঁই, ভাটাঘাতি শীতলসাঁই, নালসিক কোড়ি মতিলাল॥ গাঁই নাই গোত্র আছে, বসিল বীরের কাছে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নয় শত। ব্যবহারে ঋজুঋজু, সতত পড়ান যজু, বেদ বিদ্যা মুখে অবিরত॥ দেখিতে সুধার সারি; ব্রাহ্মণের আগুআরি, সারি সারি বিষ্ণুর সদন। কনক কলস চুড়ে, বেজের পতাকা উড়ে, গৃহশিরে শোভে সুদর্শন॥ কেহ হয় অগ্নিহোতা, কোন দ্বিজ কহে কথা, কেহ পড়ে ভারত পুরাণ। নানাদেশ হৈতে আসে, পড়ুয়া বিদ্যার আশে, দেয় বীর হয় গজ দান॥ মূর্খ বিপ্র বসে পুরে; নগরে যাজন করে, শিখয়ে পূজার অনুষ্ঠান। চন্দন তিলক পরে, দেব পুজে ঘরে ঘরে, চালোর বোচকা বান্ধি টান। ময়রা ঘরে পায় খণ্ড, গোপ ঘরে দধি ভাণ্ড, তেলি ঘরে তৈল কুঁপি ভরি। কোথাও মাসড়া কড়ি, কেহ দেয় ডালি বড়ি, গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি॥ গুজরাট নগরে, নগরিয়া শ্রাদ্ধ করে, গ্রামযাজী করে অধিষ্ঠান। সাঙ্গ করি দ্বিজ কয়, কাহার দক্ষিণা হয়, হাতে কুশে দক্ষিণা ফরাণ॥ গালি দিয়া লণ্ডে ভণ্ডে; ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে, কুল পাঁজি করিয়া বিচার। যে নাহি আদর করে, সভাতে বিড়ম্বে তারে, যাবত না পায় পুরস্কার। গুজরাটে এক পাশে; গ্রহবিপ্রগণ বসে, বর্ণদ্বিজগণ মঠপতি। দীপিকা ভাস্বতী ধরে, শাস্ত্রের বিচার করে, বালকের লিখে জন্মপাতি। মাথায় পিঙ্গল জটা, সন্ন্যাসী জনার ঘটা, ঝুপড়ি বান্ধিয়া এক পাশে। গায়ে নানা তীর্থ চিহ্ন, ভিক্ষা মাগে অনুদিন; গুজরাট নগরে নিবসে। সদা লয় হরি নাম, ভূমি পাইয়া ইনাম, বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে। কাঁথা কমণ্ডলু লাঠি, গলে তুলসীর কাঁঠি; সদাই গোঁসায় গীত নাটে॥ আয়তন ভূমি বাড়ি, বীর বেদ বাক্য পাড়ি, কুশ নীর তিল ধরি করে। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ; সুখে থাকি আড়রা নগরে॥

দেয় বীর বাসা যত, বসে প্রজা শত শত, আপনার ছাড়িয়া নিবাস। তেমনি ইনামে বাড়ি, প্রজা নাহি গণে কড়ি, সবাকার হৃদয়ে উল্লাস॥ ক্ষত্রি বসে ভানুবংশ, সর্ব্বলোক অবতংস, সূর্য্যবংশে কহে মহাজন। পুরাণ ভারত আশে, বসিল বিপ্রের পাশে, অনুদিন দ্বিজে দেয় ধন॥ দোবজ যমের দূত, বৈসে যত রজপুত, মল্ল বসে রাজচক্রবর্ত্তী। কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ, দ্বিজে দেয় নানা ধন, দেশে২ যাঁহার সুকীর্ত্তি॥

তুলিয়া আখড়া ঘরে, দণ্ড যুদ্ধ কেহ করে, মাল বিদ্যা গুণী চাপগরি। লয়ে কেহ ঢাল খাঁড়া, কেহ করে মেলা পাড়া, মাসাবধি কেহ পায় হারি।। আইসে পুরি গুজরাট, নিবাস করয়ে ভাট, অবিরত পড়য়ে পিঙ্গল। বীর দেয় খাসাজোড়া, চড়িতে উত্তম ঘোড়া, নিত্য চিন্তে বীরের মঙ্গল।। বৈশ্য বসে মহাজন, কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ, কেহ কৃষী করে গো রক্ষণ। কেহ কলন্তর হয়, কেহ বৃষে ধান্য বয়, কালে কিনে রাখে কোন জন।। কেহ দর করে তোলা, হীরা নীলা মতি পলা, নানা দেশ ভ্রমে স্থানে স্থানে। সাজন করিয়া নায়, অনেকে সফরে যায়, চামর চন্দন শঙ্খ আনে।। চামর পামরি ভোট, শাল পটু গজ ঘোট. করভ পটিব অজরাখি। এক বেচে আর কিনে, নিত্য২ বাড়ে ধনে, গুজরাটে বৈশ্যজন সুখী।। বৈদ্য জনের তত্ত্ব, গুপ্ত সেন দাস দত্ত, কর আদি বসে কুলস্থান। চিকিৎসায় করে যশ, কেহ প্রয়োগের রস, নানা তন্ত্র করয়ে বিধান। উঠিয়া প্রভাত কালে, উর্দ্ধফোটা করি ভালে, বসন মণ্ডিত করি শিরে। পরিয়া উত্তম ধুতি, কক্ষদেশে করি পুথি, গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে।। কারু দেখি সাধ্য রোগ, ঔষধ করয়ে যোগ; বুকে ঘা মারয়ে সর্ব্বদায়। অসাধ্য দেখিয়া রোগ; পলাইতে করে যোগ, নানা ছলে মাগয়ে বিদায়।। কর্পূর পাচন করি; তবে জিয়াইতে পারি, কর্পূরের করহ সন্ধান। রোগি সবিনয়ে বলে, কর্পূর আনিতে ছলে, সেই পথে বৈদ্যের প্রয়াণ।। বৈদ্য জনের পাশে, অগ্রদানী গণ বসে, নিত্য করে রোগির সন্ধান। রাজকর নাহি দেয়, বৈতরণী ধেনু লয়; হেম যুত লয় তিল দান।। মহামিশ্র ইত্যাদি।

ভেট লয়ে দধি মাছ, ঘৃত কুম্ভে বান্ধি গাছ, কায়স্থ আইল মহাজন। প্রণাম করিয়া বীরে, নিজ নিবেদন করে, সুখী হৈল ব্যাধের নন্দন।। কায়স্থ মিলিয়া ভাষে, আইলাম তব দেশে, গুজরাটে করিব বসতি। বিচার করিয়া তুমি, দিবে ভাল বাড়ী ভূমি, প্রজাগণে কর অব্যাহতি। কোন জন সিন্ধুকুল, সাধ্য কেহ ধর্ম্মমূল, দোষ হীন কায়স্থের সভা। প্রসন্না সবারে বাণী, লেখা পড়া সবে জানি, সর্ব্বজন নগরের শোভা।। অনেক কায়স্থ মেলা, শুনিয়া তোমার খেলা, আইলাম তব সন্নিধান। কুলে শীলে নাহি দোষ, কেহ মাহেশের ঘোষ, বসু মিত্র কুলের প্রধান।। তব গুণে হয়ে বন্দি; পালধি পালিত নন্দী; সিংহ সেন দেব দত্ত দাস। কর নাগ সোম চন্দ্র, ভঞ্জ বিষ্ণু রাহা বন্দ, এক স্থানে করিব নিবাস।। বীর কর অবধান, প্রজাগণে দেহ দান, ভূমি বাড়ি করিয়া চিহ্নিত। কিছু দিবা ধান্য বাড়ি, বলদ কিনিতে কড়ি, সাধন না হয় বিলম্বিত।। ত্যাগ করিয়া কলিঙ্গ, লক্ষ ঘর প্রজা সঙ্গ, এক স্থানে করিব নিবাস। বিচার করিয়া তুমি, দিবা ভালো বাড়ী ভূমি, শুনি বীর হৃদয়ে উল্লাস। ধার দিবা লক্ষ তঙ্কা. কাহারে না কর শঙ্ক', দক্ষিণ আওয়াসে কর বাসে।। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ; রঘুনাথ নৃপতি প্রকাশে।।

নিবসে হাকিল গোপ, না জানে কপট কোপ, ক্ষেতে উপজয়ে নানা ধন। মুগ তিল গুড় মাসে, গম শরিষা কাপাসে, সবার পূর্ণিত নিকেতন।। তেলি বৈসে যত জনা, কেহ ঘানি কেহ ঘনা, কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল। কামার পাতিয়া শাল, কোদালি কুড়ালি ফাল; গড়ে টাঙ্গি আঙ্গবেধি শেল।। লইয়া গুবাক পান, বৈসে তাম্বুলি জন, মহাবীরে নিত্য দেয় বীড়া। গুবাক সহিত পান. বিড়া বান্ধে সাবধান. কখন না পায় রাজ পীড়া।। কুম্ভকার গুজরাটে, হাঁড়ি কুঁড়ি গড়ে পিটে, মৃদঙ্গ দগড কাড়া পড়া। শত শত এক বায়, গুজরাটে তন্তুবায়, ভুনি ধুতি বোনে ঘোড় গড়া।। মালী বৈসে গুজরাটে, মালঞ্চে সদাই খাটে, মালা মৌড় গড়ে ফুল ঘর। ফুলের পুঁটলি বান্ধে, সাজি ভরে লয়ে কান্ধে, ফিরে তারা নগরে নগর।। বারুই নিবসে পুরে, বরজ নির্ম্মাণ করে, মহাবীরের নিত্য দেয় পান। বন্ধে যদি কেহ নেয়. বীরের দোহাই দেয়, অনুচিত না করে বিধান।। নাপিত নিবসে তথা, কক্ষ তলে করি

কাঁস্তা, করে ধরি রসাল দর্পণ। আগরী নিবসে পুরে, আপনার বৃত্তি করে, অনুচিত না করে কখন ॥ মদক প্রধান জনা, করে চিনি কারখানা, খণ্ড লাড করয়ে নির্ম্মাণ। পসরা করিয়া শিরে, নগরে নগরে ফিরে, শিশুগণে করয়ে যোগান ॥ সরাফ বসে গুজরাটে; জীব জন্তু নাহি কাটে, সর্ব্বকাল করে নিরামিষ। পাইয়া ইনাম বাড়ি, বুনে নেত পাঠ শাড়ী, দেখি বড় বীরের হরিষ ॥ পুরে বসে গন্ধবেণ্যা, গন্ধ বেচে ধূপ ধুনা, পসরা সাজিয়া চলে হাটে। শঙ্খবেণ্যা কাটে শঙ্খ, কেহ করে নবরঙ্গ; মণি বেণ্যা বসে গুজরাটে ॥ কাঁসারি পাতিয়া শাল; গড়ে ঝারি খুরি থাল, ঘটী বাটী বড হাঁড়ি শিপ। ডাবর চুনাতি বাটা; সাঁপুড়া ঘাঘর ঘণ্টা, সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ ॥ সুবর্ণ বণিক বসে; রজত কাঞ্চন কসে, পোড়ে ফোড়ে হইলে সংশয়। কিছু বেচে কিছু কিনে, মনুষ্যের ধন টানে, পুর মধ্যে যাহার নিলয় ॥ নিবসে পশ্যতোহর; পুর মধ্যে যার ঘর, নির্ম্মাণ করয়ে আভরণে। দেখিতে দেখিতে জন, হরয়ে সবার মন, হাতে হাতে বদলিতে জানে ॥ পল্লবগোপ বসে পুরে, কান্ধে ভার বিকি করে; বনভাগে বসয়ে বাথানে। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

পাইয়া ইনাম ক্ষিতি, বসে প্রজা নানা জাতি, আনন্দিত বীরের নগরে। বীর করে বহু মান; দেয় দিব্য পরিধান, নৃত্য গীত সবাকার ঘরে ॥ মৎস্য মারে চসে চাস, দুই জাতি বসে দাস, নগরে ফিরয়ে কলুঘানি। বাইতি নিবসে পুরে, নানা বিধ বাদ্য করে, নগরে মাদুরী বিকি কিনি ॥ বাগদি নিবসে পুরে, নানা অস্ত্র করে ধরে, দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে। মাছুয়া নিবসে পুরে, জাল বুনে মৎস্য ধরে, কোঁচ গণ বসে লীলা রঙ্গে ॥ নগর করিয়া শোভা, বসিল অনেক ধোবা, দড়ায় শুকায় নানা বাস। দরজী কাপড় সিয়ে; বেতন করিয়া জীয়ে, গুজরাটে বসে এক পাশ। সিউলি নগরে বসে; খর্জ্জূর কাটিয়া রসে; গুড় করে বিবিধ বিধান। ছুতার হাটের মাঝে; চিড়া কুটে খই ভাজে, কেহ করে চিত্র নিরমাণ। পাটনি নগরে বসে রাত্রি দিন জলে ভাসে পার করি লয় রাজ কর। আমি পুর গুজরাট বসে তাথি রাজ ভাট ভিক্ষা মাগি বুলে ঘরে ঘর ॥ চৌদুলি চুনারি মাঝি কোরঙ্গ ধোয়ারা ধাজি মাল বসে পুরের বাহিরে। চণ্ডাল নিবসে পুরে লবণ বিক্রয় করে পাণিফল কেশুর পসারে ॥ খুগায়ালে গাইয়া গীত কোয়ালি ফিরয়ে নিত এক দিগে বসে মারহাটা। ফিরে তারা গুজরাটে সুলক্ষে পীলই কাটে ছানি ফোঁড়ে চক্ষে দিয়া কাঁটা ॥ পুলিন্দ কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল জয়াজীবী বসিল কেওলা। বেহারা বসিল হাড়ী ঘাস কাটি লয় কড়ি শুড়ির অঙ্গনে যার মেলা ॥ মোজা পানাই আর জিন নিরমায় অনুদিন চামার বসিল এক ভিতে। বিয়নি চালনী ঝাঁটা ডোম গড়ে টোকা ছাতা জীবিকার হেতু এক চিতে ॥ লম্পট পুরুষ আশে বারবধূ জন বসে এক পাশে তার অধিষ্ঠান। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

পয়ার। মস্কারা পুতিয়া বীর বান্ধে বনমালা। হাটুরা আসিয়া বীর দিল তাড় বালা ॥ বেরুণিয়া জন আনি বান্ধিল ত্রিপণী। যত লোক আসিবেক রাজহাট শুনি ॥ কেহ তৈল আনে কেহ আনে ঘৃত দধি। ভক্ষ্য দ্রব্য উপহার আনে নানাবিধি ॥ এমন সময় ভাড়ু দত্ত হাটে আইসে ॥ পসারি পসার ঢাকে ভাঁড়ুর তরাসে ॥ পসর লুটিয়া ভাঁড়ু পুরয়ে চুপড়ি। যত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি ॥ লণ্ডে ভণ্ডে গালি দেয় বলে শালা মালা। আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা। টানাটানি করে ভাড়ু হাটুরা না ছাড়ে। চুলে ধরো কিল লাথি মারে তার ঘাড়ে ॥ পিঠে চুন মাখি চলে হাটুরা আন্দাসে। ভাই বন্ধু পসরা লইয়া যায় ত্রাসে ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥

ত্রিপদী। মহাবীর রাজ্য কর ভাড়ু দত্ত লয়ে। হের দেখ পিছে চুম ভাঁড়ুদত্ত করে খুন, সবে যাব বিদায় হইয়ে॥ ভাঁড়ু জানে বহুকলা, পর দ্বন্দে পাতে ছলা, টাকা শিকা নিত্য খায় খতি। ভাড়ু যত পীড়া করে, কেবা তা সহিতে পারে; না জানি পলায়ে যাব কতি॥ শাক বাইগণ কলা, মূলা হাটে ভিন্ন তোলা, লোটে তার বেটা। তাহার ভগিনী রাড়ি, লুট করে লয় হাড়ি, কুমারে মারিয়া লয় ভেটা॥ পরাক্রমে নাহি টুটে গোপের পসরা লুটে, নিত্য ধরে ঘাস কাটা দায়। তার বেটা বড মূঢ়, লুটে ময়রার গুড়, নিবেদিতে নাহিক সহায়॥ চালু লয় চালুকী ঘরে, কড়ি চাইলে তারে মারে, পান গুয়া নিত্য লয় চেটা॥ নানা দেশ হৈতে আইসে, পড়ুয়া বিদ্যার আশে, নানা বাদে তারে দেয় লেটা॥ চলিতে না পারে খোড় সাত বাড়ী দেয় ঘোড়া, গাছু রোয় তাহে নিত্য কলা। ছাগ মেষ যদি পায়, মেরে খুন করে তায়, নিত্য ধরে অপরাধ ছলা ভাড়ুর বেটার কায, কহিতে লাগয়ে লাজ, জাতি লয়ে গেল জ্বালা। বহুড়ি জলেরে যায়, আড়ালে থাকিয়া তায়, গাছে হৈতে ফেলো মারে ঢেলা। প্রজার বচন শুনি, রোষ যুত বীর মণি, দূত দিল ভাড়ুরে ধরিতে। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, গিরিজার সুখের সঙ্গীতে॥

পয়ার। দূতের বচনে ভাড়ু আইসে লঘুগতি। যুড়িয়া উভয় পাণি বীরে কৈল নতি॥ বীর বলে ভাড়ুদত্ত কি তোর ব্যভার। কি কারণে লোট তুমি আমার রাজার হিত উপদেশ বলিশুন ভাড়ুদত্ত। আপনি করিলা দূর আপন মহত্ব॥ ইমারবাড়ী তোলা ঘরে তুমি কর ঘর। ঋণ বাড়ি নাহি দেহ নহ কলন্দর॥ কিসের কারণে খুড়া ধর মোর ছলা। পরস্পর আছে মোর শুনিয়া তোলা॥ প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল। নগর ভাঙ্গিলি বেটা করিয়া কোন্দল॥ মণ্ডল বলাইতে বেটা মুখে নাহি লাজ। খর্ব্ব হয়ে ধরিবারে চাহ দ্বিজরাজ॥ ভাড়ুদত্ত বলে কিছু বীরের সদনে। উচিত বলিতে পাছে ব্যথা পাও মনে॥ খুড়া তিন গোটা বাণ ছিল এক খান বাস। হাটে২ ফুল্লরা পাসরা দিত যাস॥ দৈব যোগে আমি যদি ছিলাম কাঙ্গাল। দেখিয়াছি খুড়া গো তোমার ঠাকুরাল॥ এমত শুনিয়া বীর ভাড়ুর বচন। লাঞ্ছিত করিয়া তারে দিল বিসর্জ্জন॥ তর্জ্জন গর্জ্জন করি ভাড়ু যায় পথে। নিমিষেকে উত্তরিল কেহ নাহি সাথে॥ যদি হরি বেটা হই জয়ন্তের নাতি। বেচাইব হাটেতে বীরের ঘোড়া হাতি॥ তবে সুশাসিত করি গুজরাট ধরা। পুনর্ব্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা॥ অনুক্ষণ চিন্তে ভাড়ু বীরের বিপাক রাজ ভেট কাচকলা নিল পুঁইশাক॥ চুপড়ি ভরিয়া নিল কদলীর মোচা। মাগোর বসন পরি ভূমে লম্বা কোচা॥ পাগ খানি বান্ধে ভাড়ু নাহি ঢাকে কেশ। কেশাইর তিলকে রঞ্জিত কৈল বেশ॥ কৈফিতের পাঁজি খান নিল সাবধানে। হরি স্মৃতি করিয়া কলম গোঁজে কানে॥ ভাড়ুর কনিষ্ঠ ভাই তার নাম শিবা। পচিশ বৎসরে তার নাহি হয় বিভা॥ ছোট ভায়ের শান্ত বাক্যে নিবারিল ক্রোধ। বিয়া নাহি হয় তার দুইপদে গোদ বলে ভাড়ু দত্ত ভাই দৃঢ় কর হিয়া। এবার মণ্ডলি পাইলে দিব তোর বিয়া॥ ছোট ভাই লইল ভেটের আয়োজন। ধিরে ধিরে ভাড়ুদত্ত করিল গমন। দক্ষিণে বিজয় হাটি বামে গোলাহাট। সম্মুখে মদন পুর সওয়া ক্রোশ বাট॥ রাজার দ্বারেতে গিয়া হৈল উপনীত। প্রণাম করিয়া ভেট এড়ে চারি ভিত॥ আইস আইস বলে সবে রাজ সভাজন অনেক দিবস নাই আইস কি কারণ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। যুড়িয়া যুগল পাণি, ভাড়ুদত্ত বলে বাণী, ক্ষিতিনাথ চরণে তোমার। দিল গোয়াও মিছা কার্য্যে, মন নাহি দেহ রাজ্যে, চোর খণ্ড না কর বিচার। কাননে বধিয়া পশু, উপায় করিত বসু, ফুল্লরা বেচিত মাংস হাটে। কোটালে পাঠাব দেশ, দেখুঁক বীরের বেশ, কালকেতু রাজা গুজরাটে॥ ভাণ্ডে পূর্ব্বে পীত বারি, এবে তার হেম ঝারি, বাটী ঘাটী থালা হেমময়। চড়ন পর্ব্বত্যা ঘোড়া, পরিধান খাসা যোড়া, ঘর বাড়ি

কুবের নিলয়॥ ভাড়ুদত্ত যত কয়, এক যদি মিথ্যা হয়, তবে কর্য্যো প্রাণিবধ। কহি আমি হিত বাণী, মন দেহ নৃপমণি, কালকেতু হয়েছে প্রচণ্ড॥ কোন দুঃখ নাহি জানি হেম ঘটে খায় পানি, নাট গীত সবাকার ঘরে। তব পুরে যেবা বসে, চলিল বীরের দেশে, না থাকিবে কলিঙ্গ নগরে॥ বীর বড় ভাগ্যবান, যথা লক্ষ্মী অধিষ্ঠান, চারিদিগে পাতরের গড়। দ্বারে বান্ধা মত্তহাতি, থাকে তার দিবা রাতি, কেবা তার হইবে নিবড় বার দেয় দণ্ড পাটে, রাজ্য করে গুজরাটে, কার ডরে নাহি করে শঙ্কা। অযোধ্যা সমান পুরী, আমি কি বলিতে পারি, সুবর্ণে জড়িত যেন লঙ্কা। স্মরিয়া তোমার গুণ, শুধিতে আইনু লুণ, বারতা জানাইবারে তরে। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, করি অম্বিকার পদ শিরে॥

ভাড়ুর বচনে কলিঙ্গ পতির দূত প্রেরণ।

পয়ার। ভাড়ুর বচনে উঠে নৃপতির রোষ। পাত্র মিত্র সবে বলে কোটালের দোষ॥ কোপে আজ্ঞা করে রাজা লোহিত লোচন। কোটাল কোটাল বলে ডাকে ঘনে ঘন॥ আসিয়া কোটাল নৃপে করিল জোহার। কোটাল বধিতে আজ্ঞা হইল রাজার॥ বলে রাজা কোটালিয়া খাও বৃত্তি ভূমি। দেশের বারতা কিছু নাহি পাই আমি॥ এক রাজ্যে দুই রাজা কোথ ও না শুনি। খতি খায়ে কির বেটা ইহা নাহি জানি। এমন কোটাল শুনি রাজার বচন। সকরুণ ভাবে কিছু করে নিবেদন॥ খলের বচনে নাহি করিহ প্রমাণ। প্রভাতে করিয়া দিব বীরের সন্ধান॥ পাত্র মিত্র সবে ধরি রাজার চরণ। দূর কৈল কোটালের নিগুড় বন্ধন॥ চাল খাড়া ছাড়িয়া যোগির কৈল বেশ। বিভূতি মাখিয়া জটা তার কৈল কেশ॥ যাত্রা কৈল কোটালিয়া শুভক্ষণ বেলা। প্রহরী যতেক পাইক সঙ্গে হৈল চেলা॥ দক্ষিণ চরণ বান্ধে লোহার শিকলে। ত্রিবঙ্ক মস্করা দণ্ড শোভে করতলে॥ কান্ধে ধরে বাঘছাল গলে সিংহনাদ। কি জানি শিবের পায় হয় অপরাধ গুজরাটে নিশাম্বর দিল দরশন। শিবের মন্দিরে কৈল অজিন আসন॥ ভিক্ষা ছলে ফেরে চেলা পুরে অষ্টদিশা। কেহ গেল বীর যথা খেলিছেন পাশা॥ মিষ্ট অন্ন পানে বীর পুরি দিল থালা। কর্পূর তাম্বূল দিল দিব্য পুষ্পমালা॥ নিশাকালে নিশাম্বর দেখয়ে নগর। পুরের সৌন্দর্য্য দেখি বিস্মিত অন্তর॥ চারিদিগে চলে যত নফর চাকর। ভ্রমিয়া বেড়ায় তারা নগরে নগর॥ শোভাময় ঘরে দেখে নেতের পতাকা। রাকাপতি বেড়ি যেন ফিরয়ে বলাকা। হাতী ঘোড়া দেখে তারা সৈন্য সেনাগণ। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ত্রিপদী। দেখিয়া নগর, ভাবে নিশাম্বর, ভাড়ু কহে সত্যবানী। গুজরাট পুরে, বীর রাজ্য করে, ইহাত না মোরা জানি॥ মণির প্রকাশ, তম করে নাশ, নিশি দিশি সম দেখি। বীরের নগরে, রজনী বাসরে, তারা চন্দ্র ভানু সাক্ষী॥ যত বসে লোক, কার নাহি শোক, সবে নানা সুখে ভাসে। সুগন্ধি চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, মাল্য শোভে কেশ-পাশে। শঙ্খ বেণী বীণা, তুরী ভেরী নানা, বাদ্য বাজে প্রতি ঘরে। হয় নাট গীত, দেখি চমকিত, মঙ্গল প্রতি বাসরে॥ গুজরাট কথা, গড় চারি ভিতা, চৌদিগে বেউড় বাঁস। অন্যের সামন্ত; নাহি পায় অন্ত, যদি ভ্রমে এক মাস॥ পাতরের জড়, পাতরের গড়, কঙ্গুরা পুরট শোভা। মধ্যে মধ্যে মণি, যেন দিনমণি, চারিদিগে করে আভা॥ নগরের নারী, যেন বিদ্যাধরী, ভূষণে ভূষিত কায়। যতেক পুরুষ, মনোহর বেশ; পীড়িত বসন্ত রায়॥ বীরের সম্পদ, দেখি ক্রুতপদ, চলিল রাজার স্থানে। কণ্ঠেতে কুঠার মাগে পরিহার, সুকবি মুকুন্দ ভণে॥

দেখিলাম গুজরাট; প্রতি বাড়ী গীত নাট, যেন অভিনব দ্বারবতী। অযোধ্যা মথুরা মায়া, নাহি ধরে তার ছায়া, যেন দেখি ইন্দ্রের বসতি। প্রতি বাড়ী দেব স্থল, বৈষ্ণবের অন্ন জল, দুই সন্ধ্যা হরি সংকীর্ত্তন। দেখিলাম অপরূপ, সুগন্ধি অগুরু ধূপ সায়ংকালে ব্যাল্লিশ বাজন॥ প্রতি ঘরে সন্ধ্যাকালে, মণিময় দীপ জ্বলে, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বীণা বাণী। কাঁসর মন্থুরি পড়া, জগঝম্প বাজে কাড়া, মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে সারি আপ্রেয়ী কালুর, স্থল, খেলে পাকা বুদ্ধি বল, গুণি জন থাকে গীত নাটে। যেন বীর রাম রাজা, দুঃখিত নাহিক প্রজা, কোন চিন্তা নাহি গুজরাটে॥ নগরে নাগর জনা, কানে লম্বমান সোনা, বদনে গুবাক হাতে পান। চন্দনে চর্চ্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু, তসর বসন পরিধান॥ পাষাণে রচিত গড়, দ্বারে মত্তহাতী বড়, নিয়োজিত চৌদিকে কামান। পদাতি সারথি রথী, কত শত সেনাপতি, সেনা তারে মহী কম্পবান॥ বীরের ঐশ্বর্য্য দেখি, অনুমানে আমি লখি, তোমারে না করে ভয় বীর। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ, কালকেতু সমরে সুধীর।

কলিঙ্গপতির সৈন্য সজ্জা।

ত্রিপদী। কালকেতু বড় ধনী, কোটালের মুখে শুনি; কোপে রাজা লোহিত লোচন আজ্ঞা দিল দণ্ডরায়, রাহুত মাহুত ধায়, চারিদিগে দুন্দুভি বাজান। কলিঙ্গ নৃপতি সাজে ব্যাল্লিশ বাজনা বাজে, গজ ঘণ্টা সাজে উতরোল। সাজ সাজ ডাক পড়ে, রাহুত মাহুত লড়ে, কলিঙ্গে উঠিল গণ্ডগোল। শত শত মত্তহাতী, কত শত সেনাপতি শুণ্ডে বান্ধে লোহার মুদ্গর। মাহুত হাতির পিঠে, শেল শূল শক্তি আঁটে, গগণে পুরয়ে আড়ম্বর। চারি চারি মহাশয়, রথেতে জুড়িয়া হয়, মহারথী ধায় সারি সারি। ভিন্দিপাল খরসাণ, তবক বেলক বাণ, ভূষণ্ডি তাম্বুর গদাধারী। নব লক্ষ ফিরে ঢাল, ধাইল মদ্দল পাল, ঘন ঘন ঢাল খাড়া লোফে। দুঃসহ সেনার ভরে, ক্ষিতি টল মল করে, ফণি পতি আদি নাগ কাঁপে। আশীগণ্ডা বাজে ঢোল, তের কাহন সাজে কোল, কাড় ধরে তিন তিন কাঠি। পরিধান পীতধড়ী, মাথায় জালের দড়ী, অঙ্গেতে লেপয়ে রাঙ্গামাটি বাজন নূপুর পায়, বীর ঘটা পাইক ধায়, রায়বাঁশ ধরে খরসান। সোনালি টোপর শিরে, ঘন সিংহনাদ পুরে, বাঁশে দোলে চামর নিশান॥ চতুরঙ্গ বল ধায়, পদ ধূলা উড়ে বায়, তিরোহিত হয় দিননাথ। রাজার চরণ ধরি, বলে পাত্র অধিকারী, মাথায় করিয়া যোড় হাত॥ কোন ছার কালকেতু, আপনি তাহার হেতু, কেন রায় করিবে প্রয়াণ। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।

রাজ কুমারের যুদ্ধে গমন।

পয়ার। পাত্রের বচনে রহে কলিঙ্গ ভূপতি। আগুদলে যুবরাজ ধায় লঘুগতি॥ ডানি দিকে ধাইল কোটাল ভীম মল্ল। রাজার জামাতা ধায় নামে বীর মল্ল। সাজ২ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া। আগু দলে ধায় গজ পর্ব্বতীয়া ঘোড়া॥ রণ সিংহ রণ ভীম ধায় রণ ঝাটা। তিন ভাই তিরে বিন্ধে দিয়া চুনের ফোটা॥ পাইকের প্রধান তিন ভাই আগুদল। বাণ বৃষ্টি করে যেন মেগে ফেলে জল॥ রাজ পুরোহিত চলে বিষম করাল। হয় বলে আগুদলের রাঘব ঘোষাল॥ তবক বেলক টাঙ্গি কামান কৃপাণ পৃষ্ঠদেশে তূণেতে পূর্ণিত শোভে বাণ॥ পথে২ বিভাগ করিয়া নিল ঠাট। চারিদিকে বেড়িল নগর গুজরাট। আগুলিল সম্মুখে বীরের দিয়া চর। বিরচিল পাঁচালি মুকুন্দ কবিবর॥

ত্রিপদী। সভা মাঝে বসিয়া; দশ দশ বলিয়া, মহাবীর পাশা খেলে। হেন সময়ে চর, যুড়িয়া দুই কর, সচকিত হয়ে বলে॥ দেখ বাহির হয়ে, চারি দিক জুড়িয়ে

আইসে কাহার ঠাট। হেন লয় মোর মতি, কলিঙ্গ নৃপতি, আসি বেড়িল গুজরাট॥ ভীষণ অতি বড়, আইল গজ ঘোড়, সিন্দূরে মণ্ডিত মাতা। সিন্দূর্য্য মেঘনাদ, আইসে ক্রতপদ, গগণ ছাড়িয়া হেথা॥ দেখেছি নিকটে, শত শত কপাটে, কামান আছে থরে থর। হয় গজ রব শুনি, কাঁপিছে মেদিনী, ঘোরতর আড়ম্বর॥ কারবর ঘটে, শোণিত উঠে, দেখিয়া লাগয়ে ডর। দেখিয়া সন্ধান, করি অনুমান, আইসে কলিঙ্গ নৃপবর॥ বাদ্যের নাহিক সীমা, দুন্দুভি বাজে দামা, ঘন বাজে শিঙ্গা কাড়া। শুনি বাজে ঢোল, চারিদিকে রোল, ডিম ডিম বাজেয়ে পড়া॥ শত শত বাজে ঢাক, পাইক ধায় লাখে লাখ, কার কেহ না শুনে বাণী। রায় বাঁশো তবকী, করি কাল ধানুকী, শ্রবণে কলকলি শুনি॥ গজ হয় পদাতি, সেনার ধূলি অতি, তিরোহিত হৈল ভানু। মমতা করি দূর, ছাড়হ এই পুর, শরণ করহ সানু॥ চর মুখে ভাষ', শুনিয়া পাসা, ফেলিয়া মহাবীর সাজে। শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন, চণ্ডীর চরণ সরোজে॥

অথ কালকেতুর রণ সজ্জা।

ত্রিপদী। সাজিল রে মহাবীর, বিষম সমর ধীর; চর দেয় নগরে ঘোষণা। শত শত শিনি পড়ে, রাহুত মাহুত নড়ে, শুনি ধায় পুর সর্ব্বজনা॥ বীর ধটি পরিধান, কোপে বীর কম্পবান, কনক টোপর শোভে শিরে। যুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম, গায়ে আরোপিল বর্ম্ম, দুই দিগে কাছে যমধরে॥ দোয়াড় ছেয়াড় বাণ, করবাল খরসান, ভুষণ্ডি ভাস্বুর চক্রবাণ। যেই দিগে চাহে বীর; কোপ দৃষ্টি অতি ধীর, কোকনদ রুচির বয়ান॥ রাম বসে বাম ভাগে, শমন শরের আগে, করাল ভৈরব দুই ভুজে। শিঞ্জিনীতে বসে শেষ, ভৈরব উন্মত্ত বেশ, যতক্ষণ মহাবীর যুঝে॥ ধায় পাইক চাপা তাল, ঢালে বান্ধে উরমাল, পায় বাজে কনক নুপুর। কোন পাইক সিংহ রায়, রাঙ্গাধূলি মাখে গায়, নরসিংহ পাইকের ঠাকুর। ধাবার পাতর বাড়, জোড়ে খর চেয়াড়, বাঁশে বান্ধে হাঁড়িয়া চামর। রণ মাঝে দেয় হান, বাহু যুলে বান্ধে বাণ, খেদাবাগ রণে অকাতর॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

কালকেতুর যুদ্ধারম্ভ।

পয়ার। পূর্ব্ব দ্বারে রহিল কোটাল ভীমরথ। রাহুত মাহুত রহে আর সেনা শত॥ নিয়োজে বিশাল নামা দুয়ার দক্ষিণে। যার কোলাহলে লোক কিছুই না শুনে॥ রহিল পশ্চিম দ্বারে সৈদ ওমর গাজী। যাহার ভিড়নে রহে ঘোস শত তাজী॥ উত্তর দুয়ারে রহে বলাগণ খানা। রণে ভঙ্গ দেয় সেনা শুনিয়া বাজনা॥ চারি দিগে রাহুত মাহুত শত শত। গুজরাটে সেনাগণ আগুলিল পথ॥ এমন সময়ে সাজে ব্যাধের নন্দন। প্রদক্ষিণ হয়ে বন্দে চণ্ডীর চরণ॥ অষ্ট তণ্ডুল দুর্ব্বা চণ্ডীর প্রসাদ। মস্তকে ধরিয়া যুদ্ধে চলিলেন ব্যাধ॥ পশ্চিম দুয়ারে গিয়া দিল দরশন। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ত্রিপদী। বীরবালা দুই ভুজে, বীর কালকেতু যুঝে, পশ্চিম দুয়ার দিল হান॥ রাহুত মাহুত পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে, খর বহে রুধিরের খানা॥ বায়ু বসে পত্র ভাগে; শমন শরের আগে, করাল ভৈরব দুই ভুজে। সিঞ্জিনীতে বসে শেষ, ভৈরব উত্তম বেশ, যতক্ষণ মহাবীর যুঝে॥ শ্রীকালকেতুর বোলে, যুঝে দানা রণ স্থলে, উলটি পালটি দেয় হানা। বাণ বৃষ্টি করে বীর, মেঘ যেন বর্ষে নীর, খর বহে রুধিরের ফেণা॥ রাজ সেনা বীর হানে, মেলিয়া যোগিনী সনে, কৌতুকে গাঁথয়ে মুণ্ডমালা। রণে অলক্ষিত হয়ে, চৌষট্টি যোগিনী লয়ে, উরিলেন সর্ব্বমঙ্গলা॥ রাজদলে দিতে হানা, ধায় বোল কোটি দানা, চণ্ডীর আদেশ ধরি শিরে। আনন্দে তরল মনা, পিয়ে

রুধিরের পানা, কালকেতু সনে রণে ফিরে ॥ চৌদিকে রাজার ঠাট, ঘন ডাকে কাট কাট, পরাক্রমে বীর নাহি টুটে। অম্বিকার বর পায়, বীরের পাষাণ কায়, শেল টাঙ্গি অস্ত্র নাহি ফুটে ॥ যারে বাণে নাহি রাখে, বাণ এড়ে ঝাঁকে২, ভীম মল্ল রাজসেনাপতি। আনন্দে তরল মনা, আধ পথে লোফে দানা, মহাবীর রণে অব্যাহতি ॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

চৌদিকে ধাঁধাঁ, বাজয়ে দামাম; তবকি তবকে রোল। পাইক দেয় উড়া পাক, ঘন বাজে জয়ঢাক, কারো কেহ নাহি শুনে বোল ॥ ডিম ডিম ডম্বুর, পুরয়ে অম্বর, নানা শব্দে বাজে জগঝম্প। বাজয়ে শানি, রণজয় বেণী, গুজরাটে উঠিল কম্প ॥ কোটাল বীরবর, এড়য়ে ঘন শর, মেঘে যেন পাণি পসলা। ঠেকয়া বীর গায়; বাণ পাছুইয়া যায়; পুষ্পের যেমন মালা ॥ কোটাল আগুদল, ধায় গজবল, লোহের মুদ্গর শুণ্ডে। হানিয়া বীরবর, করিল জর্জ্জর, শোণিত নিকলে তুণ্ডে ॥ ধরিয়া সে রণে; তুরঙ্গ চরণে, মাতার তুলি দিল নাড়া। ছিণ্ডিল তুণ্ড, ভাঙ্গিল মুণ্ড, হাতে রহিল ফড়া ॥ বীরবর লম্ফে; বসুধা কম্পে, অষ্ট কুলাচল ফিরে। ফণিগণ ছাড়িল, মণিগণ পড়িল, ফণিপতি মাথা ঘুরে ॥ বীরের বিক্রম, দেখিয়া নিরুপম, নৃপতি সেনা দেয় ভঙ্গ। শ্রীকবিকঙ্কণ, গীত বিরচন; দ্বিজবর নৃপতির রঙ্গ ॥

অথ রাজসেনাদিগের ভঙ্গ।

পয়ার। রাজসেনা ভঙ্গ দিল ভাঁড়ু ভাবে দুঃখ। পলায় রাজার সেনা না হয় সম্মুখ ॥ পণ্ডিজন রৈল মোর পাপ গুজরাটে। গলিত কাঁকুড়ীপ্রায় মোর বুক ফাটে ॥ চিন্তিয়া চিন্তিত ভাঁড়ু বিক্রমে বিশাল। নিষ্ঠুর বচনে বলে তর্জ্জিয়া কোটাল ॥ সেনাপতি সমস্ত সামন্ত বিদ্যমান। বীর ধরিবার তরে তুমি নিলা পান ॥ বীর স্থানে লক্ষ তঙ্কা খাইলে কি ক্ষতি। ভাঁড়ুদত্ত জীয়ন্তে পালাবে বেটা কতি ॥ গাছ দাগে ডাল ভাঙ্গে লোকে করে সাক্ষী। ভাঁড়ুর বচনে লাগে কোটালের ভেল্কী ॥ কোটাল ভাঁড়ুর বোলে গুজরাট বেড়ি। মার মার বলিয়া দামামায় পড়ে বাড়ী ॥ সমর করিতে পুনঃ আইসে কালকেতু। ফুল্লরা বুঝায় তারে জীবনের হেতু ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ।

ত্রিপদী। প্রাণনাথ শুনহ আমার উপদেশ। হারিয়া যে জন যায়, পুনরপি আইসে তায়, হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ ॥ যদি আশে জীতে আশা, ত্যজিয়া দেশের বাসা, প্রাণ লয়ে চল মহাবীর। আজি পূর্ণ হৈল কাল, সাজে আইল মহীপাল, তার রণে কেবা হয় স্থির ॥ নখর রঞ্জিত খুর, নাহি কাটে তালতরু, ফুল্লরার শুনহ আশ্বাস। আমি কহি উপদেশ, [illegible] না ছাড়িয়া দেশ, রামায়ণে শুন ইতিহাস ॥ সুগ্রীবে জিনিয়া রণে, দয়ায় রাখিল প্রাণে, আরোপিয়া হৃদয়ে পাষাণ। বিষম সমর বীর, কিষ্কিন্ধ্যা আইল বীর, জয় ঘণ্টা বাজয়ে নিশান ॥ সুগ্রীব পলাইয়া যায়, আশ্বাসিয়া রাম তায়, সখা ভাবে রহে ঋষ্যমুখে। সুগ্রীব রামের তেজে, বালির দুয়ারে গর্জ্জে, ধায় বালি রণ অভিমুখে ॥ কান্দিয়া এমন কালে, চরণে ধরিয়া বলে, পতিব্রতা বালির রমণী। আমি করি নিবেদন, আজি না করিহ রণ, হেতু কিছু আমি মনে গণি ॥ যে জন তোমার ভয়, রাজপাটে স্থির নয়, সেই জন দ্বারে দেয় ডাক। হেন লয় মোর মনে, কোপে রাজা আইল রণে, ছলে পাছে পাড়য়ে বিপাক ॥ তারে বিড়ম্বিল বিধি, না মানে জায়ার বুদ্ধি, সমরে পড়িল রাম শরে। ফুল্লরার কথা শুনি, হিতাহিত মনে গণি, লুকাইল বীর ধান্য ঘরে ॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

লইয়া রাজার ঠাট, বেড়ে পুর গুজরাট, কোটাল ভাবয়ে মনে মন। নাহি শুনি সিংহাকাড়া, না পাই বীরের সাড়া, ইথে কিছু আছয়ে কারণ॥ শঙ্কা করিয়া মনে, নাহি রহে এক স্থানে, নিরীক্ষণ চঞ্চল লোচন। লুকাইয়া রৈল ব্যাধ, পাছে পড়ে পরমাদ; এই চিন্তা করে মনে মন॥ দেয় কোটাল লাপ ঝাঁপ, অন্তরে হয়েছে কাঁপ, আশ্বাস করয়ে সেনাগণে। ধরি সব কালকেতু, নাহি ভয় তার হেতু, একাকী জিনিব তারে রণে॥ আপনা বুঝিতে নারে, পরকে প্রবোধ করে, ভয়ে অঙ্গ পলকে পুঁটল। চলিতে না চলে পা, বদনে না সরে রা, তরাসে কোটাল ক্ষীণবল॥ যদি উচ্চ স্থান পায়, সত্বর উঠিয়া তায়, দশ দিক করে নিরীক্ষণ। উভয়ে করিয়া স্তুতি, গুজরাটে দেয় মতি, নিবারয়ে বাদ্য বাজন॥ স্মরয়ে কোটাল ধর্ম্ম, কেন হেন কৈনু কর্ম্ম, মনে ভাবে সংশয় জীবন। কালকেতুর ভয়, লুকাইয়া কেহ রয়; ছলা করি রহে কোন জন॥ কোটালের ভয় দেখি, ভাঁড়ূদত্ত মনে দুঃখী, কহে তারে বিশেষ উপায়। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্দ; শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

কালকেতুর সন্ধানে ভাঁড়ুর গমন।

পয়ার। বাহির গড়ে রহে সবে সাজন করিয়া। মোর যুদ্ধে মহাবীরে আনিব বান্ধিয়া॥ মোর সঙ্গে দেহ তুমি একটি ব্রাহ্মণ। তার হাতে দেহ পান কুসুম চন্দন॥ রাজা দিয়াছেন পান তোমার প্রসাদ। এমন বলিয়া আমি ভাণ্ডাইব ব্যাধ॥ ছল বুদ্ধে জানে আসি বীরের চরিত্র। সাড়া নাহি দেয় বীর করে কোন রীত॥ আপনার দলে তুমি থাক সাবহিতে। বীরের দেখিয়া কার্য্য আসিব ত্বরিতে। তব সহ মন্ত্রণা করিলাম দুই দণ্ড। ইহার অধিক হইলে হইবে প্রচণ্ড॥ ভাড়ূর যুকতি লাগে কোটালের মনে। আপন ব্রাহ্মণে দিল ভাড়ূদত্ত সনে। ব্রাহ্মণ সহিত চলে ভাড়ূ সচকিত। বীরের দুয়ারে গিয়া হৈল উপনীত॥ এক দুই তিন দ্বারে ভাড়ূদত্ত যায়। দুয়ারী প্রহরী সবে দেখিতে না পায়॥ সভয় হইয়া গেল চারি পাঁচ দ্বার। বীরের ঐশ্বর্য্য দেখি বিবিধ প্রকার॥ সপ্তম মহলে দেখে ফুল্লরা সুন্দরী। আগে পাছে বসিয়াছে পাঁচ সহচরী॥ খুড়িং বলি ভাড়ূ করিল জোহার। অঞ্জলি করিয়া কহে কপট প্রকার॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। শুনগো শুনগো খুড়ি, যত কার্য্য ছিল দেড়ি, করিলাম সব সমাধান। খুড়া মোর কোথা গেলা. এই শুভক্ষণ বেলা, লউন আসি নৃপতির পান। না করিয়া নিবেদন, কাটিয়া গুজরাট বন, সেই হেতু নৃপতির রোষ। বীরের পাইকলা দেখি, নৃপতি হইল সুখী, বীর প্রতি রাজার সন্তোষ॥ বীরের ধনের বাদ, বড় ছিল পরিবাদ, দুষ্টেতে কহিল রাজস্থানে। করিয়া অনেক ন্যায়, ঘুচাইলাম সব দায়, ভয় কিছু না করিহ মনে॥ রাজা হয়ে সসন্তোষ, ক্ষমিলা সকল দোষ, বীরকে করিবে সেনাপতি। গুজরাট যায় গিরি, আর দিবে মধুপুরী, এবে তুমি [illegible] ভাগ্যবতী॥ আমার বচন শুন, খুড়াকে ডাকিয়া আন; আর কিছু না করিহ শঙ্কা। নিজ যদি পর হয়, বিপক্ষের করি ভয়, বিভীষণ নাশ কৈল লঙ্কা॥ রথ রথী ঘোড়া হাতী; আর যত সেনাপতি, বীর হইবে সভার প্রধান। পান দিয়াছেন হাতে; ব্রাহ্মণ আসেছে সাথে; অবিলম্বে করিতে প্রয়াণ॥ বীরের প্রাণ সমা তুমি, তাঁহার সেবক আমি, মনে কিছু না ভাবিও আন। খুড়া কৈলে অপমান, নাহি করি বিজ্ঞাপন, তার কার্য্যে আমি সাবধান। ঠকের মধুর বাণী, এক চিত্তে রামা শুনি, ধান্য ঘরে করে নিরীক্ষণ। সুচতুর ভাঁড়দত্ত; বুঝিল কার্য্যের তত্ত্ব. বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কালকেতুর বন্ধন।

পয়ার। ভাড়ূদত্ত বিলম্বেতে কার্য্য সিদ্ধি গণি। কোটাল বীরের পুরী ঘেরিল

ভখনি ॥ শুনিয়া বৃত্তান্ত বীর হয়ে রোষান্বিত। বিপক্ষ পক্ষের মধ্যে হৈল উপনীত ॥ এক দিগে একাবীর হানে লাখে লাখে। কোটালের তুরঙ্গম সৈন্য অন্য দিকে। কৈলাসে গিরীন্দ্রসুতা স্মরি পূর্ব্বকথা। ডাকি পদ্মাবতীকে কহেন বিশ্বমাতা ॥ বীরের শাপের কাল হৈল অবসান। আমি স্বর্গে গেলে ইন্দ্র করে অভিমান ॥ বিংশতি বৎসর হইল কাল নাহি আর। ইহার ভিতরে করি পুজার প্রচার ॥ এমন বিচার চণ্ডী করি পদ্মাসনে। বীরের অঙ্গের বল হরিল সেই ক্ষণে ॥ চতুরঙ্গ দলেতে কোটাল বীরে বেড়ে। সৈন্য ঠেলাঠেলিতে ভূমিতে বীর পড়ে ॥ দশ বিশ জন যেনি ধরে এক হাত। বীরে ধরি কোটাল স্মরয়ে বিশ্বনাথ। গজের শিকল দিয়া বান্ধে মহাবীর। হাতে হাতকড়ি দিল গলায় জিঞ্জির ॥ কোটালের হৃদয়ে উরিলেন মহামায়া। বন্দী করি মহামায়া বড় হৈল দয়া ॥ এমন সময়ে আসি ফুল্লরা সুন্দরী। গলায় কুঠারী বান্ধি করেন গোহারি। না মার না মার বীরে শুনহে কোটাল। গলার ছিঁড়িয়া দিব শতেশ্বরী হার ॥ না করি তস্কর বৃত্তি না হই ডাকাতি। দুঃখ দেখে ধন দিয়া গেলেন পার্ব্বতী ॥ গো মহিষ ধান্য লহ অমূল্য ভাণ্ডার। নফর করিয়া রাখ স্বামীকে আমার ॥ দেহ কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ। সর্ব্বস্ব লইয়া রাখ বীরের পরাণ ॥ বিচার করিয়া দেখ দোষ নাহি করি। নিজ ধন দিয়া চণ্ডী বসাইল পুরী ॥ কারো নাহি লই রাজকর এক পণ। মলিয়া গণিয়া লহ যত আছে ধন ॥ নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ। অসি ঘাত করি আগে ফুল্লরারে হান ॥ তবে সে করিবে তুমি বীরে প্রাণ দণ্ড। পিতৃ পুণ্যে জ্বালি মোর দেহ অগ্নিকুণ্ড ॥ কুঞ্জর না দিয়া লহ যত আছে ধন। এই বার রক্ষা কর বীরের জীবন ॥ ঘোড়াশালে ঘোড়া লহ হাতিশালে হাতি। লহ মোর যত আছে সৈন্য সেনাপতি ॥ ফুল্লরার বিনয় শুনিয়ে নিশীশ্বর। মধুর বচনে তারে দিলেন উত্তর ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

কালকেতু লইয়া সৈন্যগণের কলিঙ্গে গমন।

পয়ার। শুন শুন মোর বাক্য ফুল্লরা সুন্দরী। আমার শকতি বীরে রাখিতে না পারি ॥ পরের অধীন আমি নহি স্বতন্তর। লঘু দোষে গুরু দণ্ড করে নরেশ্বর। কহি গো তোমারে আমি স্বরূপ বচন। রাজারে কহিয়া বীরের রাখিব জীবন ॥ প্রবোধ না মানে রামা কান্দয়ে ফুল্লরা। বীরে ধরি আনিতে কোটাল করে ত্বরা। হাতে হাতকড়ি দিল গলায় জিঞ্জির। চরণে ডাডকা দিয়া তোলে মহাবীর ॥ চৌদিগে বেড়িয়া সেনা চলিল সত্বরে। মহাবীরে বান্ধি তোলে কুঞ্জর উপরে ॥ দিন অবশেষে কোটাল প্রবেশে কলিঙ্গে। দেখিতে কলিঙ্গ বাসী ধায় বড় রঙ্গে ॥ বার দিয়া বসিয়াছে কলিঙ্গ ভূপাল। ডানি দিকে পুরোহিত বিজয় ঘোষাল। বামদিকে মহাপাত্র নরসিংহ দাস। সম্মুখেতে পাঠ সিংহ পড়ে ইতিহাস। রাজার সম্মুখে বসে সুপণ্ডিত ঘটা। পরিধান দিব্য বাস ভাল যুড়ে ফোটা ॥ নৃপতির ছয় পুত্র আঠার ভাগিনা। গুণি জন গায় গীত বাজাইয়া বীণা ॥ চারি দিকে রাহুত মাহুত সেনাপতি। মহালা করয়ে গজ তুরঙ্গ পদাতি ॥ সবাকার অধিপতি নৃপতির মামা। সভায় বসিয়া শুনে কোটালের দামা ॥ বিচার করয়ে তারা লয়ে সভাজন। হেন বুঝি কোটাল জিনিয়া আইসে রণ ॥ এমন সময়ে তথা আইল নিশাপতি। বীর ভেট দিয়া নৃপে করিল প্রণতি। বীর দেখি কোপে রাজা লোহিত লোচন। ভীষণ সভায় কিছু বলেন বচন ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

কলিঙ্গ নৃপতির সহিত কালকেতুর কথোপকথন।

কোন দেশে নিবাস নিবাস কোন গ্রাম। তোমার দেশের রাজা তার কিবা নাম। কেবা তথা মহাপাত্র কেবা অধিকারী। এত তেজ ধর ব্যাধ কার আজ্ঞাকারী। আমারে না চেন ব্যাধ হইয়া প্রবল। অচিরাতে পাবে তুমি তার প্রতিফল। বীর কহে শুক্ল-

রাটে নিবাস চণ্ডীপুর। আমার দেশের রাজা মহেশ ঠাকুর॥ আমি তথা মহাপাত্র চণ্ডী অধিকারী। তাঁর তেজ ধরি আমি তাঁর আজ্ঞাকারী॥ অবিচার করি রায় মোরে কর রোষ। পরিণামে জানিবা ব্যাধের নাহি দোষ॥ কোন সাধুজন বধ পাইলে বহু ধন। গোচর না করি মোরে কাটাইলে বন॥ ধনের গৌরবে বেটা কর পরিহাস। কতেক আমার সৈন্য করেছ বিনাশ॥ ছুইতে নিষেধ বেদে অতি হীন জাতি। সভা মাঝে বসিয়া কথার দেখ ভাতি॥ কোন সাধুজনে আমি নাহি করি বধ। ধন দিয়া চণ্ডী মোর বাড়ায় সম্পদ॥ তাঁহার আদেশে আমি কাটিয়াছি বন। তাঁর ধন ব্যয় করি বসাইনু জন॥ মোর বাক্য অবধান কর নৃপমণি। ইহা ভাল মন্দ জানে হেমন্ত নন্দিনী। বিরিঞ্চি মরীচি প্রজাপতি পুরন্দর। ধ্যানেতে চরণ যাঁর না পায় অমর॥ নীচ জাতি ব্যাধকে চণ্ডিকা দিল ধন। এমন কথায় তোর বিশ্বাসে কোন জন॥ অবিলম্বে এই ব্যাধে দেহ গঙ্গজলে। এমন বচন যেন কেহ নাহি বলে॥ কেহ যদি গঙ্গজলে নিবারিতে নারি। ইহা ভাল মন্দ জানে হেমন্ত ঝিয়ারি॥ সপিল আপন তনু চণ্ডিকার পায়। তোমার তাড়নে কালকেতু না ডরায়॥ অবধান কর রায় করি নিবেদন। জনম হইলে হয় অবশ্য মরণ। রাজার আদেশে পাত্র কুঞ্জর আনায়। চরণে ধরিয়া কিছু পাত্র নিবেদয়॥ রচিল মধুর পদ ইত্যাদি।

পাত্র মিত্র পণ্ডিত নরপতি। কালকেতু বধিতে না দেয় অনুমতি॥ রাজার তর্জ্জনে ব্যাধ নাহি করে ভয়। দেবের অভয় তারে আছয়ে নিশ্চয়॥ চণ্ডীর চরণ বিনা নাহি ভাবে আন। বীরকে বধিতে রায় না দেয় বিধান॥ সবার বচনে রাজা না বধিল বীরে। বন্দি করি থুতে আজ্ঞা দিল কারাগারে॥ দশ বিশ পোতামাঝি বীরে লয়ে ধায়। এক মুখ ঘর খানে প্রবেশ করায়॥ সওয়া ক্রোশ ঘরখান একটি দ্বার। দিনে দুই প্রহরে তাহে ঘোর অন্ধকার॥ প্রবেশ করায় তারে আন্ধারিয়া কোনে। উপবাসী বন্দী তথা আছে প্রাণ পণে॥ বন্দী দেখি মহাবীর বলে ভাই২। ওসার ব্যাধেরে দেহ এক টুকি ঠাঁই॥ ছাড়ি দিল মহাবীরে করি উভ মুখ। চারি দিগে পোতামাঝি দিল ভূষর খুণ্ড। জটে দড়ি দিয়া টানি বান্ধে মহাবীরে। হাতে হাতকড়ি দিল গলায় জিঞ্জিরে॥ বুকে তুলে দিল পাঁচ সাঙ্গের পাতর। পাতর চাপানে বীর করে থর থর॥ মনে ভাবে মহাবীর একি পরমাদ। ফুল্লরা স্মরণ করি করয়ে বিষাদ। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। কান্দে বীর ফুল্লরার মোহে। দাবানল জিনি শ্বাস, মুখে গদ গদ ভাষ, জল শয্যা লোচনের লোহে॥ তোর বাক্য না শুনিনু, চণ্ডীর অঙ্গুরী নিনু, আপনার মস্তক খাইয়া। সুখেতে থাকিতে বিধি, বিড়ম্বিল দিয়া নিধি, কেবা মোরে নিবে উদ্ধারিয়া॥ যেই কালে মহেশ্বরী, মনোহর বেশ ধরি, রয়ে ছিল আমার কুটীরে। তোর নিনু অনুত্তর, আপনি যুড়িনু শর; এই হেতু ছাড়িল আমারে॥ মরিলাম কারাগারে, তোমা সমর্পিব কারে, ফুল্লরা হইল অনাথিনী। মাংস বেচিতাম ভাল, এবে সে পরাণ গেল, বিবাদ সাধিল কাত্যায়নী॥ কুলিতার ধনু খান, ছিল গোটা তিন বাণ, আছিলাম আপনার দম্ভে। কেবা চাহে সম্পদ, ধন দিয়া কৈল বধ, ভগবতী আমারে বিড়ম্বে। স্মরয়ে চণ্ডীর মন্ত্র, পূজার বিধান তন্ত্র; মনে মনে পূজে ভগবতী। করিয়া বিবাদ মতি; মহাবীর করে স্তুতি, হৃদয়ে ভাবয়ে আদ্যাশক্তি। মহামিশ্র ইত্যাদি।

কালকেতু কর্তৃক চৌত্রিশা স্তব।

পয়ার। কহিছে কালীকে কালকেতু রক্ষা তরে। কৈলাস ছাড়িয়া মাগো উর কারাগারে। কাল কান্তি কপালিনী কপাল কুন্তলা। কালরাত্রি কুক্কুমুখি কত জান কলা॥ কলিকালে কালুর কলুষ কর নাশ। কলিজে কপট করি রাখ নিজদাস॥ স্তব

ধন হেতু কালী তব ধন হেতু। কঠিন কলিঙ্গ যায় বধে কালকেতু। খরতর রাজা গো যেমন খুরধার। খণ্ড খণ্ড কলেবর করিল আমার॥ এ খেদ খণ্ডন করি খলে কর নাশ। খণ্ডিবা সকল দোষ রাখ নিজ দাস॥ গিরিজা গণেশ মাতা গতি সবাকার। গোকুল রাখিলা গোপকুলে অবতার॥ গহন নিগড়ে মাতা দগধে শরীর। গলিত করহ মাতা গলার জিঞ্জির॥ ঘোররূপা ঘোরতপা ভীষণ ঘোষণা। ঘন রব কৈলা রণে ঘণ্টার বাজনা॥ ঘন শ্বাস বহে মুখে বহে কালঘাম। ঘরের সেবকে মাতা স্মরে তব নাম॥ চঞ্চলা চেতনা মাতা চ ল্লশ বন্ধনে। চোরের চরিত্র হৈল চণ্ডিকার ধনে॥ চণ্ডী চণ্ডবতী মাতা চণ্ড কর দূর। চরণ সরোজে স্থান দেহ মা কালুর। ছল ধরি রাজাগো ধনের ছলে বান্ধে। ছলে ধন দিয়া বধ বিনা অপরাধে॥ ছেদন করিবে মাতা তব ধন ছলে। ছায়া করি রাখ নিজ চরণ কমলে॥ জগত জননী জয়া জগত বন্দিনী। জন্ম জরা মৃত্যু হরা জয়ন্তী জননী॥ জটাজুটবতী জয়া জাতি শিরোমণি। জীবের জীবন জনার্দ্দন সহায়িনী ঝোপ ঝাপে বধিতাম যত পশুগণ। ঝকড়া বিহীন ছিল ব্যাধের নন্দন॥ ঝলকে ঝলকে জল ঝরিছে নয়ন। ঝটিতি করহ মাতা ঝকড়া মোচন। টানা টানি করে চুলে ধরিয়া কোটাল। টঙ্গ টাঙ্গি হানে কেহ কেহ করবাল। টিটকারি টকর হইনু পরাজয়ী॥ টঙ্করিয়া দুঃখ দূর কর কৃপাময়ি॥ ঠাকুরাণী হয়ে দাসে দিলে গো শরণ। ঠাকুরালি দিয়া মাতা বধ কি কারণ। ঠন ঠন করিয়া রাজার ঠাট বিন্ধে। ঠাঁই দেহ ঠাকুরাণি চরণার বিন্দে॥ ডাকিনী হাকিনী মাতা ডম্বুর রূপিণী। ডম্বুর মধ্যমা মাতা ডিম ডিম বাদিনী ডাকা নাহি দেই গো ডাকাতির নহি সাক্ষী॥ ডরে প্রাণ ডোল হৈল রক্ষ ভগবতী। ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি নাহি আখেটীর জাতি। ঢোল ঢঙ্গা নাহি করি পরের যুবতী॥ ঢেকা মারি লয় প্রাণ শত শত জন। ঢালিনু তোমার পায়ে আপন জীবন॥ ত্রিগুণা ত্রিবিধা তারা ত্রিলোক তারিণী। ত্রিপুরা করহ ত্রাণ ত্রিপুর নাশিনী॥ ত্বরিত তারহ তারা তাপিত তনয় ত্রাণ হেতু ত্রিলোকেতে আর কেহ নয়। থর থর করে প্রাণ পাতর চাপানে। থুইলা কলঙ্ক মাতা এতিন ভুবনে॥ থাকিয়া রাজার আগে বন্ধ কর দূরে। স্থিতি কর আরবার গুজরাট পুরে॥ দুর্গাহ পরা তুমি দক্ষের দুহিতা। দনুজ দলনী দয়াবতী বেদমাতা॥ দুর্জ্জয়া দক্ষিণা কালী দুরিত নাশিনী। দুঃখি দাসে কর দয়া দুঃখ বিমোচনী॥ দূর কর দুঃখ মোর অকাল মরণ। দুর্জ্জয় সাগরে দুর্গা করহ রক্ষণ॥ ধীষণা ধারিণী ধৃতি ধ্যান ধারিণী। ধরণী ধরিত্রী ধাতা ধরের নন্দিনী॥ ধরিয়া ধনের দায় ধরাপতি বান্ধে। ধন দিয়া বধ কর বিনা অপরাধে॥ নিশুম্ভ নাশিনী নীলা নীল পতাকিনী। নির্গুণা নির্ভয়া মাতা নিদ্রা সনাতনী॥ নমো২ নারায়ণি নগেন্দ্র নন্দিনী। নৃপতি নিবাসে ভয় ভাঙ্গহ ভবানি॥ নন্দ গোপ সুতা হয়ে রাখিলা গোকুল। নৃপতি নিবাসে আসি হও অনুকুল॥ পশুপতি প্রজাপতি পুরুষ পুরাণ। পদ্মযোনি প্রিয়া দেবী পার্ব্বতী আখ্যান প্রজাপতি প্রতিদিন পূজা করে তোমা। পশু সম শিশু আমি কি জানি মহিমা। প্রণত বৎসলা তুমি পরম মঙ্গলা। পাদপদ্মে দেহ স্থান সেবক বৎসলা॥ ফাফর হইনু মাতা ফণির তরাসে। ফিরিতে না পারি কাল বন্ধনের বিষে॥ ফাস দিয়া বধিলাম পশুগণ বনে। ফুল্লরা বেচিত মাংস প্রতি নিকেতনে। ফণিফণামণি দিয়া ফের দিলা মোরে। ফাফর হইয়া পাছে সে ফুল্লরা মরে॥ বুদ্ধিরূপা বুদ্ধিহরা সংসার বন্দিনী। বন্ধ দূর কর মোর বন্ধন হারিণী। ভয়ঙ্করা ভয় হরা ভৈরবী ভারতী। ভয়ঙ্কর স্থানে রক্ষা কর ভগবতী॥ ভদ্রকালী ভূপালিনী ভ্রমরী ভীষণী। ভূপতি ভবনে ভয় ভাঙ্গহ ভবাণী॥ মৃগাঙ্ক মুকুট মণি মস্তক মালিনী। মহিষ মর্দ্দিনী মধু কৈটভ নাশিনী। মহেশ মোহিনী মন্দমরালা গমণা। মহামায়া মহেশ্বরী মহেন্দ্র মাননা॥ যজ্ঞরূপা যুগন্ধরা যজ্ঞ বিনাশিনী। যশোদা নন্দিনী জয়া যমুনা যামিনী॥ যমের যাতনা হৈতে বড়ই যাতনা। যশো গাই যদি মম পুরাও বাসনা॥ রঙ্গ হয়ে রয়ে ছিনু রক্ত বধে রত। রত্ন দিয়া রঙ্গ রস করিলা

মোহিত॥ রাজাসনে বশ কৈলে রক্ষা নাহি আর। রঙ্গিনী করহ রক্ষা হবে সে উদ্ধার॥ লুঠ গেল ঘর দ্বার লণ্ড ভণ্ড গারি॥ লক্ষ নাহি দিলা যথা রহে মোর নারী॥ লোভ মতি কামী আমি লম্পট পাতকী। লোভে লক্ষ ধন লয়ে লাভ কৈনু কি॥ বিশালাক্ষ্মী বিশ্বময়ী বিশ্ব নির্ম্মাইনী। বসুদেব বামদেব বিধি সহায়িনী॥ বিপদে করিলে বসুদেবের উদ্ধার। বশ হয়ে কৃষ্ণে কৈল কালিন্দীর পার॥ শঙ্খিনী শূলিনী শিবা শর্ব্বানী শঙ্করী শক্তিরূপা শিখরবাসিনী শাকম্ভরী॥ শিখরিনন্দিনী শান্তি শশি শিরোমণি। শক্তিধর মাতা তুমি শম্ভু বিলাসিনী॥ ষড়ানন মাতা ষষ্ঠী ষড়ঙ্গ রূপিণী। ষড়্‌রিপু নিবারিয়া রাখগো ভবানী॥ সতি সত্যা সনাতনী সংসার তারিণী। সারদা সাবিত্রী সর্ব্ব শঙ্কট হারিণী। সর্ব্ব লোকে গায় তোমা সেবক বৎসলা। সেবকে তারিতে উর সর্ব্ব মঙ্গলা॥ হরি হর হিরণ্য গর্ভের তুমি মুল। হরিয়া নন্দের ভয় রাখিলা গোকুল॥ হর জায়া হৈমবতী হেমন্ত নন্দিনী। হও অনুকুলা মাতা হরের গৃহিণী॥ ক্ষিতির হরিয়া ভার দৈত্য কৈলা ক্ষীণ। ক্ষণেক উরি রাখ দাস আমি দীন হীন। ক্ষমা কর ভগবতী ক্ষয় কর অরি ক্ষমহ সকল দোষ রক্ষ ক্ষেমঙ্করি॥ কালকেতু কৈল যদি এত স্তুতি বাণী। কৈলাসে জানিলা মাতা হেমন্ত নন্দিনী॥ অবিলম্বে তথায় উরিয়া মহামায়া। কর গো করুণাময়ী শিবরামে দয়া॥

কালকেতুর বন্ধন মোচন।

ত্রিপদী। অবতরি কারাগারে, বন্ধন দেখিয়া বীরে; লজ্জা হৈল চণ্ডীর তখন। কৈল চণ্ডী অবলীলা, ঘুচিল বুকের শিলা; হুহুঙ্কারে খশিল বন্ধন॥ চাহিতে তোমার মুখ, মনে পাই বড় দুঃখ, পাইলা দুঃখ দুর দৃষ্ট দোষে। প্রভাতে উঠিয়া রাজা, করিবে তোমার পূজা, আরোপিবে গুজরাট দেশে॥ শুন পুত্র কালকেতু, পশু বধ পাপ হেতু, আছিল তোমার বড় পাপ। দুর হৈল এত কালে; রাজার বন্ধন শালে, মনে না করিহ পরিতাপ। ঘুচিবে সকল ক্লেশ, প্রভাতে চলিবা দেশ, পুত্রবৎ পালিবে প্রজাগণ। নিজ হস্তে নরপতি, ধরিবে ধবল ছাতি, করিবে নানা ধন॥ চণ্ডীকা বলেন যত, নহে সে বীরের মত, পলাইতে চাহে মনে মন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কলিঙ্গ রাজার প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ।

পয়ার। কালকেতু বলে মাগো শুন ভগবতী। কাঁড় ভাঙ্গি পলাইতে দেহ অনুমতি॥ দেহ কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ। ধন লয়্যা মহামায়া কর পরিত্রাণ॥ বন্ধন ঘুচায়ে তুমি চলিবা কৈলাস। প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিবে বিনাশ॥ চণ্ডিকা বলেন পুত্র না যাব আগার। যাবৎ না করে রাজা তব পুরস্কার॥ এমত বলিয়া মাতা করিলা গমন। ডানি বামে দেখিল অনেক বন্দিগণ॥ কৃপা দৃষ্টে সবাকার ঘুচান বন্ধন। দুয়ারে আছয়ে যত পোতামাঝি গণ॥ তবক বেলক টাঙ্গি কামান কৃপাণ। ডানি বামে শিঙ্গা কাড়া টমক নিশান॥ কোপে আখি ঠারি চণ্ডী দিল দানাগণে। এক এক মাঝিকে কিলায় তিন জনে॥ লুটিল অনেক দানা সবাকার ধন। মুচ্ছিত হইয়া পড়ে পোতামাঝি গণ॥ চণ্ডীকা চলিলা নরপতির বসতি। চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে চামুণ্ডা মুরতি। গলে মুণ্ড মালা দোলে বিকট দশন। কাতি খর্পর হাতে লোহিত লোচন॥ বিভীষিকা অনেক দেখান নৃপবরে। স্বপন দেখান মাতা বসিয়া শিয়রে॥ রাজারে বলেন বেটা কর অবধান। আমার সেবক জনে তোর অল্পজ্ঞান॥ তোরে বধি মহাবীরে ধরাইব ছাতা করাব বীরের দাসী তোমার বনিতা॥ নানামত স্বপন দেখায় মহামায়া। মহাপাত্র পুরোহিতের শিয়রে বসিয়া॥ রামং স্মরণে উঠিল নরপতি। দেবগণ সহিতে রহিল ভগবতী॥ প্রভাতে করিয়া সভা রাজা দিল বার। সবে মেলি স্বপনের করেন বিচার সভাজন শুনে রাজা কহেন স্বপন। অভয়া গখল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

আজি দেখিলাম নিশি ভীষণ স্বপন। পরমায়ু বলে মোর রহিল জীবন ।। দেখিনু ভৈরবী ভীমা লোচন বিশাল। কাতি খর্পর হাতে গলে মুণ্ডমাল।। হান হান করিয়া ধরিল মোর কেশ। চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ।। পৃষ্ঠদেশে লম্বমান শোভা জটা তার। শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে ভীষণ আকার।। পরিধান সবাকার লোহিত বসন বাকসনা ফুল যেন দুদিকে দশন।। বিভূতি ভূষণ শোভে সবাকার গায়। চৌদিগে যোগিনীগণ নাচিয়া বেড়ায়। গজ ঘোড়া কাটি পিয়ে রুধিরের পানা। নাচয়ে আপন তালে প্রেত ভূতদানা।। মড়ার নাড়িতে কেহ করিয়া উত্তরি। অঙ্গুলিতে ধরে কেহ হাড়ের অঙ্গুরী। তিলক করয়ে কেহ হাড়ের চন্দনে। তর্পণ করয়ে কেহ কপাল ভাজনে গর্দ্দভে চাপায় মোরে দেয় হাড়মাল। পশ্চাতে ঢোলের বাদ্য বাজায় বিশাল।। পশ্চাতে যোগিনীগণ করে তাড়াতাড়ি। মোর অঙ্গে মারে কেহ দোহাতিয়া বাড়ি।। গজ পৃষ্ঠে কালকেতু কৈল আরোহণ। শিরে ছত্র ধরে ইন্দ্র আদি দেবগণ।। আশীর্ব্বাদ করে যত দেব মুনিগণ। চৌদিগে শঙ্খের ধ্বনি মঙ্গল বাজন।। রাজার বচন শুনি বসে দ্বিজগণ। নর নহে কালকেতু ব্যাধের নন্দন।। তার অপমানে চণ্ডী কৈল বিড়ম্বন। এই কহিলাম ভূপ ভবিষ্য কথন।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। রাজার বচন শুনি, সভাজন বলে বাণী, কোপে রায় কৈলা অনুচিত। আজিকার শেষ নিশি, বড় অমঙ্গল রাশি, স্বপন দেখিনু বিপত্তির।। অবধান কর নরপতি ঠকলা ভাড়ুর বোলে, দেবীর কিঙ্কর মালে্য, এই হেতু স্বপনে দুর্গতি।। স্বপনে তোমার ভয়; বীরের দেখিনু জয়, পুরস্কার করিল ভবানী। দেখিনু অদ্ভুত যত, তাহা বা কহিব কত, আর কিছু মনে নাহি গণি।। আপনার দিয়া ধন, কাটাইল চণ্ডী বন, বসাইল আপনি গুজরাট। আখেটীর কিবা দোষ, কেন তারে কর রোষ, ভাড়ুদত্ত কৈল এত নাট।। কোন ছার বনভূম, তার তরে রায় তুমি, মিছা কার্য্যে করিলা আদেশ। চুড়ান করিয়া আনি, কহিয়া মধুর বাণী, বীরকে পাঠাও নিজ দেশ।। রথ অশ্ব গজ দোলা পুরস্কার ঝারি থালা, বিভূষণ সুগন্ধি চন্দন। বীরের করিয়া পূজা, গুজরাটে কর রাজা, চণ্ডীর সন্তুষ্ট হবে মন। পাত্রের বচন শুনি, নরপতি মনে গণি, কারাগারে করিলা প্রয়াণ। বীরের বন্দন ক্ষয়, দেখি রাজা সবিস্ময়, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

কালকেতুর স্বদেশে গমন ও রাজ সেনার প্রাণদান।

পয়ার। রাজা দেখি কালকেতু করিল উত্থান। প্রণাম করিতে রাজা না দিল বিধান। ভাই ভাই বলি রাজা কৈল আলিঙ্গন। প্রেম কথা আলাপে বসিল দুই জন।। নৃপতি বলেন বীর ক্ষম অপরাধ। চণ্ডীর সেবক তুমি কর আশীর্ব্বাদ। বন্দীগর মহাবীর মাগে নিল দান। বসন চন্দন দিয়া করিল সম্মান।। ধরণী লোটায়ে কান্দে পোতামাঝিগণ। রাজারে কহিলা সব নিশা বিবরণ।। অঙ্গদ কঙ্কণ হার কুসুম চন্দনে। পুরস্কার কৈল রাজা ব্যাধের নন্দনে।। মাতঙ্গ তুরঙ্গ দিল রথ বর দোলা। চন্দন চৌখুরী ঝারি রত্নময় মালা।। অভিষেক করাইল বশাইয়া খাটে। আজি হৈতে কালকেতু রাজা গুজরাটে।। নিজ হস্তে ভালে টিকা দিল নরপতি। যত ভুঞা রাজা মেলি ধরাইল ছাতি।। গজ পৃষ্ঠে চড়াইয়া দিলেন বিদায়। অনুবর্ত্তী নরপতি পাছু২ যায় পুরে প্রবেশিতে শুনে নারীর ক্রন্দনা। অনুমৃতা হৈতে বীর হয়েছে অঙ্গনা। লজ্জা ভয়ে মহাবীর হেট কৈল মাথা। একভাবে স্মরে বীর হেমন্ত দুহিতা।। অভিপ্রায় বুঝিয়া বলেন ভগবতী। আকাশ বিমানে বসি বলেন ভারতী।। জীয়াইয়া দিব যত মৃত সেনাগণ। ভৃগু সুতে গিরি সুতা করিল স্মরণ। আইল ভৃগুসুত যথা বীর কৈল রণ। জীয়াইতে উদ্যোগ করিল সেনাগণ।। পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা পাছু পাছু যায়। বীর

সঙ্গে কুলস্থসে বসিল সভায় ॥ কৌতুকে বসিয়া কহে হাস্য যুক্ত বাণী। শ্রীকবিকঙ্কণ গান অপূর্ব্ব কাহিনী ॥

ত্রিপদী। উশনা কুশপাণি, চিন্তি সঞ্জীবনী, মন্ত্রিত কৈল কুশ জল। দিলেন সবার অঙ্গে, করিয়া অঙ্গ ভঙ্গে, উঠিল সেই মহাবল ॥ জলের পারে বাস, উঠিয়া দিল পাশ, উশান জল দিল মাথে। পাইয়া পরাণ, করিয়া হান হান উঠে বীর খাণ্ডা হাতে ॥ উঠিয়া পদাতি, ধরি ঢাল কাতি, চৌদিগে ফিরায় লোচন। পদাতি কেহ কন্দে, ছিলাম কাঁচা নিদ্রে, কে মোর নিল শরাসন ॥ রাজার রণে শির, পড়িল যেই বীর, যুড়িল তার স্কন্ধে তুণ্ডে। পাইয়া কুশজল, উঠি হস্তিবল, লোহার মুদ্গার মুণ্ডে। কাটা ঘোড়া যত, যুড়িল শত শত; আন কান্ধে আন শির। শুক্রের কুশনীরে, পিশাচ উগারে, সন্ধান পাইয়া শরীর। রাজার খণ্ডিল দৈন্য, জীয়াইয়া সব সৈন্য, উশনা চলিল বিমানে। মঙ্গল নব্য গীত; হরষে ভব্য চিত্ত, শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে ॥

ধন্য ধন্য বীরের চরিত্র। মৃত সেনা প্রাণ পায়, আনন্দিত দণ্ডরায়, সভাজন পুলকে পূর্ণিত। উঠিল সকল সেনা, রাজা আনন্দিত মনা, নাচে সবে সেনার জীবনে ॥ শঙ্খ বীনা পড়া, রোল শিঙ্গা কাড়া, ঢাক ঢোল বাজায় করে গানে ॥ মন্দিরা করিয়া করে, মধুর মধুর স্বরে, গায়েন মঙ্গল গায় গীত ॥ পরিয়া উজ্জ্বল ধুতি, কাঁখেতে করিয়া পুথি, হাতে কুশে নাচে পুরোহিত ॥ বীরকে বিদায় দিয়া, নিজ সেনা সঙ্গে নিয়া, যায় রাজা কলিঙ্গ নগরে। গুজরাটে যত লোক, ঘুচিল সবার শোক বীরকে দেখিতে আগুসরে। শুভক্ষণ করি বেলা, চলিয়া পাটের দোলা; প্রবেশ করিল নিজবাসে। ফুল্লরা সম্ভ্রমে আশি, পতি মুখ যেন শশী, দেখিয়া আনন্দ রসে ভাসে ॥ বুলান মণ্ডল আদি, প্রজা আসি যথা বিধি, নানারত্ন দিয়া কৈল স্তুতি। ভাঁড়ুদত্ত হেনকালে, আসিয়া মধুর বোলে, নানামতে করিল প্রণতি ॥ মহামিশ্র ইত্যাদি ॥

অথ ভাঁড়ুর মস্তক মুণ্ডন।

ভেট লয়্যা কাঁচকলা, শাক বাইগুণ মূলা, ভাঁড়ুদত্ত করিল জোহার। প্রণাম করিয়া বীরে; ভাঁড়ু নিবেদন করে, খুড়া দেখি ঘুচিল আঁধার ॥ খুড়া ছিলে গুপ্তবেশ, প্রকাশ করিলা দেশ, সম্ভাষ করিল নৃপমণি। নিজ হস্তে নরপতি, ধরিল ধবল ছাতি; নরপতি। ধরিনু পাত্রের পায়, ক্ষমিল সকল দায়, খুড়া জানে আমার যে মতি ॥ ভুঞা রাজা মধ্যে তোমা গণি ॥ যখন দুপ্রহর নিশা, করি রাজ সম্ভাষা, অনেক বুঝাই কোথা বীর পাইল ধন, ঘুষিত সকল জন, পরিবাদ ছিল লোক মাঝে ॥ ক্ষমা করাইনু আমি, বড় সুখ পাবে তুমি, প্রকাশিনু কলিঙ্গ সমাজে ॥ খুড়া তুমি হৈলে বন্দি, অনুক্ষণ আমি কান্দি, খুরা মোর নাহি খায় ভাত। দেখিয়া তোমার মুখ, দূরে গেল সর্ব্ব দুঃখ, দশ দিক্ হৈল অবদাত ॥ হইয়া রাজার চূড়া, সিংহাসনে থাক খুড়া, আমাকে রাজ্যের লাগে ভার। থাকহ পুরাণ শুনি, রাজ্য জানে আমি জানি, নফরে করিবে ব্যবহার ॥ ঠকের শুনিয়া বাণী, রোষযুক্ত নৃপমণি, বীর ধর্ম্মকেতুর নন্দন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

পয়ার। ভাড়ুদত্ত কপট প্রবন্ধে যত বলে। শুনি বীর কালকেতু অগ্নি হেন জ্বলে ॥ দেহ কম্প হৈল বীর চাপে শরাসন। কোপে কম্পবান তনু লোহিত লোচন ॥ বলে বীর ছাড় ঠকা তুই ভাঁড়দত্ত। আপনি করিলি দূর আপন মহত্ত্ব ॥ কহিতে জানিস ঠক করিয়া প্রবন্ধ। কলিঙ্গ রাজার সনে বাধাইলি দ্বন্দ্ব ॥ হৃদয়ে পুরিত বিষ মুখে মকরন্দ। মিথ্যা কথা কহি বেটা পাত নানাছন্দ ॥ ইনাম বাড়িতে বেটা কর তুমি ঘর। লেখা করি দেহ বেটা তিন সনের কর ॥ নগরিয়া মেলি সবে মার বেড়া বাড়ী। যাবৎ না দেয় বেটা তিন সনের কড়ি ॥ হরিয়া নাপিতে বীর দিল আঁখি

ঠার। মনের হরিষে ক্ষুর আনে মুড়া ধার। বীরের হুকুম পায় নাপিতের সুত। ভাঁড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া অশ্বমুত॥ চামাটি থাকিতে পদতলে ঘষে ক্ষুর। দেখিয়া ভাঁড়ুর প্রাণ করে দুর দুর॥ দূরে থাকি শুনে সে ক্ষুরের চড়চড়ি। নাক মুণ্ডে ধরি তার উপাড়য়ে দাড়ী॥ বসন ভিজিয়া পড়ে শোণিতের ধার। ভাঁড়ু বলে খুড়া দোষ ক্ষম এইবার॥ পাঁচ ঠাঁই ভাঁড়ুর মাতার রাখে চুলি। নগরিয়া লোক গালে দেয় চুন কালী॥ পুরের কোটালে আসি শিরে ঢালে ঘোল। পাছে২ ভাঁড়ুর বাজায় কেহ ঢোল॥ মালাকার আনি গলে দিল ওড় মালা। টিটকারী দেয় যত নগরিয়া বালা॥ পুরের বাহির করি মারে বেড়া বেড়ী। কাল হাঁড়ি ফেলে মারে কুলের বহুড়ী॥ ভাঁড়ুর লাগিয়া বীর দুঃখ ভাবে বড়ি। কৃপা করি পুনরপি দেন ঘর বাড়ী॥ ঠক নাবড়ো শুনে এই কথা কর্ণ ভরি। শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে দুর্গাপদ স্মরি॥

গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হইল রাজা। আর যত ভূঞা রাজা করে তাঁর পূজা॥ কোন রাজা নারে তারে করিতে সমর। পরাজিত হয়ে সবে দেয় রাজকর॥ বিহান বিকালে বীর শুনেন পুরাণ। শুনেন কৃষ্ণের গুণ হয়ে সাবধান॥ গুজরাটে রাজভোগে রহে কুতূহলে। পুষ্পকেতু নামে পুত্র হৈল কত কালে॥ গুজরাটে প্রজা বীর পালে কত কাল। শচীর হৃদয়ে শোক বাড়িল বিশাল॥ কৃতাঞ্জলি পুরন্দর করে নিবেদন। পাবক সহিত যত শুনে দেবগণ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ নীলাম্বরের শাপমোচন জন্য শিবের প্রতি ইন্দ্রের স্তব।

ত্রিপদী। চরণে ধরিয়া হরে, ইন্দ্র নিবেদন করে, নীলাম্বরে হও কৃপাময়। অভিশাপ কাল গেল, মুক্তির সময় হৈল, তবু পুত্র না আল নিলয়॥ দুঃখমনা পুলোমজা, কোলে তার নাহি প্রজা, কত তার শুনিব ক্রন্দন। না দেখিয়া নীলাম্বর, শোকে হিয়া জ্বর জ্বর, বিধি কৈল মোরে বিড়ম্বন॥ শূন্য হৈল সুরলোক; অবিরত বাড়ে শোক, ঘর নয় নীলাম্বর বিনে। আন্ধার ঘরের বাতী; মোর বধূ ছায়াবতী, কোথা গেলে পাব দরশনে॥ শুন দেব শিরোমণি, অবিরত মনে গণি; কবে মোর আসিবে কুমার। আনহ আপন কাছে, সেবকের শোক ঘুচে, মিথ্যা নহে বচন তোমার॥ শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, মনে গণি শূলপাণি, পার্ব্বতীরে বলেন বচন। চল প্রিয়ে গুজরাটে, নীলাম্বরে আন ঝাটে, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অথ নীলাম্বরের উদ্ধারার্থ চণ্ডীর গুজরাটে গমন।

শঙ্করে করিয়া নতি, অবিলম্বে ভগবতী, পদ্মা সঙ্গে গুজরাটে যান। গিয়া অবশেষ নিশি, বীরের শিয়রে বসি, তাহাকে দিলেন দিব্য জ্ঞান। স্বপন কহেন মহামায়া। শুন পুত্র নীলাম্বর, অবিলম্বে চল ঘর, সঙ্গে লয়ে ছায়াবতী জায়া॥ নাহি স্মর নীলাম্বর, পিতা তোর পুরন্দর, পুলোমজা তোমার জননী। ব্যাধকুলে উৎপত্তি, শাপে গুজরাটে স্থিতি, ঝাঁট চল ছাড়িয়া অবনী॥ বাপ দেবতার রাজা, শিবেরে করিতে পূজা, ফুল যোগাইতে নীলাম্বর। দেখি ধর্ম্মকেতু ব্যাধ; ব্যাধ হইতে গেল সাধ, তেঁই আইলা অবনি ভিতর॥ হইয়া বড় আকুল; অভাবে তুলিয়া ফুল, শ্রীফল কণ্টক ছিল তথি। হরের মস্তকে ফুটে, হর তোরে মন টুটে, শাপে হৈল গুজরাটে স্থিতি॥ আছিলা অমর লোক; মাতা তোর করে শোক, মৃত সুত যেমন কুবেরী। তোমার করিয়া মো, নয়নে পড়য়ে লো, দুঃখে পোহাইল বিভাবরী॥ কেবল চণ্ডীর বর; দোঁহে হইল জাতিস্মর, মাতা পিতা স্মৃতি করি কান্দে। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, মনোহর পাঁচালি প্রবন্ধে॥

পুষ্পকেতুকে কালকেতুর রাজ্য সমর্পণ।

পয়ার। রাম রাম স্মরণে পোহাইল রজনী। প্রভাতে শুনেন বীর কোকিলের

ধনি। নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাধান। স্নান করি বীর পরে উত্তম বসন।। পুষ্প-কেতু রাজা হবে পড়িল ঘোষণা। ঘরে২ নাট গীত ব্যাল্লিশ বাজনা।। সুতে রাজা দিতে বীর মনে অভিলাষ। শুভক্ষণে করাইল গন্ধ অধিবাস।। আপনি আইল রাজা কলিঙ্গ ভূপতি। মহাপাত্র পরিবার করিয়া সংহতি।। অভিষেক করাইয়া বসাইয়া পাটে। শুভক্ষণে পুষ্পকেতু রাজা গুজরাটে।। দূত দিয়া আনাইল যত ভুঞ্যা রাজা। একে২ বীর কৈল সকলের পূজা।। নিজ হস্তে ভালে টীকা দিল নরপতি। যত ভুঞ্যা রাজা মেলি ধরাইল ছাতি।। হেন কালে মহাবীর কহে সবিনয়। সবাকারে সমর্পণ আমার তনয়।। বুলান মণ্ডল আদি যত প্রজাগণ। পুষ্পমালা হাতে করি কৈল সমর্পণ।। রাজাগণ মেলি তথা যোড় কৈল হাত। চণ্ডীর চরণে বীর করে প্রণিপাত।। স্বর্গে যাবে বলি বীর পড়িল ঘোষণা।। ঘরে ঘরে গুজরাটে উঠিল ক্রন্দনা। মাতলি আনিল পরে পুষ্পক বিমান। সুবর্ণ রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।। কর যুড়ি মাতলি যোগায় পুষ্পযান। রথে চড়ে নীলাম্বর দ্বিজে দিয়া দান।। বৈসে তার বামভাগে ফুল্লরা সুন্দরী। মোহন যুবতী রামা রূপে বিদ্যাধরী।। পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা আগে যান রথে সিদ্ধগণে নমস্কার কৈল বীর পথে। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

নীলাম্বরের নিজালয়ে প্রবেশ।

ত্রিপদী। পুষ্পক বিমানে চাপি, হৈল বীর দেবরূপী, লুকাইল মনুষ্য মুরতি। ভূমে রাখি কীর্ত্তি শেষ; নীলাম্বর চলে দেশ, সঙ্গে লয়ে জায়া ছায়াবতী।। বায়ু বেগে রথ ধায়, ঊর্দ্ধমুখে সবে চায়, পুষ্পকেতু উভরায় কান্দে। গুজরাটে যত নারী, কান্দে বুকে ঘা মারি, কেশ পাশ কেহ নাহি বান্ধে।। যায় বীর পুষ্প রথে, মাতলি সারথি সাতে, জিজ্ঞাসেন মায়ের বারতা। ত্রিদশ গণের নাথ, কেমন আছেন তাত, কহ সুরপুরের বারতা।। অন্য যত দেবগণ, কহ তার বিবরণ, কহ আর পুরের কল্যাণ। কেবা দেবতার রাজা, কেবা করে শিবপূজা, কোন দেব কুসুম যোগান।। মাতলি কহেন কথা, কল্যাণে আছেন মাতা, কুশলে আছেন পুরন্দর। পুনঃ২ তোমা চান, তোমা না দেখিয়া আন, এবে পুষ্প যোগান মালাকার।। ঘরের কথায় মতি, রথ যায় লঘুগতি, উত্তরিল মন্দাকিনী কূলে। চণ্ডীর আদেশ পেয়ে, সঙ্গে ছায়াবতী লয়ে, স্নান দান কৈল গঙ্গাজলে।। স্নান করি নীলাম্বর, ধরে পূর্ব্ব কলেবর, নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ। দম্পতী বিমানে চড়ী, বিমান গগণে উড়ি, সসম্ভ্রমে লইল সুরেশ।। ইন্দ্র অগ্নি দণ্ডধর, গণাধিপ নিশাচর, কুবের বরুণ সমীরণ। কুশ হস্তে করে দান, উচ্চৈঃস্বরে বেদ গান, প্রসাদ করিল দেবগণ।। অশেষ দুর্গতি খণ্ডি, নীলাম্বরে লয়ে চণ্ডী, চলিল হরের সন্নিধান। কৃপা দৃষ্টে হর চান, নীলাম্বরে দিলা পান; পুনর্ব্বার কুসুম যোগান।। মহামিশ্র ইত্যাদি।

পয়ার। পুত্রের বারতা পায়ে আইলা ইন্দ্রাণী। ডমক খমক বাদ্য বাজে বীণা বেণী। শুভবার্ত্তা পাইয়া হইয়া আনন্দিতা। উঠানে টাঙ্গায় চান্দা আম্রশাখাযুতা।। আরোপিয়া হেম বারি বিবিধ বিধান। পুত্রবধূ নিছিয়া ফেলিয়া দিল পান।। শুভক্ষণে দোঁহে গৃহে করিল প্রয়াণ। আনন্দিত পুরজন সুমঙ্গল গান।। নীলাম্বর হতে হৈল পূজার প্রকাশ। সাঙ্গ হৈল বীরের পূজার ইতিহাস।। ত্রিলোকের পূজা নিতে দেবী কৈল মতি। পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করেন পার্ব্বতী।। ডাকিয়া আনিল রত্নমালা শশী-মুখী। পরম সুন্দরী কন্যা ইন্দ্রের নর্ত্তকী।। পান দিয়া নরপতি দিলেন আরতি। দেখিতে তোমার নৃত্য চান পশুপতি।। তাণ্ডব দেখিতে দেবী দিলা নিমন্ত্রণ। হরের সভায় বসে যত দেবগণ।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। ধরিয়া মোহিনী লীলা, নাচে রামা রত্নমালা, তাণ্ডব দেখেন দেবগণ। তাথিনি তাথিনি থিনি, মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি, ঘন বাজে রতন কঙ্কণ॥ হয়ে মুনি সাবহিত, নারদ গায়েন গীত, বীণা গুণে তরল অঙ্গুলি। ডিণ্ডিমি ডমরু বায়, ডমফের বাজনা তায়, নারদ পিনাকী কুতুহলী॥ ভুবন মোহন কাচে, রত্নমালা তথি নাচে, গান গীত তুম্বুরু নারদে। মুখ রত্নপুর শালী, ঘন দেয় করতালি, দেবগণে করে সাধুবাদে। নৃত্য করে রত্নমালা, অঙ্গভঙ্গ নানা লীলা, শ্রোতাদের করে অবসাদ। নানা বাদ্য নানা ছন্দে, নৃত্য গীতের আনন্দে, শুনি হরে মনের বিষাদ॥ সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে, কপালে কুন্তল দোলে, অভিনব বিজুলি সঞ্চার। অধর প্রবাল দ্যুতি, দশন মুকুতা পাতি; যেন মৃদু হাস্য সুধাধার। কণ্ঠেতে কনক হার, হীরায় গাথনি যার, সুজাত জড়িত পৃষ্ঠে দোলে। চাপে মনোহর পিঠে, ক্ষণে বৈসে ক্ষণে উঠে, ঘাম বিন্দু শোভিছে কপালে॥ সুধ্বনি নূপুর বাজে, মধুর কিঙ্কিণী সাজে, রুচির দুকুল পরিধান। করবী মল্লিকা মালে, ভ্রমিয়া মালতি ফুলে, অলিকুল করে কলগান॥ দেবীর আদেশে স্মর, হাতে ফুলধনুঃ শর, হানে বীর সম্মোহন বাণ। অবশ হইল অঙ্গ, হৈল তার তাল ভঙ্গ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

রত্নমালার অভিশাপ।

পয়ার। তাল ভঙ্গ হৈল রামা লাজে হেট মুখী। যত দেবগণ সবে হৈল মহাদুঃখী॥ তাল ভঙ্গ দেখি তারে বলেন ভবানী। যৌবন গরবে নাচ হয়ে অভিমানী॥ সুধর্ম্মা সভায় নাচ হয়ে খলমতি। মানব হইয়া জন্ম লহ বসুমতি। ইছানি নগরে ঘর পিতা লক্ষপতি। হইবে তোমার মাতা নাম রম্ভাবতী॥ উজানি নগরে ঘর সাধু ধনপতি। সদাশিব পদযুগে যার দৃঢ়মতি॥ প্রথম বনিতা তার আছয়ে লহনা। দ্বিতীয় বনিতা তার হইবে ফুল্লনা॥ এত বাক্য বলিলা যদি সর্ব্বমঙ্গলা। চরণে ধরিয়া তাঁর বলে রত্নমালা॥ দোষ অনুরূপ কেন নাহি দিলা শাপ। চণ্ডীর চরণ ধরি করেন বিলাপ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। চণ্ডীর চরণ ধরি, কান্দে স্বর্গ বিদ্যাধরী, অচেতন হয়ে মায়া মোহে। ধূলায় লোটায়ে কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্ধে, বসন ভিজিল তার লোহে। কেমন দারুণ বেলা, আইনু তাণ্ডব শালা, হাঁচি জেঠি না পড়িল বাধ। বিধাতা দণ্ডিল মোরে, ফিরে না গেলাম ঘরে, মনে বড় রহিল বিষাদ॥ ভাই বন্ধু পিতা মাতা, যে মোর আছয়ে যথা; উদ্দেশেতে সবারে প্রণাম। পরিহারে আমি বলি, দিও মোরে জলাঞ্জলি, জীবনে বিধাতা হৈল বাম॥ কেন দিলা গুরু শাপ, কিবা হৈল মম পাপ, মোর তরে পোহাল রজনী। রোষযুক্ত ভগবতী, হৈল মোর অধঃগতি, কিরূপে এড়াব শাপবাণী॥ ক্ষমহ আমার দোষ, হও মোরে পরিতোষ, কৃপাময়ী কর অবধান। অবনি মণ্ডলে যাব, তোমার কিঙ্করী হব, করাইব ব্রতের বিধান॥ শুনিয়া তাহার কথা, হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা, সানুকম্পা বলেন ভবানী। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, দয়া কর গণেশ জননী॥

খুল্লনার জন্ম।

পয়ার। আশ্বাস করিয়া তারে বলেন পার্ব্বতী। মোর আশীর্ব্বাদে তুমি হবে পুত্রবতী। দেবমানে ভ্রম ক্রমে যাবে চারি মাস। আমার করহ গিয়া ব্রতের প্রকাশ॥ এত বাক্য কৈল যদি সর্ব্বমঙ্গলা। দেখিতে দেখিতে ভস্ম হৈল রত্নমালা॥ হোথা ঋতুমতি রম্ভা হয়েছে বেন্যানী। ব্যতীত হইল তার অষ্টম যামিনী॥ নবম নিশার যদি হৈল অবশেষ। তার গর্ভে রত্নমালা করিল প্রবেশ॥ পুণ্যবতী রম্ভাবতী হৈল গর্ভবতী। দেখিয়া কন্যার রূপ সবে হৃষ্টমতি। খুল্লনা থুইল নাম পরিপূর্ণ মাসে। হেমদ্যুতি অঙ্গ তার শোভে কেশপাশে॥ সাত মাসে রম্ভাবতী করায় ভোজন। মুদিত হইল রামা দেখিয়া দশন॥ বৎসর পূর্ণিত হৈল ফিরে স্থানে স্থানে। নানা

অলঙ্কার পরে করিয়া যতনে॥ এক দুই তিন চারি পাঁচ বর্ষ যায়। কন্যাগণ সঙ্গে রামা ধূলায় খেলায়॥ করিল শ্রবণবেধ পঞ্চম বরষে। মনোহর বেশ রামা দিবসেং॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। খুল্লনা বাড়য়ে দিনে দিনে। হইল বৎসর ছয়, বরণ লখিতে নয়, শোভা করে অলঙ্কার বিনে॥ দেবীর ব্রতের তরে, খুল্লনা বেণ্যার ঘরে, রম্ভাবতী সফল মানিল। দিতে নাহিক উপমা, খুল্লনা রূপের সীমা, বদন চান্দেতে করে আলো॥ সফল মানস মানি, আনি ভৃঙ্গারের পানি, মলা দূর করে রম্ভাবতী। যতনে বুঝিয়ে তায়, আভরণ দিল গায়, রূপের মঞ্জীর কলাবতী। চাঁচর চিকুর ছান্দে, কবরী টানিয়া বান্ধে, বেড়ি নব মালতীর ফুল। সরল কানন ছাড়ি, ভ্রময়ে করবী বেড়ি, মধু লোভে ভুলে অলিকুল॥ প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দুর ফোটা, অধর জিনিল জবা ফুলে। ভ্রুযুগ ধনুবর; তাহার কটাক্ষ শর, রবি শশী শোভে তার কোলে॥ গলে শতেশ্বরী হার, শোভে নানা অলঙ্কার, করে শঙ্খ শোভে তাড় বালা। কুচশ্রী দাড়িম্ব ফলে, মাজা মৃগরাজ তুলে, উরুযুগ জিনি রাম কলা॥ গুরুত্ব নিতম্ব ভরে, দিনে দিনে বেশ ধরে, চলে রাজহংসের গমনে। চরণ নূপুরে বাজে, নব নৃপ যেন সাজে, হেন মতে বাড়য়ে যৌবনে। নখে তম করে নাশ, রম্ভার সফল আশ, যৌবন দেখিয়া কলাবতী॥ খুল্লনার শিশু বেশে; শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে, চণ্ডীপদে করিয়া প্রণতি॥

পয়ার। খুল্লনার রূপ দেখি বলে রম্ভাবতী। আমার খুল্লনা কন্যা আঁধারের বাতি॥ খুল্লনার রূপে কার দিব যে তুলনা। ঢাকিয়া রবির রথ রাখয়ে খুল্লনা॥ বংশধর পুত্র আছে মইআই কোঙর। খুল্লনার রূপ হেতু আলো হইল ঘর॥ এত দিনে নাহি দেখি এমন বরণ। কামরূপে মোর গৃহে বাড়ে কোন জন॥ লক্ষপতি বলে মোর সফল মানস। নাহি জানি কন্যা মোর হবে কার বশ॥ কুলে শীলে হীন দোষ হয় যেই জন। সেখানে করিব আমি কন্যা সমর্পণ॥ যেমন করিব দস্ত সুবর্ণ জড়িত। অকলঙ্কে দিলে সুতা হয় সমুচিত॥ সকলঙ্কে দিলে সুতা থাকিবে গঞ্জনা। লোকে অপযশ গাবে ধকধকি মনা॥ আট দিগে ভাল বর ভাবে লক্ষপতি। অবিরত ঐ চিন্তা অন্যে নাহি মতি॥ হেন মতে কত কাল বাড়য়ে খুল্লনা। শ্রীকবিকঙ্কণ গান উজানি বর্ণনা॥

লঘু-ত্রিপদী। উজানি নগর, অতি মনোহর; বিক্রম কেশরী রাজা। করে শিব পূজা, উজানির রাজা; কৃপা কৈল দশভুজা॥ যেন রঘু রাজা, হেন পালে প্রজা, কর্ণের সমান দাতা। যুধিষ্ঠির বাণী, শুকদেব শুনি; তাহারে প্রসন্ন মাতা॥ উজানির কথা, গড় চারি ভিতা, চৌদিকে বেউড় বাঁশ। রাজার সামন্ত, নাহি পায় অন্ত, যদি ভ্রমে এক মাস॥ মহা ধনুর্দ্ধর, দিব্য কলেবর, নারদ সমান গান। শুনে অবিরত, পুরাণ ভারত, দ্বিজে দেয় হেম দান॥ রাজার বসতি, নাম ধনপতি; আছে সদাগর তায়। নগরের নারী, যেন বিদ্যাধরী, ভূষণে ভূষিত কায়॥ যতেক পুরুষ, মনোহর বেশ, পীড়িত বসন্ত বায়। রাজার আদেশে, ধনপতি বসে, যারে সুখী নৃপরায়॥ লয়ে শিশুগণ, বেণ্যার নন্দন, পায়রা উড়াতে যায়। সঙ্গে শিশু যত; লয়ে পারাবত, শ্রীকবিকঙ্কণে গায়॥

ত্রিপদী। সঙ্গে সখা ধনপতি; আনন্দে পূর্ণিত অতি, পায়রা উড়ায় সদাগর। ছাড়িয়া পাটের দোলা, সবে করে পাখি খেলা, পড়ে খসি ভূষণ অম্বর॥ সঙ্গে দ্বিজ জনার্দ্দন, খেলে নগরিয়া জন, ধনপতি করিল নিশ্চয়॥ পায়রী রাখিয়া হাতে, উড়াইল পারাবতে, আগে আইলে তার হবে জয়॥ নগরিয়া শিশু মেলি, দেয় সব করতালি, শ্বেতারে উড়ায় ধনপতি। তাহার ভাই যত, উড়াইল পারাবত, বাম হাতে রাখি পারাবতী॥ উড়াইল পারাবতে, দৈবে গগণ পথে, আসি তাড়া দিলেক সেচান। পায়রা প্রাণের ভয়, গগণে সুস্থির নয়, আট দিগে করিল প্রয়াণ॥ ইছানি নগর মুখে, শ্বেতা

ধায় অন্তরীক্ষে, উর্দ্ধমুখে ধায় সদাগর। উভমুখে সাধুরায়, কাটাখোঁচা ফুটে পায় সঙ্গে জনার্দ্দন দ্বিজবর ॥ পায়রা রাখিয়া করে, শ্বেতা বলি উচ্চৈঃস্বরে, উর্দ্ধমুখে ডাকে ধনপতি। নগরের খন্দক খানা, উলুঘাসে নল বেণা, নাহি সাধু করে অব্যাহতি। নাহি সাধু যায় পথে, জনাই পণ্ডিত সাথে, পাছুহ যায় অবহেলে। পাচ সাত সখী মেলি, খুল্লনা লেখায় ধুলি, পারাবত পড়িল অঞ্চলে। পায়রা আচলে ঢাকি, চৌদিকে লেহাসে সখী, যায় রামা আপন ভবনে। সদাগর যায় পাছে, পায়রা তাহাকে যাচে, শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

খুল্লনার সহিত ধন পতির কথোপকথন।

পয়ার। কে তুমি পায়রা লয়ে যাও হে সুন্দরী। পারাবত লয়ে মোর কর প্রাণ চুরি ॥ অমূল্য পায়রা মোর জানে সর্ব্বজনে। লুকায়ে রাখিলা তাহা ঢাকিয়া বসনে ॥ পারাবত দিয়া মোর করহ পিরিতী। নহিলে জানাব রাজা বিক্রম ভূপতি। সাধু ধন পতি আমি বসি হে উজানি। গন্ধ বর্ণিক জাতি বিদিত অবনী ॥ বনিতা জনের ঠাঁই নিতে নারি বলে। পারাবত বান্ধি মোর রাখিলে আচলে ॥ পরিচয় পায়ে ভাবে খুল্লনা যুবতী। জেঠার জামাতা বটে সাধু ধনপতি ॥ ঈষদ হাসিয়া রামা করে উপহাস। পারাবত হেতু সাধু তুমি ছাড় আশ। আজিকার মত ছাড় মাংস অনুরোধ। আপনা আপনি সাধু করহ প্রবোধ। সুক্ষম হইয়া কর খগে তাড়াতাড়ি। উভ মুখে ধাও সাধু যেমন আহিড়ী। প্রাণ ভয়ে পারাবত লয়েছে শরণ। প্রাণ দিয়া রক্ষা করি অনুগত জন ॥ দৈবে দিলে পারাবত নাহি করি চুরি। মিথ্যা কার্য্যে কর সাধু কপট চাতুরি তুমিত রাজার সাধু কে তোমারে টুটা। তবে দিব পারাবত দাঁতে কর কুটা ॥ পরিহাসে ধনপতি বুঝে কার্য্য গতি। একন্যার পিতা বুঝি সাধু লক্ষপতি ॥ জনাই পণ্ডিত সঙ্গে করেন যুকতি। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ।

এমন শুনিয়া সাধু তরুতলে বসে। নগরে কন্যার কথা লোকেরে জিজ্ঞাসে ॥ লোক মুখে শুনি সাধু খুল্লনার কথা। কামশরে সাধুর হৃদয়ে লাগে ব্যাথা ॥ জনাই পণ্ডিত সাথে করিয়া বিচার। সম্বন্ধ করিয়া কর আমার উদ্ধার ॥ এমন শুনিয়া দ্বিজ মধুর বচন ত্বরাকরি গেল লক্ষপতির সদন ॥ লক্ষপতি ভবনেতে গেলা পুরোহিত। দেখি লক্ষপতি হৈলা বড় আনন্দিত ॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন। প্রণাম করিয়া কহে নিজ নিবেদন ॥ পিতা পুত্র দুহিতা করিল প্রণাম। জিজ্ঞাসা করিল দ্বিজ সবাকার নাম ॥ লক্ষপতি বলে মোর কুমার মইআই। রামরঘু অনুজ তাহার দুই ভাই ॥ এইত দুহিতা মোর খুল্লনা রূপিণী। ইহার খেলার সখী পাচটি ভগিনী ॥ ইহা শুনি পুরোহিত কহে অভিরোষে। কেমনে আইলাম আমি তোমার নিবাসে ॥ বসন দক্ষিণা দিয়া নাহি দিলা দান। ব্যবহার ঘুচালে সন্দেশ গুয়া পান ॥ এইত কন্যার আমি নাহি দেই বিয়া ॥ সম্বন্ধ করিয়া দেহ বিচার করিয়া ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। শুন হে অবোধ লক্ষপতি। বার বৎসরের সুতা, তোমার ঘরে অবস্থিতা, কেমনে আছহ সুস্থমতি ॥ সপ্তম বৎসরের কন্যা, বিয়া দিলে হয় ধন্যা, তার পুত্র কুলের পাবন। আহরিয়া বর আনি, কহিয়া মধুর বাণী, পণ বিনা করে সমর্পণ ॥ নবম বৎসর যদি, বর আনি যথা বিধি, তনয়া করয়ে সম্প্রদান। তার পুত্র দিলে জল, সুরপুরে পায় স্থল, পিতৃ কুলে পায় বহুমান ॥ না বুঝাল কেহ তোমা, সুত হৈল দশসমা, তথাচ না করিলে হে দান। প্রবেশিল একাদশে, মদন হৃদয়ে বসে, নব রস হয় এক স্থান। না করিলা কর্ম্ম ভাল, এগার বৎসর গেল, অপযশ করিলা সঞ্চয়। দ্বাদশ বর্ষের বেলা, কন্যা হয় রজস্বলা, পুরুষেরে নাহি করে ভয় ॥ পুষ্পিতা যাবৎ নয়, তাবত পুরুষে ভয়, রহে সয়ে তাবত কামনা। নর দেখি অভিরাম, যদি কন্যা করে কাম, পায় পিতা নরকে

যন্ত্রণা॥ দ্বিজের বচন শুনি, লক্ষপতি বলে বাণী, উচিত করিব ব্যবহার। বর্দ্ধমান আদি স্থান, বর দেখ রূপবান; মুকুন্দ রচিল গীত সার॥

লক্ষপতির সহিত জনার্দ্দন পণ্ডিতের কথোপকথন।

ত্রিপদী। এমন বচন শুনি, দ্বিজবর বলে বাণী, শুন লক্ষপতি সদাগর। যত আছে গন্ধবেণে, সব দেখি মনে গণে, খুল্লনার যোগ্য নাহি বর॥ যেবা চাঁদ সওদাগর, তার নাতি আছে বর, ঘর যার চম্পক নগরী। মনসার সঙ্গে বাদ, হইয়া ছিল বিসম্বাদ, জাতি নাশ কৈল বিষহরী॥ বর্দ্ধমানে ধুস দত্ত, যার বংশে সোম দত্ত, মহাকুল বেণ্যার প্রধান বাসুকি তার প্রতি দ্বন্দ্বী, দ্বাদশবৎসর বন্দি, বিশালাক্ষী কৈল অপমান। মহাস্থান সাতগা; যথা বৈসে রাম দাঁ, তার শুন কুলের বাখান। মড়ায় পুরিত বাড়ী, বাসা দিয়া লয় কড়ি, তার ঘর শ্মশান সমান॥ হরিদত্ত বড় সুলে, তব সম নহে কুলে, রাজা তার কৈল অপমান। ফতেপুরে রাম কুণ্ড, সেই বেটা কুলে ভণ্ড, সেহ নহে তোমার সমান॥ কজ্জলার হরি দাঁ, নাহি পোষে বাপ মা, প্রভাতে না করি তার নাম। ভাল্লকির সোম চন্দ্র, সে জন কপট বন্দ, দীক্ষা পথে শূন্য তার ধাম॥ যে যে বেণ্যা আছে যথা, সবাকার জানি কথা, সবে হয় দোষের আকর। গঙ্গার দুকুল কাছে, গন্ধ বেণ্যা যত আছে, খুল্লনার যোগ্য নাহি বর॥ তোমার কন্যার মত, বর ধনপতি দত্ত, কুলে শীলে রূপে গুণবান। দ্বিজের শুনিয়া কথা, লক্ষপতি হেঁট মাতা, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

ধনপতির সহিত খুল্লনার সম্বন্ধ।

পয়ার। গৌড়েতে বিখ্যাত যার নাম উজ্জয়িনী। সাধু মধ্যে ভূপতি সবার মধ্যে গণি॥ যথারূপ যথাগুণ উত্তম ব্যবহার। দেব দ্বিজ গুরু ভক্ত শুদ্ধ সদাচার॥ দানে বলি কর্ণ সম উচ্চ অভিলাষ। নাটক নাটিকা কাব্য যাহার অভ্যাস॥ সাত্ত্বিক ধার্ম্মিক বর শাস্ত্র বিচক্ষণ। হেম কলেবর সাধু সর্ব্ব সুলক্ষণ॥ তার যোগ্য বটে নারী খুল্লনা যুবতী। ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী যেন মদনের রতি। ঘটকের মুখে শুনি বরের প্রকৃতি। সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিল লক্ষপতি॥ লক্ষপতি সহিতে ব্রাহ্মণ যত ভণে। কপাটের আড়ে থাকি রম্ভাবতী শুনে॥ স্বামীরে গঞ্জিয়া রামা কহিছে বচন। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

লক্ষপতির সহিত রম্ভাবতীর কথোপকথন।

ত্রিপদী। আগু পাছু না গণিয়ে; কথায় বিহ্বল হয়ে, কেন দেহ হেন অনুমতি। হিতাহিত নাহি গণ, না লব কন্যার গণ, কেন ঝিয়ে করাব দুর্গতি॥ পড়ে শুনে হৈলে পশু; ব্যয় করি নিজ বস্তু, কন্যা দিব দারুণ সতীনে। লহনাকে নাহি জান, হেন কথ মনে আন, করুণা নাহিক তব মনে॥ তোমারে বুঝাব কি, লহনা ভায়ের ঝি, তুমি যদি তারে দিবে সতা। কেন কৈলে হেন কাজ, সঞ্চয় করিলা লাজ, লোক মাঝে না তুলিবা মাথা॥ খুল্লনা বান্ধিয়া গলে, মরিব গঙ্গার জলে, নাহি দিব দারুণ সতীনে। দুরন্ত ঝিয়ের মোহ লোচনে গলয়ে লোহ, ধরে লক্ষপতির চরণে॥ নাহি গণ হেন কথা যে ঘরে লহনা সতা, ভেবে দেখ যেমন বাঘিনী। বিচারে হইলা অন্ধ, পদ গলে দিয়া বন্ধ, ভেট দিবা খুল্লনা হরিণী॥ ধনযুক্ত যার ঘর, আনিয়া প্রথম বর, বিলম্বে করিব কন্যা দান॥ কন্যা পাবে কুতূহল, তুমি পাবে দানফল, লোকে পাবে অতুল সম্মান॥ গণকে কহিছে মোরে, দিও দোজবরিয়া বরে, জন্ম পত্রে আছয়ে লিখন। এত যদি কহে পতি, রম্ভা দিল অনুমতি, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

রম্ভাবতীর জামাতা নিরীক্ষণ।

পয়ার। স্বামীর বচনে রম্ভা দিল অনুমতি। আমন্ত্রিয়ে জামাতারে আনে লক্ষপতি বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে। কেহ জল দেয় কেহ চরণ পাখালে॥ আহড়ে থাকিয়া রম্ভা জামাতা নেহালে। আইও সুয়ো আনিতে বিজয়া দাসী চলে॥ ত্বরাত্বরি নগরে নগরে ধায় চেড়ী। সই সাঙ্গাতি ডাকিয়া আনিল বাড়ি২॥ আইল বিমলা চাঁপা কমলা ভারতী। পার্ব্বতী সুবর্ণরেখা লক্ষ্মী পদ্মাবতী॥ বল্লভা দুল্লভা রম্ভা সুভদ্রা যমুনা চরিত্রা তুলসী সচী রাণী সুলোচনা॥ হীরা তারা সরস্বতী মদনমঞ্জরী। চিত্ররেখা সুধা রাধা দয়া মন্দোদরী॥ কৌশল্যা বিজয়া গৌরী সুমিত্রা সুন্দরী। যশোদা রোহিণী রাধা রূপী কাদম্বরী। ত্বরা হেতু সবাকার বিপর্য্যয় বেশ। আলুথালু চতুর্দ্দিকে নাহি বান্ধে কেশ॥ একে করে কঙ্কণ নুপুর একপায়। অর্দ্ধ কেশ আচড়িত লঘুগতি ধায়॥ এক চক্ষু কোন কেহ দিয়াছে অঞ্জন। এক কর্ণে কর্ণ ফুল ত্বরায় গমন॥ শিশু কান্দে দুগ্ধ দিতে নাহি করে মো। কোন আইও আইসে তার হাতে কাঁকে পো॥ কড়িয়া জাঙ্গালে আ-ইয়ো দিল বহু সাড়া। হারাবতী এক ডাকে ভাঙ্গ্যা আনে পাড়া॥ সাধুর মন্দিরে আসি দিল দরশন। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন॥ বর দেখি রামাগণ সানন্দ চরিত শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

দুর্ব্বলার নিকটে লহনার খেদ।

ত্রিপদী। দেখিয়া কুস্বপ্ন বহু, স্পন্দে ডানি আঁখি বাহু, লহনা কহেন মন কথা। শুনিয়া লোকের মুখে, শেল সম বাজে বুক, সাধু নিল নিদারুণ সতা॥ কহ দুয়া জীবন উপায়। কানে তোর দিব হেম, চিন্তহ আমার ক্ষেম; যে মতে সম্বন্ধ ভাঙ্গা যায়॥ খুড়া হয়ে দেয় সতা, কারে কব দুঃখ কথা, কারে বা করিব অভিমান। বরঞ্চ মরণ ভাল, র-হিল হৃদয়ে শাল, সই কে করিবে সমাধান॥ পায়রা উড়ান ব্যাজে, গেলা প্রভু নিজ কাজে নাহি জানি এসব বারতা। সম্বন্ধ নির্ণয় হৈল, এবে সে লহনা মৈল, হরি হরি নিষ্ঠুর বিধাতা॥ একলা ঘরের দারা, আছিলাম স্বতন্তরা, আপনি গৃহিণী এ ভবনে। বিধাতা হইল বাম; পরে নিল ধন ধাম, মন পুড়ে তুষের আগুনে॥ শোকানলে পোড়ে মন, দাবানলে যেন বন, আঁখি জল নিবারিতে নারি। এ শেল রহিল মনে. সমর্পিব কোন জনে, সঞ্চয় করিয়া ঘর গারি॥ বহু ব্যয় করি কড়ি, করিলাম খাট পিড়ি, শঙ্খ তাড় বালা পাচনরী। চন্দন কুসুম গুয়া, কুমকুম কস্তুরী চুয়া কারে ইহা দিব প্রাণে ধরি॥ এমত কপট বন্ধে, শুনিয়া দুর্ব্বল কান্দে, লীলারে আনিতে দাসী যায়। সদাগর আইলা বাসে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে, হৈমবতী যাহার সহায়॥

লহনার প্রতি ধনপতির প্রবোধ।

পয়ার। লহনাহ বলি ডাকে সদাগর। অভিমান যুক্ত রামা না দেয় উত্তর॥ ইঙ্গিতে বুঝিল লহনার অভিমান। কপট সম্ভাষে সাধু লহনা বুঝান॥ রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে। চিন্তামণি নাশ কৈলে কাঁচের বদলে॥ স্নান করি আসি শিরে না দাও চিরণী। রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিন্ধে পানি॥ অবিরত ঐ চিন্তা অন্য নাহি গণি রন্ধনের শালে নাশ হইল পদ্মিনী॥ মাসী পিষী মাতুলানী ভগিনী সতিনী। কেহ নাহি থাকে ঘরে হইয়া রন্ধনী॥ যুক্তি যদি লয় মনে কহিবা প্রকাশি। রন্ধনের তরে তব করে্যা দিব দাসী॥ বরিয়া বাদলেতে উনানে পাড় ফুক। কর্পূর তাম্বুল বিনা রস হীন মুখ॥ সদাগর বলে যত কপট প্রকাশ। উত্তর না দেয় রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ দুর্ব্বলা করিল স্নান বসিল ভোজনে। অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে।

শিবকে স্মরিয়া সাধু কৈল আচমন। লহনা কনক থালে যোগায় ওদন। সুবর্ণের বাটিতে দুর্ব্বলা দেয় ঘি। হাসিয়া পরসে রামা বেণিয়ার ঝি॥ স্মরিল শ্রীজনার্দ্দন পুরাণ পুরুষ। সুরনদীর জলে সাধু করিল গণ্ডূষ। প্রথমে সুকুতা ঝোল দিল ঘণ্ট শাক। প্রশংসা করয়ে সাধু ব্যঞ্জনের পাক॥ কটাক্ষে সাধুর মন হরিল লহনা। ভোজন সম্বরে সাধু হয়ে দৃঢ় মনা॥ ভোজন করিয়া সাধু কৈল আচমন। কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন। চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন। বিনোদ মন্দিরে সাধু করিল শয়ন॥ নিত্য কৃত্য করি রামা চলে পতির স্থানে। রতি রসে সদাগর ধরিল বসনে॥ মনোদুঃখে রামা তারে করে নিবেদন। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

লঘু-ত্রিপদী। কপট সম্ভাষ, ত্যজ পরিহাস, সে সব সময় গেল। কোন মূঢ় মতি, দিনে জ্বালে বাতি; সেবা কি করয়ে আলো। স্ত্রী গত যৌবনে, পুরুষালিঙ্গনে, কিবা আদরের চিন। কামদেব পাপ, নাহি ধরে চাপ, করি রাখে গুণহীন॥ কপট প্রবীণ কুলিশ কঠিন, তোমার দারুণ হিয়া। সত্য কৈলে যত, সব হৈল হত, কি দোষ মোর দেখিয়া॥ না করিল বিধি; জীবন অবধি, নারির যৌবন কাল। শশীর উদয়ে, মৃণাল না রয়ে, মরণে রহিল শাল॥ অঙ্গনা সমাজে, কিবা গৃহ কাজে; কি করিনু অনুচিত। যদি দিবা সতা, কে তার রক্ষিতা, কেন না কৈলে ইঙ্গিত। থাকে পুণ্য অংশ; কোলে রহে বংশ, সুকৃতি সেই দম্পতি। যদি নহে তোক, শূন্য দুই লোক, দোঁহার কর্ম্মের গতি॥ সাধু হাত ধরে, লহনা নিবারে, চঞ্চল কঙ্কণ পাণি। মাঝে পঞ্চমান, হয়ে আগুয়ান, কন্দল ভাঙ্গে আপনি॥ রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত, রসিক মাঝে সুজন। তার সভাসদ, রচি চারুপদ, গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পয়ার। পরিতোষে লহনারে দিয়া পাট শাড়ী। পাঁচ পণ সোনা দিল গড়িবারে চুড়ি॥ সাধু বলে প্রিয়ে তুমি আছ মম মনে। যেমন আছিলা পূর্ব্বে বিবাহের দিনে রাম রাম স্মরণেতে যামিনী প্রভাত। পশ্চিম আশার কুলে গেলা নিশানাথ। আশীষ করিতে আইল জনার্দ্দন পণ্ডিত। প্রণাম করিয়া দ্বিজে করিল ইঙ্গিত॥ আঁখিঠারে হৈল কথা সঙ্গে গুরুওঝা। নানা দ্রব্য পূর্ণিত সাজিল তার বোঝা॥ চলিল ব্রাহ্মণ লক্ষপতি ভবন। সম্ভ্রমে আসিয়া রম্ভা যোগায় আসন॥ লক্ষপতির আসি বন্দে দ্বিজের চরণ নিবেদয়ে দ্বিজ তারে নিজ প্রয়োজন॥ গুরুওঝা করে মোর রাশির কল্যাণ। সভা বিদ্যমানে ওঝা পড়ে পাজি খান। সূর্য্য নমস্করি করে শাস্ত্র অবগতি। আজিকার দিন দেখি ত্রয়োদশী তিথি॥ মৃগশিরা দুই দণ্ড বণিজ করণ। শুভযোগে এই দণ্ড দশম ফাল্গুণ॥ পুনরপি পড়ে পাঁজি হয়ে সাবধান। আগামি বর্ষের ফল সাধুকে বুঝান। সংক্রমণ শিরঃস্থানে বৎস হবে ভালে। বড়ই সম্পদ তব হবে সেইকালে॥ বৈশাখ হইলে হবে সপ্ত সংবৎসর। শুভকর্ম্ম নাহি আগে বৎসর ভিতর। এ বচন হৈল যদি গুরু ওঝা তুণ্ডে। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে লক্ষপতির মুণ্ডে॥ বৈশাখে হইবে কন্যা বারেতে প্রবেশ। ফাল্গুনের মধ্যে লগ্ন কর উপদেশ॥ লগ্ন করে গুরু ওঝা শুভক্ষণ গণি। গণিয়া নির্ণয় কৈল উত্তরফল্গুনী। পূজা পায়ো দোঁহে গেল সাধুর ভবনে। কহিল সকল কথা সাধু বিদ্যমানে॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। ফাল্গুণ উত্তম মাস, নিয়োজিত অধিবাস, শুনি আনন্দিত সদাগর। পুলকে পূর্ণিত মতি, কহে সাধু ধনপতি; প্রিয় ভাষে করেন উত্তর। সাধু করে আয়োজন, চারিদিগে ধায় জন, কিনে বেচে হাটে নানা ধন। সাধুর বচন পায়, ইছানি নগরে যায়, ঘটক পণ্ডিত জনার্দ্দন। লয়ে বিবাহের সাজ, চলিল ঘটক রাজ, কুলীন পণ্ডিত পুরোহিত। আগু পাছে সারি সারি, সজ্জা লয়ে যায় ভারি, গায়েন গাহিছে সুললিত। তৈল সিন্দূর পান গুয়া, বাটি ভরা গন্ধ চুয়া, আম্র দাড়িম্ব পাঁচ কাঠি। পাটে ভরি নিল খই; ঘড়া ভরি ঘৃত দই, সাজিয়া সুরঙ্গ নিল পাটি। ক্ষীরপুরি গঙ্গা জল, কাঁদি বান্ধা নারিকেল, চিনির পুরিয়া নিল গাছ। চালু ডাল রাশি রাশ,

জোড়ে জোড়ে দিল খাসি, মাঁজুড়িয়া ভারে দিল মাছ॥ সর্ব্বগুণ্ডুটুলি ভরা, বাক্সো নিল কোল ভরা, সুতা নিল নাটাই সহিত। সুরঙ্গ পাটের শাড়ি, লইল রজত কড়ি, দিব্য মালা সুবর্ণ জড়িত॥ চিনি চাঁপা বর্দ্ধমান, কড়ি দিল দিতে দান, হরিদ্রায় রঞ্জিত বসন। গোরোচনা দিল শঙ্খ, চামর চন্দন পঙ্ক, ফুল মালা কজ্জল দর্পণ॥ কপাল মুড়িয়া ফোঁটা, বসিল দ্বিজের ঘটা, জগন্নাথ চামরি কল্পলে। পতাকা থুবায় বাক্সা, উপরে বাঁধিয়া চান্দা, ধূপে আমোদিত কৈল স্থলে॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

হেম পায়ে চারি পণ, সানন্দ সহনা মন, দূরে গেল যত অভিমান। প্রেম বন্ধ মুখে মুখে, আলিঙ্গন বুকে বুকে, যামিনী হইল অবসান॥ ধনপতি হৃদয়ে উল্লাস। বসিয়া তুলিচা মাঝে, নিয়োজিল নিজ কাযে, শুভ মুখ কমল প্রকাশ॥ শয্যা ত্যজি নরপতি, আনন্দে পূর্ণিত মতি, ডাকি আনে জনাই পণ্ডিতে। গুরুজন ব্যবহার, নিয়োজিত কৈল ভার, উত্তরিল গিয়া উজানিতে॥ লক্ষপতি পায়ে পড়ি, বসায় গাম্ভারী পীড়ি, দুই করে পাখালে চরণ। আশীষ করিয়া দ্বিজ, শুভ মুখ সরসিজ, আয়োজন করে সমর্পণ॥ দ্বিজের বচন শুনি, লক্ষপতি মনে গণি, জ্ঞাতি বন্ধু আনি নিকেতনে। অধিবাসে দিল সায়, শ্রীকবিকঙ্কণ গায়, রামাগণে আনিল সদনে॥

অথ ধনপতির সহিত খুল্লনার বিবাহ।

সকল দোষেতে হীন, শুভ লগ্ন শুভ দিন, ধরে কন্যা মনোহর বেশ। হরিদ্রা রঞ্জিত ধুতি, পরাইল রম্ভাবতী, বৈসে রামা বাপের সকাশ॥ খুল্লনার গন্ধ অধিবাস। মেলি পুর নিতম্বিনী, সবে করে জয় ধ্বনি, রম্ভাবতী হৃদয়ে উল্লাস॥ দিয়া নিমন্ত্রণ পাতি, আনাইল বন্ধু জ্ঞাতি, জনে জনে পায় আবাহন। শ্রীলক্ষপতির বাসে, জ্ঞাতি গোত্র সবে আসে, বোঝা ভারে লয়ে আয়োজন॥ পটহ মৃদঙ্গ সারি, দগড় কাঁসর বেণী, শঙ্খ বাজে দোখণ্ডী বল্লকী। ধমক ঠমক ভেরী, জগঝম্প বাজে তুরী, অঙ্গ ভঙ্গে নাচয়ে নর্ত্তকী॥ দিনপতি গণপতি, পূজিলেন প্রজাপতি, বিধি আশাপতি গ্রহগণে। স্থাপিয়া মন্মথ যষ্টি, পুরোহিত পূজে ষষ্ঠী, পূজা কৈল মৃকণ্ডু নন্দনে॥ দ্বিজ করে বেদ গান, মহী গন্ধ শিলা ধান, দূর্ব্বা পুষ্প ফল ঘৃত দধি। রজত দর্পণ হেম, স্বস্তিক সিন্দুর ক্ষেম, কজ্জল রোচনা যথাবিধি॥ সিদ্ধার্থ চামর শঙ্খ, ভুবনে উপমা রঙ্ক, পূর্ণ পাত্র প্রদীপ ভূষিত। করি শাখা পরিচ্ছেদ, ব্রাহ্মণ পড়েন বেদ, সূক্ত বান্ধে জনাই পণ্ডিত॥ পূজিল প্রতিমা রুচি, গৌরী পদ্মা মেধা শচী, সাবিত্রী বিজয়া জয়া যথা। স্বাহা স্বধা দেবসেনা, শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা, অনুকূল যতেক দেবতা॥ ঘৃত দিয়া সাত ডোরা, কাঁথে দিল বসুধারা, কৈল নান্দিমুখের বিধান। লয়ে সাত কুলবতী, হরষিত রম্ভাবতী, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

পয়ার। ঔষধ করিয়া রম্ভা ফিরে বাড়ি বাড়ি। দোছুটী করিয়া পরে তসরের সাড়ী॥ কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি। দুর্গা প্রদীপ পুতে রেখেছিল চেড়ী॥ সাধুর কপালে যদি দিবে পুনর্ন্নবু। খুল্লনার হবে সাধু নাক বেন্ধা পশু॥ আদেশ পাকুড় গাছে হাই আমলাতি। আকুল কুন্তল করি আনে মধ্য রাতি॥ সাপের আঁটলি আনে খুঁজে বেদের ঘরে। কইমৎস্য পিত্ত আনে মঙ্গল বাসরে॥ কাপাসের খেত হইতে আনিল গোমুণ্ড। দাণ্ডাইয়া রবে সাধু তায় দুই দণ্ড॥ খুল্লনা করয়ে যদি সাধুর অপমান। মৌনে রবে সাধু যেন গোমুণ্ড সমান॥ বিমলা ব্রাহ্মণী হয় রম্ভাবতীর সই। আণ্ডা সরায় আনে গর্দ্দভের দুগ্ধ দই॥ খুল্লনার সমাপিল গন্ধ অধিবাস। উজানি আইল দ্বিজ হৃদয়ে উল্লাস॥ সহাস্য বদনে কথা কহে দ্বিজবর। চান্দোয়া টাঙ্গাতে আজ্ঞা দিল সদাগর॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। মদন মূরতি, সাধু ধনপতি, বসিল গাম্ভারী পীঠে। বদন নিন্দি বিধু, চৌদিকে বারবধূ, মঙ্গল গায় নাচে নাটে॥ ব্রাহ্মণ পড়ে স্তুতি, সানন্দ ধনপতি,

চৌদিকে জয় জয় ধ্বনি। মঙ্গল বস্তু যত, করয়ে নিয়োজিত, মঙ্গল পড়া বাজে সানি।। সমাপ্ত করিয়া কর্ম্ম, যে ছিল কুল ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণে দিলেন দক্ষিণা। বরাত্তি পুঞ্জে পুঞ্জে, সাধুর ঘরে ভুঞ্জে, চৌদিকে ডম্বুর বাজনা।। হইল গোধূলি বেলা, চড়িয়া পাটদোলা, গলায় শোভে রত্নমালা। কুসুম শিরে রোপে, কুমকুম অঙ্গে লেপে, শোভিত হেম তাড় বালা। কেহ গান করে নাট, কায়বার পড়ে ভাট, গজপৃষ্ঠে ঘন বাজে দামা। হাস্য কথা কুতূহলে, পদাতি বাঙ্কনি খেলে: আগুদলে চলে রণ ভামা। জুড়িয়া ক্রোশেক বাট, চলে বরাত্তির ঠাট, চমকিত ইছানি নগর। গজ বলে সাবধান, সাধিতে আপন মান, আইল লক্ষপতির কোঙর।। দুই দলে ঠেলাঠেলি, চুলাচুলি গালাগালি, বরাতি দেউটি নাহি ছাড়ে। ধূলা খেলা ঢেলা বৃষ্টি, মেলিলে না রহে দৃষ্টি, দুই দলে খুনাখুনি পড়ে। বুঝিয়া কার্য্যের গতি, আসি তথা লক্ষপতি, কন্দল ভাঙ্গিল সমঞ্জসে।। জামাতার হাতে ধরি, লয়ে গেল অন্তঃপুরী, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে রসে।।

পয়ার। প্রমোদ লোচন জলে হৈল সাধু অন্ধ। কোলে করি জামাতারে শিরে দিল গন্ধ।। বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে। কেহ জল দেয় কেহ চরণ পাখালে।। অঙ্গুরী অলঙ্কার ভূষণ চন্দন। দিয়া লক্ষপতি করে বরের বরণ।। হোথা রম্ভা স্ত্রী-আচার করে যথাবিধি। পদে পাদ্য শিরে অর্ঘ্য ঢেলে দিল দধি।। সূত্র দিয়া মাপে রম্ভা বরের অধর। সেইরূপে মাপে আর দুইখানি কর।। সেই সূতা দিয়া বান্ধে খুল্লনার সনে। সাধু রহিলেন যেন নিগড় বন্ধনে।। আনিল আইওর সুতা নাটাই সহিত। সাত ফের ফিরাইয়া করিয়া বেষ্টিত।। সেই সুতা বান্ধি রাখে খুল্লনার অঞ্চলে। গালি দিলে সাধু যেন মুখ নাহি তোলে।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। সাধু করে কন্যা দান, দ্বিজগণে বেদ গান, নাচে গায় রঙ্গে বিদ্যাধরী। সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি, পটহ দুন্দুভি বেণী, আনন্দিতা লক্ষপতি নারী। পাটে চড়ি রূপবতী, প্রদক্ষিণ করি পতি, শুভক্ষণে দুজনে চাওনি। দিলেন তাহার গলে, আপনার কণ্ঠমালে, রামাগণে দিল জয়ধ্বনি। অভয়ার প্রীতি ফলে, করে কুশে গঙ্গাজলে, লক্ষপতি করে কন্যা দান। রথ গজ ঘোড়া দোলা, কলধৌত কণ্ঠমালা, দিয়া কৈল জামাতার মান।। বাজয়ে মঙ্গল পড়া, দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থিছড়া, বর কন্যা দেখে অরুন্ধতী। বন্দিয়া রোহিণী সোম, লাজাহুতি কৈল হোম, দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি।। দম্পতি প্রবেশি ঘরে, ক্ষীর খণ্ড ভোগ করে, রাত্রি গেল কুসুম শয্যায়। করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, হৈমবতী যাহার সহায়।।

অথ বিবাহ করিয়া ধনপতির স্বদেশে গমন।

পয়ার। রাম রাম স্মরণে পোহাইল রাতি। শয্যা ত্যজি প্রভাতে উঠিল ধনপতি।। শয্যাতোলা কড়ি চাহে পরিহাস্য জন। আদেশ করিল দিতে পঞ্চাশ কাহন।। নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন। হইল সাধুর ত্বরা উজানি গমন।। মাথায় মুকুট দিয়া বসিল দম্পতি। কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী।। মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে যোড়া শঙ্খ। ধমক ঠমক শিঙ্গা বাজে জগঝম্প।। কেহ শ্বেত কেহ নেত দেয় পাট শাড়ি। কুঙ্কুম চন্দন দূর্ব্বা বাটা ভরি কড়ি।। নানা রত্নে জামাতার কৈল পুরস্কার। দিলেন দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দশ ভার।। বিদায় হইল বর কন্যা চাপে দোলা। পঞ্চরত্ন হাতে দিল সাধুর মহিলা।। শ্বশুরচরণে সাধু করিয়া প্রণাম। চড়িয়া পাটের দোলা যায় নিজগ্রাম।। রাজপথে যায় সাধু নগরে নগর। সহনা লইয়া কিছু শুনহ উত্তর।। ছিটা ফোটা করিয়াছে ঔষধ প্রবন্ধ। সহিতে না পারে সাধু তাহার দুর্গন্ধ।। বিদগ্ধ সদাগর করে অনুমান। বিবেচনা করিয়া করিল অল্প জ্ঞান।। যৌতুক দিলেক রত্ন বস্ত্র বন্ধুগণে। নানা উপচারে সাধু করায় ভোজনে।। বহুদিন আছে সাধু বিহারে ভবনে

অবিলম্বে চলে সাধু রাজ সম্ভাষণে ॥ ভার দশ দধি চাঁপাকলা মর্ত্তমান। দোখণ্ডী সরস গুয়া বিড়া বান্ধা পান ॥ গছু বান্ধো নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া। আর নিল জগন্নাথ থান দশ জোড়া ॥ কিঙ্কর করিয়া দিল দোলায় সাজন। দোলায় চাপিয়া চলে বেণের নন্দন ॥ রাজার সভায় সাধু হৈল উপনীত। প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত ॥ নৃপাদেশে আসনে বসিল সদাগর। পরিহাস করে রাজা বিক্রমকেশর ॥ পরিধান বাসেতে হরিদ্রা অতিশয়। লক্ষণে জানিল বিভা করিল নিশ্চয় ॥ দ্বিতীয় বিবাহ তেঁই জান নব রস। ভাবিয়া ভাবিনী জায়া প্রসন্ন মানস ॥ লজ্জায় মলিন সাধু যোড় কৈল হাত। নিবেদয়ে সকলে তোমার প্রসাদাৎ ॥ খগান্তক লয়ে কিছু শুনহ বচন। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

খগান্তক ও মৃগান্তক ব্যাধের বন প্রবেশ।

ত্রিপদী। খগান্তক মৃগান্তক, দুই ভাই কালান্তক, উজ্জয়িনী নগর নিবাসী। প্রভাতে কাননে চলে, জাল ফাঁদ সাতনলে, বিহঙ্গম ধরে রাশি রাশি ॥ করে ধরে কর্ণিশর, ভ্রমে ব্যাধ নিরন্তর, প্রাণি বধে বিবিধ প্রবন্ধে। ঊর্দ্ধমুখে চায় শাখী, বধে নানা জাতি পাখী, সাতনলা জাল আঠা ফান্দে ॥ ভঞ্জিত তণ্ডুল সনে, কাননে কলাই বুনে, রহে ব্যাধ ঝোপের আহড়ে। লুব্ধ ভক্ষণের আশে, ঝাঁকে ঝাঁকে জালে বৈসে, নানা বিহঙ্গম বন্দী পড়ে ॥ কপোত চাতক ফিঙ্গা, টেসকনা মাছরাঙ্গা, নারক সারস গঙ্গাচিল। বায়স বর্ত্তিকা হংস, মুনি ভাস করে ধ্বংস, রাজাচূড়া বাবুই কোকিল ॥ কুরর কুক্কুট কঙ্ক, কামি কোক কলবিঙ্ক, কলরব কুলিঙ্গ কঙ্কট। কালকণ্ঠ কুরলাক্ষী, ভারক কাদম্ব পাখী, উটজ খঞ্জন করকট ॥ ঊর্দ্ধ মুখে কপিঞ্জলে, বিন্ধে ব্যাধ সাতনলে, বক আর বিন্ধয়ে চকোরে। গুড়গুড় ভাটুই ঘটা, টুনটুনি তালচটা, নানাবিধি ফান্দে বন্দি করে ॥ হয়পুচ্ছ লোম ফান্দে, শত শত পক্ষি বান্ধে; দলপিপী শরাল বাদুড়। কাঠঠুকরিয়া পেঁচা, টিয়া চটা কাদাখোঁচা, পানিকৌড় বধে তাম্রচূড় ॥ দৈব নির্ব্বন্ধন ফলে, সারি শুয়া পড়ে জালে, ধরণী লোটায়ে শুয়া কান্দে। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, মনোহর পাঁচালি প্রবন্ধে ॥

সারি শুকের উপাখ্যান।

শুন রে অবোধ ব্যাধ, কি তোর জীবনে সাধ, কেন কর প্রাণিবধ পাপ। অধর্ম্ম করিয়া নিত্য, পোষ বন্ধু দারাপত্য; পরলোকে পাবে পরিতাপ ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ, যেমন আপন দেখ; পরে দেখ সেই অনুমানে। সবাকার অন্তর্যামী, বুঝিয়া অনন্ত স্বামী, পরিতোষ দেন সবার মনে ॥ বধিলা অনেক দ্বিজ, সঞ্চয় করিলা বীজ, কত কড়ি পাও পক্ষি মাংসে। এতেক পক্ষীর শাপে, অতি গুরুতর পাপে, অচিরাতে মরিবা সবংশে ॥ যত দেখ ভাই বন্ধু, সবে পীরিতের সিন্ধু, মৈলে করে দিনদুই শোক। সকল কুটুম্ব মিলে, পড়িবা যমের জালে, যতনে রাখহ পরলোক ॥ প্রাণিবধে দিয়া মন, সঞ্চয় করিয়া ধন, তুমি মৈলে নিবে অন্য জন। যবে যাবে যম পথে, পাপ পুণ্য যাবে সাথে, যত দেখ সব অকারণ ॥ পক্ষীমুখে নর বাণী, ব্যাধ সবিস্ময় মানি, শুকের বচনে দিল মন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

পয়ার। শুকের বচনে ব্যাধ হয়ে ভক্তিমান। বন্ধন কাটিয়া তার দিল জীবদান ॥ কাটিল চেয়াড়ে ব্যাধ শুকের বন্ধন। করে বসাইয়া করে অঙ্গের মার্জ্জন ॥ নির্ম্মল কাঞ্চন জিনি চরণের আভা। রত্নের প্রবর জিনি পালখের শোভা ॥ ব্যাধ বলে হেন পক্ষী কভু নাহি দেখি। আজি কিবা বিধি মোরে করিলেন সুখী ॥ আজি হৈতে শুক তুমি হৈলা মম গুরু। ধর্ম্ম অবতার শুক তুমি কল্পতরু ॥ বৈষ্ণব জনার সঙ্গ নিস্তারের বীজ। তোমা হৈতে ঘুচিল যতেক পাপ নিজ ॥ আর না করিব প্রভু প্রাণি

বধ পাপ। পাপ চিন্ত ঘুচাইলে জন্মদাতা বাপ॥ পক্ষী বলে নিয়া চল নৃপতির পাশে। সম্পদ বাড়াব তোর বচন প্রকাশে॥ সারি শুক লয়ে চলে ব্যাধ রাজ পথে। পক্ষী দেখি নগরিয়া ধায় ব্যাধ সাথে॥ কেহ বলে পক্ষী মূল্য দিব চারি পণ। কেহ বলে এক খানি লহরে বসন॥ নগরিয়ার কথা ব্যাধ কানে নাহি শুনে। দণ্ডমাত্রে উত্তরিল নৃপতি সদনে॥ দ্বারি সম্ভাষিয়া গেল রাজ বিদ্যমান। সারি শুক ভেট দিয়া হৈল নতিমান॥ সারির পাখের আড়ে শুক হৈল লুকী। পক্ষীর চরিত্র দেখি রাজা হৈল সুখী॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

রাজার সহিত সারি শুকের কথোপকথন।

ত্রিপদী। সারি শুক করে প্রণিপাত। তোমার চরণ দেখি, সফল হইল আঁখি, বড় ধন্য তুমি ক্ষিতিনাথ॥ শ্রীবৎস রাজার ঘরে, কলধৌত পিঞ্জরে, আছিলাম সভায় পণ্ডিত। প্রতিদিন নরনাথ, অঙ্গে আরোপিত হাত, করিত চন্দনে বিভূষিত॥ ত্রিভুবনে সুদুর্লভা; দেখিয়া তোমার সভা, জিনি নবরত্নের বিচার। যুক্তি করি জায়া সনে, আইনু তোমার স্থানে, দেখিতে তোমার ব্যবহার॥ পিয়া নানা ফল রস; আইনু তোমার দেশ, নানা কাব্য বিচার প্রবন্ধে। ভ্রমিতে তোমার দেশ, বহু পাইলাম ক্লেশ, বান্ধা গেলাম চর্ম্মময় ফান্দে॥ পরাণ রক্ষার আশে, কহিনু মধুর ভাষে, এই ব্যাধ গুণের সাগর। আর না করিহ বধ, বাড়াইব সম্পদ, লয়ে চল নৃপতি গোচর॥ পক্ষী মুখে নর বাণী, নৃপতি বিস্ময় গণি, দিল ব্যাধে অনেক কাঞ্চন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

পয়ার। "প্রহেলিকা" কহে শুক রাজার সমাজে। নৃপতির আদেশে পণ্ডিতগণ বুঝে॥

বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার। যোগেন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিরাহার॥ যখন পুরুষবর হয় বলবান্। বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে প্রাণ দান॥ ১॥

মস্তকে করিয়া আনে হয়ে যত্নবান্। বিনা অপরাধে তার করে অপমান॥ অপমানে গুণ তার দূর নাহি যায়। অবশ্য করিয়া দেয় সম্বল উপায়॥ ২॥

বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়। গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়॥ পণ্ডিত বুঝিতে পারে দুচারি দিবসে। মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে॥ ৩॥

বেগে ধায় রথ নাহি চলে এক পা। নাচয়ে সারথি তথি পসারিয়া গা॥ হিঁয়ালি প্রবন্ধে হে পণ্ডিত দেহ মতি। অন্তরীক্ষে ধায় রথ ভূতলে সারথি॥ ৪॥

শিরঃস্থানে নিবসে পুরের দুই সার। ভাল মন্দ সবাকার করয়ে বিচার॥ বিচার করিয়া সেহ রহে মৌনশালী। পুরস্কার করে তার মুখে দিয়া কালী॥ ৫॥

তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল। ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল॥ পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ। বনেতে থাকিয়া করে বনের ধ্বংসন॥ ৬॥

তৃষ্ণায় আকুল বড় জল খাইলে মরে। স্নেহ না করলে সে তিলেক নাহি তরে॥ উগারয়ে অন্য বস্তু অন্য করে পান। সখা সঙ্গে আলিঙ্গন ত্যজয়ে পরাণ॥ ৭॥

দেখিতে পুরুষ দুই মুখ এক কায়। এক মুখে উগারে আর মুখে খায়॥ মরিলে জীবন পায় হুতাশ পরশে। বুঝহ পণ্ডিত সে কোন দেশে বৈসে॥ ৮॥

জীয়ন্তেতে মৌনি সে মরিলে ভাল ডাকে। অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে॥ অবশ্য আনয়ে নব মঙ্গল বিধানে। হিয়ালি প্রবন্ধ কবিকঙ্কণেতে ভণে॥ ৯॥

১ ডিম্ব। ২ কুম্ভকারের মৃত্তিকা। ৩ পক্ষী। ৪ ঘুড়ি।
৫ লেখনী। ৬ পানা। ৭ অগ্নি। ৮ গাড়ু। ৯ শঙ্খ।

রঙ্গে বৈসে নানা স্থানে ক্রমে চারি ভাই। জীবকালে স্থানে২ মরণ এক ঠাঁই॥ পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মূর্খে কিবা জানে। হিঁয়ালি প্রবন্ধে কবিকঙ্কণেতে ভণে। ১০॥

একবর্ণ নহে সে অনেক বর্ণ কায়। আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায়॥ শ্রীকবিকঙ্কণ গায় হিঁয়ালি রচিত। বার মাস ত্রিশ দিন বন্ধেন পণ্ডিত॥ ১১॥

এক ঘরে জন্ম তার দুই সহোদর। এক নাম ধরে সেই দুই কলেবর॥ প্রবল জীবন সে না ধরে জীবন। হিঁয়ালি প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ। ১২॥

দেখি ভয়ঙ্কর অতি বিপরীত কায়। ব্যাঘ্র ভল্লুক নহে পথিক ডরায়॥ শ্রীকবিকঙ্কণ কহে বিপরীত বাণী। ধারাধর নহে সেই বরিষয়ে পানি॥ ১৩॥

আঁখিতে জনম তার নহে আঁখিমল। মারি কাটি বান্ধি ধরি নহে দুষ্ট খল॥ মারিলে মধুর বোলে নহে সাধুজন। হিঁয়ালি প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ॥ ১৪॥

জন্ম হৈতে গাছু বায় রুধির ভক্ষণ। দুই জনে কড় হৈলে অবশ্য মরণ। মরণ সময়ে নর ছাড়ে হুহুঙ্কার। শ্রীকবিকঙ্কণ গান হিঁয়ালির সার॥ ১৫॥

ত্রিপদী। শুন শুন দণ্ডরায়, নিবেদি তোমার পায়, দৈব দোষে বুদ্ধি গেল নাশ। সুবুদ্ধি পুরুষকারে, দৈবে না লঙ্ঘিতে পারে, শুনহ পূর্ব্বের ইতিহাস॥ লোহিত চর্ম্মের ফাঁদে, পাকা খর্জুরের গন্ধে, দেখি লোভে হইনু তরল। বিফল হইল আশা, আছিল বন্ধন দশা, দৈব দোষে না হইল বিফল॥ ধর্ম্ম পুত্র নৃপমণি, যথা ভীম গদা পাণি, গাণ্ডীব ধরেন ধনঞ্জয়। কি কব পুণ্যের লেখ, বাসুদেব যার সখা, তথা কেন হৈল শত্রু ভয়॥ সকল বিদ্যার ধাম, ভানু বংশে রাজা রাম, কোদণ্ড ধরেন রঘুমণি। রাম সহ গেল বন, সীতা নিল দশানন, রামায়ণে এই কথা শুনি। চন্দ্রবংশে রাজা নল; দৈবে তারে কৈল বল, পাশকে হারিল নিজ দেশ। পিতৃ দেশ পরিহরি, সঙ্গে দময়ন্তী নারী কাননেতে করিল প্রবেশ॥ চিন্তা দুঃখে ক্ষীণ দেহ, দেখে না সম্ভাষে কেহ, উপবাস প্রথম বাসরে। ক্ষুধায় আকুল রায়, পদব্রজে চলে যায়, জায়া সহ কানন ভিতরে॥ বাদ ছিল শনি সাথে, আসি দেখা দিল পথে, হৈয়া মীন চারিটী সকুলে। চিন্তা দুঃখে অতি ক্ষীণ, পায়ে চারি শোলমীন, দিল মহাদেবীর অঞ্চলে। কহিল পোড়াও নাচে, সুবন্ধে রাখহ কাছে, স্নান করি আসি নদী জলে। এতেক বলিয়া রায়, স্নান করিবারে যায়, রাণী যত্নে পোড়ায় সকুলে॥ পোড়াইয়া চন্দ্রমুখী; ভস্মেতে মলিন দেখি, পাখালিতে দিল সরোবরে। শুনহ দৈবের মায়া, মৎস্য গেল পলাইয়া, রাণী অধোমুখী লজ্জাভরে। মৎস্য খাইবার আশে, রাজা স্নান করি আসে, শুনে পোড়া মৎস্য পলায়ন। হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা, রাজা কৈল হেঁট মাথা; রাণী কৈল এ মৎস্য ভক্ষণ। এই হেতু দুই জনে, বিচ্ছেদ হইল মনে, নিজরাজ্য ত্যজে নৃপমণি। বুদ্ধি নাশ দৈব দোষে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে, এই কথা বনপর্ব্বে শুনি॥

পিঞ্জর গঠনার্থে ধনপতির গৌড়দেশে গমন।

পয়ার। রাজা বলে হেন পক্ষী কভু নাহি দেখি। আমাকে করিল বিধি আজ বড় সুখী॥ রাজা বলে ঝাট আন সুবর্ণ পিঞ্জর। ঘৃত অন্ন দিয়া পক্ষী পালিহ সত্বর॥ এ কথা শুনিয়া পাত্র হেট করে মাথা। পিঞ্জর গড়িতে কারিগর নাহি হেথা॥ গৌড় নগরে হয় পিঞ্জর উৎপত্তি। তথাকারে পাঠাও বেণিয়া ধনপতি॥ পাত্রে ইঙ্গিত রাজা বুঝিল অন্তরে। ধনপতি ভায়া যাও গৌড়র নগরে। রাজার চরণে সাধু করে নিবেদন। দুই জায়া মাত্র ঘরে নাহি অন্য জন। নৃপবর বলে সব বুঝিলাম ভায়া। দুঃখ লাগে ছাড়িয়া যাইতে ছোট জায়া॥ তেঁই তোমা পাঠাইতে সর্ব্বদা বিহিত। পিঞ্জর লইয়া তুমি আসিবা ত্বরিত। লজ্জায় হাসিয়া সাধু কৈল অঙ্গিকার। নৃপতি

---

১০ পাশার। ১১ কবিতা। ১২ নাসিকা। ১৩ বৃক্ষছাটিকা। ১৪ ইক্ষু। ১৫ উকুন।

প্রসাদ দিয়া কৈল পুরস্কার ॥ কাঞ্চন জুঁকিয়া লয়ে হইল বিদায়। বিলম্ব করিতে নারে নৃপের আজ্ঞায়। ঘরে যাইতে নাহি নরপতির আদেশ। দূত মুখে লহনারে কহে সবিশেষ ॥ পিঞ্জর আনিতে সাধু চলিল সত্বরে। প্রথম প্রবাস তার মজলিসপুরে ॥ বারবকপুরে গেলা দ্বিতীয় দিবসে। বিশ্রাম করিয়া গেল নিশি অবশেষে ॥ বালি-ঘাটা উত্তরিল দোলার ধায়নি। রন্ধন ভোজন করি পোহায় রজনী ॥ রাত্রি দিবা চলে সাধু না না করে রন্ধন। ক্ষীরখণ্ড দধি কলা করয়ে ভোজন ॥ শীতলপুরে উত্তরিল চতুর্থ দিবসে। বড় গঙ্গা পার হয়ে গৌড়ে প্রবেশে ॥ রাজভেট লয় সাধু সফরিয়া ভেড়া। পর্ব্বত্যা টাঙ্গন তাজী লৈল দুই ঘোড়া ॥ কান্দি বান্ধা নিল বাড়ব নারিকেল ঘড়ায় পুরিয়া নিল লাভু গঙ্গাজল ॥ রাজার সভায় সাধু হৈল উপনীত। প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত। বসিবারে আদেশ করিল নৃপবর। নৃপাদেশে আসনে বসিল সদাগর ॥ পরিচয় জিজ্ঞাসে নৃপতি গুণধাম। কোন দেশে বসতি তোমার কিবা নাম ॥ পরিচয় দেন সাধু রাজার চরণে। অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥

গৌড়দেশীয় রাজার সহিত ধনপতি সদাগরের পরিচয়।

ত্রিপদী। সাধু বলে মহাশয়, দেই আত্ম পরিচয় আমার বসতি উজ্জয়িনী। প্র-জার পালনে রাম, সমস্ত গুণের ধাম; বিক্রম কেশরী গুণমণি ॥ সুশীতল সুধাকর, রামবৎ ধনুর্দ্ধর, রূপে মীনকেতুর সমান। পাত্র তার হরিহর, জনার্দ্দন দ্বিজবর পুরো-হিত বিদ্যার নিধান। রাজার কৃপায় রায়, আমি সদাগর তায়, ধনপতি দত্ত অবিধান উৎপত্তি বণিক কুলে, নিবেদি চরণ তলে, যেই কার্য্যে আমার প্রয়াণ। ব্যাধ বন্দি করি বনে, ভেট নৃপতি স্থানে, আনিয়া দিলেক শারি শুক। পক্ষী শাস্ত্র কথা কয়। তাহা শুন অতিশয়, নরনাথ পাইল কৌতুক ॥ দেখিয়া তাহার রূপ, পুরট পিঞ্জর ভূপ, গড়াইতে করিল যতন। সে দেশে কামিনা নাই, পাঠাইলেন তব ঠাই, আপ্ত-ভাবে নৃপতি নন্দন ॥ সাধুর বচন শুনি আনন্দিত নৃপমণি, অবিলম্বে আনে কারি-গর। প্রসাদ করিয়া তারে, দিল পিঞ্জরের তরে, যতনে জুঁখিয়া পরিকর ॥ কর্ম্মী পটাঞ্জলি কয়, অবিরত মাস ছয়, যদি গড়ি দশ বিশ জনে। তবে সে পিঞ্জর হয়, না হলে ত্বরিত নয়; নির্ম্মাইব যদি সুগঠনে। আদেশিল মহীপাল; তথায় পাকিল শাল, গড়ে কলধৌত কারিগর। সাবধানে পিটে পোড়ে, ভোজরিতে কেহ ফোড়ে, দেখিয়া হরিষ সদাগর। জাঁতিয়া গাথিয়া সোনা, সাড়াশীতে টানে গুণা, নিরূপণ সুতার সঞ্চার। সাবধানে কেহ আঁটে, ছেয়ানিতে কেহ কাটে, কোন জন বিবিধ প্রকার ॥ পাচ পাড়ি চারি খুঁটী, বিচিত্র বনায়া কুটী, চারি চাল করিল চৌরস। বান্ধিয়া সোনার গিয়া, বসায় পাথর হীরা, রূপা দিয়া করিল কলস। চারিকোণে গড়ে আর, চারি চারি সুক্ষ তার, উলটিয়া পিঠে রহে মুখ। নানা রত্ন করি পাখে, গবাক্ষ সন্মুখে রাখে মনোহর নয়ন কৌতুক ॥ আজি কালি বলে নিত্য, নৃপতি সহিত প্রীত পায় ধনপতি সদাগর। রাত্রি দিবা খেলে পাশা, ভক্ষণ সময়ে বাসা, যাওয়া মাত্র পাসরিল ঘর ॥ গৌড়েতে রহিল সাধু, মন্দিরে লহনা বধূ, খুল্লনার করয়ে পালন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাচালী করিয়া বন্দ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ।

খুল্লনার প্রতি লহনার একান্ত স্নেহ।

ত্রিপদী। সাধু গেল গৌড় পথে, লহনার হাতে হাতে, খুল্লনা করিয়া সমাপণ। পালয়ে স্বামীর সত্য, জননী সমান নিত্য, খুল্লনার করয়ে পালন ॥ যবে ছয়দণ্ড বেলা কুঙ্কুমে তুলিয়া মলা, নারায়ণ তৈল দিয়া গায়। যাহারা প্রাণের সখী, শিরে দিয়া আমলকী, তোলা জলে স্নান করায় ॥ আপনি লহনা নারী, শিরেতে ঢালয়ে বারি, পরিবার যোগায় বসন। করেতে চিরণি ধরি, কুন্তল মার্জ্জন করি, অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন ॥ যবে বেলা দণ্ড দশ, হেম থালে ছয় রস, সহিত যোগায় অন্ন পান। ভুঞ্জয়ে খুল্লনা নারী, কাছে থোয় হেম ঝারী, লহনার খুল্লনা পরাণ ॥ ওদন পায়স পিঠা,

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠ', অবশেষে ক্ষীর খণ্ড কলা। পরশে লহনা নারী, গায়ে দেখি ধর্ম্ম বারি, পাখা ধরি ব্যজয়ে দুর্ব্বলা।। অন্ন খায় লজ্জা করি, যদি বা খুল্লনা নারী, লহনা মাতার দেয় কিরা। দুসতীনে প্রেমবন্ধ, দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ, সুবর্ণে জড়িত যেন হীরা ভোজন করিয়া নারী, আচমন করে ফিরি, জল আনি যোগায় দুর্ব্বলা। খট্টায় পাতিয়া তুলি, খাটাইয়া মসারি শয়ন করয়ে শশীকলা।। কর্পূর বাসিত গুয়া, তাম্বুল যোগায় দুয়া, সুগন্ধি চন্দন দেয় গায়। সুগন্ধি মালতী ফুল, যাছে ভ্রমে অলিকুল, মালাকার আনিয়া যোগায়।। বিকালে ব্যঞ্জন দশ, পিষ্টক টাবার রস, ভোজন করয়ে কলাবতী। কর্পূর তাম্বুল লয়ে, দুসতীনে থাকে শুয়ে, একত্র শয়ন দিবা রাতি।। প্রেমবন্ধ দুসতীনে, দেখিয়া দুর্ব্বলা মনে, সাত পাঁচ ভাবে দুঃখমতি। করিয়া চণ্ডীকা ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, দামুন্যায় যাহার বসতি।।

লহনার নিকটে দুর্ব্বলার গমন ও উপদেশ।

পয়ার। দুসতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া দুর্ব্বলা। হৃদয়ে হইল তার কালকুট জ্বালা।। যেই ঘরে দুসতীনে না হয় কোন্দল। সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল।। একের করিয়া নিন্দা যাব অন্য স্থান। সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান।। এমন বিচার রামা করি মনে মনে। উপনীত হইল লহনা বিদ্যমানে।। করেতে চিরুণি ধার আচড়য়ে কেশ। লহনারে দুর্ব্বলা করেন উপদেশ।। অভয়া চরণে ইত্যাদি।

শুন শুন মোর বোল শুনগো লহনা। এবেশে করিলে নাশ আপনি আপনা। ঋজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ। দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ।। সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে। অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে।। কলাপি কলাপ জিনি খুল্লনার কেশ। অর্দ্ধপাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ।। খুল্লনার মুখশশী করে ঢল ঢল। মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ড স্থল।। কদম্ব কোরক জিনি খুল্লনার স্তন তোমার লম্বিত স্তন দোলায় পবন।। ক্ষীণ মধ্যা খুল্লনা যেমন মধুকরী। যৌবন বিহীনা তুমি হৈলা ঘটোদরী।। আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কত দিন। খুল্লনার রূপে হবেন কামের অধীন।। অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে। মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে।। বেউটিয়া আইসে ধন সুত বন্ধু জন। না বেউটে পুন দেখ জীবন যৌবন।। দুর্ব্বলার বচনে লহনা অভিমান। কানে হেম দিয়া তোমার সাধিব সম্মান।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

লীলাবতীর নিকটে দুর্ব্বলার গমন।

উপদেশ সহ দুয়া জীবন উপায়। তোমা বিনা প্রিয়সখী কে আছে সহায়। আমার লাগুক কড়ি তোমার হউক যশ। ঔষধ করিয়া সাধু কর মোর বশ।। তোমা বিনা প্রিয়া বড় কে আছে আমার। বিপদ সাগরে দুয়া হও কর্ণধার।। ব্রাহ্মণী আমার সই আছে লীলাবতী। দুর্ব্বলা তাহার স্থানে যাও লঘুগতি।। লহনার বচনেতে ঝটিতি দুর্ব্বলা ভেট লয়ে যায় দাসী পাচ কান্দি কলা।। পাচ ভার চালু নিল তিন ভার বড়ি। সাত ভার বাছিয়া লইল ঘেচি কড়ি।। ভার দুই খণ্ড নিল দধি পাচ ভার। পাচ ভার দ্রব্য নিল দিব্য আপনার।। গাচারি গুবাক নিল আপনার তরে। একবারে দুই গুয়া দুই গালে ভরে।। ধীরে২ যায় দুয়া দিয়া বাহু নাড়া। বামভাগে এড়াইল কায়স্থের পাড়া।। প্রবেশে ব্রাহ্মণ পাড়া দুয়া হরষিত। বাডুরি বিপ্রের বাড়ী হৈল উপনীত।। লীলা ঠাকুরাণি বলি ডাকিলেক চেড়ী। দুর্ব্বলার ডাকে লীলা আইল তাড়াতাড়ি।। ভেট দিয়া দুর্ব্বলা তাহারে নমস্করে। আশীষ করয়ে লীলা দুয়া পায়ে ধরে। জিজ্ঞাসা করেন তারে সখীর বারতা। অনেক দিবস দুয়া নাহি আইস হেতা।। দুর্ব্বলা কহেন তারে সব বিবরণ তোমা সহ আছে তার বিরল কথন।। দুর্ব্বলার বাক্যে লীলা করিল গমন। সখীর ভবনে গিয়া দিল দরশন।। লহনা করিল তার চরণ বন্দন। সম্মুখে দুর্ব্বলা আসি যোগায় আসন।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

লীলাবতীর সঙ্গে লহনার কথোপকথন।

ত্রিপদী। কি কহিব আর, কুশল বিচার, কহিতে বিদরে বুক। কারে কব কথা, খুড়া দিল সম্ভা, দুঃখের উপরে দুঃখ॥ প্রভু নাহি ঘরে, প্রাণ কেমন করে, কি মোর ঘর করণে। রাত্রি দিন গণি, মম গুণমণি, রহিলেন কি কারণে॥ গড়াতে পিঞ্জর, গেল সদাগর, তথা রহিল চিরকাল। নাহি শুনি কথা, কুশলবারতা, কেমন মোর কপাল ধিক সাধুয়াল, দুঃখে গেল কাল, বেরুণিয়া ভাল জীয়ে। হাস পরিহাস, করে বার মাস, শক্তি মুখে মধু পীয়ে॥ হইয়া আকুলি, বক্ত চিত্তে তুলি, পিঞ্জর বিদ্ধিল ঘুণে। খুল্লনা দারুণী, নিশাচরী জিনি, সাধু কি না জীয়ে প্রাণে॥ তুমি দেহ মন, আন গুণি জন, যে প্রভু আনিতে পারে। জুখিয়া আপনা, তারে দিব সোনা, প্রাণ দান দেহ মোরে॥ আইল কি ক্ষণে, আমার ভবনে, পাপিনী এই দারুণী॥ বিষম আরতি, দিল নরপতি, ঘর ছাড়ে গুণমণি॥ এমন লহনা, বিরহে বিমনা, দেখি কহে লীলাবতী। করি নানা ছন্দ, গাইছে মুকুন্দ, যারে তুষ্টা হৈমবতী॥

কেন বা লহনা, হয়েছ বিমনা, দেখিয়া এক সতিনী। এছয় সতিনী, মনে নাহি গণি সার্থক মোর পরাণী॥ ফুলিয়া নগর, মোর বাপ ঘর, বাপেরা কুলে মুখটি। নারায়ণ সুত ভুবনে বিদিত, মহাকুল বন্দ্যোঘাটি॥ বিদ্যা কুলযুক্ত, চরিত্র অদ্ভুত, দেখিয়া রূপ যৌবনে নাহি করি দয়া, বাপ দিল বিয়া, দারুণ ছয় সতীনে॥ অল্প বয়েস, মোর পরবেশ, এ-ছয় সতীন ঘরে। শাশুড়ী ননদী, ঔষধেতে বান্ধি; আমার বচন ধরে॥ ঔষধের গুণে স্বামী বোল শুনে, যেন পিঞ্জরের শুয়া। নিদ্রা গেলে আমি; চিয়াইয়া স্বামী, মুখে তুলে দেন গুয়া॥ ঔষধ পরশে, প্রকার বিশেষে, স্বামী ধূলা ঝাড়ে মুখে। গেলে পিতৃবাস, করে উপবাস, যাবত মোরে না দেখে॥ শুনি মধুবন্তী, লীলার ভারতী, ঔষধ মাগে লহনা॥ ব্রাহ্মণী সহাস, করিল মুকুন্দ রচনা॥

লহনার প্রতি লীলাবতীর ঔষধ ব্যবস্থা।

পয়ার। মোর বোলে লহনা করহ অবধান। ঔষধ করিয়া তোর সাধিব সম্মান॥ পত্রিকার কলাগাছ রোপিবা অঙ্গনে। ঘৃতে প্রদীপ তাহে দিবা রাত্রি দিনে॥ নিরামিষ অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি। সাধু হবে কিঙ্কর খুল্লনা হবে চেড়ী॥ শ্মশানে বখিরা আন কবর বিচাতি। বসন ত্যজিয়া তাহা আন শেষ রাতি॥ ইহাই বাটিয়া দেহ খুল্লনা বসনে খুল্লনা পড়িবে সাধুর বিষ নয়নে॥ চূনে পানে খয়েরে করিবা তার খার। কাল গরুর গাজা আন ঔষধের সার। দুর্গার মুখের আর আন হরিতাল। উপরাগ সময়ে আনহ বেড়াজাল॥ দুই বস্তু কপালে রাখিবে সাবধানে। সোহাগ বাড়িবে তব দুর্গার সমানে যতনে আনিবে ঘোড়া অশ্বখের দল। দুর্গা প্রদীপ তৈলে পাড়িবা কাজল॥ লোচনে কাজল দিয়া চাহ একবার। সাধুকে করিয়া দিব কনকের হার। গাভর গালের গুয়া ব-কুলের পাত। প্রীত বাড়াইয়া দিব তব প্রাণনাথ॥ একছত্রির গাছ আর হাই আমলাতি শনি কুজ বারে তাহা জাগাইবা রাতি॥ কাঙুরের কামিক্ষা মুখে বাটিবে প্রভাতে। ললাটে তিলক দিলে প্রীতি নানা মতে। ত্রিশিরার গাছেতে পাড়িয়া আন কালী। কালিয়া বিড়াল আনি দ্বারে দেও বলী॥ রাই শরিষা ভাজিবে শশারুরতেলে। ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি ভুঞ্জ কুতূহলে। আনহ শ্মশানের হাড় করিয়া যতন। আইবড়র চুলের জল আস হাড়ির মন। ভুজঙ্গের ছাল আন নেউলের তুণ্ড। কেশরী স্মরণ করি আন গজ মুণ্ড॥ পত্রিকা ভাসায়ো আন হরিদ্রার মূল। যতনে আনিবা শ্মশানের তিল ফুল ঔষধ করিল লীলা লহনা সংহতি। সতিনী বঞ্চিয়া সে ভুঞ্জিবেনিজপতি॥ ছিনা জোক আর শ্বেত কাকের আন রক্ত। কাল কুক্কুর মারিয়া আনহ তার পিত্ত॥ কচ্ছপের নখ আন কুম্ভীরের দাঁত। কোটরের পেচা আন গোধিকার আঁত॥ বাদুড়ের পাখা আন

সজারুর কাঁটা। তোমায় পোড়ায়ে কপালে দিব ফোটা॥ শঙ্খের মুখটী কেঠি মিথুনের মুণ্ড। যোমা গাড়ড়ের শৃঙ্গ চাতকের তুণ্ড॥ দিগম্বরী হইয়া কাণ্ডুর মুখে বাটো। অলক্ষিতে রাখিবে প্রভুর শয়ন খাটে॥ মালির মালঞ্চে ফুল আনিবা গুলাল। শিরীষ বকুল কুন্দ পদ্মের মৃণাল॥ পঞ্চফুল সমতুল করিয়া আধান। মন্ত্র পড়ি স্বামীয়ে হানিবে পঞ্চবাণ॥ স্বামীর সম্মুখে চান্দ আনিবে যতনে। বাম তৈল সনে রামা বান্ধিয়া বসনে। ঔষধ প্রবন্ধ কহে মুকুন্দ বিশারদ। বুড়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ॥

একাবলী। শুনলো লহনা উপদেশ মোর। হইবে স্বামীর চিত্তের চোর॥ হাসিয়া পরশে অল্প রান্ধে। স্বামীর চিত্তে আপনারে বান্ধে॥ রুষিয়া পরশে কর্পূর চিনি। নিম সম তিক্ত নব যৌবনী॥ মুখরা যদ্যপি যৌবনবতী। রূপে নিন্দে যদি ভারতী রতি॥ সুপুরুষ তাহে না করে কেলি। শিমুল কুসুমে না বসে অলি॥ কালিয়া কস্তুরী গন্ধের রাজা। রূপ সত্ত্বে আগে গুণের পূজা॥ প্রিয়বাদী পতি রসিক মন। কাল কোকিলের ধ্বনি যেমন॥ অপ্রিয়বাদিনী যৌবন ধন্ধ। ভ্রমরে না রুচে কেতকী গন্ধ॥ পতিভক্তি বিনা মিথ্যা যৌবন। দুঃখহেতু যেন কৃপণের ধন॥ কোকিল কৌতুকে হয় যে সুখী। জীবন যৌবনে কেহ না দুখী॥ প্রিয়বাণী সই যৌবন রূপ। পতি মনোমৃগ পতন কূপ॥ সংক্ষেপে তোমারে কহি সকল। মুখে ক্ষরে মধু হৃদে গরল॥ কুবাণী পতির মন উচাটন। শাস্ত্র ভাষা কহে শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ত্রিপদী। সই নাহি জানি বিনয় বচন। বিনয় বচন বিনে, উপায় চিন্তহ মনে; আমার জীবন অকারণ॥ পূর্ব্বে জানতাম আমি, আমার অধীন স্বামী, সদা সুখে পোহাব রজনী। না জানি দৈবের মায়া, আসি কোন পথ দিয়া, নারিকেলে সান্ধাইল পানি॥ পূর্ব্বে জানিতাম যদি, প্রমাদ পাড়িবে বিধি, করিতাম প্রকার প্রবন্ধ। শুন গো শুন গো সহি, লোচনে দংশিল অহি, কোন খানে দিব তাগা বন্ধ॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

পয়ার। জীবন যৌবনে আর বড়ই পীরিত। আদির অক্ষরে দেখি দুই জনে মিত॥ এই দুঃখ রহিল সতত মোর মনে। না গেল জীবন কেন যৌবনের সনে॥ যখন যৌবন মম করিল প্রয়াণ। তার সনে কেন নাহি গেল পাপ প্রাণ॥ ঔষধ প্রসঙ্গ কিছু না লাগিল মনে। ভিতর মহলেতে বসিল দুই জনে॥ খুল্লনার রূপ নাশে চিন্তেন উপায়। উপভোগ দূর হৈলে রূপ নাশ হয়॥ দুই জনে এক ভাবে করেন যুকতি। কপট প্রবন্ধে পাতি লিখে লীলাবতী॥ স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি। অশেষ মঙ্গল ধাম লহনা যুবতী॥ তোরে আশীর্ব্বাদ মোর পরম পীরিতি। আমার বচনে প্রিয়ে কর অবগতি॥ মন্দ ক্ষণে পাইলাম রাজার আরতি। গৌড়েতে কত দিন মোর হইবে বসতি॥ নিজ বার্ত্তা দিয়া দুঃখ করিবা বারণ। পিঞ্জরের হেতু কিছু পাঠাবে কাঞ্চন॥ তোমারে সে লোকে মোর গার্হস্থ্যের ভার। খুলনার খুলিয়া লইবে অলঙ্কার॥ খুলনারে দিয়া তুমি রাখাবে ছাগল। অর্দ্ধসের দিবা মাত্র খাইতে সম্বল॥ পরিবারে দিবা খুঞা উড়িতে খোসলা। শয়ন করিতে তারে দিবা ঢেকিশালা॥ নিশাচর গুণিকন্যা তাহে বড় দ্বেষ। অনাদর করিলে ঘুচিবে মম ক্লেশ॥ তোরে বলি প্রিয়ে তুমি পালহ আদেশ। যদি নাহি কর ইহা ঘটাইব ক্লেশ॥ অবশ্য করিবা বলি লিখিলেক পাতি। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

মিথ্যালিখন লইয়া খুল্লনার নিকটে লহনার গমন।

পয়ার। লহনার হাতে দিয়া করিল গমন। ব্যবহারে পাইল সে শতেক কাহন॥ ঘরে পত্র বিলম্ব করিল দিন দশ। খুল্লনারে দিতে যায় হইয়া বিরস॥ সখী সঙ্গে

এই মত করিয়া বিচার। হাতে পাতি যায় রামা চক্ষে জলধার॥ খুল্লনা করিয়া কোলে কান্দয়ে কপটে। কেমনে তরিবে বোন বিষম সঙ্কটে॥ প্রভুর লিখিত পত্র শুন বিবরণ। তাহার লিখনে বোন না রহে জীবন। লহনার বচনে খুল্লনা পড়ে পাতি। হাসয়ে খুল্লনা ছন্দ দেখি ভিন্ন ভাতি॥ খুল্লনা বলেন দিদি নাহি গো তরাস। কে মোরে লিখিয়া পাতি করে উপহাস। প্রভুর অক্ষর নহে দেখি ভিন্ন ছন্দ। কেবা এ লিখিল পত্র করিয়া প্রবন্ধ॥ প্রভুর আজ্ঞায় পত্র যদি লিখে আন। তবে কি করিতে পারি আমি অল্প জ্ঞান॥ কত কত জন আছে প্রভুর সকাশে। আনিলেক এই পত্র প্রভুর আদেশে॥ প্রভুর অক্ষর তোর হৈল ভিন্ন ভাতি। কাননে চরাহ ছাগ পর খুঞাধুতি॥ মাথায় মউড়ে আমি আসিয়াছি বাসে। কভু নাহি বসি আমি প্রভুর সকাশে॥ কোন দোষ আমার দেখিল নিজ পতি। কেন প্রভু মোরে দিলেন এমন আরতি॥ কতবা দেখাও মোরে এ গৃহিণীপনা। আপনা লইয়া তুমি থাকলো লহনা॥ তুই অলক্ষণী লো খুল্লনা পাপিনী। কোন পাপ ক্ষণে তুই আইলি দারুণী। ভূপতি সাধুকে দিল বিষম আরতি। পাঠাইল পিঞ্জরের হেতু শীঘ্রগতি॥ এই পাকে হৈলি তুই ছাগল রাখাল। মোর কেন দোষ দেহ দোষহ কপাল। স্বরূপে যদ্যপি প্রভু দিয়াছেন পাতি। আনিল কেমন জন আন শীঘ্রগতি॥ প্রভুর সহিত আছে কতেক কিঙ্কর। পত্র লয়ে অবশ্য আসিত কেহ ঘর। পিঞ্জর গঠনে তাঁর নাহি আঁটে সোণা। সোণা লয়ে গেল ঝাট সেই তিন জনা। বিলম্ব না করিল তাহারা এক তিলে। আছিলা বন্দিনী তুমি পাশার বিহ্বলে॥ তুমি আমি দু সতীন সাধু বটি নারী। সাধুর বিহনে হয় দোহাকার গারি॥ ধন লোভে সাধুর বটহ তুমি দারা। তোর মুই চেড়ী বটি হেন বুঝ পারা॥ হেদে বলি বাঁঝি তুই মোর নাহি ঘাঁটা। গৌরবেতে দিব তোরে গার্হস্থ্যের ঝাঁটা॥ ধিক ধিক বলে ছুঁড়ি মোর ছোট হয়ে। শুনিয়া লহনা রামা রহিল সহিয়ে॥ কালি আইল ছুঁড়ি মাথায় মউড়ি। মোর সঙ্গে সম হয় করে হুড়াহুড়ি॥ ঝন২ কঙ্কণ দুজনে বাহু নাড়া। শুনিয়া ধাইয়া আইল বণিকের পাড়া॥ খুল্লনার অঙ্গুলি বিধির বিপাকে। দৈবাৎ লাগিল গিয়া লহনার বুকে॥ লহনা হইল তাহে যেন অগ্নিকণা। খুল্লনার দুই গালে মারে দুই ঠোনা॥ লহনা কোপেতে সে অনল হেন জ্বলে সাক্ষি করিয়া তার ধরিলেক চুলে॥ কেহ বলে ছোট দেখ সতীনের কাঁটা। এই মুখে নিতে চাহ গৃহস্থের বাটা। চুলাচুলি দুসতীনে অঙ্গনেতে ফিরে। চাহিয়া রহিল সবে নিবারিতে নারে॥ চাহিয়া রয়েছ কেন নাকে হাত দিয়ে। উচিত কহনা কেন ভাতার পুত খেয়ে॥ লহনার কটু ভাষে সবে গেল বাসে। পাঁচালি প্রবন্ধে কবিকঙ্কণেতে ভাষে॥

অথ খুল্লনার সহিত লহনার কোন্দল।

ঝাঁপতাল। মল্ল যেন কোন্দল যুঝে দুসতীন। বিদেশে সদাগর, পাইয়া শূন্য-ঘর, লাজ ভয় হৈল হীন। বড় বড়ী প্রবলা, ছোট জন একলা, কলহ হৈল সেই দিন। চক্ষে চক্ষে চাহিয়া, রোষযুক্তা হইয়া, খুল্লনা হৈল বলাধীন॥ চরণ থর থর, আদেশে ধর ধর, কর্ণেতে দোলমান সোণা। করিয়া মহাক্রোধ, না মানে উপরোধ, খুল্লনা মারিল ঠোনা॥ মূর্চ্ছাগত হইয়া, ভূমিতলে পড়িয়া, দেখয়ে শরিষার ফুল। সন্ধি-ক্ষণ পাইয়া, উঠি২ কাঁপিয়া, দুয়ারে ধরিল চুল॥ চটচট চাপড়, ছিণ্ডিলেক কাপড়, বেগে মারিল কঙ্কণ। দোঁহে করে বড় ধূম, কিলের গুম গুম, মেঘ যেন শিলা বরিষণ॥ কিঙ্কিণী কন কন, বাজয়ে ঝন ঝন, ঘন বাজে সদাগর বাসে। দেখিয়া হুড়াহুড়ী, বড় ঘরের বহুড়ী, নারীগণ পলায় ত্রাসে॥ পায়ে পায়ে জড়ায়ে, করে কর ধরিয়ে, ক্ষিতি তলে পড়িয়া যুঝে। দোঁহার অলঙ্কার, ঝন ঝন ঝঙ্কার, শব্দের তত্ত্ব তারা বুঝে॥

খুল্লনার বিধি বাম, দুর্জ্জনার সংগ্রাম, লহনার হইল জয়। যৌবনে ঢল ঢল, হাসয়ে খল খল শ্রীকবিকঙ্কণে কয়।

পয়ার। কোপে মারে লহনা ভীমের মত কীল। ভাদ্রমাসে পাকা তাল তার সম শীল॥ চুলে ধরি কীল লাথি মারে তার পীঠে। জৈষ্ঠমাসে গোয়ালা গোয়ালি যেন পিটে। কাতর খুল্লনা দেয় রাজার দোহাই। অনাথ দেখিয়া মোরে কারো দয়া নাই॥ বলে নিল শিরোমণি কর্ণের কনক। ললাটের সিঁতি নিল গলার পদক॥ বাজুবন্ধ নিল তার অঙ্গুরী পাশুলি। অঙ্গদ কঙ্কণ নিল দিয়া গালাগালি॥ খুঞা পরাইয়া পাটশাড়ী কৈল দূর। বলেতে কাড়িয়া নিল মণিকর্ণপুর॥ লইল কাড়িয়া শঙ্খ হেমময় কড়ি। শঙ্খেশ্বরী হার নিল হেমময় চূড়। হাতে পায়ে দড়ি দিয়া করিল বন্ধন। তৃষ্ণায় আকুল রামা করয়ে ক্রন্দন॥ আভরণ সব লয়ে সুধু কৈল হাত। বাম হাতে লৌহমাত্র প্রকাশে আয়ত॥ ধাইয়া দুর্ব্বলা যায় হাতে হেম ঝারি। সানুকম্পা হয়ে তার মুখে দেয় বারি॥ দুর্ব্বলারে বলে রামা বিনয় বচন। তুমি না রাখিলে মুয়া না রহে জীবন॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। হইয়া অচেতনা, কান্দয়ে খুল্লনা, ধরিয়া দুর্ব্বলার পায়। মিনতি তোরে করি, দাঁতেতে কুটা ধরি, বারতা দেহ মোর মায়॥ আমার দুঃখমতি, বিদেশে গেলা পতি, নিকটে নাহি বন্ধুগণ। পাইয়া শূন্য ঘরে, লহনা খুন করে, দুর্ব্বলা রাখহ জীবন॥ অনাথ দেখিয়া দূর কৈল দয়া, বাহ তুমি ইচ্ছানি নগরে। প্রাণের দুর্ব্বলা, যদি কর হেলা, মোর বধ লাগে তোরে॥ মুগধ মোর মায়, বিশেষ কহিও তায়, খুল্লনা মরিল মারণে। খুল্লনা ঝিয়ে বধি, পাইলা কত নিধি, থাকিলা পরম কল্যাণে॥ কহিও মোর বাপে, বিষম পরিতাপে, আগুনে ফেলিলা খুল্লনা। দারুণ সতিনী, লহনা বাঘিনী; কেবল যমের যাতনা॥ শুনি দুঃখ বাণী, দুর্ব্বলা মনে গুণি, কান্দি করে নিবেদন। দিল অনুমতি, বিপ্র নরপতি, গাইল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অথ খুল্লনার ছাগ রক্ষণে স্বীকার।

পয়ার। কোন দোষে আমার করিল অপমান। দোষ দেখি মোর যদি কাটে নাক কান॥ সত্বরে বারতা আমি দিতে নাহি পারি। ছাগল রক্ষণ কর দিন দুই চারি॥ আন ছলে গিয়া আমি কহিব বারতা। যত্ন করি তোমারে লইয়া যাবে পিতা॥ আমার বচন তুমি শুন ইতিহাস। রামের বচনে সীতা গেল বনবাস॥ এমন শুনিয়া রামা দুয়ার ভারতী। ছাগল রক্ষণে তবে দিল অনুমতি॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। খুল্লনার বরাবরি, গেলেন লহনা নারী, দুর্ব্বলা অঙ্গের ঝাড়ে ধুলি। পাড়া পড়শীরে ডাকে, লীলা ঠাকুরাণী লিখে, দুর্ব্বলা ধরিয়া আনে ছেলী॥ মালতী বিমলা ধূলী, ধুমী চান্দ উষাবলী, সুবেশা পিঙ্গলা কলাবতী। কমলা বিমলা ছায়া, চৌঙরী ভৌঙরী মায়া, অবনথা ভাঙ্গি সিংহদাঁতী॥ আগুনী বাউটিকটি, ঘর শোভা আর শাটী, ছানিচখী ভাঙ্গাদাঁতী বকী। গগণী ধাউটি ডাঁসী, লিখিল অনেক খাসী, আঙলা বিশালা চন্দ্রমুখী॥ পাখরী পাঙ্গসী ঢেঙ্গা, হাসি দাসী বুড়ি রাঙ্গা, কালাকালি মহিষা মঙ্গলা। সুন্দরী কুঞ্জরী জয়া, সুরভি ধরণি মায়া, ধূলি খাটী বুঝারি পিঙ্গলা। জিউড়ী রুকভী বাণী, ভুলি বলি উভকাণী, শ্যামলী পাগলী উভলেজী। হরিণী দাখিলী গৌড়ী, সোণা রূপা হীরা মুড়ী; রাঙ্গানী শেয়ালী বুড়ি বাজী॥ সর্ব্বশী নেউলী কানী, ধবলী পামরী ধানী, সারঙ্গী কপিলা কালমুখী। চন্দনী চামরী রসী, ঝাঁকালী কাঙ্গালী শশী; বাঙ্গালী কৌতুকী সুখী দুঃখি॥ লিখিল তেত্রিশ ছাঁ, বোকা তার কুড়িটা সাতটা লিখিল বিচ বোকা। কালসারে উভশিঙ্গা, ঝঞ্জরিয়া পেট রাঙ্গা, মদন মাতঙ্গ রণ বাঁকা॥ চেড়ীরে লহনা কয়, পাছে কেহ হারা হয়, দাগ দেহ সবাকার গায়।

ইথে যদি কেহ মরে, আনিয়া দেখাবে তারে, খুল্লনার তবে নাহি দায়।। মহামিশ্র ইত্যাদি।

অথ খুল্লনার ছাগরক্ষণে গমন ও বার্ত্তা লয়ে দুর্ব্বলার ইচ্ছানীতে গমন।

পয়ার। খুল্লনারে লহনা তুলিল হাতে ধরি। সারিয়া পরিল খুঞা খুল্লনা সুন্দরী॥ সানুকম্পা দুর্ব্বলা অঙ্গের ঝাড়ে ধূলি। আপনি লহনা তার বান্ধিলেক চুলি।। ধীরে২ যায় রামা লইয়া ছাগল। ছাট হাতে পাত মাথে যেমন পাগল।। নানা শস্য দেখিয়া চৌদিকে ধায় ছেলি। দেখিয়া কৃষান সব দেয় গালাগালি।। শিরীষ কুসুম তনু অতি অনুপম। বদন ভিজিয়া তার গায়ে পড়ে ঘাম। উজনী নিকটেতে অজয় নদী খান। কোলেতে করিয়া ছেলি পার করি যান॥ প্রবেশ করিল ছেলি গহন কানন। কেও দিয়া ডাকে রামা দিল দরশন।। যতেক ছাগল সব চারি দিগে ধায়। ফুটিল কুশের কাঁটা রক্ত পড়ে পায়।। বৃক্ষতলে বসি ছেলি করে অক্ষেপণ। লহনা লইয়া কিছু শুনহ বচন।। দুর্ব্বলার হাতে ধরি কহেন লহনা।। মন দিয়া তুয়া মোর সাধহ কামনা।। ঔষধ করিয়া মোর সাধহ সম্মান। সাধু সনে করি দেহ একই পরাণ॥ দুর্ব্বলা বলয়ে যদি ভ্রমি দিন চারি। তবে সে ঔষধ আমি করিবারে পারি।। ঔষধের ছলে তুয়া হইয়া বিদায়। দ্রুতপদে দুর্ব্বলা ইছানি পথে যায়।। প্রভাতে চলিল হৈল দ্বিতীয় প্রহর। লঘুগতি পাইল গিয়া লক্ষপতি ঘর।। দুর্ব্বলার শব্দ পায়ে ধায় রম্ভাবতী। চরণে ধরিয়া তুয়া করিল প্রণতি।। জিজ্ঞাসা করিল তারে ঝিয়ের বারতা। অনেক দিবস তুয়া নাহি আইস হেতা।। খুলনা বিবাহ সাধু কৈল পাপ ক্ষণে। বিবাহের কালে কেতু আছিল লগনে।। লগনের কথা সাধু না কৈল বিচার। খুলনা ছাগল রাখে তার প্রতিকার।। ছাগল রক্ষণে যদি তুমি দেও বাদ। তোমার জামাতা লয়ে পড়িবে প্রমাদ।। হেন বাক্য হৈল যদি দুর্ব্বলার তুণ্ডে। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রম্ভাবতী মুণ্ডে।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ দুর্ব্বলার নিকট রম্ভাবতীর রোদন।

ক্রন্দন করেন রামা খুল্লনার মোহে। বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে।। স্পন্দন করয়ে ডানি ভুজ ডানি আঁখি। কুৎসিত স্বপন আজি দিন চারি দেখি।। দুর্ব্বলা গরল মোরে আনি দেহ দান। খুল্লনার শোকে সখি ত্যজিব পরাণ॥ সোণার পুত্তলী মোর আন্ধারের বাতী। কেনবা ঝিয়ারে মোর মারে কীল লাথি।। বিভা দিল সদাগরে দেখিয়া ভাজন। ছাগল রক্ষণ বাছা করিবে কেমন।। চলরে মৈনাক পুত্র উদ্দেশ করিতে। মৈনাক বলেন দুঃখ নারিব দেখিতে॥ দুর্ব্বলার হাত শিরে করি আরোপণ। বিদায় দিলেন তারে দিয়া নানা ধন।। তিন দিন বৈ তুয়া আইল নিকেতন। লহনার কাছে আসি দিল দরশন।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

পয়ার। অজা লয়ে আইল রামা বেলা অবশেষ। অজা সব অজাশালে করিল প্রবেশ।। দুয়ারে দাঁড়ায় রামা বুকে দিয়া হাত। লহনার আদেশে আনিল কচুর পাত।। ভুঞ্জয়ে খুল্লনা রামা কচু পাতে ভাত। পরশিতে লহনা করয়ে গতাগতি।। পুরাণ খুদের জাউ কিছু তার কোণ। সকল ব্যঞ্জন কাঁচা নাহি দেয় লোন॥ রেন্ধেছে পাজাতা শাক কলমি কাচড়া। কলাই খুদের কিছু তুলিয়াছে বড়া।। বার্ত্তাকুর খারা কচু কুমুড়া বেকল। কাঠশিমের ব্যঞ্জন পুরিয়া দিল থালা।। দুঃখে না ভুঞ্জয়ে রামা চক্ষে বহে জল। কোপেতে লহনা চক্ষু করিল আকল।। খুলনারে গঞ্জিয়া লহনা কিছু বলে। এতেক ব্যঞ্জনে তোর ভাত নাহি চলে।। হৃদে বিষ মুখে মধু পাপমতি বাঁঝী। অবশেষে বড় সরা ভরে দিল কাঁজী॥ কিছু খায় কিছু ফেলে খুলনা

সুন্দরী। তৃণের শয্যায় তার গেল বিভাবরী।। প্রভাতে ছাগল লয়ে করিল গমন। শ্রীকবিকঙ্কণ গান দুঃখের ভাজন।

অথ লক্ষপতির আলয় হইতে খুল্লনার নিকট দুর্ব্বলার আগমন।

প্রভাতে ছাগল লয়ে চলিল খুল্লনা। আঁচলে বান্ধিয়া দিল চালু আদ কোণা।। ছাট হাতে পাত মাথে ফিরেং যায়। জল আনিবার ছলে দুর্ব্বলা গোড়ায়।। কত দূর ডুয়া গিয়া করে নিবেদন। গিয়াছিনু কালি তোমার বাপের ভবন।। একত্র আছিল তব পিতা আর মাতা। কহিলাম উভয়েরে তব দুঃখ কথা। শুনি ভাল মন্দ না বলিল লক্ষপতি। মৌনেতে রহিল তব মাতা রম্ভাবতী। দেখিলাম তব পিতা বড়ই কৃপণ। দিলেন তোমার তরে কড়ি চারিপণ।। শুনিয়া খুল্লনা দুঃখে ছাড়য়ে নিশ্বাস। অবনি প্রবেশি যদি পাই অবকাশ।। খুল্লনার ছাগল রাখে পাপ জ্যৈষ্ঠ মাসে। অগ্নি সম পোড়ে অঙ্গ রবির প্রকাশে।। আষাঢ়ে পূরিল মহী নব মেঘ জল। ছাগ চরাইতে রামা নাহি পায় স্থল।। শ্রাবণে বরিষে, নব দিবস রজনী। ছাগ চরাইতে স্থান নাহিক অবনি।। সব বন এড়াইয়া চরাইয়া ছাগী। কোলে করি ছাগা পার করে দুঃখ ভাগী।। ভাদ্রে চরাইতে ছেলি ভেজে সর্ব্ব গা। অঙ্গুলির সন্ধিতে হইল পাঁকুই ঘা।। দুঃখে সুখ খুল্লনা শরৎকালে ভাবে। আশ্বিনে আসিবেন প্রভু দেবীর উৎসবে।। কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের প্রকাশ। গৃহে নাহি প্রাণনাথ করি বনবাস।। তুষার শীতল ঋতু হিম চারি মাস। খুল্লনার শীত খণ্ডে রবির প্রকাশ।। আইল বসন্ত ঋতু প্রচণ্ড কিরণ। অশোক কিংশুক ফুটে পলাশ কাঞ্চন।। নগরিয়া প্রজাগণ শুকাইছে ধান। অপরাধ কৈলে প্রজা করে অপমান।। উজানি নগর কাছে অজয় নদ পানি। থুপ্রে পরি ছেলি ধরি করে টানাটানি।। গহন কাননে রামা দিল দরশন। বৃক্ষতলে বসি করে ছেলল অন্বেষণ।। বনে বনে ছেলি লয়ে ভ্রময়ে যুবতী। অটবী ভ্রমিয়া বুলে কাম সেনাপতি।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ বসন্ত আগমনে খুল্লনার খেদ।

ত্রিপদী। সঙ্গেতে মকরকেতু, আইল বসন্ত ঋতু, তরুগণ পুলকে পূর্ণিত। অজয় নদীর কূলে, অশোক তরুর মূলে, কাম রসে কামিনী মূর্চ্ছিত।। নবীন পল্লবগণ, রামার হরয়ে মন, দেখি মনে ভাবয়ে খুল্লনা। বসন্ত আসিয়া কিবা, অটবী করিল শোভা, ভালে দিয়া সিন্দূর অর্চ্চনা।। এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ, ধায় অলি অপর কুসুমে। এক ঘরে পায়ে মান, গ্রামযাজী দ্বিজ যান, অন্য ঘরে আপন সম্ভ্রমে। মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে, পড়য়ে কুসুম ।: ন, পাতিলেন অঞ্চল খুল্লনা। হইয়া কামের দাস, প্রভু আসিবেন বাস, ভেবে করে কামের অর্চ্চনা।। কোকিল পঞ্চম গায়, অলি মকরন্দ খায়, মন্দ মন্দ সুগন্ধি পবনে। তরু ডালে সারি শুকে, আলিঙ্গন মুখে মুখে, দেখি রামা আকুল মদনে।। দেখি মুকুলিত তরু, কাম রসে রামা ভীরু, গঞ্জিয়া বলেন সারি শুকে। বসন্তের উপাখ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, রাজা রঘুনাথের কৌতুকে।

শুক তুমি দিলা কতেক যাতনা। আইলা রাজার স্থান, পিঞ্জরে সাদিতে মান, অনাথিনী করিলা খুল্লনা।। গৌড়ে গেল প্রাণনাথ, ছেলি রাখি খাই ভাত, পরিতে না মিলে পরিধান। সতিনী মরণ তাকে, কেবল তোমার পাকে, খুল্লনার এত অপমান।। আমার বধিতে প্রাণ, আইলা কিবা এই স্থান, পিঞ্জরের বিলম্ব দেখিয়া। হের আইস সারি শুক, তুমি দিলা এত দুঃখ, গৌড়ে বারতা দেহ গিয়া। শিখিয়া ব্যাধের কলা, হাতে লয়ে সাতনলা, কাননে এড়িব জাল ফান্দে। তোমারে বধিয়া,

শুক, ঘুচাব মনের দুঃখ, একাকিনী সারি যেন কান্দে।। খাইয়া সারির মাতা, শুন মোর দুঃখ কথা, তোমারে লাগিবে মোর বধ। কর ধর্ম্মে অবধান; রাখহ আমার প্রাণ, ঝাট যাহ গৌড় জনপদ।। আমারে করিয়া দয়া, দুখের বারতা লয়া, দেহ মোর স্বামীর বারতা। উড়ে গেল সারি শুক; খুল্লনা ভাবেন দুঃখ, মুকুন্দ রচিল গীত গাথা॥

পয়ার। রাই কানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে। বসন্তে প্রেমরসে সুখে বিরাজে।। মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন। অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন।। কেতকী ধাতকী ফুটে চম্পক কাঞ্চন। কুসুম পরাগে অন্ধ হৈল অলিগণ।। লতায় বেষ্টিত রামা দেখিয়া অশোক। খুল্লনা বলেন সই তুমি বড় লোক। সই সই বলি রামা কোলে করে লতা।। স্বরূপে বলিবা সই তপ কৈলা কোথা। আমা হইতে তোমার জনম দেখি ভাল। তোমার সোহাগে সখী বন হৈল আলো॥ ময়ূর ময়ূরী ডাকে সুমধুর নাদ। শুনিয়া খুল্লনা রামা ভাবয়ে বিষাদ।। এক ফুলে মধু পীয়ে ভ্রমর দম্পতী। সুমধুর গায় গীত রহে এক মতি।। বিনয় করিয়া তায় বলেন খুল্লনা। যুড়িয়া উভয় কর করেন মাননা।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। ভ্রমরি ভ্রমর; তোরে যুড়ি কর, না গাও মধুর গীত। তোর মধু রায়, কামশর তায়, চিত্ত হয় চমকিত॥ সঙ্গেতে অলিনী; নিরস নলিনী, না জান বিরহ ব্যথা। চিত্ত চমকিত, যদি গাও গীত, খাও ভ্রমরীর মাতা। ষট্পদী সঙ্গেতে, পাপ কৈলি পথে, বিষয়ে মাতয়ে অরি। করিনু বিনয়, না হলি সদয়, কিসের বিনয় করি।। তুই মাতয়াল, মোরে হৈলি কাল, না শুন বিনয় বাণী। ধুতুরার ফলে, কিবা মধু পীলে তাহা মনে নাহি গণি।। ছাড়িয়া সুহৃদ, চলে ষট্পদ; কোকিল সুদান পুরে। বিনয় ভৎসনা, করয়ে খুল্লনা, যোড় কর করি শিরে। রাজা রঘুনাথ ইত্যাদি।

কোকিল রে কত ডাক সুললিত রা। মধুস্বরে দিবানিশ, উগারহ মিত্য বিষ, বিরহি জনের পোড়ে গা।। নন্দন কাননে বাস, সুখে থাক বারমাস, কামের প্রধান সেনাপতি। কেবা তোরে বলে ভাল, অন্তরে বাহিরে কাল, বধ কৈলি অনাথ যুবতী॥ আর যদি কাড়রা, বসন্তের মাতা খা, মদনের শতেক দোহাই। তোর রব সম শর, অঙ্গ মোর জর জর; অনাথারে তোর দয়া নাই।। জাতি অনুসারে রা, নাহি চিন বাপ মা, কাল সাপ কালিয়া বরণ। সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা; এই বনে ডাক অকারণ।। আসিয়া বসন্ত কালে, বসিয়া রসাল ডালে, প্রতিদিন দেহ বিড়ম্বনা। হেন করি অনুমান, আইল কিবা এই স্থান, পিক রূপী হইয়া লহনা॥ খাও সুমধুর ফল, উগারহ হলাহল, বৃথা বধ করহ যুবতী পিক যাও অন্য বন, খুল্লনা অস্থির মন, মুকুন্দের মধুর ভারতী।।

অথ রম্ভাবতীর বেশে খুল্লনাকে চণ্ডীর স্বপ্নে ছলনা।

পয়ার। প্রচণ্ড তপনে গাত্র ভাসে ঘর্ম্মজলে। পল্লব শয্যায় রামা শোয় তরুতলে নিদ্রায় আকুল রামা হরয়ে চেতন। চরণ পল্লব দেখি ধায় অলিগণ॥ আকাশ বিমানে যান দেবী মহেশ্বরী। জয়া পদ্মা বিজয়া সহিতে সহচরী।। অধোমুখী দুঃখে তারে দেখি ভগবতী॥ কহেন তরুতলে কাহার যুবতী॥ পরম রূপসী কন্যা দেব অবতার। পরিতে নাহিক বস্ত্র গায় অলঙ্কার। পদ্মাবতী বলে মাতা শুন নারায়ণী। রত্নমালা এই কন্যা ইন্দ্রের নাচনী। তাল ভঙ্গে শাপ দিয়া আনিলা অবনী। এবে অবধান কেন নাহি গো ভবানী।। সতীনের হাতে রামা পড়িল সঙ্কটে। কাননে ছাগল রাখে তোমার কপাটে। এতেক শুনিয়া চণ্ডী পদ্মার ভারতী। খুল্লনার শিয়রে বসিলা ভগবতী। কপটে ধরিলা চণ্ডী রম্ভার আকৃতি। কান্দিয়া খুল্লনারে বলেন পার্ব্বতী।। কত দুঃখ আছে ঝিয়ে তোমার কপালে। সর্ব্বশী ছাগল তোর খাইল শৃগালে।। তোর দুঃখ দেখিয়া পাঁজরে বিন্ধে ঘূণ। আজি তো লহনা তোরে করিবেক খুন।। এমন

স্বগন্ধ তারে দিয়া মহেশ্বরী। নিজ রথে নিয়োজিল অষ্ট বিদ্যাধরী॥ বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে। ছেলি লুকাইয়া মাতা রহিল অম্বরে॥ নিদ্রা হৈতে উঠে রামা খুল্লনা সুন্দরী। ধরণী লোটায়ে কান্দে জননীকে স্মরি। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

খুল্লনার মাতৃ স্মরণে ও সর্ব্বশী বিচ্ছেদে আক্ষেপ।

ত্রিপদী। নিদয়া নিষ্ঠুর হয়ে, অভাগিরে ছাড়িয়ে, ঘরে গেলা না দিয়া বোলান। খাইয়া আমার মাতা, না শুনিলা দুঃখ কথা, তোর কোলে যাউক পরান॥ দুঃখ পায়ে দশ মাস, দিলা মোরে গর্ব্ভে বাস, কোলে করি করিলা পালন। নিরক্ষেপ এক দণ্ডে, ফেলিলা অনল কুণ্ডে, মাতা হয়ে হৈলে অভাজন॥ না শুনিলা মুগ কথা, যে ঘরে লহনা সতা, একেশ্বরা ভখিল বাঘিনী। বিচারে হইয়া অন্ধ, পদ গলে দিয়া বন্ধ, ভেট দিলা খুল্লনা হরিণী। জলে ঝাঁপ দেই যদি, সুখায় অগাধ নদী, অভাগীরে বাঘে নাহি খায়। ভুজঙ্গ করিলে কোলে, সেহ নাহি মুখ মেলে, দারুণ পরাণ নাহি যায় একনি শিয়রে ছিলে, না বলিয়া কোথা গেলে, তুয়াপায় হৈতাম বিদায়। সর্ব্বশী হারায় যদি, প্রাণ মোর নিল বিধি, জল দানে হইও সদয়॥ উঠিয়া পর্ব্বত পাড়ে, নেহালয়ে ঝোড়ে ঝাড়ে; দরি গিরি শিখরি কানন। এক ঠাঁই হৈল ছাগ, সর্ব্বশী না পাইল লাগ, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পয়াগ। অচেতন হয়ে কান্দে হারায়ে সর্ব্বশী। লোচনের লোহেতে মলিন মুখ শশী॥ উভরায় কান্দে রামা শিরে দিয়া হাত। বিকল হইয়া বলে কোথা প্রাণনাথ একে একে ভ্রমে রামা সকল কানন। সর্ব্বশী বলিয়া ডাক ছাড়ে ঘনে ঘন॥ উচ্ছোদে ছিণ্ডিল নখ রক্ত পড়ে ধারে। সর্ব্বশী বলিয়া রামা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥ কত দূরে সরোবরে শুনি হুলাহুলি। খুল্লনা ভাবেন কেহ ছাগ দেয় বলি॥ ঘনশ্বাস বহে রামা গেল সরোবর। জিজ্ঞাসে ছাগীর কথা যোড় করি কর॥ ইন্দ্রের কুমারী বলে নাহি দেখি ছাগী। পরিচয় দেহ কন্যা কেন দুঃখ ভাগী॥ উর্ব্বশী সমান রূপ জাতীয় পদ্মিনী। কিসের কারণে তুমি ভ্রম একাকিনী॥ যদি সত্য কহ তবে খণ্ডাব সন্তাপ। যদি মিথ্যা বল তবে দিব অভিশাপ। একথা শুনিয়া রামা দেয় পরিচয়। অম্বিকা মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গায়॥

অথ দেবকন্যার সহিত খুল্লনার পরিচয়।

ত্রিপদী। কহিব কি আর কুশল বিচার; কহিতে বিদরে বুক। স্বামী দেশান্তর, সতা স্বতন্তর, নিত্য দেয় মোরে দুঃখ॥ গন্ধবেণে জাতি, পিতা লক্ষপতি, স্বামী সাধু ধনপতি। আনিতে পিঞ্জর, গৌড় নগর, গেছেন রাজ আরতি॥ করিয়া প্রহার, অষ্ট অলঙ্কার, সতিনী লইল বলে। পাট শাড়ী লৈয়ে, মোরে দিল খুঁয়ে, নিযুক্ত কৈল ছাগলে॥ কুবের সমান, স্বামী ধনবান, উজানি সমাজে জানে। পরিতে বসন না মিলে ওদন, ছাগী লয়ে ভ্রমি বনে॥ লহনার ভয়, উচিত না কয় যে আছে পাড়া পড়শী। কহিতে উচিত, করে বিপরীত, লহনা পাপ রাক্ষসী॥ উজানী নগরে, দেখি ভাল বরে, বিয়া দিল বাপ মায়। সতিনীর হুঙ্কার, যেন ক্ষুরধার, কাননে ছাগ রাখায়॥ মোর মাতা পিতা, না গণিল সতা, লহনা কাল সাপিনী। এক ঘরে মেলা, রাহু শশী কলা, বাঘিনী সঙ্গে হরিণী॥ উদর দহন; হয় অনুক্ষণ, তৈল বিনে মোরে মাতা। কি বিধি নিষ্ঠুর, লবন কর্পূর, কারে কব দুঃখ কথা॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা রসে, নিদ্রার আবেশে শুইনু তরুর মূলে। হারাইয়া ছাগী; পাপিনী অভাগী, চেয়ে ভ্রমি তরুতলে॥ হইয়া আকুল, নাহি বান্ধি চুল, চাহিয়া ভ্রমি ছাগলে। যদি ছাগ পাই, তবে ঘরে যাই, নহে প্রবেশিব জলে॥ নিরবধি ফিরি, ঝোপ দরী গিরী, সাপ বাঘে নাহি খায়। বঞ্চিল গোসাঞি, হেন জন নাই, সতিনে কেহ বুঝায়॥ আপনি লহনা, করয়ে গণনা, সন্ধ্যা কালে যত ছেলি। সর্ব্বশী হারায়ে, বনে ভ্রমি চায়ে, শুনি আইনু হুলাহুলি। লহনার

ভয়, প্রাণ স্থির নয়, কেমন করি উপায়। করি পরিচয়, করিল অভয়, শ্রীকবিকঙ্কণ গায় ॥

অথ খুল্লনার প্রতি দেব কন্যাগণের চণ্ডী মাহাত্ম্য কথন।

পয়ার। আমরা ইন্দ্রের সুতা সকল ভগিনী। করিতে চণ্ডীর পূজা এসেছি অবনী পূজার উচিত স্থান এভারত ভূমি। বিপদ হইবে দূর ব্রত কর তুমি।। পুজহ অভয়া প্রতি মঙ্গল বাসরে। কাণ্ডারী হবেন দুর্গা বিপদ সাগরে ॥ দুর্ব্বসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ে সুরপতি। পুনরপি শ্রীপাইল করি দেবীর স্তুতি। সুরলোক সুস্থির করিল সুররায়; প্রথমে সম্মান পাইল ইন্দ্রের সভায়।। হইল মধু কৈটভ হরির কর্ণমূলে। ব্রহ্মাকে বধিতে যায় নিজ বাহু বলে। শতদলে বিধাতা পূজিল ভগবতী। দুই অসুর বধ হেতু নারায়ণে মতি॥ রাবণ বধের হেতু মিলিয়া দেবতা। দেবীর বোধন কৈল অকালে বিধাতা।। ষোড়শোপচারেতে পূজিল রঘুনাথ। তবে সে রাবণ হৈল সমরে নিপাত। হইলা নন্দের সুতা যশোদা জঠরে। তোমা দিয়া বসুদেব ভাণ্ডিল কংসেরে।। দেব হিত হেতু হৈলা গোকুলে প্রকাশ। কংস হৈতে কৃষ্ণের করিলা ভয় নাশ।। এই পূজা ফলে তোর আসিবেক পতি। স্বামীর সৌভাগ্যে তুমি হবে পুত্রবতী ।। লহনা মানিবে তোমা প্রাণের সমান। হারণ ছাগল পাবে ইথে নহে আন।। সবে মেলি দিল তারে পূজা আয়োজন। পরিবারে দিল তারে উত্তম বসন॥ খুল্লনা করেন পূজা দেব কন্যা সনে। অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে ।।

অথ খুল্লনার চণ্ডীর ব্রত পুজারম্ভ।

ত্রিপদী। গোময়ে লেপি সদ্ম, লিখে অষ্টদল পদ্ম, লেপিলে সুগন্ধি চন্দনে। আরোপি হেমঝারি, খুল্লনা সুন্দরী, করিল অভয়া পূজনে ।। খুল্লনা পূজে চণ্ডী, শোক দুঃখ খণ্ডী মেলিয়া ইন্দ্রের নন্দিনী। কুমারিগণ মেলি, দিতেছে হুলাহুলি; সঘনে সঙ্খধ্বনি। কুমারি কহে বিধি, খুল্লনা ভূত শুদ্ধি, কৈল আগম বিধানে। আসন জল শুদ্ধি, করিল তথা বিধি মাতৃকা কৈল আবাহনে ।। প্রথমে লম্বোদর, পূজিল দিবাকর, রথাঙ্গপাণি উমাপতি। ময়ূর বাহন, পূজে ষড়ানন, পরে লক্ষ্মী সরস্বতী।। তণ্ডুল অষ্টদুর্ব্বা, জাহ্নবী জলগর্ভা কাঞ্চনে বিরচিত বারি। অঞ্জলি সরসিজে, চণ্ডীকা রামা পূজে, নাচে গায় বিদ্যাধরী।। খুল্লনা পুষ্প পাণি, উরিলা নারায়ণী, অভয়া বরদা রূপিণী। শ্রীকবিকঙ্কণ, পাঁচালির বিরচন, বদনে নাচে যার বাণী ॥

অথ খুল্লনার চণ্ডীদর্শন ও বর প্রার্থনা।

পয়ার। অভয়া বলেন কেন পূজহ অভয়া। এই তো অরণ্যে চণ্ডী বড়ই নিদয়া ।। না নিন্দ ব্রাহ্মণী তুমি না নিন্দ অভয়া। যদি মোর কর্ম্মফলে হয় তার দয়া।। কি করিবেন তোরে দয়া অভয়া পার্ব্বতী। এ বার বৎসর ইন্দ্র করিল ভকতি॥ খুল্লনা বলেন বিধি হেতায় লাগিলা। অভাগীর কপালে বিধি কি লিপি লিখিলা।। ভবানী বলিয়া রামা কান্দিতে লাগিলা। অকস্মাৎ ব্রাহ্মণী সে চতুর্ভুজা হৈলা ।। মাগ ঝিয়ে খুল্লনা মাগিয়া লহ বর। কামনা করিব পুর্ণ কানন ভিতর ।। অষ্ট তণ্ডুল দুর্ব্বা, নেতে নিরমিয়া পূজহ মঙ্গল বারে জয় জয় দিয়া। পূজিব মঙ্গলবারে না চিনি কোন দে। তোমারে চিনিতে নারি তুমি বট কে। আমা নাহি চিন ঝিয়ে খুল্লনা বেণ্যানি। আশ্রিত মঙ্গল চণ্ডী বিপদ নাশিনী। কি বর মাগিব যারে তুমি অনুকুলি। দুই সন্ধ্যা পাই যেন হারাইলে ছেলি। এবা কোন বর ঝিয়ে করিব প্রদান। মুখ্যা গৃহিণী ঘরে হবে পুত্রবান। সকলি ভণ্ডন মাতা করগো পার্ব্বতী। স্বামী ঘরে নাহি আমি হব পুত্রবতী।। ভকত বৎসলা মাতা লাগিল হাসিতে। গৌড়ে যাই আমি তব স্বামীরে আনিতে। চাতুরী করিয়া মাতা কর কুতুহলী। আছুক পুত্রে কার্য্য নাহি পাই ছেলি॥ হাসিতে লাগিল মাতা সেবক বৎসল। দামা হাকাইয়া জড় করিলা ছাগল॥ ছাগল দেখিয়া রামা

হয়ে উত্তরোল। সর্ব্বাণী বলিয়া তারে ঘন দেয় কোল ॥ জন্মেং ছেলি তুমি হও নিজ জন। তোমা হৈতে দেখিলাম চণ্ডীর চরণ ॥ শুন ঝিয়ে খুল্লনা মাগিয়া লহ বর। যে বর মাগিবা দিব কানন ভিতর ॥ পুত্রবর চাব কিবা স্বামী নাহি ঘরে। কি করিব বহুধন আছয়ে ভাণ্ডারে ॥ যদি বর দিবা মাতা সেবক বৎসলে। অনুক্ষণ রহে মন তব পদতলে। মরীচি বিরিঞ্চি যারে নাহি পায় ধ্যানে। হেন বর খুলনা মাগিয়া নৈল বনে ॥ পুটাঞ্জলি খুলনা করয়ে স্তুতি বাণী। খুলনাকে দিয়া বর বরদা ভবানী ॥ খুলনার শিরে মাতা আরোপিয়া পাণি। কোল দিয়া আশীর্ব্বাদ কৈলা নারায়ণী। অবিলম্বে গৌড় হৈতে আসিবেন পতি; স্বামীর সৌভাগ্যে তুমি হবে পুত্রবতী ॥ বিপদ সময়ে তুমি করিও স্মরণ। সেই ক্ষণে তোরে আসি দিব দরশন। অষ্ট বিদ্যাধরী সহ চাপিলেন রথে। কনকের ঝারী দিয়া খুলনার হাতে ॥ জয় দিয়া খুলনা চণ্ডিকা পূজে বনে। বিদ্যাধরীগণ যায় আকাশ বিমানে ॥ চণ্ডী গেলা লহনারে কহিতে স্বপন। তাহার শিয়রে বসি করেন তর্জ্জন ॥ চামুণ্ডা মূরতি হৈল গলে মুণ্ডমালা ॥ চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে করে নানা খেলা ॥ ভীষণ স্বপনে রামা হৈল কম্পবতী। লহনা গঞ্জিয়া কিছু বলেন পার্ব্বতী ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

লহনার প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ।

ত্রিপদী। তোরে লো লহনা বলি, হইলি কুলের কালি, খুলনারে রাখালি ছাগল। যারে সমর্পিলা পতি, তারে কৈলি হেন গতি, স্বামী আইলে পাবে প্রতিফল ॥ ধরিয়া বাঁঝির চিহ্ন, সতীন করিয়া ভিন্ন, জাতি নাশে না করিলি ভয়। ব্যাঘ্র ভালুক সনে, সতিনী ভ্রময়ে বনে, স্ত্রীবধে পড়িলি নিশ্চয়। অধর্ম্মে হইলি বাঁঝ, দিনে ভুঞ্জে তিন সাঝ, সতিনের না কর উল্লাস। যুবতী অবলা জন, প্রতি দিন ফিরে বন, বেণের করিলি জাতি নাশ ॥ জ্ঞাতি নাহি ধরে ছল, নৃপতি না করে বল, ধিক থাকুক এই ছার দেশে। স্বামী তোর লক্ষ্মীশ্বর, ধনপতি সদাগর, নারী ফিরে কাঙ্গালির বেশে ॥ সোহাগ করিব দূর, গৌরব করিব চুর, বাটিতে আসুক ধনপতি। গৌরব করিলি যত, সকলি হইল হত, মতি মত হইবেক গতি ॥ তোর সই পাপ মতি, কপটে লিখিত পাতি, অধোগতি যাক লীলাবতী। সদাগর আইলে দেশ, ঘুচিবেক নাট বেশ, পাবি শাস্তি ইহার যেমতি। কর নানা পরিবন্ধ, সতিনের সাধ মন্দ, পুন না নেউটিবে যৌবন। শুনিয়া লহনা কান্দে, গান মনোহর ছন্দে, চক্রবর্ত্তি শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

খুল্লনার উদ্দেশে লহনার বনে গমন।

পয়ার দুর্ব্বলা বলনা মোরে হিত উপদেশ। গণিতে গণিতে মোর পঞ্জর হৈল শেষ ॥ কালি ছেলি লয়ে গেল প্রভাতে সতিনী। আজি বিষ্ণুপদতলে উরিল ভবানী। আপনা খাইয়া তার কৈনু অপমান। অভিমানে বুঝি কিবা ত্যজিল পরাণ। গহন কাননে কিবা তারে খাইল বাঘ। চোর খণ্ড লম্পট পাইল কিবা লাগ ॥ হেন বুঝি খুলনায় হইল শাপ ভঙ্গ। ভুবন ভরিয়া মোর রহিল কলঙ্ক। মোর হাতে আরোপণ করি নিজ শিরে। সমর্পিয়া প্রাণনাথ গেলা খুল্লনারে ॥ তারে বধি রাখিনু বিমল কুলে কালি। আমি হইলাম সত্য স্বামীর চক্ষের বালি ॥ মরিল খুল্লনা বুঝি পর্ব্বতের চূড়া। উদ্দেশ করিতে কালি আসিবেন খুড়া ॥ অবনি বিদরে যদি পুরিবে কামনা। তাহে প্রবেশিয়া লাজ খণ্ডাবে লহনা। বৈশাখে অনল সম নিরন্তর খরা। আতপে মলিন যোনি হইয়া ছেলি হারা ॥ পরের বচনে তারে না করিনু দয়া। অন্নকষ্ট দিয়াছি আপন মাথা খাইয়া ॥ দেখিনু ভৈরবী ভীমা লোচন বিশাল। কাতি খর্পর হাতে গলে মুণ্ডমাল ॥ হান হান করিয়া ধরে আমার কেশ। চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ। পৃষ্ঠে লম্বমান তার শোভে জটাজুট। গগন মণ্ডলে লাগে মাথার মুকুট ॥ খুল্লনার

উদ্দেশে লহনা যায় বন। মধ্য পথে ডুসতিনে হৈল দরশন ॥ খুল্লনা করিয়া কোলে কান্দয়ে লহনা। শ্রীকবিকঙ্কণ গান পাঁচালী রচনা ॥

খুল্লনার সহিত লহনার প্রেমালাপ।

ত্রিপদী। আইস আইস প্রাণ বনি, আমি পরিহার মানি, মনে নাহি ভাবিও বিবাদ। আমার কপাল মন্দ, তব সনে হৈল দ্বন্দ, যোন বলো ক্ষম অপরাধ। কালি তুমি ছিলা কোথা, আমার হৃদয়ে ব্যাথা, জাগরণে পোহানু রজনী। ক্ষমহ আমার দোষ, দূর কর অভিরোষ, কোল দেহ হাসিয়া ভগিনী ॥ তোমার কর্ম্মের বন্ধ, পরে করাইল দ্বন্দ্ব, দুঃখ পাইলে এ এক বৎসরে। দেখিয়া তোমার মুখ, পাসরিনু সব দুঃখ, হের মোর হাত দেহ শিরে ॥ যে ঘরে নিবসে সতা, অবশ্য কোন্দল তথা, বৈরিভাব না ভাবিও মনে। যার সনে বার মাস, একত্রেতে করি বাস, অবশ্য কোন্দল তার সনে ॥ কৌশল্যা রামের মাতা, কেকয়ী তাহার সতা, দোঁহার কোন্দলে সর্ব্বনাশ। শ্রীরাম গেলেন বন, সীতা নিল দশানন, শুনেছি পুরাণে ইতিহাস ॥ শুনি লহনার বাণী, খুল্লনা মনেতে গণি, লহনার পড়িল চরণে। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণে ॥

পয়ার। হরিদ্রা কুঙ্কুম তৈল আনিল দুর্ব্বলা। খুল্লনার অঙ্গে দিয়া দূর কৈল মলা ॥ আমলকী দিয়া কৈল কেশের মার্জ্জন। স্নান করি পরে রামা উত্তম বসন ॥ অঙ্গে আরোপিল হার ভূষণ চন্দন। এক ভাবে স্মরে রামা চণ্ডীর চরণ ॥ রন্ধন করিতে যায় লহনা সত্বরে। নানাবিধ ব্যঞ্জন রান্ধিল থরে২ ॥ ভোজন করিয়া দোঁহে কৈল আচমন। কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন ॥ প্রমোদ শয্যায় দোঁহে করিল শয়ন। নিশাকালে দেখে রামা সাধুকে স্বপন ॥ চিয়াইয়া হুতাশ করে কোকিল নিস্বরে। শ্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়ার বরে ॥

চণ্ডিকার কাকরূপ ধারণ।

ত্রিপদী। কহ তুয়া উপদেশ মোরে। কাম রূপী হয়ে আমি, যদি হই বিহঙ্গমী, উড়ে যাই গৌড় নগরে ॥ দিনে থাকি গৃহকাজে, সকল সখীর মাঝে, যামিনী আইসে মোর কাল। জ্বালায় মন্দির পথে, প্রবেশ করিয়া তাতে, হিমকর করে শরজাল ॥ স্বপনে দেখিনু আমি, একত্র শয়নে স্বামী, বাহু পসারিয়া কৈনু কোলে। স্বপনে পাইয়া নিধি, পুনঃ বিড়ম্বিল বিধি, চিয়াইল পিক কোলাহলে ॥ অশোক কিংশুক ফুল, হইল লোচন শূল, কেতকী কুসুম কামকুন্তল। বৈরী কুসুম বাণ, অস্থির করয়ে প্রাণ, ঝাট নাশ যাওরে বসন্ত ॥ দুঃসহ মদন শরে, সর্প দংশে কলেবরে, শীতল চন্দন হলাহল। কুটিল কোকিল রব, দহে মোর তনু সব, কানন যেমন দাবানল ॥ শুইলে নলিনী দলে, কলেবর মোর জ্বলে, জল দিলে নহে প্রতিকার। মলয়ের সমীরণ, অগ্নিকণা বরিষণ, পতি বিনে জীবন অসার ॥ দেখিয়া খুল্লনা দুখ, প্রকাশিয়া কাক রূপ, কহে চণ্ডী মধুরস বাণী। বিনয় করিয়া তারে, খুল্লনা জিজ্ঞাসা করে, পুটাঞ্জলি সজলনয়নী ॥ মহামিশ্র ইত্যাদি ॥

কহ কাক কুশল বারতা। যোড় হাতে করি নতি, কবে আসিবেন পতি, কহ পূর্ব্ব মুখে মোর কথা ॥ তোমার সমান পাখী, কোথাও নাহিক দেখি, আইলে কিবা মোর ভাগ্য ফলে। যদি আসিবেন পতি, উড়ে যাও লঘুগতি, পুনর্ব্বার বৈস মোর চালে ॥ যবে আসিবেন নাথ, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত, হেম থালে করাব ভোজন। সুবর্ণ পিঞ্জরে বাস, পূরাব তোমার আশ, দাসী হয়ে করিব সেবন ॥ পরাশর ভৃগু গর্গ, আর যত মুনি বর্গ, গায় তোমা বসন্তের রাজে। যত দেখি চরাচর, নহে তব অগোচর, থাক ধর্ম্মরাজের সমাজে ॥ খুল্লনার স্তব শুনি, কাক রূপা নারায়ণী, উড়ে গেলা গৌড় নগরে। গিয়া অবশেষ নিশি, সাধুর শিয়রে বসি, স্বপন কহেন সদাগরে ॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

চণ্ডীর লহনা, ও পদ্মার খুল্লনা রূপে সাধুকে স্বপ্নাদেশ।

যামিনীর অবশেষে, আপনি লহনা বেশে, গেলা চণ্ডী সাধুর সন্নিধানে। তার পাছে পদ্মাবতী, ধরিয়া খুল্লনাকৃতি, শিয়রে বসিলা দুই জনে।। গঞ্জিয়া বলেন সদাগরে। পরস্ত্রী লুব্ধ হয়ে, পাসারিলা নিজ প্রিয়ে, সুখে আছ গৌড় নগরে।। আইলা রাজার কাজে, রহিলা পিঞ্জর ব্যাজে, বেশ্যা সহ রতি অভিলাষে। মিথ্যা কর শিব পূজা, তোরে নিন্দা করে রাজা, মুখ না দেখাও নিজ দেশে।। পাশায় গোঙাও দিন, মর্য্যাদা করিলা হীন, কৈলে নিজ কুলের কলঙ্ক। সাধে কৈলে দুই বিয়া, কেমনে ধরহ হিয়া, কে করে সে দোঁহে রতি রঙ্গ॥ পাশে দুই জায়ে কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে, দেখিয়া উঠিল সদাগর। দামুন্যানগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী, গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

ধনপতির স্বদেশে যাত্রা।

পয়ার। স্বপ্ন দেখি উঠিয়া বসিল ধনপতি। আপনার শিরে সাধু করে আত্মঘাতী।। সদাগর ভাবে কেন কৈনু হেন কায। সারি শুকের মুণ্ডে পড়ুক গিয়া বাজ॥ পাক্ষী যদি হই তবে উড়ে যাই ঘর। চিন্তা শোকে সাধুর হৃদয় জরজর।। রাজ ভেট নিল সাধু সফরিয়া ভেড়া। পর্ব্বত্যা টাঙ্গন তাজি নিল দুই ঘোড়া।। রাজারে প্রণাম করি দিল রাজ ভেট। বিদায়ের নামে রাজা মাথা কৈল হেঁট।। মাস দুই থাক সাধু বলে দণ্ডধর। রাজার বচনে সাধু নাহি দেয় সায়।। পুরস্কার সাধুরে করিল দণ্ডরায়। নানা রত্ন দিয়া তারে করিল বিদায়॥ হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া সুজিন কুঞ্জর। কারিগরে আনি দেয় সুবর্ণ পিঞ্জর।। পিঞ্জর দেখিয়া সাধু মনে মনে গণে। শত তঙ্কা দিল সাধু পিঞ্জরের বানি॥ ব্রাহ্মণ ঘটক ভাটে দিল নানা ধন। শুভক্ষণ করি সাধু চলিল সদন।। দুই জনে কোলাকুলি পরম সাদরে। সকরুণ নৃপবর বলে সদাগরে।। তব সহ মিলন না হইবেক আর। কহিতে সাধুর চক্ষে পড়ে জলধার।। বন্দিয়া ভূপতি পাত্র পণ্ডিত সমাজ। শুভক্ষণে ধনপতি চড়ে গজরাজ।। গজপৃষ্ঠে সদাগর চলে বড় ত্বরা। নাহি মানে ঘোরতর বসন্তের খরা।। লহনা খুল্লনা বিনে নাহি তার মনে। ছয় মাসের পথ সাধু আইল ছয় দিনে।। শিমলিয়া বালিঘাটা বড়ালের ভয়। দ্রুতগতি যায় সাধু তিলেক না রয়।। রাখালিয়া এড়াইয়া আইল রাজপুরে। অজয় এড়ায়ে আইল উজানি নগরে।। আওঠে তেমুহানি চলিয়া এড়ায়। উপনীত সদাগর রাজার সভায়।। পিঞ্জর রাখিয়া সাধু নত কৈল মাথা। নৃপতিরে কহিলেন গৌড়ের বারতা।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

রাজার সহিত ধনপতির সাক্ষাৎ।

ত্রিপদী। কহ ভায়া এতেক বিলম্ব কি কারণে। উড়ে গেলা সারি শুক, অকারণে পাইলা দুখ, কলধৌত পিঞ্জর গঠনে।। তুমি গেলা পরবাস, দুঃখ পাইলা বার মাস, দূর গেল পাশার কৌতুক। দেখিতে লাগয়ে সাধ, কত কর্ম্ম গেল বাদ, সারি শুক দিলা এত দুঃখ।। গিয়াছ আমার কাজে, আছিলা পাশার ব্যাজে, অপেক্ষণ নাহি তব ঘরে। লোকে করে অনুযোগ, সাধুর হৈল রোগ, এই মোর ভাবনা অন্তরে।। মরে যাউক সারি শুয়া, তোমার বালাই লৈয়া; তোমা বিনে মনে নাহি আন। বিলম্ব না কর ভায়া, দুঃখ ভাবে দুই জায়া, ঘরে গিয়া কর স্নান দান॥ সকলে সম্পূর্ণ দিশা; আজি সুপ্রভাত নিশা, দেখিলাম তোমার কল্যাণ। রাজা সাধু পরিহাসে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে, অভয়ামঙ্গল রস গান।।

ধনপতির নিজালয়ে গমন।

পয়ার। পিঞ্জর দেখিয়া রাজা করে সাধুবাদ। সাধুকে দিলেন পান ভূষণ প্রসাদ।। ভূপতি চরণে সাধু করিয়া প্রণাম। চড়িয়া পাটের দোলা যায় নিজ ধাম॥ শিঙ্গা কাড়া

ঠমক বাজনা উত্তরোল। চারিদিগে হইল পাইকের কোলাহল॥ বন্ধুজনে সম্ভাষে নগরে নগর। লহনা লইয়া কিছু শুনহ উত্তর॥ পতির আগতি বার্ত্তা শুনে দুত মুখে। দুর্ব্বলারে বলে রামা বিষাদ কৌতুকে॥ চারি দিনে প্রাণনাথ ঘরে আইল মোর। খুল্লনার রূপ দেখি হইবে বিভোর॥ এড়িয়াছে কোথা মোর ঔষধ উপায়। প্রাণনাথে কর বশ হইয়া সহায়॥ লহনার বচনে স্মরণ করে চেড়ী। অবিলম্বে আনি দিল ঔষধের পেড়ী। দুর্ব্বলা আলুয়ে দিল বন্ধনের দড়ি। লহনার হাতে দিল ঔষধের পেড়ী॥ মোর বোলে লহনা করহ অবধান। ঔষধ করিয়া সাধ আপন সম্মান॥ লহনারে এমত কহিয়া প্রিয়কথা। খুলনার কাছে দাসী হৈল উপনীতা॥ শুভ সমাচার তারে করে নিবেদন। অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনার বেশ ভূষা ধারণ ও স্বামী নিকট গমন।

আর শুনেছ ছোট মা সাধু আইল ঘরে। বাহির হইয়া শুন বাজনা নগরে॥ পোহাইল আজি যে তোমার দুঃখ নিশা। ভবানী প্রসাদে তোর পূর্ণ হৈল আশা॥ আমারে আপনা বল্যে রাখিবে চরণে। দুর্ব্বলা অন্যের দাসী নহে তোমা বিনে॥ তোমার প্রাণের বৈরী পাপমতি বাঁঝী। সাধুর নিকটে তার আলাইও পাঁজি॥ দোষ মত যদি না করহ প্রতিকার। কি জানি ঘটায় পাছে দুঃখ পুনর্ব্বার। যত দুঃখ পাইলা তুমি মোর মনে ব্যথা। তোমার হইয়া আমি কহিব সে কথা॥ দোলার ছাট খুঞা বাস রাখ বাম ঘরে। সাধুর চক্ষুর বালি কর লহনারে॥ এক বলিতে দশ বলিবা না করিবে ত্রাস। উন বুকে নাহি হয় সতীনের হ্রাস॥ দুর্ব্বলার বোলে হাসে খুল্লনা সুন্দরী। প্রসাদ করিল তারে হাতের অঙ্গুরী॥ খুল্লনার চরণে প্রণাম কৈল চেড়ী। মাণিক ভাণ্ডারে আনে আভরণ পেড়ী॥ সন্নিধানে আলুইল বন্ধনের দড়ি। খুল্লনার হাতে দিল আভরণ পেড়ী॥ দোছুটি করিয়া পরে তসরের সাড়ী। শঙ্খের উপরে পরে কণকের গড়ি॥ দুর্ব্বলা আচড়ে কেশ লইয়া চিরণী। বামকরে হেমদণ্ড রসাল দর্পণী॥ নয়নে কজ্জল দিল সীমন্তে সিন্দুর। মার্জ্জন করিয়া পরে মণিকর্ণিপুর। শ্রবণ উপরে পরে কণক বউলি। সজল জলদে যেন খেলিছে বিজুলি॥ বাহুযুগে আরোপিল কণক কেয়ুর। পদযুগে আরোপিল বাজন নূপুর॥ মণি বিরাজিত হেম মধুর কিঙ্কিণী। পদে পদে শুনি মত্ত মরালের ধ্বনি॥ ডান করে নিল রামা রজতের ঝারি। বামকরে নারায়ণ তৈল বাটী পুরি॥ কবরী শোভিত করি মল্লিকার ফুলে। হেন কালে সদাগর আইল বাসশালে॥ প্রণাম করিয়া বন্ধুজন গেল ঘর। গৃহিণী বলিয়া ডাক দিল সদাগর॥ খুলনা আইসে তথা কুঞ্জর গামিনী। যেমন আছিলা পূর্ব্বে ইন্দ্রের নাচনী॥ দুর্ব্বলা রহিল তথা কপাটের আড়ে। ধিরে ধিরে যায় রামা সাধুর নিয়াড়ে॥ অবনিতে থুইলা রামা তৈল হেম ঝারী। সাধুকে প্রণাম করে রূপবতী নারী॥ শিবকে স্মরিয়া কিছু সদাগর বলে। হেট মুণ্ডে খুলনা রহিল সেই স্থলে॥ না দেয় উত্তর রামা সাধুর বচনে। অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

ত্রিপদী। সুন্দরী মাথা তুলি কহ মোরে কথা। বলিবারে করি ভয়, দেহ মোরে পরিচয়, ঘুচাও মনের সব ব্যথা॥ বিচিত্র কবরী মাল, উড়ে বৈসে অলিজাল, মণিময় যদি তথি দোলে। রত্নময় কর্ণপুর, তিমির করয়ে দূর, অচঞ্চল বিজুলি কপোলে॥ বদন শরদ ইন্দু, তথি স্বেদ বিন্দু২, সুধাংশুমণ্ডলে যেন তারা। রাহু তোর কেশ পাশ, আইসে করিতে গ্রাস, পুণ্যের সময় হৈল পারা॥ জিনিয়া প্রভাত রবি, সিন্দুর ফোটায় ছবি, তার কোলে চন্দনের চাঁদা। ওরূপ মাধুরী তোর, আমার লোচন চোর, হরিয়া মানস নিলি বাঁধা॥ নাহি সখি কি কারণে, ধরিস অপাঙ্গ গুণে, কজ্জল গরল যুত বাণ। তোমার কর্ণিকা ফাঁদে, মোর মন মৃগ বান্ধে, কার তরে করেছ সন্ধান॥ তুই অতিকৃশোদরী, তথি উরে দুই গিরি, রামরম্ভা জিনি উরু তার। তোর বুচ অনুপম

মণি মুকুতার দাম, মেরু শৃঙ্গে মন্দাকিনী ধার॥ যত প্রিয় সাধু, ঝাপিয়া বদন বিধু, যায় রামা ভিতর মহলে। দোহার রাখিতে প্রীতি, ধায় দাসী লঘুগতি, লহনার ঠাঁই কিছু বলে॥ শুনি রাজ মিশ্র সুত, সঙ্গীত কলায় রত, বিরচিয় অনেক পুরাণ। দামুন্যা নগর বাসি, সঙ্গীতের অভিলাষী, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

লহনার আভরণাদি ধারণ।

পয়ার। আর শুনেছ বড় মা সতার চরিত। হেন বুঝি সাধুর কাছে বলে বিপরীত যেই সদাগরের পাইলে ভেটী সাড়া। আনিল ভাণ্ডার হৈতে আভরণ পেড়া॥ অঙ্গদ কঙ্কণ হার ভূষিত করি গা। যৌবন গরবে ভূমে নাহি পড়ে পা॥ যেই সদাগর আ-ইল আপনার বাসে। মোহন কাজল পরি বসে তার পাশে॥ আড় নয়নে কেহ কথা অমৃতের কণা। কোথায় নাহিক দেখি এমন ঠেঁটাপণা॥ উহার শোভা গৌর গায়ে নবীন যৌবন। গুরু জন দেখি অঙ্গে না দেয় বসন॥ তুমি বড় সতিনী সুজন লখি তথি। স্বামী ভেটিবারে নাহি লয় অনুমতি॥ ব্যাজেতে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ। অন্য স্বামী হৈলে তার গলে দিত পদ॥ হেলন দোলন চলন কে সহিতে পারে। ভাল হৈল আইলে সাধু আপনার ঘরে। অলকা তিলকা পর মোহন কাজল। স্বামীকে ভেটিতে লহ ভৃঙ্গারের জল॥ দুর্ব্বলা বচনে রামা করে বহুমান। মন দিয়া তুয়া মোর সাধহ সন্মান॥ লহনার চরণে প্রণাম করে চেড়ী। ভাণ্ডার হইতে আনে আভরণ পেড়ী। চালে হইতে আনে রামা শুভ প্রসাধনী। বাম করে হেম দণ্ড রসাল দর্পণী আঁচড়িল কেশ তার নানা পরিবন্ধে। গন্ধ তৈল যুক্ত হয়ে পড়ে তার স্কন্ধে॥ হেন সময় আইল নবীন নাপিতিনী। বসিল চরণ ধরি করিতে সাজনী। সুগন্ধি পুষ্পের মালা মালিনী আনিল। দেখি হর্ষ লহনার মনে উপজিল। কবরী বান্ধিল রামা নামে গুয়াঠুটি। দর্পণে মেহালে রামা যেন গুয়া গুটি। মাছ্যাদা বদনে দেখি দর্পণে চাপড়। বাছিয়া পরিল শেষ তম্বুর কাপড়॥ যতনে পরয়ে রামা কজ্জল সিন্দূর। মার্জ্জন করিয়া পরে মণি কর্ণপুর॥ দোহার কাঁকাল বান্ধে হৈল খঞ্জুকায়। মণিময় হার কুচ-যুগলে লোটায়॥ বসনে তুলিয়া রামা বান্ধে পয়োধর। বিনোদ কাঁচলি পরে তা-হার উপর॥ লহনা লইল জল পুরিয়া ভৃঙ্গারে। বিবিধ ঔষধ মিল মিশ্রিত কর্পূরে॥ ভেট দিয়া সদাগরে করিল প্রণতি। লহনার প্রতি কিছু বলে ধনপতি॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। মোর দিব্য তোরে, সত্য বল মোরে, কা দিয়া পাঠালি জল। আকুল পরাণ, বিন্ধে কাম বাণ, জিউ করে টলমল॥ মন মত্ত হাতী, ছুটে দিবা রাতি, নিবারি শাস্তি অঙ্কুশে। আসিয়া সে নারী, শাস্তি কৈল চুরি; হাতি নিবারিব কিসে॥ অনেক সহর, ভ্রমি নিরন্তর, না দেখি হেন রূপসী। রম্ভা তিলোমা, নহে তার সমা, ইন্দ্রাণী কিবা উর্ব্বশী॥ দেখিতে হরিষ, পরশিনে বিষ, অমৃত বিষে জড়িত। নাহিক পাশুত নিবারয়ে চিত, বুঝিয়া আপন হিত। সুরাসুর গণে, অমৃত মন্থনে, শ্রীহরি হইল মো-হিনী। তাহা দেখি শূলি, হবে কুতুহলী, সঙ্কেতে আইলা ভবানী॥ দেখিয়া মোহিনী দেব শূলপাণি, আকুল হৈলা মদনে। সুরূপা যুবতী, দেখি যদুপতি, স্থির নহে কাম-বাণে॥ বিধির কি কথা, হরিল দুহিতা, মোহিনী যার আখ্যান। একা মীনকেতু, ধর্ম্ম নাশ হেতু, কে আছে তার সমান॥ ইন্দ্র সুরপতি, শুন তার গতি; হরিল গৌতমদারা স্ত্রী নব যুবতী, পাশে নিশাপতি, গুরুজায়া নিল তারা॥ অঙ্গ জর জর, দহে কলেবর, বিরহ মদন বাণ। দূর কর শঠ, ছাড়হ কপট, সত্য কহি রাখ প্রাণ। কহ সত্য বাণী, কাহার রমণী, সত্বরে সাধিল মান॥ সে ক্ষণ হইতে, অন্য নাহি চিতে, হেরিয়া রহিল প্রাণ॥ বর্ষ একাদশ, যখন বয়স, বিরহ করিনু তোরে। ভাল মন্দ যত, তোমার বি-

দিত, এবে দুস কেন মোরে।। সাধুর ভারতি, শুনি মধুমতী, হাসিয়া কহে লহনা। করিয়া সুছন্দ, সুকবি মুকুন্দ, পাঁচালি করিল রচনা।।

লহনার সহিত ধনপতির কথোপকথন।

মোর হাত দিয়া শিরে, সমর্পিয়া খুল্লনারে, গৌড়ে গেলে গড়াতে পিঞ্জর। তোমার আদেশে প্যাইয়া, করিলাম অনেক দয়া, পালিলাম এক সম্বৎসর। নাহি বাড়ে নাহি বান্ধে, কেশ পাশ নাহি বান্ধে, আপনি বন্ধন করি কেশ। চারি পাঁচ সখী মেলে, রাত্রি দিনে পাশা খেলে· আপনি উহার করি বেশ।। হরিদ্রা কুঙ্কুম লয়ে, ঘরে ঘরে ভ্রমি চায়ে, করিতে অঙ্গের মলা দূর। অঙ্গদ কঙ্কণ হার, আর যত অলঙ্কার, আপনি পরাই কর্ণ পূর। যবে বেলা দণ্ড দয়, ছেম খালে ছয় রস, সহিত যোগাই অন্ন পান। ভুঞ্জাই মৎস্যের ঝোলে, শয়ন করাই কোলে, আপনার দেখি যেন প্রাণ॥ ঘৃত খণ্ড ক্ষীর দধি ভেট পাই নিরবধি, পুনর্ব্বার না করি তপাস। সুখে থাকে মোর ঠাঁই, লইতে আইল বাপ ভাই, নাহি যায় বাপের নিবাস।। আমিত ভাজাই তক্কা, কারে নাহি করি শঙ্কা; যত ইচ্ছা তত করে ব্যয়। আমি দেখি যেন প্রাণ, খায় পরে করে দান, কার তরে নাহি করে ভয়।। একলা ঘরে কৃত্য, আপনি যে করি নিত্য, খুল্লনার দুর্ব্বলা কিঙ্করী। জামায়ে ভুঞ্জাই ভাত, শুনহে প্রাণের নাথ, কেবল তোমারে ভয় করি।। লহনার বাক্য শুনি, সদাগর মনে গুণি, প্রসাদ করিল হেম হার। উমা পদাহিত চিত্ত, মুকুন্দ রচিত গীত, আজ্ঞা লয়ে ব্রাহ্মণ রাজার।।

পয়ার। হাস পরিহাস দোঁহে বসিল দম্পতী। জিজ্ঞাসে ঘরের কথা সাধু ধনপতি।। লহনা বলেন নাথ তুমি ভাগ্যবান। তোমার প্রসাদে নাথ সবার কল্যান।। কৌতুকে জিজ্ঞাসে সাধু খুল্লনার কথা। লহনার হৃদয়ে লাগিল বড় ব্যথা।। সাধু বলে প্রিয়ে তুমি যদি দেহ মন। খুল্লনা রন্ধন শালে করুক রন্ধন।। নিমন্ত্রণ কর তুমি জ্ঞাতি বন্ধু জনে। অন্ন খাব খুল্লনার প্রথম রন্ধনে।। সাধু সম্ভাষিতে যত আইল বন্ধুগণ। সেই খানে দুর্ব্বলা করিল নিমন্ত্রণ।। পান দিয়া দুর্ব্বলারে সাধু দিল ভার। কাহন পঞ্চাশ লয়ে চলহ বাজার।। কিনিতে তোমারে যদি নাহি আঁটে কড়ি। টাকা দুই চারি লবে বণিকের বাড়ি।। নিয়োজিল তার সঙ্গে ভারি দশ জন। ধীরে ধীরে হাটে দুর্ব্বা করিল গমন।। রচিয়া মধুর পদ ইত্যাদি।

দুর্ব্বলার হাটে গমন।

ত্রিপদী। দুর্ব্বলার বাজারে যায়, পাছে দশ ভার ধায়, কহেন পঞ্চাশ লয়ে কড়ি কপালে চন্দন চুয়া, হাতে মুখে পানগুয়া; পরিধান তসরের সাড়ী। দুর্ব্বলা হাটেতে যায়, উভ মুখে লোক চায়, ঐ আইসে সাধু ঘরের ধাই। বুঝিয়া এমন কাব, যার আছে ভয় লাজ, ভাল বস্তু অন্তরে লুকাই।। আলু কিনে কচু কুমড়া; সের মূলে পলাকড়া, পাক আম্র বোঝা মূলে। বিশাদরে ছেনা কিনি, কিনিল নবাৎ চিনি, পণে পণ মূলে পান কিনে।। মূল্য দিয়া পণ দশ, কিনিল জীয়ন্ত শশ, কঠর কমঠ কিনে দুই। খরসুলা কিনে কই, কিনিল মহিষা দই, কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি দুই। চাপা কলা মর্ত্তমান, সরস গুবাক পান, কিনিলেক কর্পূর চন্দন। শাক বেগুন মারকচু; খাম আলু কিনে। কিছু বিশা, দুই কিনিল লবণ।। বাছে কিনে তালশাঁস; হিঙ্গ জিরা রসবাস, চই মেথি জোয়ানি মহুরী। মুগমাস বরবাটি; কিনিল সরল পুঠি, সের দরে ঘৃত ঘড়া পুরি।। রন্ধন সন্ধান জানে, চিতল বোয়াল কিনে, শোলপোনা কিনিল চিঙ্গড়ী। চতুর সাধুর দাসি আট কাহনেতে খাসী; তৈল সের দরে দশ বুড়ি।। কড়ি মূলে নারিকেল, কুলি করঞ্জা পানিফল, কাঁঠাল কিনিল দুই কাঁড়। কিছু কিনে ফুল গাবা, করুণা কমলা টাবা; সেরে মুখে কিনে ফুলবড়ি।। তোলা মূলে তেজ পাত, ক্ষীর কিনে বিশা সাত, আদা বিশা দরে দশ বুড়ি। মান ওল কিনে সারি, দুগ্ধ কিনল ভার চারি, ভার দুই কিনিল কাঁকুড়ি।। নির্ম্মাণ করিতে পিঠা, বিশাদরে কিনে আটা, খণ্ড কিনে

বিশা সাত আট। বেসাতী দুর্ব্বলা জানে, অবশেষে হাঁড়ি কিনে, মাগো লয় তারে কিছু ভাট॥ কিনিয়া রন্ধন সাজ, অঞ্জলিতে লয় ব্যাজ, হরিদ্রা চুপাড়ি ভরি কিনে। স্নান করি দুর্ব্বলা, খায় দধি খণ্ড কলা, চিঁড়া দই দেয় ভারি জনে॥ আগে পাছে ভারি জন, দুরা আসে নিকেতন, উপনীত সাধুর মন্দিরে। চতুর সাধুর দাসী, আগে ভেট দিল খাসী, প্রণাম করিল সদাগরে॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

দুর্ব্বলার হাট পরিচয়।

হাটের কড়ির লেখা, একে একে দিব বাপ, চোর নহে দুর্ব্বলার প্রাণ। লেখা পড়া নাহি জানি, কাহন হৃদয়ে গণি, এক দণ্ড কর অবধান॥ হাট মাঝে পরবেশে, আসি হরি মহাযশে, ডাকে মীন রাশির কল্যাণ। আসিয়া আমারে গঞ্জি, শ্রবণ করাইল পঞ্জি, দিনু তারে কাহনের দান। কান্ধেতে কুশের বোঝা, নগরে কুসারি ওঝা, বেদ পড়ি করয়ে আশিষ। ইচ্ছিয়া তোমার যশ, দিনু তারে পণ দশ, দক্ষিণাও ধারি বহু দিস। বাজারে কর্পূর নাই, চাহি বুলি ঠাঁই ঠাঁই, যতনে পাইলাম চারি তোলা। পাঁচ কাহনের দর, পঁচিশ কাহন কর, চারি কাহনের নিনু কলা॥ আলু কচু শাক পাত, আদি নানা বড় জাত, নিনু চারি কাহন আট পণে। তৈল ঘি লবন ছেনা; পাঁচ কাহনের কেনা, খাসী নিনু আট কাহনে॥ প্রবেশ করিতে হাট, দেখা পাইল রাজ ভাট, কায়বার পড়ে উর্দ্ধ হাত। ইচ্ছিয়ে তোমার যশ, তারে দিনু পণ দশ, কড়ি কাণা ভাড়িল পণ সাত॥ হাটে ভ্রমে অনুদিন; সেখ ফকীর উদাসীন, ব্যায় হৈল সপ্তদশ বুড়ি। সঙ্গে ভারি দশ জন, দিনু তারে দশ পণ, আমি খাই চারিপণ কড়ি॥ প্রাণ ভয়ে ভুয়া কয়, সাধু বলে নাহি ভয়, দুর্ব্বলা কহিল প্রাণপণে। যদি মিথ্যা হয় ভাষা, কাটিও আমার নাশা; শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

পয়ার। সদাগর বলে তুমি শুনহ দুর্ব্বলা। কি বলেন জান গিয়া তোমার ছোট মা। রন্ধন করিতে তারে নিতে বল পান। খুল্লনারে আনে ভুয়া সাধু বিদ্যমান॥ অঞ্জলি করিয়া রামা নিল গুয়া পান। সেই পথে লহনা পাতিয়া আছে কান॥ তর্জ্জন গর্জ্জন করে অধর দংশন। দশ বন্ধুজনে সাধু দিল নিমন্ত্রণ॥ কেহ ছোট কেহ বড় কেহ বা সরল। কেহবা সুজন আছে কেহ আছে খল॥ লহনা বলেন প্রভু শুনহ বচন। তোমার চরণে আমি করি নিবেদন॥ সবাকার মন যেবা করয়ে রঞ্জন। তাহার উচিত হয় রান্ধিতে ব্যঞ্জন। নাহি রান্ধে নাহি বাড়ে নাহি দেয় ফু। পরের রন্ধন খাইয়া চান্দ পায়া যু॥ পান লৈতে তোমার সনে না কৈল বিচার। রন্ধন শালেতে বেটী আনিবে খাখার॥ দশ ঘরে দশ জনে দিল নিমন্ত্রণ। যৌবন দেখিয়া সবে করিবে ভোজন। লহনার কথা সাধু না করে সোয়াদ। ভিতর মহলে যায় ভাবিয়া বিষাদ॥ খুল্লনা গঙ্গার জলে কৈল স্নান দান। চণ্ডিকা পুজেন রামা করিয়া ধেয়ান॥ রন্ধনের হেতু নিবেদয়ে এক চিতে। হেমকালে অভয়া আছিলা ইলাবৃতে সুমেরু উপরে আছে কুসুম ভূধর। তাহার উপরে আছে বট তরুবর॥ এবার যোজন সেই তরুবর বট। যার সুখে হর নাহি ছাড়েন নিকট॥ তাহার কোটরে আছে পাঁচ খানি নদী। তথি আছে গুড় দুগ্ধ ঘৃত মধু দধি॥ তাহে ঝুলি খেলে চণ্ডী মেলি সখী গণে। হেমকালে খুল্লনা পড়িয়া গেল মনে॥ পাঁচ খানি নদী লয়ে দেবীর গমন। রন্ধনের ঘরে আসি দিলা দরশন। পাঁচ নদী চণ্ডিকা রাখিলা তার পাশে। ব্যঞ্জন অমৃত যায় রসের পরশে॥ চণ্ডিকা দেখিয়া রামার মুখে নাহি বোল। শিরে হাত দিয়া দেবী তারে দিলা কোল॥ শিরে হাত দিয়া চণ্ডী করিল আশ্বাস উজানি মোহিবে তোর রন্ধনের বাস। শুভক্ষণে খুল্লনা করিল অনুবন্ধ। প্রথম রন্ধনে উঠে অমৃতের গন্ধ। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ খুল্লনার রন্ধন আরম্ভ।

ত্রিপদী। প্রভুর আদেশ ধরি, রান্ধয়ে খুল্লনা নারী, স্মরিয়া সর্ব্বমঙ্গলা। তৈল ঘি লবন ঝাল, আদি নানা বস্তু জাল, সহচরী যোগায় দুর্ব্বলা॥ বার্ত্তাকু কুমুড়া কচা, তাহে দিয়া কলা মোচা, বেছার পিঠালি ঘন কাঠি। ঘৃতে সম্ভোলন তথি, হিঙ্গু জীরা দিয়া মেথি; সুক্তার রন্ধন পরিপাটি। ঘৃতে ভাজে পলাকাড়ি, নটাশাকে ফুল বড়ি, চঙ্গড়ী কাটাল বিচি দিয়া। ঘৃতেতে নালিতা শাক; কটু তৈলে বেথুয়া পাক, খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া॥ দুগ্ধে লাউ দিয়া খণ্ড, জাল দিল দুই দণ্ড, সাঁতলিল মউরির বাসে। মুগ সূপে ইক্ষুরস, কই ভাজে গণ্ডা দশ, মরিচ গুঁড়িয়া আদারসে॥ মশুরি মিশ্রিত মাষ, সূপ রান্ধে রস বাস, হিঙ্গু জীরা বাসে সুবাসিত॥ ভাজে চিতলের কোল, রোহিত মৎস্যের ঝোল, মানকচু মরিচ ভূষিত॥ বোদালি হিলঞ্চা শাক কাটিয়া করিল পাক, ঘন বেশার সম্ভোলিয়া তৈলে। কিছু ভাজে রাই খাড়া, চিঙ্গড়ীর তোলে বড়া, খরসুলা ভাজি কিছু তোলে। বরিষা কণ্টক হীন, আম্রযোগে শলু মীন খর লোন ঘন দিয়া কাটি। রান্ধিল পাঁকাল ঝুস, দিয়া তেঁতুলের রস, ক্ষীর রান্ধে জাল দিয়া ভাটি॥ কলাবড়া মুগসাউলি, ক্ষীর মোলাম ক্ষীরপুলি, নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে। অন্ন রান্ধে অবশেষে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে, সুপণ্ডিত রন্ধন উদ্দেশে॥

অথ সদাগরের জ্ঞাতি বন্ধুর সহিত ভোজন।

পয়ার। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত হইল রন্ধন। দেখিয়া দুর্ব্বলা যায় সাধুর সদন॥ বেলা হৈল অবশেষ ফুরাইল স্তুতি। শালগ্রাম শিলাজল খায় ধনপতি॥ আইস আইস বলি ডাকে চেড়ী তো দুর্ব্বলা। বিদগ্ধ সদাগর পাতে নানাবিধ ছলা॥ সাধু বলে দুয়ারে ভুঞ্জাও বন্ধুজন। অবশেষে গৃহস্থের উচিত ভোজন॥ ভোজনে বসিল যত জ্ঞাতি বন্ধুজন। খুল্লনা কনক থালে যোগায় ওদন॥ সরসে পরশে রামা সকল ব্যঞ্জন শুনিয়া লহনার গলে নয়নে অঞ্জন॥ প্রথমে সুক্তার ঝোল দিল ঘণ্ট শাক। প্রশংসা করয়ে সবে খুল্লনার পাক। ভাজা মীন মুণ্ড ঝোল মাংসের ব্যঞ্জন। গন্ধে আমোদিত হৈল সাধুর ভবন॥ দধি পিঠা খাইল সবে মধুর পায়স। রসাল পনস কোষ রসালের রস॥ সমর্পি ভোজন তারা হইল বিদায়। বসন কাঞ্চন মালা সাধু স্থানে পায়॥ পশ্চাতে ভোজনে যায় সাধু ধনপতি। খুল্লনারে মনে ভাবি উল্লাসিতমতি॥ শিবকে স্মরিয়া সাধু কৈল আচমন। কৌতুকে বসিয়া সাধু করয়ে ভোজন॥ হাসিয়া পরসে রামা কনকের থালা। ললিত গমনে রঙ্গে বিদগ্ধ বালা॥ হাসিয়া খুল্লনা দিল কুমড়ার খোলা। ভূমে গড়াগড়ি হেসে্য পড়িল দুর্ব্বলা॥ দুর্ব্বলার হাসিতে চিন্তিত ধনপতি। কেন বুঝি গন্দ্য মোরে করিল যুবতী॥ এতেক ব্যঞ্জন খেয়ে প্রীতি নাহি তথি। টাবা রস হৈতে হৈল পরম পীরিতি॥ হেট মুখে ধনপতি রহে অন্য মনা। হরিদ্রা গুলিয়া হাতে দিলেক খুল্যনা॥ হরিদ্রা পাইয়া সাধু করে অনুমান। হেন কালে মনে পড়ে গ্রন্থ অভিধান। রজনী পর্য্যায় আছে হরিদ্রা আখ্যান। কেন বুঝি রামা মোরে দিল নিশা দান॥ দধি পিঠা খায় সাধু মধুর পায়স। ভোজন করিয়া সাধু কামে হৈল বশ। ভোজন করিয়া আচমন কুতূহলে। কর্পূর তাম্বুল খায় হাসি খল খলে॥ সাধুর ইঙ্গিত দাসী বুঝিয়া সত্বরে। শয্যা বিছাইতে যায় বিনোদ মন্দিরে অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। সাধুর আদেশ ধরে, প্রবেশ শয়ন ঘরে, খাট করে চন্দনে ভূষিত। সুগন্ধি কুসুম দাম, আমোদিত করে ধাম, লহনায় উচাটন চিত॥ দুর্ব্বলা সানন্দ মনা; করে আয়োজন নানা, করিলেক বিনোদ আসন। চৌদিগে উন্নত স্থলে, মণিময় দীপ জ্বালে, যেন দেখি ইন্দ্রের ভবন॥ ধবল চামর বান্ধা; উপরে টাঙ্গায় চান্দা, প্রতি চালে মুকুতার ঝারা। পাটের মসারী বেড়, ভূমে নাবে গজ দেড় মাঝে মাঝে নানা পাট ডোরা॥ দুই দিকে আলো বাটী, জল পুরি গাড়ুটি, দুই দিগে রাখে দুই

পাখা। বাটা ভরি খিড়া গুয়', কুঙ্কুম কস্তূরী চুয়া সুগন্ধি চন্দন মদলেখা॥ অঙ্গুরী পাসুলি ছুটা, সুবর্ণের কড়ি কাটা; মণি মতি পলা হেমহার। সাধু খুল্লনারে দিতে, আনিয়াছে গৌড় হৈতে, তাহা রাখি গুপ্ত প্রকার॥ শয্যা বিছাইয়া দাসী, মনে বড় অভিলাষী, বার চারি গতাগতি যায়। সাধু আইসে নিকেতনে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে, হৈমবতী যাহার সহায়॥

পয়ার। চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন। পদ্মনাভ স্মরি সাধু করিল শয়ন॥ ওথায় খুল্লনা রামা আছে পাক শালে। সাধু ভেটিবারে বাঁধি যায় হেম কালে॥ মদনে পীড়িত সাধু মাগে আলিঙ্গন। জানিয়া চণ্ডিকা তার হরিলা চেতন॥ ভোজন করিতে দুয়া ডাকে লহনারে। গঞ্জিয়া সে খুল্লনারে বলে উচ্চৈঃস্বরে॥ যে কালে রান্ধিতে ঠেটি দৈল গুয়া পান। বচনে নাহিক মোর কৈল অবধান॥ মোর সনে বিচার না কৈল গর্ব্ব করি। এখন খাইব ভাত পেটে পারা মরি॥ বাসি পান্তা ভাত ছিল সরা দুই তিন। তাহা খাইয়া লহনা কাটাইল দিন॥ ঘরের প্রধানা তুমি বড় সবাকারে। তোমার সকল ভার দোষ দেহ কারে॥ চারি পাঁচ দুঃখে মোর হিয়া হৈল জড়। তিলেক অধিক ছোট কিসে আমি বড়॥ লহনা দুর্ব্বলা মেলি যত কিছু ভণে। কপাটের আড়ে থাকি খুল্লনা তা শুনে॥ সম্মুখে খুল্লনা আসি ধরিল চরণে। ঘুচিল কন্দল দোঁহে বসিল ভোজনে॥ এক জন সাহিলে কন্দল হয় দূর। বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর॥

ত্রিপদী। দুর্ব্বলা বুঝিয়া কায, আনিল বেশের সাজ, মৃগমদ কুঙ্কুম চন্দন। ভাণ্ডারে প্রবেশি চেড়ী, আনে আভরণ পেড়ী, লহনার উচাটন মন॥ পীত ধটী কাঞ্চ বর্ণে, হেম কুণ্ডলিকা কর্ণে, কেশে মেঘে পড়িছে বিজুলি। রজত পাশুলি ছুটি, পরে দিব্য তুলাকোটি, বাহু বিভূষণ ঝলমলি॥ পরে দিব্য পাট সাড়ী, কনকের পরে চুড়ী; দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ। হীরা নীলা মতি পলা, কলধৌত কণ্ঠমালা, কলেবরে মলয়জ পঙ্ক॥ নানা আভরণ পরি, ডানি করে নিল ঝারি, বাম করে তাম্বূল সাঁপুড়া। সুনাদ নূপুর পায়, কুঞ্জর গমনে যায়, লহনা শুনিতে পায় সাড়া॥ হৃদে বিষ মুখে মধু; হাসিয়া লহনা বধূ, কহে হিত উপায় বচন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ; বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

লহনার ও খুল্লনার কথোপকথন।

ক্ষীণবলা তুমি বালা, না জানহ রতি কলা, না যাইহ সাধুর নিকটে। রাহুর ভুকের বেলা, যেন নব শশিকলা, পড়িবি লো বিষম সঙ্কটে॥ রতি রঙ্গে সদাগর, চিরদিনে আইল ঘর, জর জর মন্মথ শরে। মদনে আকুল চিত, নাহি গণে হিতাহিত, আকুল সে বিরহের জ্বরে॥ আকুল দেখিয়া জায়া; প্রভু নাহি করে দয়া, বিনয় বচন নাহি শুনে। সাধুর গজের লীলা, নলিনী যেমন বালা, মূঢ়মতি দুহু কামবাণে॥ কে যাবে সাধুর পাশে, নিরানন্দে সাধু ভাসে, চিরদিন বিরহের জ্বরে। কাম অরি তনু জারি, তুমি লো নূতন নারী, কেমনে করিবা পার তারে॥ শুন লো প্রাণের সই, অকপটে তোরে কই; আমি জানি সাধুর বারতা। লহনা যতেক ভাষে, শুনিয়া খুল্লনা হাসে, খুল্লনার হৃদি লাগে ব্যথা॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

পয়ার। শুন লো প্রাণের দিদি লহনা বেণ্যানী। রমণে রমণী মরে কোথাও না শুনি॥ স্বর্গে দেখ দেবরাজ মহাবলবান। কেমনে কামিনী শচী করে রতি দান॥ আরো দেখ রঘুনাথ মহাশক্তি ধরে। কেমনে কামিনী সীতা তার ঘর করে॥ দশমুণ্ড বিষ বাহু রাক্ষস অধিকারী। কেমনে শৃঙ্গার তার সহে মন্দোদরী॥ [illegible]ীম সম বলবান নাহি ত্রিভুবনে। কেন না দ্রৌপদী মরে তাহার রমণে। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

মালঝাঁপ। কোথারে চলেছ বেশ করি। সত্য বল প্রাণের দোসরী। বুঝি পারা যাবে বাস ঘর। ভেটিবারে কান্ত সদাগর। তোমার নাহিক ইথে দোষ। শৃঙ্গার কীরিতে পরিতোষ॥ বড় দুঃখ শৃঙ্গার সমরে। সমানে সমানে রণ করে। যেমন শোচান পিক নাশে। রাহু যেন চন্দ্রিমা গরাসে॥ ভেকে যেন ধরে বিষধর। মৃগপতি যেন করিবর। যেন ধরে মর্কট মক্ষিকা। ওতু যেন ধরয়ে মুষিকা। চিল যেন ছুঞ্চে লয় মীন। আমি তোর সুহৃদ সতিন। লাজ ভয় নাহি তোর ঠেটী। কেন না মরিলি খায়ে মাটি। অভয়ার চরণে নতি। শ্রীমুকুন্দ রচে সুভারতী॥

পয়ার। না বল না বল দিদি প্রবোধ বচন। আপনার পতি দেখ অঙ্গের ভূষণ॥ সহস্র কিরণ ধরে সহস্র কিরণ। সহিতে তাহার তাপ নারে কোন জন॥ তার কোলে ছায়া সংজ্ঞা থাকেন শীতল। প্রভুর প্রতাপে বনিতার সুমঙ্গল॥ তোমনের কালে তাঁরে করেছি ইঙ্গিত। তাঁর সত্য ভাঙ্গিবারে না হয় উচিত॥ শুনিয়া লহনা রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস। শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালী প্রকাশ॥

লহনা বিষাদ ভাবে খুল্লনা বচনে। মদনে পীড়িত রামা যায় পতি স্থানে॥ দুই দিকে দেউটি জ্বলয়ে সারি২। অগৌর চন্দন রামা নিল বাটী পূরী॥ হাতে হেমঝারি নিল সুবাসিত জল। দেখিয়া লহনা রামা হইল বিকল॥ দুর্ব্বলা রহিল তথা কপাটের আড়ে। ধীরে২ যায় রামা পতির নিয়ড়ে॥ মাতঙ্গ গমনে রামা যায় বাস ঘরে। বাড়িল অনঙ্গ রঙ্গ দেখি প্রাণেশ্বরে॥ কি বলি কি করি রামা করে অনুমান। না জানি সুরতি রস না হয় নিদান॥ মানিনী হইয়া মান সাধনে যতনে। দেখাইয়া মুখ রামা ঢাকিল বসনে॥ নিদ্রায় আকুল সাধু নাহিক চেতন। খুল্লনা সুন্দরী দুঃখ ভাবে মনে মন॥ স্বামীরে দেখিয়া রামা হৈল চমকিত। বসিয়া সাধুর পাশে হইল বিস্মিত॥ সর্ব্বাঙ্গে লেপিল রামা অগৌর চন্দন। কর্ণমূলে ঘন ঘন ঝঙ্কারে কঙ্কন। মলয় পবন যেন নারী স্পর্শ পায়্যা। দ্বিগুণ আইল নিদ্রা খট্টায় শুইয়া॥ শিরে কর হানি রামা ছাড়য়ে নিশ্বাসে। বাস ঘরে মরে পতি মোর কর্ম্মদোষে॥ জাগিয়া উত্তর দেহ মম মন হারি। তোমার বিরহে প্রাণ ধরিবারে নারি॥ ভাল ছিলা প্রাণনাথ গৌড় নগরে। হেন বুঝি দেশে আইলা মরিবার তরে॥ না জানি কি আছে মোর কপালে লিখন। অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পতি মৃত বোধে খুল্লনার আক্ষেপ।

ত্রিপদী। মৃত পতি কোলে করি, কান্দয়ে খুল্লনা নারী, চক্ষে বহে কালিন্দীর ধার। বিধির দারুণ দণ্ড, কজ্জলে মলিন গণ্ড, ধূলায় লোটায় হেমহার॥ কেমন দারুণ বেলা, পায়রা উড়াতে গেলা, কোন পাপ ক্ষণে হৈল দেখা। কেবল উত্তর দুঃখ, দেখিলা আমার মুখ, ভাদ্রচতুর্থীর চন্দ্র লেখা। বিবাহ করিয়া আইলা, রাজ সম্ভাষণে গেলা, সারি শুক হয়ে আইল কাল। গেলা প্রভু দূর পথ, না পূরিল মনোরথ, হৃদয়ে রহিল শোক শাল॥ অভয়া করিল দয়া, আইল পিঞ্জর লয়্যা, মোর চন্দ্র হইল প্রকাশ। আজানু দীঘল বাহু, অকালে মরণ রাহু, দৈবে কৈল উদয়ে গরাস॥ খুল্লনা রাক্ষসী গণি, হেন মনে অনুমানি, বিবাহ করিল পাপকালে। তার প্রতিকার ইতি, ছাগল রাখিনু নিতি, এই মোর কলঙ্ক কপালে। বিলম্ব করহ কিসে, আনহ মহুর বিষে, দুর্ব্বলা প্রাণের সহচরী। ত্যজিব মনের দুঃখ, লোকে না দেখাব মুখ, প্রভাত না হবে বিভাবরী॥ পতিব্রতা শিব শক্তি, দেখিয়া খুল্লনা ভক্তি, সাধুকে চিয়ান কুতুহলে। ত্যজিয়া মনের ব্যথা, বসনে ঢাকিয়া মাথা, খুল্লনা লুকায় খট্টাতলে॥ মহামিশ্রে ইত্যাদি।

ধনপতির নিদ্রাভঙ্গ।

পয়ার। উঠি সদাগর বৈসে শয়ন আসনে। ব্যাকুল হইল সাধু মনসিজ বাণে॥ উন্মত্ত হইয়া সাধু করে নানা খেদ। চেতনাচেতন সাধু নাহি পরিচ্ছেদ॥ দেখিতেং

হাতে হারাইল নিধি। এত দুঃখ পুরুষের সৃজিলেন বিধি। কহ খট্টা কোথা রোষ খুল্লনা সুন্দরী। কহনা প্রদীপ মোর কোথা সহচরী॥ সত্য করি কহ কথা মধুকর বধূ। খুল্লনার কবরীতে পান কৈলা মধু॥ চিত্রের পুতলি যত আছে গৃহভিতে। সবে জিজ্ঞা সয়ে সদাগর এক চিতে॥ এত দিন একলা আছিনু পরবাসে। স্বপ্নেতে খুল্লনা নারী বৈসে মোর পাশে॥ প্রবাস ছাড়িয়া আমি আসি নিজ ঘর। কি দিয়া সুন্দরী মোরে করিলা পাগর॥ খুল্লনা লুকায় সদাগর নাহি জানে। বিরহে আকুল হৈল সাধু কাম বাণে॥ খুল্লনা চাহিয়া সাধু উচাটন মন। খট্টাতলে শুনে সাধু নুপুর নিঃস্বন॥ সত্বরে ধরিল সাধু তাহার অঞ্চল। সম্মুখে আইলা রামা ছাড়ি খট্টাতল। বসন ছাড়ায় রামা পতি পদতলে। বিনয় করিয়া কিছু সদাগর বলে॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

মালঝাঁপ। কি ব্যাধি জন্মিল হিয়ার মাঝে। চন্দ্রকর শর সদৃশ বাজে॥ জ্বর নহে অঙ্গে সদাই তাপ। জড়িমত মুখে কলেবরে কাপ। অঙ্গে যদি লেপি চন্দন পঙ্ক। দহে দেহ যেন দংশে ভুজঙ্গ। শুকায় বদন নাহি পিপাসা। চন্দনের গন্ধ না সহে নাসা॥ প্রাণের ডাকাতি পাপ বসন্ত। কেতকী কুসুম কামের কুন্ত॥ অপাঙ্গের তূণে তুলিয়া বাণ। কজ্জল গরল করি আধান॥ করুণা ত্যজিয়া বিন্ধিলা বাণ। ব্যাধি ভয়ে প্রিয়ে তুমি নিদান॥ লোচন গঞ্জে খঞ্জন তোর। নিত্য হরে মোর লোচন চোর॥ মরমে বিন্ধিল রঙ্গ বকুল। মধুকর রব কর্ণের শূল। বিষ বৃষ্টি জ্বালা কোকিল গান। হরে মোর প্রাণ জগৎ প্রাণ॥ ব্যাধি হরে তোর বদন রস। বৈদ্য হয়ে রাখ আপন যশ॥ তোমার যৌবন মোর জীবন। চিত্ত রঙ্গে করে দুজনে রণ॥ হারি সাধু পড়ে সে পদতলে। স্থির হয় পুন পুণ্যের ফলে॥ সাধু কহে যত গদ গদ ভাষে। শুনিয়া সুন্দরী ঈষদ হাসে॥ সাধুরে রামা পরিহার যাচে। গায়েন মুকুন্দ অভয়া যাচে॥

সদাগরের সহিত খুল্লনার দুঃখ ও বার মাস্যা কথন।

ত্রিপদী। দাণ্ডায়ে পতির পাশে খুল্লনা মধুর ভাষে, জানিনু তোমার যত দয়া। তোমার কপট বাণী, মূল কাটি ঢাল পানি, দূরে গেলা কোন্দল ভেজাইয়া॥ মুখে কর মধু বৃষ্টি, কেবল কপট দৃষ্টি, হৃদয়ে তোমার হলাহল। কি পাইলা অপরাধ, কেন এত বিসম্বাদ, পরে পরে করালে কোন্দল॥ সাধু লোক যেবা হয়, কারো নাহি করে ভয়, দোষ গুণ দেখি দেয় ফল। না বুঝি তোমাকে ইথে, স্ত্রীকে মার পর হাতে, বিপরীত তোমার সকল॥ আইনু তোমার বাস, করিলাম বড় আশ, বিধি বাম আমার উপর। আশায় পড়িল বাজ, বনিতা সভায় লাজ, লাথি কিলে ভাঙ্গিল পাঞ্জর॥ তুমি সাধু শুদ্ধমতি, ধর্ম্মপথে তব গতি, প্রকাশ করয়ে জগজন। অন্নে না উদর পুরি, খুঞার বসন পরি, এ তোমার ব্যভার কেমন। জগজনে তোমা জানি, কুবের সমান ধনী, সাত নায়ে কর যে বেপার। তুমি হেন মোর স্বামী, ছাগল রাখিনু আমি, এই লাভে পুরাবে ভাণ্ডার॥ উথলে আমার বাণী, শ্রাবণের যেন পানি, সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ। যত দুঃখ দিল সত, কহিব কতেক কথ, তোমার নিদ্রার হয় ভঙ্গ॥ দুর্ব্বলা যেমত আছে, থাকিব তোমার কাছে, দূর কর জায়া ব্যবহার। জানিছে তোমার গুণ, করিবা আমারে খুন; লহনা তোমার ক্ষুরধার॥ কহিতে বিদরে বুক, না চাহি তোমার মুখ, বিধি কৈল অধম অবলা। সন্তাপে পোড়য়ে মন, দাবানলে যেন বন, বনে ফিরি কান্দিয়া বিকলা॥ যদি মোর ছিল দোষ, জন্মিতে নারিলা রোষ, গলে কেন নাহি দিলা কাতি। এই বড় ঠাকুরালি, মুখে দিলা চুন কালি, সতিনী হাতিয়া মার লাতি॥ কহিতে মনের দুঃখ, বিদরে আমার বুক, মূর্চ্ছিতা পড়িল ভূমিতলে। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ, বিরচিল অভয়ামঙ্গলে॥

ভাঙ্গার ছাট খুঞা বাস, এড়িল প্রভুর আশ, পত্র দিল বল্লভের করে নিকটে

আনিয়া বাতী, সদাগর পড়ে পাতি, ভাসে রামা লোচনের নীরে।। শঙ্কর নিশান পাতি, গৃহপ্রস্থিকার ইতি; লহনারে লিখে ধনপতি। ধরিয়া কুন্তল ভার, লইও অষ্ট অলঙ্কার, পরিধান দিও খুঞা ধূতী ॥ দিও তারে অন্ন কষ্ট, যৌবন করিও নষ্ট, নিযোজিও ছাগল রক্ষণে। বসন কাড়িয়া লবে, নানাবিধ দুখ দিবে, দিবা তারে খোসলা উড়নে।। শোয়াবে অজের শালে, অন্ন দিবে সন্ধ্যাকালে, পুরে যেন অর্দ্ধেক উদর। যদি তার হয় ব্যাধি, নাহি দিবে ঔষধি, ডাকিলে সে না দিবে উত্তর। নিবারিও তৈল গুয়া, কস্তুরী কুঙ্কুম চুয়া, লবণ ব্যঞ্জন ঘৃত দধি। এই কন্যা নিশাচরী, না বল আমার নারী; নানা দুঃখ দিও যথাবিধি ॥ জ্যৈষ্ঠ ত্রয়োদশ দিন, জায়া কৈল মান হীন, সাক্ষী করি উজানি নগর। স্বাক্ষর করিয়া পাতি, অবশেষে লেখে ইতি, গাইল মুকুন্দ কবিবর ।।

পয়ার। পত্র পড়ি পরম লজ্জিত সদাগর। বলে প্রিয়ে পত্র নহে আমার অক্ষর ॥ যদ্যপি আমার পত্রে থাকে অনুমতি। করুন আমার দণ্ড দেব পশুপতি ।। শতং করি আমি শিবের শপথ। পাপিনী লহনা তোমার করেছে বিপত্ত।। অপাঙ্গ তুণেতে ধরি বিষযুক্ত শর। বিন্ধিয়াছে তাহে মোর মনমৃগ বর ।। কুলের কামিনী তুমি কুলবতী জায়া বিনা দোষে প্রাণ নাথে ছাড় কেন দয়া। দরিদ্র আচার হীন যদি হয় পতি। নিন্দার আশ্রয় তবু নাহি ছাড়ে সতী ।। ক্ষমা কর প্রিয়ে হের ধরি তুয়া হাত। কোপ দূর কর হউক যামিনী প্রভাত। লহনারে প্রিয়ে তুমি খাবাবে ছাগল। নিয়মিত্ত অর্দ্ধসের দিবা হে সম্বর ।। পরিবারে দিবা খুঞা উড়িতে খোসলা। শয়ন করিতে তারে দিবা অজশালা।। এমন শুনিয়া রামা সাধুর বচন। বার মাসে দুঃখ কথা করায় শ্রবণ ।। প্রথম জ্যৈষ্ঠেতে গেলা গড়াতে পিঞ্জর। প্রবলা সতিনী মোর হৈল স্বতন্তর। ছাগল রাখিতে পত্র আইল যেই দণ্ডে। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে ।। শুন নিবেদন নাথ শুন নিবেদন। খুঞা পরাইয়া নিল যত আভরণ। আষাঢ়ে গগণে মেঘ উঠিল প্রচণ্ড। বৃষ্টির বিলম্ব নাহি সহে একদণ্ড। শ্রাবণে বরিষে ঘন মুষলের ধার। কোলেতে করিয়া ছেলি নালা করি পার ।। ছাগল চরাই গিয়া পুকুরের পাড়ে। দুরন্ত ছাগল নাহি আইসে নিয়ড়ে। পর ক্ষেতে যায় ছেলি২। নগরিয়া লোকে মোরে দেয় গালাগালি ।। প্রচণ্ড বাদল বড় ভাদ্রপদ মাসে। নদী নালা একাকার কত ঢেউ আইসে ।। ছাগলের কানে ধরি করি টানাটানি। কাকালে তুলিয়া বান্ধি খুঞা ধতি খানি।। বৃষ্টি বাজে যেন শেল বৃষ্টি বাজে যেন শেল। তিন দিন ব্যতিতে লহনা দেয় তেল ।। আশ্বিনে ছিলাম নাথ বড় মনোরথে। শুনিনু পিঞ্জর লয়ে তুমি আইস পথে।। অনশন ব্রত করি পূজি ভগবতী। অভাগোর ফলে নাহি আইলে প্রাণপতি ।। রামা পরে অলঙ্কার রামা পরে অলঙ্কার। তৈল বিনা কেশে মোর হৈল জটাভার ॥ কার্ত্তিক মাসেতে হয় হিমের প্রকাশ। জগজনে করে শীত নিবারণ বাস ।। ছয়মাসের খুঞাখানি হৈল মোর গুড়া। লহনা প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া ।। দুখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান। অগ্নিসেবা করি শীত করি সমাধান ।। মার্গশীর্ষ মাসে ধান কাটয়ে সংসারে। ক্ষেতে ধান কুড়ায়ে অভাগী পেট ভরে।। দারুণ বিধাতা যদি অন্ন দিল মোরে। শমন সমান শীত লাগিল আমারে ।। অজা সহ অজাশালে প্রত্যহ শয়ন। অঙ্গে দিতে নাহি আটে খোসলা বসন ।। পৌষেতে করয়ে লোক নানা উপভোগ। সবাকার বস্ত্র বিধি করিল সংযোগ ।। লহনা প্রসাদ কৈল পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা ।। মাঘমাসে অনিবার সর্ব্বদা কুজ্ঝটি। তৃণলোভে ধায় ছেলি না আসে নেউটি ।। দৈবযোগে এক ছেলি খাইল শৃগালে। অবনি বিদরে যদি প্রবেশি পাতালে ।। কত করিলাম নাত কত করিলাম নাত। কেশে ধরি লহনা মারিল কীল লাথি ।। ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত উত্তর পবন। খণ্ড খণ্ড হৈল মোর খুঞার বসন ।। কাষ্ঠ কুড়াইয়া আনি গহন কাননে। বেহান বিকাল যায় দহন সেবনে ।। শয়ন ঢেঁকিশালে নাথ

শয়ন ঢেঁকি শালে। নিদ্রা নাহি হয় ক্ষুদ্র পিপীলিকা জাগে। চৈত্রতে চাতক জল মাগে জলধরে। কমলে লোটায়ে মধু ভ্রমরী ভ্রমরে।। বনিতা পুরুষ অঙ্গ পোড়য়ে মদনে আমার পোড়ায়ে অঙ্গ উদর দহনে।। আমার কর্ম্মদোষ নাথ আমার কর্ম্মদোষে বিধাতা বঞ্চিত মোরে তুমি দূর দেশে। শুভ চন্দ্র হৈল মোর প্রথম বৈশাখ। চণ্ডীর কৃপায় দূর হইল বিপাক।। তব আগমন বার্ত্তা পাইয়া লহনা। এবে দিন দশ মোরে করিল মাননা।। এবে ছেলি নাহি রাখি এবে ছেলি নাহি রাখি। দুই চারি দিবস লহনা কৈল সুখী। খুল্লনার দুঃখ কথা শুনি সদাগর। হেট মুখ করি সাধু চিন্তেন অন্তর।। সাধু সঙ্গে খুল্লনা যতেক কথা ভণে। কপাটের আড়ে থাকি লহনা তা শুনে সাধুকে র্ভৎসিতে রামা প্রবেশিল ঘরে। শ্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়ার বরে।।

লহনার প্রতি সদাগরের র্ভৎসনা।

ত্রিপদী। পড়ো শুনে হৈলা ভাল, কাম মদে মাতোয়াল, নূতন যৌবনে গেলা ভুলে। না বুঝিয়া রসগন্ধ, লুব্ধ ভ্রমর ধন্দ, যেমন বৈসে সিমুলের ফুলে। দূর করি লজ্জাতঙ্ক, তুমি সাধু রতি রঙ্গ, ছল কর বনিতার তরে। রসহীন কাদম্বিনী; চাতক যাচয়ে পানি, আপন গৌরব দূর করে।। অরি তোর চক্ষুবাণ, বিলম্ব না সহে প্রাণ, অভিলাষী তব সহচরী। দরিদ্র যাচক জন, পেয়ে কৃপণের ধন, বিনা মূলে হয় অধিকারী। তুমি রতিকলা নিধি, জান নানা বৈদগ্ধি, কুতুহলে সেও সে চঞ্চলা। স্থির সৌদামিনী যেন, আলিঙ্গন ঘনে ঘন, ধন্য ধন্য বিদগ্ধ লীলা। লহনা যতেক বলে, শুনি সাধু কোপে জ্বলে. ক্রোধে বলে হানিয়া দশনে। লহনার করে পাতি; আরোপিল ধনপতি, শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে।

পয়ার। উজানি নগর বাসী সবে আমি জানি। একে একে সবার অক্ষর আমি চিনি। পাপমতি হিংসাবতী কপটি দুঃশীলা। কপটে লিখিল পাতি তোর সহ লীলা।। চল ঘর ছাড়ি বাঁঝি চল ঘর ছাড়ি। যদি না খাইবি বাঁঝি পাছুড়ি রাড়ী।। অপমানে লহনা অনল হেন জ্বলে। সাধুকে গঞ্জিয়া সে নিষ্ঠুর ভাষে বলে।। খুল্লনা লইয়া সাধু সুখে কর ঘর। বিদায় হইয়া আমি যাইব না ঘর। সিন্দূরে সুন্দর ফোটা করে ভাল দেশে। অধর রঞ্জিত করে তাম্বুলের রসে।। করেতে দর্পণ ধরি নেহালে বদন। অঙ্গে পরে আভরণ করিয়া মাজন। জাতি জুতি মল্লিকায় সদা বান্ধে কেশ। স্বামী ঘরে নাহি যার তার কেন বেশ।। দু সন্ধ্যা চিরুণী ধরি পাড়ে মোহন পাটি। সদাই কাজল পরে গালভরা কাঁটী।। হাত পান মুখে গুয়া বেড়ায় বাটী বাটী। প্রতি বাসী বলে দেখি এত বড় বড় ঢেঁটী।। যৌবন মদতে মত্ত কুলের খাঁখার। এই হেতু নিন্দু তার অষ্ট অলঙ্কার। স্বামী ঘরে না থাকিলে বেশ কিবা কায। আমি না থাকিলে হৈত তব কুলে লাজ।। ছাগল রাখিতে আমি দিন দুঃখি জনে। আপনি ছাগল লয়ে ভ্রমে বনে বনে।। তোমার প্রসাদ ঘরে নাই কোন ধন। আপন আবেশে দেয় ছাগে আলিঙ্গন।। আমা হৈতে হৈল তোমার জাতি রক্ষণ। বিষের সমান তুমি কহ কুচবন। মিথ্যা পরিবাদে রামা কান্দে অভিমানে। বদন সরসীরুহ ঝাঁপিয়া বসনে। কার্য্য বুঝি লহনারে র্ভৎসে সদাগর। পাঁচালি রচিল শ্রীমুকুন্দ কবিবর।।

ত্রিপদী। খুল্লনা বুঝিয়া কায, ত্যজে কুল ভয় লাজ, লহনারে বলে কটুবাণী। শুন রামা সাবধান, আপনি আপন মান, রাখি যাহ কুল কলঙ্কিণী।। তুই অতি ক্রূরমতি, জানহ অনেক ভাতি, নিজ গুণ না কর প্রকাশ। কিবা মোনহর বেশ, পাকিল মাথার কেশ, কোন লাজে কর পতি আশ।। ছাড়ি বাঁঝি আপন বড়াই। সাধু নাহি ছিল ঘরে, তেঁই ডরাইনু তোরে, না জানিয়া বলিনু গোঁসাই। কেবা ভাল বলে তোরে, কালকূট অন্তরে, স্বামী সঙ্গে না কৈলি সম্ভোগ। দেখিয়া পরের ধন, সাত পাঁচ চোরের মন, বুড়া কালে; বাড়াইলি রোগ। খুল্লনার কটু ভাষ, শুনিয়া ছাড়য়ে শ্বাস, লহনা অনল

হেন জ্বলে। তোরে আমি ভাল; জানি, মূঢ়মতি কলঙ্কিণী, কলঙ্ক রাখিলি নিজ কুলে না জানে রসে সীমা, বহু দিনে পেয়ে তোমা, সাধু বশ মদন বিহারে। দরিদ্র যাচক জন, না বুঝিয়া দোষ গুন, হেম ত্যজি পিত্তল আদরে। মহামিশ্র ইত্যাদি।

ধনপতির সহিত খুল্লনার পাশা খেলা।

পয়ার। খুল্লনার শুনি সাধু দুঃখ অবশেষে। লজ্জা পেয়ে সদাগর কহে প্রিয় ভাষে ॥ তোমা হৈতে প্রিয় নহে লহনা বেণ্যানী। বিচারিয়া দিব ফল পোহাক রজনী ॥ যামিনী সময়ে দ্বন্দ্ব নহে যুক্তি মত। কোন্দল করিলে হয় রঙ্গরস হত ॥ সাধুর বচন শুনি বলেন খুল্লনা। দূর কর প্রাণনাথ কপট রচনা ॥ বিশেষ বুঝিনু নাথ তোমার চরিত। অন্য হাতে অন্যের করহ বিপরীত ॥ খুল্লনার অভিমান বুঝি কহে পতি। প্রেমরসে দ্বন্দ্বরস ছাড়হ যুবতি ॥ সদাগর প্রিয়ভাষে রতি রস আশে ॥ শুনিয়া সুন্দরী কিছু বলে প্রিয় ভাষে ॥ দূর কর প্রাণনাথ রতি রস আশা ॥ আইস যামিনী যোগে দোঁহে খেলি পাশা ॥ সদাগর বলে প্রিয়ে পরম মঙ্গল। পাশায় হারিলে দিব ভাণ্ডার সকল ॥ তুমি যদি হার তবে দিবা রতিপণ। সদাগরে কিছু রামা করে নিবেদন ॥ খেচো লব আগে আমি রাজা পাশা সারি। সাধু বলে প্রিয়ে শেষ হয় বিভাবরী ॥ দুর্ব্বলা আনিল পাশা খেলেন দম্পপতি। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥

মন্ত্র বলে সদাগর পাটি কৈল বশ। ডাক দিয়া ধনপতি পাটী ফেলে দশ ॥ মনে ভাবে সদাগর পাঁচনি প্রকার। যোড় দিয়া বান্ধে সাধু ভিতর চৌসার ॥ খুল্লনা ফেলিল পাটী পড়িল বাপঞ্চ। চারি পাঁচ বান্ধে রামা করিয়া সুসঞ্চ ॥ পাশা ফেলি সদাগর বান্ধিল চৌসার। বান্ধিল খুল্লনা পাটী লয় আর বার। ঠন্ হইয়া পাটি পড়িল দুয়া চারি। পাটীর পড়েন বুঝে আপনার হারি ॥ বুঝিয়া কার্য্যের সাধু বলে পুন। সেয়ানা দুর্ব্বলা বলে নাহি সহে গৌণ ॥ ধারিলে সুধিতে হয় বড় পরমাদ। ক্ষীণ তনু পাছে তুমি পাও অবসাদ ॥ পাশায় জিনিনু আমি সদাগর বলে ॥ পণ দেহ রামা বলি ধরিল অঞ্চলে ॥ পাশা এড়িয়া সাধু খুল্লনা কৈল কোলে। দুর্ব্বলা বান্ধিয়া পাশা রাখিল অঞ্চলে ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। আলিঙ্গন প্রেমরসে, দোঁহে দোঁহা ভুজপাশে, দুই তনু নিবিড় বন্ধন। তরল বলয় ভুজে, অলঙ্গ সমরে যুঝে, অভিনব মুরতি মদন ॥ শোভে অতি অনুপম, বহে বিন্দু বিন্দু ঘাম, উতরোল উরাস কৌতুকে ॥ স্থির সৌদামিনী যেন, আলিঙ্গন ঘনে ঘন; দুই তনু নিবিড় পুলকে। ধৌত বসন ধাম, ঘামে পত্রাবলি নাম, চলাচল মুখর নূপুর। বিমুখ বনিতা শ্বাস, মুখে গদ২ ভাষ, কবরী বন্ধন গেল দূর ॥ আয়াস অলস ঘুমে, প্রেমালাপ বাসধামে; কুতুহলে গেল এক মাস। সাধু সঙ্গে সেই বাসে, পুরুষ পরশ রসে, স্বয়ম্ভু কুসুম পরকাশ। গুণরাজ মিশ্রসুত ইত্যাদি।

স্বামীর অগৌরবে লহনার খেদ।

পয়ার। রাম রাম স্মরণেতে যামিনী প্রভাত। পশ্চিম আশার কোনে গেলা নিশানাথ ॥ কুসুম শর্য্যায় সাধু ছিল নিদ্রা ভোলে। নিদ্রা ত্যজি উঠে সাধু কোকিলের বোলে ॥ অরুণ লোচন যুগ মলিন অধর। স্খলিত বসন সাধু পালটে সত্বর। বাহির হইতে লহনার চক্ষে২ ভেট। লজ্জায় লজ্জিত সাধু মাতা কৈল হেঁট। নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাধান। অজয় নদীর জলে করি স্নান দান ॥ এক ভাবে পূজে সাধু শিবের চরণ। পরে সাধু কুসুম চন্দন বিভূষণ। নানা দিগে নানা কর্ম্ম করে দাসগণ। অবধানে দেখে সাধু রাজ প্রয়োজন ॥ নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করিয়া খুল্লনা চণ্ডীকা পূজে রামা করিয়া কামনা ॥ ফল মূল উপহার নৈবেদ্য ব্যঞ্জন। ভক্তি করি পূজে রামা অভয়া চরণ ॥ পূজা সাঙ্গ করি রামা দিল বিসার্জ্জন। লহনা হইয়া কিছু শুন বিবরণ ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

দুয়া ঝাট আনি দেহ মোর সই। পেচার অধিক ভীত, নিমের অধিক তিক্ত, এবে হৈনু বাস ঘর বই। ফুরাইল যৌবন কাল,সতীনের এবে জ্বাল, তৃণ সম অপনারে বাসি ঔষধ করিনু যত, সে হইল বিপরীত, ঠাকুরাণী হয়ে হৈনু দাসী॥ ব্যয় করি নানা ধন, সেবিলাম গুণি জন; না হইল সোহাগ সম্পদ। কুল শীল যত ছিল, যৌবন সহিত গেল যৌবনের নিছনি ঔষধ ॥ যৌবন পরম ধন, যৌবন পতির মন, যৌবন নিছনি আর বার। যৌবন মোহন ফাস, স্বামী যৌবনের দাস, শোভা পায় যৌবন ভাণ্ডার॥ সঞ্চয় করিয়া গারি, বঞ্চিত লহনা নারী, যৌবন সহিত গেল মান। যৌবন টুটিল যদি শুকাইল সুখ নদী, এবে হইনু তুলার সমান॥ যৌবন মোহন ফাঁদ, ঔষধ বালির বাঁদ, মৃত্যু ভাল যৌবন বিহনে। যত পরি অলঙ্কার, সকলি অঙ্গের ভার, যৌবন তনুর আভরণে ফুরাইল বর্ষকাল, পাকিয়া পড়িল কাল, শূন্য গাছে না চাহে মানব। যৌবন ঔষধ ফলে পাকিয়া পড়িল তলে, মরাগাছে কিসের গৌরব॥ করিয়া কপট ছাদে, শুনিয়া দুর্ব্বলা কাদে, লীলাকে আনিতে দাসী যায়। সদাগর আইল বাসে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে, হৈমবতী যাহার সহায়॥

লহনার প্রতি ধনপতির প্রিয় বাক্যে সন্তোষ।

পয়ার। নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন। লহনার দ্বারে সাধু দিল দরশন॥ লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর। অভিমানে সাধুরে না দিলেক উত্তর॥ ইঙ্গিতে বুঝিল লহনার অভিমান। কপট প্রকারে সাধু লহনা বুঝান॥ সকালে করিয়া স্নান করহ রন্ধন। ব্যবস্থা করিয়া রাধ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥ যেই দিনে প্রিয়ে তুমি না কর রন্ধন। সেই দিন নহে মোর উদর পুরণ॥ লহনা বলেন নাথ ছাড় পরিহাস। শুয়া জায়া রান্ধ্যো দিউক ব্যঞ্জন পঞ্চাশ॥ জীবনে অধিক গুরু নবীন অঙ্গনা। বাসি ফুলে মধুকর না করে বাসনা॥ দূর কর আমারে কপট অনুরোধ। খুল্লনা তোমার নাথ পাছে করে ক্রোধ॥ যতেক বলিলা প্রভু সকলি কপট। খুল্লনা দেখিয়া পাছে না আইসে নিকট লহনার বুঝি সাধু কপট আবেশ। মধুর বচনে তারে কহেন উপদেশ॥

প্রিয়ে খুল্লনা তোমার নহে ভিন। তুমি লো বড়র ঝি, তোমারে বুঝাব কি, ছোট বোন তোমার অধীন॥ তোর অনুমতি লয়ে, করিনু দ্বিতীয় বিয়ে, দিব্য দিয়া কৈনু সমর্পণ। কপটে লিখিয়া পাতি, মজাইলে মোর জাতি, যুগে যুগে রহিল গঞ্জন॥ সেই নারী ভাগ্যবতী, ধনবান যার পতি, বিবাহ করয়ে দুই তিন। এক বধূ পুত্রবতী, সবার উত্তম গতি, সতীনের পুত্র নহে ভিন॥ তোর গর্ভভাগ্য নাই, যদি দেন গোসাই, অন্য গর্ভে সুতের সঞ্চার। সঙ্গীত পুরাণ কথা, দেখিয়া দিলাম সতা, পরলোকে হয় উপকার অপুত্র যাহার গারি, তার ধনে রাজা ভারী, পরে লয় গ্রাম ও নিবাস। শূন্য তার জীব লোক, অধিক বাড়য়ে শোক, প্রথম বাসায় উপবাস॥ বিভা কৈনু পুত্র হেতু, স্বর্গ যাইতে ধর্ম্মকেতু, পরলোকে জল পিণ্ড দাতা। আর যত পরিবার, পুত্র বিনা অন্ধকার নরকে নাহিক পরিত্রাতা॥ আমার বচন রাখ, এক ভাবে দোঁহে থাক, না হইবে কাহার বিনাশ। সতীন কোন্দল যথা, অবশ্য বিনাশ তথা, রামায়ণে শুন ইতিহাস॥ কৌশল্যা রামের মাতা, কেকয়ী তাহার সতা দোঁহার কোন্দলে সর্ব্বনাশ। রাম গেলা বনবাস, নৃপতি হইল নাশ, যথা দ্বন্দ্ব তথাই বিনাশ॥ মহামিশ্রে ইত্যাদি।

খুল্লনার উৎসব।

পয়ার। এমন বলিয়া সাধু নানাবিধ সাম। লহনার কৈল সাধু ক্রোধের বিরাম সমান নিয়মে কৈল শয়ন বিশ্রামে। নানা কুতুহলে নিত্য রহে নিজ ধামে॥ শতেক ফুলে অলি মালতীর বন্ধু। সাতাইশ ভার্য্যের রোহিণী নাথ ইন্দু॥ আনয়ে সবার চিত্তে কাম রতিপতি। তেমনি লহনা তুমি মোর প্রেম বতী॥ পর্য্যায় রন্ধন দোঁহে করে বার মাস

নানা দেশের বেণে আইসে করিতে সম্ভাষ ॥ শিব পূজা করে সাধু দ্বিজের দেয় দান বিহান বিকালে সাধু শুনেন পুরাণ ॥ পুরুষ পরশ রসে গেল চারিমাস। খুল্লনার স্বয়ম্ভু কুসুম পরকাশ। শুক্র রবি মৃগশিরা তিথি ত্রয়োদশী। শুভ ভৃগু শুভযোগ শুভ স্থানে শশী ॥ ভিতরে হুলই পড়ে যোড়া শঙ্খ বাজে। বাহিরেতে হেঁট মাতা সবে কন্যে লাজে সখা সঙ্গে সদাগর খেলে পাটশালে। লহনা আসিয়া তার শিরে জল ঢালে ॥ কানা-কানি হৈল সব নগরে বারতা। খুল্লনার শুনে তারা বৎসরের কথা ॥ সাধুর মন্দিরে আ-ইসে পরিহাসি জন। রাম কৃষ্ণ জগন্নাথ হরি সনাতন ॥ লুকায় ভিতরে সাধু পাঠশাল ছাড়ি। মেলিয়া পড়সি জনে করে তাড়াতাড়ি ॥ দামোদর দাস নাম সাধুর বেহাই। সর্ব্বকাল সাধুর সঙ্গেতে পড়া ভাই ॥ পাছে ছোট ভাই ধায় মাতুল নন্দন। রাম কৃষ্ণ নারায়ণ ভরত লক্ষ্মণ ॥ সাধুর ভগিনীপতি আইসে রাম দাঁ। অন্য শ্যালীপতি ভাই যশোবন্ত খাঁ ॥ আর যত গ্রামের সম্বন্ধে তারা ভাই। জল যন্ত্র লইয়া সবে আইল ধায়া ধাই ॥ অজয় নদীরতটে জলেতে বিহার। জল যন্ত্রে উঠে জল বিজুলি আকার ॥ নামে গঙ্গাধর নন্দী জাতি তারা তাঁতি। গ্রাম সম্বন্ধে হয় সদাগরের নাতি ॥ সবে মেলি সাধুকে করিল দিগম্বর। পদ্মপত্র পরিধান বলে ধর ধর ॥ নীলাম্বর দাস তাড়ি ধরে ধনপতি। হরিষে সাধুকে যেন বলে মত্তহাতি ॥ বহু বেলা হৈল বলে শ্রীমুকুন্দ দাস। জল খেলা সাঙ্গ করি সবে যাই বাস ॥ আনি দিল রাম দাঁ তৈল হরিদ্রা ধুতি। স্নান করি সবে আপন বসতি ॥ রচিয়া মধুর পদ ইত্যাদি ॥

ত্রিপদী। সাধুর দুর্ব্বলা চেড়ী, চলয়ে সাধুর বাড়ি, বিপর্য্যয় করি আভরণে ॥ কুলবধূ কাম যন্ত্র, বেজক মুরল যন্ত্র, বালুকা সহিত জল পুরে। জল দেয় যার অঙ্গে, সেই নারী দেয় ভঙ্গে, আচ্ছাদিয়া লোচন অম্বরে ॥ শঙ্খ পড়া বাজে সানি, চৌদিগে মঙ্গল ধ্বনি, জল খেলা করে রামাগণ। হরিদ্রা কুঙ্কুম আনি, মিশায়ে কলসে পানি, কুলবধূ জলে করে রণ। চারি পাচ নারী জনে, লহনারে ধরি আনে, গায় তার দেয় কাদাজল। লীলাবতী ধায়ে যায়, আয়ো ধরি আনে তায়, দুর্ব্বলা হাসয়ে খল২ ॥ কেহ ধায় কেহ গায়, কেহ কাদা দেয় গায়, কেহ নাচে দিয়া করতালি। কেহবা লুকায় কোণে, কোন বধু ধরে আনে, তার মাতে দেয় জল ঢালি ॥ ধরিয়া নারীর মায়, পদ্ম বিজয়া জয়া, অনন্ত রূপিণী নারায়ণী। বণিকের বধূ বেশে, উরিয়া সাধুর বাসে, কৌতুকে ঢালিল গায় পানি দেখিয়া জলের ক্রীড়া, কুলবধূ যুবা বুড়া, মদন মঙ্গল গীত গায়। কুলবধূ জন মেলি, জল খেলা কুতুহলী, লাজ পেয়ে পুরুষ পলায় ॥ পূর্ব্বের হাবেসে বুড়ি, ধরিয়া বেতের বাড়ী গায় নাচে গড়াগড়ি যায়। সাধুর ভাণ্ডার লুটে, আনি ঘৃত দধি ঘটে, ঘৃত দধি কর্দ্দমে ফেলায় ॥ সাত পাচ সখী বেড়ি, ধরিয়া দুর্ব্বলা চেড়ী, বিবসনা করিয়া নাচায়। জল খেলা সাঙ্গ করি, ঘরে চলে যত নারী, সাধু ঘরে নানা ধন পায় ॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

দশমী যুগ্ম তিথি, তনয় লগ্নে তথি, শুভ যোগ শুক্রবার। সকল দোষ হীন, বিচার করি দিন, প্রথম গর্ভের সঞ্চার ॥ শঙ্খ বীণা বেণী, কাঁসর বাজে সানি, পটহ মৃদঙ্গ বা-জনা। স্বস্তিক বাচন, করয়ে দ্বিজগণ, গণেশ করিল আরাধনা ॥ দেবতা মণ্ডপে টাঙ্গায় চন্দ্রাতপে, কটোরা পুরিয়া চন্দনে। জ্বালিয়া পঞ্চ দীপে, করিল সঙ্কল্প রচনে ॥ চৌ-দিগে দাসগণ, পূজার আয়োজন, করিল নৈবেদ্য রচনা। পূজিল দিবাকর, গোবিন্দ গঙ্গাধর, গৌরীর করিল অর্চ্চনা ॥ পূজিল প্রজাপতি, কমলা সরস্বতী, বাসব আদি দিক পালে। ইচ্ছিয়া কার্য্য পুষ্টি, পূজন কৈল ষষ্ঠী, চন্দন ধূপ দীপ মালে ॥ ব্রাহ্মণ শুভ কালে, আনন্দ কুতুহলে, আরাধে সুখে প্রজাপতি। গৃহের শান্তি ঋদ্ধি, করিল গৃহ শুদ্ধি, বুঝিয়া জ্যোতিষের গতি ॥ লোহিত পট্টবাসে, পরিবা পতি পাশে, বসিল সুন্দরী খুল্লনা। যজ্ঞের ধূপ দেখি, লোহিত দুই আঁখি করিল আসন বন্দনা ॥ স্মরিয়া পুরহর, দম্পতী যুড়ি কর, মিহিরে কৈল অর্ঘ দানে। রচিয়া নানা ছন্দ, সুকবি শ্রীমুকুন্দ পাঁচালি করিল বন্দন।

পয়ার। দক্ষিণা শতেক ধেনু দিল সদাগর। হোম্মর তিলক ভালে দিল দ্বিজবর বেদ মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ কৈল দেবগণ। কৌতুকে যৌতুক দেয় যত বন্ধুগণ॥ আগুয়ান ধনপতি পশ্চাতে খুল্লনা। কাসর দগড় আদি বাজয়ে বাজনা। ক্ষার তিল পিঠালিতে করিয়া মণ্ডলী। তথি থুয়ে যায় সাধু সাতটী পুত্তলি॥ খুল্লনা সহনা তাহা ধরিল আ-চলে। পরিহাস্য জন দেখি হাসে কুতুহলে।। বন্ধুজনে সদাগর করে পুরস্কার। আসন বসন স্বর্ণ রূপ্য অলঙ্কার॥ সবারে বিদায় দিল পুরি অভিলাষে। দিন গোঙাইল সাধু হাস্য পরিহাসে॥ নিরামিষ অন্ন দোঁহে করিল ভোজন। ফিরিয়া ভাবরে সাধু কৈল আচমন॥ কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন। বিনোদ মন্দিরে সাধু করিল শয়ন॥ তথা সুরপুরে হরে কালিয়দমন। নাচে মালাধর নৃত্য দেখে দেবগণ॥ পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করিয়া বিচার। মালাধর অঙ্গে রহে হয়ে অলঙ্কার॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

হরপার্ব্বতীর কালিয়দমন ও মালাধরের অভিশাপ।

ত্রিপদী। গৌরী সঙ্গে ত্রিপুরারি, গঙ্গায় সাজিয়া ভরি, কৃষ্ণ তথা কুতুহলী মন। ভাবে সমাকুলচিত্ত, নারদ গায়েন গীত, বিরচিল কালিয়মদন॥ শ্যামল সুন্দর তনু কর-তলে ধরে বেণু, আজানুলম্বিত বনমালা। শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, কপালে বিজুলি খেলে বাহু যুগে হেম তাড় বালা। প্রভু বিশ্বম্ভর কায়, যশোদা নন্দন রায়, ভয়ে ভঙ্গ দেয় ফণিগণ। ফিরি২ বনমালী, দেয় ঘন কর তালি, নাগগণ লইল শরণ। নৃত্য করেন মা-লাধর। তাঁথিনি২ থিনি, মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি, ঘন ঘন বাজিছে নুপুর॥ গণেশ পাখাজ পাণি তাথই তাথই ধ্বনি, নন্দী ভৃঙ্গী ধরে করতাল। হরিহর পদ্মযোনি, নৃত্য দেখে মহামুনি, হরি ধ্বনি করে মহাকাস॥ যশোদানন্দন কাছে, ধ্রুপদ তাণ্ডবে নাচে, ইন্দ্রের কুমার মালাধর। মুখর নুপুর শালী, কালিমাথে দিয়া তালি, দেখি আনন্দিত পুরহর এক শত ফণাশালী; দারুময় দেখি কালি, মাথে আরোহিল মালাধর। গলে শোভে গুঞ্জমাল, শিরে শিখি পুচ্ছজাল, গৌরাঙ্গ রঞ্জিত কলেবর। হয়ে সবে একতালি, পঞ্চ-তালে হয়ে মেলি, গান গীত গোবিন্দ মঙ্গল। গোবিন্দ মঙ্গল শুনি; সবে করে হরি ধ্বনি সবার হৃদয়ে কুতুহল॥ নত নহে যেই জন, নাট ছলে নারায়ণ, করিলা তাহারে পদা-ঘাতে। ঘন পড়ে ভাঙ্গি ফণা, শত মুখে বহে ফেণা, খর শ্বাস মুখ নাসা পথে॥ ভাবে সমাকুল কেশ, ধরিয়া নন্দের বেশ, আনন্দে নাচেন পঞ্চানন। যশোদার বেশ ধরি, তাণ্ডব করেন গৌরী, পুলকিত তরুলতাগণ॥ নাচে তুষ্ট কৃত্তিবাসা, দিল নিজ কণ্ঠভূষা হাড়ি মালা চিত্র বিভূষণ। সকল কুণ্ডল হার, হীরায় গাথনি যার, প্রসাদ করিল দেবগণ মণি আভরণ মাঝে, হাড়মালা নাহি সাজে, দেখিয়া হাসেন মালাধর। অভয়ার অন্ত-র্য্যামী, বুঝিয়া প্রথম স্বামী, কোপ দৃষ্টে চাহেন শঙ্কর॥ কোপে কম্পে কলেবর, ডাকিয়া বলেন হর, মূঢ়মতি শুন মালাধর। বুঝিলাম তোর মতি;কেবল কপট স্তুতি, তুই লোভি ধনের কিঙ্কর॥ আমি উদাসীন জন, হরিভক্তি পরায়ণ, নাহি সোণা রূপা আভরণ। তোরে দিনু দিব্য মালা, তার কর অবহেলা, এই মালা শ্রীধর নিকেতন। যত বার মৈল গৌরী, তার নিদর্শন ধরি, হাড়ের করিনু কণ্ঠহার। যে জন পাশে হাড়ে, তারে লক্ষ্মী নাহি ছাড়ে, এই মালা ত্রিভুবন সার॥ এইতো মালার গুণ, সাবধান হয়ে শুন, পূর্ব্বে ছুয়ে ছিল দশানন। মালার পরশ পাকে, বিদিত সে সর্ব্বলোকে, পরাজয় কৈল দেবগণ॥ ধনের করিয়া আশ, যেই জন হরিদাস, তার ভক্তি কেবল ব্যাপার। যেন মতি তেন গতি, ঝাট চল বসুমতী, কুলে জন্ম লহ বাণিয়ার॥ হেন বাক্য হর ভুণ্ডে, কুমারের পড়ে মুণ্ডে, ভাঙ্গিয়া শতেক ধরাধর। চরণে ধরিয়া হরে, কুমার বিনয় করে গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

পয়ার। চরণে ধরিয়া স্তুতি করে মালাধর। এইবার অপরাধ ক্ষেম মহেশ্বর॥ তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি সনাতন। তুমি ইন্দ্র তুমি যম তুমি প্রভাজন॥ তুমি যোগ তুমি ধর্ম্ম সুখ মোক্ষ কাম। বিফল জনম তার তুমি যারে বাম। বিশ্বনাথ নাম ধর ভুবনে বিদিত। লঘু দোষে গুরু দণ্ড নহেত উচিত॥ এতেক স্তবন যদি করে মালাধর। প্রসন্ন হইয়া তারে বলেন শঙ্কর॥ দেবমানে মহীতলে থাক চারি মাস। কর গিয়া অভয়ার ব্রতের প্রকাশ॥ আমার সেবক তথা আছে ধনপতি। তার বণিতার গর্ব্ভে লহরে উৎপত্তি॥ এতেক বচন যদি বলে কাম রিপু। দেখিতে দেখিতে তার লুকাইল বপু॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ মালাধরের মর্ত্তলোকে গমন।

ত্রিপদী। শিবের বচন শুনি; মালাধর বলে বাণী, হয়ে অতি বিষাদিত মতি। তোমার ইঙ্গিত পায়্যা, আদেশিলা মহামায়, মোরে দিলে বিষম আরতি॥ কান্দিছেন মালাধর, হইয়া কাতরতর, গুরুতর মনের সন্তাপে। ত্যজিয়া অমর পুরী, দেব রূপ পরিহরি, কেমনে রহিব নর রূপে॥ নাহি মোর অপরাধ, বিনা দোষে অবষাদ, দিল মোরে দেব শূলপাণি। অভয়ার নিজ সাধে, আমার পরাণ বধে; দুই নারী হইল অনাথিনী॥ পদ্মাসনে করি ধ্যান, যোগেতে ছাড়িল প্রাণ, পড়িয়া রহিল কলেবর। উজানি নগরে স্থিতি, খুল্লনা সে ঋতুমতী, প্রবেশিল তাহার উদর॥ তাহার বনিতা দ্বয়, সঙ্গে অনুমৃতা হয়, ত্যজিয়া সকল ঘর বারি। শোকেতে উন্মত্ত বেশ, গলিত লম্বিত কেশ, আম্রের পল্লব করে ধরি॥ অলক্তক দিয়া পায়, অগুরু চন্দন গায়, দু সতীনে করে চারু বেশ। স্বর্গ মন্দাকিনী তীরে, স্নান করি নদী নীরে, অনলেতে করিল প্রবেশ॥ এক জিউ লইয়া, সিংহল পাটনে গিয়া, জন্মাইল শালবান ঘরে। উজানি নগরে স্থিতি; আর জিউ জয়াবতী, প্রবেশিল বিক্রমকেশরে॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

অথ খুল্লনার গর্ভ।

ত্রিপদী। দেবীর আরতি পায়, মর্ত্ত্যে মালাধর যায়, প্রবেশিল খুল্লনা উদরে। মধুমাস সুপ্রকাশ, খুল্লনার পূর্ণ আশ, নিজ গর্ভে ধরে মালাধরে॥ এক দিন পাঠ শালে, সখা সঙ্গে পাশা খেলে, হাস্য পরিহাসে ধনপতি। হেনকালে পুরোহিত, হয়ে তথা উপনীত; নিবেদন করে তার প্রতি॥ কি কর কি কর ভায়া, পাঁজি দেখি আইনু ধায়্যা, শুনহ আমার নিবেদন। এই শীত ত্রয়োদশী, খুড়া হইলা স্বর্গবাসী, রবিবার তার প্রয়োজন॥ পিঞ্জর গড়াতে গেলা, করিয়া পাশার খেলা, এক মাস গোঙাইলে তথা। বৎসর তোমার বাসে, জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আসে, ইথে নাহি কহ কোন কথা॥ এই পুরী উজ্জয়নী, সকলে তোমারে জানি, ধনবান খ্যাত সদাগর। ব্রহ্ম তেজে যেন রবি, কুলীন পণ্ডিত কবি, আসিবে যতেক দ্বিজবর॥ তুমি লোকে খ্যাত দাতা, শুনিয়া শ্রাদ্ধের কথা, তোমার পিতার খ্যাত তিথি॥ আসিবে ব্রাহ্মণ ভাট কড়ি চাহি পাটে পাট, যোড় গড়া কাচা চাহি ধুতি॥ আলো চালু ডাউল বড়ি, শতেক তঙ্কার কড়ি, চিড়ে কলা দধি গুয়া পান। ঘৃত দুগ্ধ মৎস্য রাশি, জোড়ের চাহি খাসি, জ্ঞাতি কুটুম্বের চাহি মান॥ আমি তব পুরোহিত, অনুক্ষণ চাহি হিত, পিতৃ কার্য্যে ভায়া দেহ মন। সেবক পাঠাও হাট, বন্ধুরে আনিতে ভাট, করহ পিতার প্রয়োজন॥ পুরোহিত কথা শুনি, ধনপতি মনে গণি, দেশে দেশে পাঠায় বার্ত্তান। সাতগাঁ বর্দ্ধমান, যায় ভাট স্থান স্থান, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অথ ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ

পয়ার। দ্বিজমুখে শুনি সাধু পিতৃ শ্রাদ্ধ শুদ্ধি। সাম গ্রীর সংযোগ করিল যথা বিধি॥ দেশে দেশে আছে যত স্বকুটুম্ব জ্ঞাতি। প্রত্যেকে সবারে পাতি লিখে ধনপতি॥ ব্যবহার সন্দেশ গুবাকে নিমন্ত্রণ। ঘরে ঘরে দিয়া আইসে কাণ্ডার বুলন বৰ্দ্ধমান হইতে বেণে আইসে ধূস দত্ত। সৰ্ব্ব জন গায় যার কুলের মহত্ত্ব॥ চম্পাই নগরের আইসে চাঁদ সদাগর। সঙ্গে লক্ষ্মী সদাগর চাপিয়া কুঞ্জর॥ কজ্জলার বেণে আইসে নামে নীলাম্বর। নয় ঘোড়া নয় ভাই বিনোদ মস্কর॥ গণেশ পুরের বেণে সনাতন চন্দ। তারা দুই সহোদর গোপাল গোবিন্দ। আইসে বাসুলা যার বাড়ী দশ ঘরা। সপ্ত গ্রামের বেণে শ্রীধর হাজরা॥ সাঁকো হইতে বেণে আইসে নাম শঙ্খ দত্ত। রাত্রি দিন বহে যার সাত ঘোড়ার রথ॥ বিষ্ণু দত্ত আইসে গায় চামরি আচলা। সাত ভাই আইসে তার সাত খান দোলা॥ কাইতি হইতে আইসে যাদবেন্দ্র দাস। রঘুদত্ত আইসে যার ঝাড়গ্রামে বাস। আইসে গোপাল দত্ত তেঘরার বেণে। রাত্রি দিন চলে বাৰ্ত্তানের কথা শুনে॥ ত্রিবেণীর দশ ভাই আইল রাম রায়। কেহ আইসে ভড়ে বাঁকে কেহ আইসে নায়॥ রাম দত্ত আইসে যার বাড়ী লাউ গাঁ। পাঁচুড়ার বেণে আইল চণ্ডীদাস খাঁ॥ সাতগাঁ হইতে আইসে বেণে রাম দাঁ। বিষ্ণু পুরের বেণে আইসে ভাগ্যবন্ত খাঁ॥ বাসু দত্ত আইলে যার বাড়ি খাঁড়ঘোষ। কুলে শীলে ব্যবহারে যার নাহি দোষ। গেতনের মধুদত্ত আইসে পাঁচ ভাই। মাধব যাদব হরি শ্রীধর বলাই॥ সাধুর শশুর আইল নামে লক্ষপতি। নানা ধন লয়ে আইসে সাধুর বসতি॥ একে২ বণিকের কত কব নাম। সাত শত বেণে আইসে ধনপতি ধাম কেহ লয় পদ ধূলী কেহ দেয় কোল। নমস্কারে আশীৰ্ব্বাদে হৈল গণ্ডগোল॥ সবারে বসায় সাধু লোহিত কম্বলে। কর্পূর তাম্বুল সবে দিল কুতুহলে॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। তিল তুলসী গঙ্গাজল, কুশ বটু রম্ভাফল, যব দূৰ্ব্বা কুসুম চন্দন। ধূপ দীপ ঘৃত দধি, আয়োজন নানা বিধি, শ্রাদ্ধ করে বেণের নন্দন॥ আগত অনুজ্ঞা বাণী দ্বিজ করে বেদধ্বনি, নিয়োজিত হৈল কুশাসন। দ্বিজগণ তার ঘরে, চতুৰ্ব্বেদ গান করে, যজ্ঞেশ্বরে করে আরাধন। কপাল যুড়িয়া ফোটা, নিবসে [illegible]ণ ঘটা, সগল্লাত পামরী কম্বলে। কেতকী থুবায় বান্ধা, উপরে টাঙ্গায় চান্দ, ধূপে আমোদিত হৈল স্থলে। অর্ঘ্য গন্ধ দিয়া দান; দ্বিজগণে বেদ গান, পুরোহিত হয়ে সাবধান। যথা বিধি পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধ করি সমাধান, ব্রাহ্মণেরে করে বহুমান॥ যার যত অভিলাষ, পুরায় সবার আশ, হেম রূপা বাস ধেনু দিয়া। শত শত দ্বিজবর, আইসে সাধুর ঘর, পূজে সবে সন্তোষ করিয়া॥ চন্দন কুসুম মালা, ভরিয়া কনক থালা, সাধু চলে বান্ধব পূজনে। দামুন্যা নগর বাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী, শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

পয়ার। মনে ভাবে সাধু আগে করি পূজা। সবার অধিক বটে চাঁদ মহাতেজা॥ গোত্রেতে দুৰ্ব্বাসা ঋষি কুলের প্রধান। ইহার অগ্রেতে পূজা কেবা লবে আন॥ এমন বিচার সাধু করি সভা মনে। আগে জল দিল চাঁন্দ বেণের চরণে। কপালে চন্দন দিয়া মালা দিল গলে। এমন সময়ে শঙ্খ দত্ত কিছু বলে॥ বণিক সভায় আমি আগে পাই মান। সম্পদে মাতিয়া নাহি কর অবধান॥ যে কালে বাপের কৰ্ম্ম হৈল ধূসদত্ত। তাহার সভায় বেণে হৈল ষোল শত॥ ষোল শতের আগে শঙ্খ দত্ত পাইল মান। ধূস দত্ত জানে ইহা চন্দ্র মতিমান॥ ইহা শুনি ধনপতি করিল উত্তর। সেই কালে নাহি ছিল চাঁদ সদাগর॥ ধনে মানে কুলে শীলে চাঁদ নহে বাঁকা। বাহির মহলে যার সাত ময়াই টাকা। ইহা শুনি হাসি কহে নীলাম্বর দাস। ধন হইতে

হয় কিবা কুলের প্রকাশ ।। ছয় বধূ যার ঘরে নিবসয়ে রাঁড়। ধন হেতু চাঁদ বেণে সভা মধ্যে যাঁড়।। চাঁদ বলে তোরে জানি নীলাম্বর দাস। তোমার বাপের কিছু শুন ইতিহাস।। হাটে২ তোর বাপ বেচিত আমলা। যতন করিয়া তাহা কিনিত অ:লা।। নিরন্তর হাতাহাতি বারবধূর সনে। নাহি স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে কড়ীর পুঁটলি সে বান্ধিত তিন ঠাঁই। সভা মধ্যে কহ কথা কিছু মনে নাই।। নীলাম্বর দাস কহে শুন রাম রায়। পসরা করিলে তাহে জাতি নাহি যায়। কড়ীর পুঁটলি রাখি জাতির ব্যবহার। আঁটো ছোপড়া খাইলে নহে কুলের খাঁখার।। নীলাম্বর দাস রাম রায়ের শ্বশুর। ধনপতি গঞ্জি কিছু বলয়ে প্রচুর।। জাতি বাদ যদি হয় তবে হই রঙ্ক। বনে জায়া ছাগ রাখে এবড় কলঙ্ক।। কেহ তথা কিছু বলে কেহ দেয় সায়। বিড়ম্বিতে হরিবংশ শুনে রাম রায়।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ হরিবংশ কথা।

ত্রিপদী। বেণে বৈসে এক ঠায়, শুনে সাধু রাম রায়, হরিবংশ কহে দ্বিজবর। বিপক্ষ বণিক হাসে, কেহ বা নিষ্ঠুর ভাসে, হেঁট মুখে রহে সদাগর। কংস বলে শুন ভাই, আপনার দোষ গাই; নাহি উগ্রসেনের তনয়। দ্রুমিল দৈত্যের বংশ, ভুবনে বিদিত কংশ, কি কারণে উগ্রসেনে ভয়।। জন্মের ভাজন মাতা, যার বীর্য্য সেই পিতা সুত রূপে সেই অন্য কায়; লোকে অপযশ গায়, যার সুত কংস রায়, লেখা গেল দেবতা সভায়।। পুরাণ বসন ভাতি, অবলা জনের জাতি, রক্ষা পায় অনেক যতনে যথা তথা উপনীত, দুহাকার অনুচিত, হিত বিচারিয়া দেখ মনে।। শৈশবে রক্ষিতা তাত, যৌবনেতে প্রাণনাথ, বৃদ্ধকালে তনয় রক্ষিতা। বেদে নাহি দেয় মন, উগ্রসেন অভাজন; অন্তঃপুরে না রাখে বনিতা। রূপে যিনি দেবমায়া, উগ্রসেনে জায়া, মোর মাতা কেশিনী অঙ্গনা। শুন তার দৈবগতি; ছিল রামা ঋতুমতী, জল খেলা করিল কামনা। সঙ্গে দশ দাসীগণ, জল বিহরণে মন; দেখে রামা পর্ব্বতের শোভা। দ্রুমিল দেখিতে পায়, কাম শরে ভিন্ন কায়, কেশিনী দেখিয়া বাড়ে লোভা।। বুঝিয়া কার্য্যের গতি, দ্রুমিল দানব পতি, ধরে উগ্রসেনের মুরতি। আসিয়া কানন আগে, তারে আলিঙ্গন মা[illegible] নিকুঞ্জে ভুঞ্জিল দোঁহে রতি।। দ্রুমিল দৈত্যের ভরে, রামা অনুমান করে, এই [illegible] নহে মোর পতি। কাম রূপী কোন জন, হরিল আমার মন, কার সহ করিলাম রতি।। সতীর হৃদয়ে ভয়, তিল অর্দ্ধ নাহি রয়, নাহি কহে হাস্য রস কথা। সন্দেহ করিয়া মনে, আসি নিজ নিকেতনে, স্বামী দেখে মনে ভাবে ব্যথা।। এ সব রহাস্য বাণী, আসিয়া নারদ মুনি, করিল আমায় উপদেশ। সেই সময় হতে, অন্য নাহি লয় চিতে, উগ্রসেনে নাহি ভক্তি লেশ।। বনে ফিরে, যার নারী, বিফল তার গারী, তার কেন বিবাদের সাদ। যার অক্ষেপণ বিনে, জায়া ফিরে স্থানে স্থানে, অবশ্য তাহার জাতি বাদ।। অধ্যয়ন সমাধান, দ্বিজে দিল হেম দান, পাঠক বন্ধন করে পুথি। খল খল বণিক হাসে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে, চণ্ডীপদে করিয়া প্রণতি।।

অথ ধনপতি প্রতি রামায়ণের দৃষ্টান্ত।

কলহে আরোপি মন, রাম কুণ্ড রামায়ণ, শুনে ধনপতি বিড়ম্বিতে।। বিপক্ষ বণিক যত, রামকুণ্ড অনুগত, শুনে রামায়ণ এক চিতে।। সীতার উদ্ধার হেতু, শ্রীরাম বান্ধিলা সেতু, পার হৈলা শ্রীরঘুনন্দন। সুগ্রীব অঙ্গদ নল, হনুমান কপিবল, বেড়িল লঙ্কার উপবন।। বিভীষণ পরাভবে, রামের শরণ লভে, গড় বেড়ে কপি দেয় থানা। বিহার উদ্যান ঘর, ভাঙ্গে যত কপিবর, তরুবর ভাঙ্গে রাম সেনা। ইহা শুনি দশানন, নিয়োজে রাক্ষসগণ, ত্রিশিরা নিকুম্ভ ইন্দ্রজিতে। দেবান্তক মহোদর, নরান্তক নিশাচর, অতিকায় আদি শত সুতে।। বিষম সমর ধীর, সুগ্রীব অঙ্গদ বীর, পনস

কুমুদ হনুমান। চপেট চাপড়ে রণ, করয়ে বানরগণ, যত সেনা ত্যজিল পরাণ॥ সুমিত্রা নন্দন বাণে, ইন্দ্রজিত পড়ে রণে, পরাভবে চিন্তিত রাবণ। কুম্ভকর্ণে প্রবোধিল, রাম বাণে সেও মৈল, দশানন করে বহু রণ॥ রামের সাধিতে মান, ইন্দ্র পাঠাইল যান, সেই যানে সারথি মাতলি। চড়ি রাম সেই যানে, যুঝেন রাবণ সনে, দেখি দেবগণ কুতুহলী॥ বাণে মহামন্ত্র পড়ি, ব্রহ্মাস্ত্র ধনুকে যুড়ি, মারিলেন রাবণের বুকে। রথ হৈতে বীর পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে, শোণিত নিকলে দশ মুখে॥ রাবণ পড়িল রণে, ইন্দ্রের সন্তোষ মনে, বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে। করি শুভক্ষণ বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা, সীতা আইলা রাম সম্ভাষণে॥ সীতার বদন দেখি, রঘুনাথ হয়ে দুঃখী, হেট-মুখে বলেন বচন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্দ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

পয়ার। এক নিশা যার নারী পরগৃহে থাকে। অনুদিন তাহাকে গঞ্জয়ে সর্ব্ব লোকে॥ চির দিন ছিল সীতা রাবণ ভবনে। আরোপিব রঘুকুলে কলঙ্ক কেমনে॥ তোমাকে যে জানকী এমন আমি জানি। ভুখিল বাঘের ঘরে যেমন হরিণী॥ সাগর বান্ধিয়া সীতা বধিনু রাবণ। উদ্ধারিয়া দিনু সীতা যাহ যথা মন॥ হেন বাক্য হৈল যদি রঘুনাথ তুণ্ডে। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে জানকীর মুণ্ডে॥ মূর্চ্ছিত হইয়া সীতা পড়ে ভূমিতলে। সুমিত্রানন্দন তাঁর শিরে জল ঢালে॥ অনেক যতনে সীতা পাইল চেতন। কৃপাময় রঘুনাথ বলেন বচন॥ রহিতে আমার কাছে যদি লয় মতি। সভায় পরীক্ষা দেও যদি হও সতী॥ এমন শুনিয়া সীতা রামের ভারতি। পরীক্ষা লইতে সীতা দিলা অনুমতি॥ মরাল বাহনে ব্রহ্মা কৈল অধিষ্ঠান। পরীক্ষা করিল সীতা সতী বিদ্যমান॥ পরীক্ষাতে শুদ্ধ হৈলা জনকনন্দিনী। রামসহ বাসঘরে বঞ্চিল রজনী॥ প্রখর মুখর বড় অলঙ্কার কুণ্ড। সভামধ্যে কয় কথা ঘন নাড়ে মুণ্ড॥ চতুর্দ্দশ ভুবনের নাথ রঘু-নাথ। ব্রহ্মা আদি দেব যারে করে প্রণিপাত॥ তাঁর জায়া বন্দি ছিল অপেক্ষণ বিনে। পরীক্ষা করিলে তাঁরে নিলেন ভবনে॥ শ্রীরাম হইতে কিবা বড় ধনপতি। বনে ছাগ লয়ে যার ভ্রমিল যুবতী॥ সদা ভ্রমে যেই বনে শতেক মাতাল। সেই বনে তার জায়া ছাগল রাখাল॥ দোষ গুণ তার না করিল বিচারণ। খুল্লনা রান্ধিলে দেখি কে করে ভোজন॥ খুল্লনা পরীক্ষা দিউক যদি হয় সতী। তবে [illegible]ন্ত্রণে দিব সবে অনুমতি॥ উচিত কহিব তাহ কিবা আছে শঙ্কা। পরীক্ষা না হইলে দিবে এক লক্ষ তঙ্কা॥ এতেক বচন যদি বলে অলঙ্কার। বণিক সমাজে তার করে পুরস্কার॥ ঝারি হাতে ধনপতি ছলে ঘরে চলে। লহনা গঞ্জিয়া কিছু সদাগর বলে॥ শঙ্খদত্ত বলে চল সবে ঘরে যাই। লক্ষপতিদত্ত দেয় রাজার দোহাই॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি

ত্রিপদী। বলে বেণে শঙ্খদত্ত, রাজা বলে হয়ে মত্ত, জ্ঞাতিরে দেখাও রাজবল। জ্ঞাতি যদি অভিরোষে, গরুড়ের পাখা খসে, ইহার উচিত পাবে ফল॥ গরুড় বিহঙ্গ পতি, তার পুত্র সম্পাতি, জ্ঞাতিরে লঙ্ঘিল অহঙ্কারে। উড়িয়া গগণ তলে, পড়ে ভানু মণ্ডলে, তার পাখা পোড়ে রবিকরে॥ ধন লয় নৃপবর, প্রাণ লয় দণ্ডধর, জ্ঞাতি লয় জ্ঞাতি বন্ধু জন। রাজা গর্ব্বে হয়ে মানী, দশের না বোল শুনি, সমরে পড়িল দুর্য্যো-ধন॥ যারে নিন্দে দশ নর, যদি হয় নৃপবর, তথাপি কলঙ্ক তার যশে। রজকের শুনি কথা, রাম পায়ে মনে ব্যথা, সীতা পাঠাইলা বন বাসে॥ রাজপুত্র ধনপতি, আর বেণে চসে ক্ষিতি, সর্ব্বলি রাজার পরিবার। মিলিয়া সকল ভাই, চলিব রাজার ঠাঁই, রাজা করে উচিত বিচার॥ বণিক সমাজ রোষে; লক্ষপতি প্রিয়ভাষে, শঙ্খদত্ত নাহি দেয় মন। হয়ে সাধু অভিমানী, লহনারে বলে বাণী, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

লহনার প্রতি ধনপতির ভৎর্সনা।

ত্রিপদী। লহনা কি কার্য্য করিলি আমা খায়্যা। খুল্লনা তোমার পাকে, কাননে ছাগল রাখে, বিপাক পড়িল আমা লৈয়্যা॥ তোর অনুমতি লয়ে, করিনু দ্বিতীয় বিয়ে, দিব্য দিয়া কৈনু সমর্পণ। কপটে লিখিয়া পাতি, মজাইলি মোর জাতি, যুগে যুগে রাখিলি গঞ্জন॥ আপনার সুখ ধ্বংস, সতীনের কর হিংসা, করিলি কপট ব্যবহার। তোমার দারুণ কোপ, কুল যশ কৈলি লোপ, বসুমতি করিলি খাখার॥ রাজা যদি করে বল, জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল, সর্প যদি খেদাড়িয়া খায়। তুই পাপমতি বাঁঝি, হইলি অযশ ভাজি, কহ মোর কেমন উপায়॥ কি মোর জীবনে ফল, আনি দেহ হলাহল, ত্যজিব বিফল জীব লোক। যদি মরে ধনপতি, তবে দোঁহে হবে প্রীতি, লহনার দূর হবে শোক॥ আত্মঘাত করে ভালে, কাতি দিতে চাহে গলে, নিশ্বাস জিনয়ে দাবানলে। খুল্লনা আসিয়া কাছে, পরীক্ষা লইতে যাচে, সবিনয় সাধু কিছু বলে॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

তোরে বলি প্রিয়ে, বসে থাক গৃহে, পরীক্ষায় নাহি কায। ঠেকিলে পরীক্ষে, না দেখিবে চক্ষে, ভুবন ভরিবে লাজ॥ যদি থাকে দোষ, মোর নাহি রোষ, তুমি তো অবলা জন। ভ্রমিলা প্রান্তরে, কি দোষিব তোরে, আমি পতি অভাজন॥ শতেক বনিতা, মধ্যে পতিব্রতা; ভাগ্যে মিলে এক জন। নারীর চরিতে, শুনেছি ভারতে, ইতিহাসে দেহ মন॥ শূরসেন সুতা, তার নাম পৃথা, কন্যা কালে আনে ভানু। বিদ্যা শিখি পূর্ব্বে, কর্ণ ধরি গর্ব্বে, কর্ণ হইতে তার জানু॥ পাণ্ডু নৃপবরে, বিয়া দিল তারে, শাপে দূর গেল রতি। তার শুন কর্ম্ম, ইন্দ্র বায়ু ধর্ম্ম, আনিয়া কৈল সন্ততি॥ পাণ্ডু নৃপমণি, দ্বিতীয় রমণী, ক্ষুদ্র অধিপতি সুতা। অশ্বিনীকুমারে, আনি নিজাগারে; হইল দুই সুত মাতা॥ দ্রুপদনন্দিনী, শুন তার বাণী, পঞ্চ জন কৈল পতি। যুধিষ্ঠির ভীম, নকুল অর্জুন; সহদেব মহামতি॥ দূর কর শঙ্কা, দিব লক্ষ তঙ্কা, বান্ধবে করিব বশ। আর যে বিপক্ষ, তারে দিব লক্ষ, ধন থাকে দিন দশ॥ রাজা রঘুনাথ ইত্যাদি।

পয়ার। অবধান প্রাণনাথ বলিহে তোমারে। আজি ধন দিলে দিবা বৎসরে বৎসরে॥ নিজ ধন দিতেং তুমি হবে রঙ্ক। ভুবন ভরিয়া মোর রহিবে কলঙ্ক॥ পরীক্ষা করিব আমি নাহি কোন দায়। প্রণতি করিয়া নাথ বলিহে তোমায়॥ ধন দিয়া পরীক্ষা করিবা নিবারণ। জ্ঞাতি যুড়িয়া মোর রহিবে গঞ্জন॥ পরীক্ষা লইতে নাথ যদি কর আন। গরল ভখিয়া আমি ত্যজিব পরাণ॥ ধনপতি বলে প্রিয়ে থাকহ বসিয়া। পরীক্ষা করিবে তুমি কিসের লাগিয়া॥ যদি তুমি পরীক্ষায় ঠেক গুণবতী। বণিক সভায় মোর কহিবে অখ্যাতি॥ খুল্লনা বলেন প্রভু করি নিবেদন। এক ভাবে সেবি যদি চণ্ডীর চরণ বিপদ ভঞ্জিনী দুর্গা কহে চারি বেদে। পরীক্ষায় ভয় নাহি তাঁহার প্রসাদে॥ খুল্লনারে সদাগর বুঝিয়া অপাপ। হৃদয়ে সন্তোষ হৈল ঘুচিল সন্তাপ॥ পুনরপি ধনপতি করে নিমন্ত্রণ। খুল্লনা রান্ধিবে সবে করিবে ভোজন॥ সপক্ষ বণিক যত করিল আশ্বাস। হেটমুখ করি বলে নীলাম্বর দাস॥ দশমী দিবসে মোর গুরু প্রয়োজন। কেমতে আসিবা আমি করিব ভোজন॥ পূর্ব্বেতে কলহ ছিল ধনপতি সনে। আথুটি করিল বেণে তাহার কারণে॥ বড়ই চতুর জয়পতির নন্দন। ইঙ্গিতে বুঝিয়া বলে বিপক্ষের মন॥ ভোজন করিতে তোমা নাহি বলি আমি। ব্রাহ্মণে রান্ধিবে অন্ন করিহ দশমী॥ দশমী করিয়া বৈস বণিক সভায়। তোমার প্রসাদে মোর যজ্ঞ সিদ্ধি হয়॥ গয়া গঙ্গা করেছি গিয়াছি জগন্নাথ। সত্য আছে ভিন্ন গোত্রে নাহি খাব ভাত॥ ধনপতি কটাক্ষিয়া বলে ভয়ঙ্কর। রুষিসেন ধনপতি দিলেন উত্তর॥ বায়ান্ন পুরুষ যার লোণের ব্যাপার। সে বেটা আমার কাছে করে অহঙ্কার॥ হাটে ঘাটে বেচে লোণ কিনে ডোম হাড়ী। ব্যাজের লাগিয়া ছুয়ে করে কাড়াকাড়ি॥ মাঝখানে বসিয়া লোণের আড়ম্বরী। পাঁচ পণে বেচিলে একপণ করে চুরি॥ ধনপতি যদি তারে বলে লুণে ভণ্ড। সবার উকিল

হয়ে বলে রামকৃষ্ণ।। নীলাম্বর দাস তারে ঠারিলেক আঁখি। হাত পসারিয়া করে সভাজন সাক্ষী।। জাতিতে বণিক লোণ বেচে সর্ব্বকাল। কেহ লোণ বেচে কেহ বেচয়ে বকাল।। কালি বিয়া কৈলা তুমি রূপসী দেখিয়া। বনে২ ফিরে সেই ছাগল রাখিয়া।। শুষ্ক জলে মৎস্য আর নারীর যৌবন। ত্রিবাসুরে পায় যদি রজত কাঞ্চন।। অযত্নে পাইলে তাহা ছাড়ে কোন জন। দেখিলে ভুলয়ে ইথে মুনি জনার মন।। খুল্লনা পরীক্ষা দিউক যদি হয় সতী। তবে নিমন্ত্রণে দিব সবে অনুমতি।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ খুল্লনার পরীক্ষা।

পয়ার। সভামধ্যে পরীক্ষা করিল অঙ্গীকার। আট দিগে নানা কার্য্যে ধায় পরিবার।। স্নান করি গঙ্গাজলে রামা হৈল শুচি। পট্ট বস্ত্র পরে ইন্দু কুন্দ সম রুচি।। ধূপ দীপ নানাবিধ নৈবেদ্য পাচলা। খুল্লনা পুজেন ঘটে সর্ব্বমঙ্গলা।। প্রদক্ষিণ করিয়া কহেন স্তুতি বাণী। বিষম সংকটে রক্ষা কর নারায়ণি।। কংস ভয়ে রক্ষা কৈলা দেব নারায়ণ। মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ।। ষোড়শোপচারেতে পুজিলা রঘুনাথ। তবে সে রাবণ হৈল সবংশে নিপাত।। কিঙ্করী বলিয়া মাগো যদি থাকে দয়া। বিষম সঙ্কটে রক্ষা কর মহামায়া।। সুবর্ণের বাটীতে দিলেন অন্ন বলি। দুর্গা২ বলিয়া সঘনে হুলাহুলি।। জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল অন্ন নাহি খায়। এই বার রক্ষা কর বণিক সভায়।। স্তুতি মাত্রে গগণে উরিলা ভগবতী। শ্বেত মাছি রূপে ঘটে করেন অবস্থিতি।। অবনী লোটায়ে স্তুতি করে বারে বারে। অন্তরে জানিয়া মাতা আইলা পূজাগারে।। নখ ইন্দু ভাসে দূর গেল অন্ধকার। করবী মল্লিকা মালে ভ্রমর ঝঙ্কার।। চরণে পড়িল রামা মুখে নাহি বোল। শিরে হাত দিয়া তারে চণ্ডী দিলা কোল।। পরীক্ষা লইতে তারে দিলা অনুমতি। আশ্বাস করিলা আমি থাকিব সংহতি।। এমন বলিয়া তারে রহিলা অন্তরে। ধনপতি পরীক্ষা মাগিল উচ্চৈঃস্বরে।। খুল্লনা পরীক্ষা লয় সাধুর আদেশে। পাঁচালি প্রবন্ধে কবিকঙ্কণেতে ভাষে।।

ত্রিপদী। সাধু ধনপতি দত্ত, আনিয়া পণ্ডিত শত, সবারে বসায় দিব্যাসনে। সবে হয়ে একবুদ্ধি, বিচারে পরীক্ষা বিধি, ধর্ম্মের করিয়া সচেতনে।। সাধু জনের কর্ম্ম, বন্দনা করিয়া ধর্ম্ম; লিখে মন্ত্র অশ্বত্থের দলে। আনিয়া পথিক দুই, তার শিরে পত্র থুই, ডুবাইল সরোবর জলে।। খুল্লনা পরীক্ষা লয়, কোন বেশে কিছু কয়, উজানি নগরে জয়ধ্বনি। অষ্ট নায়িকা লয়ে, খুল্লনারে দয়া হয়ে, রথ ভরে উরিলা ভবানী।। দুই জনে ক্রমে উঠে, বিপক্ষের মন টুটে, পরীক্ষায় খুল্লনার জয়। ফিরাইয়া পুন পাতে, দিল পথিকের মাতে, পুনর্ব্বার বুঝিল নিশ্চয়।। শঙ্খদত্ত তারে কয়, জলের পরীক্ষা নয়, পথিক সহিতে ছিল সান। করিয়া কপট বিধি, লইল পরীক্ষা যদি, পরীক্ষা লউক রামা রণ।। সাধুর আদেশে মাল, সর্প আনে যেন কাল, দুই আঁখি করঞ্জা সমান। থুইল নূতন ঘটে, গর্জ্জনে কলস ফাটে, সাপ চালে চন্দ্র মতিমান।। কনক অঙ্গুরী তথি, ফেলে সাধু ধনপতি, ধীর সভা করে হাহাকার। ভূতলে পাতিয়া জানু, প্রণাম করিয়া ভানু, অঙ্গুরী তুলিল সাত বার।। মিলি নীলাম্বর দাসে; রামদা নিষ্ঠুর ভাবে, খুল্লনা গঞ্জিয়া কয় কথা। এ সব কপট ধন্দ, সর্পের দিল মুখবন্ধ, সাপ যেন হৈল মহীলতা।। আজ্ঞা দিল বুহিতাল, কামার পাতিল শাল, সাবল তাতায় হুতাশনে। প্রভাতের যেন রবি, হইল সাবল ছবি, সাধুর সন্দেহ মনে মনে।। বীজ মন্ত্র লিখি পাতে, দিল খুল্লনার হাতে, করে দিল অশ্বত্থের দল। সাড়াশী ধরিয়া আনে, খুল্লনার বিদ্যমানে, জবাফুল সমান সাবল।। খুল্লনা সাবলে কয়, শুনি বহ্নি মহাশয়, থাক সর্ব্ব জীবের অন্তরে। যদি বা স্বকৃত পাপ, উচিত করহ দাপ, সৌম্য হও মোর দুই করে।। পাতে রামা দুই পানি, কামারে সাবল আনি, আরোপিল তার পাণিপুটে। করে রামা প্রণিপাত, লং-

ঘিয়া মণ্ডলী সাত, ফেলাইয়া দিল তৃণ কুটে।। পুড়ে গেল তৃণচয়, ধনপতি ত্যজে ভয়, শঙ্খদত্ত কহে কটুবাণী। বলিবারে করি ভয়, সাবল পরীক্ষা নয়, বারিলে সাবল হয় পাণি।। আজ্ঞা দিল বুহিতাল, দ্বিজে দেয় ঘৃত জাল, ঘৃত হৈল অনল সমান। ভয় নাহি করে সতী, আরোপি কাঞ্চন তথি, তুলিল সবার বিদ্যমান।। কহেন সাধুর চন্দ্র, এ সব কপট দ্বন্দ্ব, বারিলে অনল হয় জল। জঙ্ঘা দেহ এক লাখ, ঘুচিবে সকল পাক, পরীক্ষায় নাহি ফলাফল।। রোষযুক্ত ধনপতি, পুন দিল অনুমতি, তুলা পরীক্ষার বিধানে। খুল্লনা করিল তুলা, হারিল বণিক গুলা, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গানে।।

ত্রিপদী। ধূস দত্ত বলে ভাই, তোর দায়ে আমি যাই, কহি হিত উপদেশ বাণী। এসব পরীক্ষা বাঁঝি, ইথে কেহ নহে রাজী, সবার ধরিনু পদ পাণি। আর পরীক্ষা মনে মানি, সবে করে কানাকানি, না ঘুচিল কুলের গঞ্জন। জৌগৃহ করিল সীতা, সবে কহে সেই কথা, তাহে সবাকার লয় মন।। তুমিতো মামাতো ভাই, তোমার কল্যাণ চাই; কহিলে করহ পাছে রোষ। জৌগৃহ করুন বধূ, দেখুন ভাস্কর বিধু, সবাকার হৃদয়ে সন্তোষ।। বলে বনমালি চন্দ্র, নহিলে ঘাটিবে দ্বন্দ্ব, উচিত করিতে চাহি কথা। সীতা উদ্ধারিয়া রাম, তবে সে আনিলা ধাম, জৌগৃহ কৈল যদি সীতা।। আসিয়া অবনী রাজা, লোকের করিল পূজা; আপনি হইয়া ভগবান। যেই পথ কৈল হরি; তাহা দাড়াইয়া ধরি; সেই পথ কেবা করে আন। সাধুর শুনিয়া কথা, মনে সাধু ভাবে ব্যথা, যুক্তি করে খুল্লনা সহিত। জৌগৃহ নির্ম্মাণ তরে, ডাকে সাধু কারিগরে, মুকুন্দ রচিল এই গীত।।

অথ জৌগৃহ নির্ম্মাণ।

পয়ার। নিয়োজিল ধনপতি শতেক কিঙ্কর। কারিগর চাহি ফিরে নগরে নগর।। যত কারিগর ছিল নগরে নগরে। জৌগৃহের নামে তারা হেট মাতা করে।। বান্ধিয়া বাঁশের আগে পাটের পাছড়া। ফিরাইল শতপল সুবর্ণ চেঙ্গড়া।। নগরে নগরে সাধু দিলেন ঘোষণা। জৌগৃহ গড়ি লউক শতপল সোনা।। দেবতার পরীক্ষা দেবতাই সে জানে। জৌগৃহ কথা তারা কানে নাহি শুনে।। হেনকালে যান চণ্ডী গগনে বিমানে। শুনিয়া চণ্ডিকা যুক্তি করে পদ্ম সনে।। করিলেন চণ্ডী বিশ্বকর্ম্মারে স্মরণ। স্মৃতিমাত্রে বিশ্বকর্ম্মা আইলা তৎক্ষণ।। বিশ্বকর্ম্মা অষ্টাঙ্গে হইল নতিমান। আশ্বাসিয়া অভয়া দিলেন তারে পান।। চণ্ডিকা বলেন বাপা বলিহে তোমারে। মোর দাসী পরীক্ষা লইবে জৌগৃহাগারে। মোর ব্রতে যদি বিস'ই কর অবধান। খুল্লনার জৌগৃহ করহ নির্ম্মাণ বিশ্বকর্ম্মে আনাইয়া তারে দিলা পান। স্মরণ করিতে তথা আইল হনুমান। আইস পুত্র বলি তারে চণ্ডী দিলা ভার। ঝটিত নির্ম্মাণ কর জৌয়ের আগার। যেই ক্ষণে আদেশ করিলা ভগবতী। সেই ক্ষণে দুই জনে হইল নরাকৃতি।। অঙ্গীকার কৈল দোহে চণ্ডী বিদ্যমানে। আসি তথা চেঙ্গড়া ধরিল দুই জনে।। গৌরব করিয়া তারে সাধু দিল পান। দোহে জৌগৃহ গড়ে হয়ে সাবধান।। ডাক দিয়া আনে যত নগরের নড়ী। সাতা নই বন্দে বিসাই টাঙ্গাইল দড়ি।। সাত হাত খাদ খোড়ে দেখিতে সুন্দর। জৌয়ের দেয়াল দিল অতি মনোহর।। জৌয়ের আড়া জৌয়ের পাড়ি জৌয়ের কপাট। জৌয়ের সাড়ক দিল জৌয়ের ঝনকাট।। জৌয়ের ছাদনি দিল জৌয়ের বান্ধনি। যোল পাটি দিয়া কৈল জৌয়ের ছাউনি।। জৌগৃহ নির্ম্মাইয়া হইল বিদায়। গেলা দুই কারিগর দেবতা সভায়। খুল্লনা চিন্তেন আসি চণ্ডীর চরণ। বিষম শঙ্কটে মাতা করহ রক্ষণ। ফল মূল উপহার নৈবেদ্যে পূজিলা। করিয়া পূজেন ঘটে সর্ব্বমঙ্গলা। অবনি লোটায়ে রানা করয়ে স্তবন। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

অথ খুল্লনার চণ্ডী আরাধন।

ত্রিপদী। নমহ নমহ বাণী, প্রণমহ নারায়ণী, অধিষ্ঠান হও পূজা ঘটে। বিপদে স্মরয়ে দাসী, খণ্ডাও বিপদ রাশি, প্রাণ রাখ বিষম শঙ্কটে॥ প্রথমে দানব মারি, ত্রিদশের অধিকারী, সুরলোক করিলা সুস্থির। মহিষ রাক্ষস জন্তু, সবার হরিলা দম্ভ, ত্রিভুবনে তুমি মহাবীর॥ তোমারে করিয়া, পূজা, জয়ী হৈল রাম রাজা, রাবণেরে করিলা নিধন। নিশাচরগণ ভীতা, আপনি রাখিলা সীতা, রঘুনাথে আনিলা ভবন॥ বিশ্বরূপা বিশালাক্ষী, সমর বিজয় লক্ষ্মী, অনন্ত রূপিণী রাজ ঋষি। তোমা ভাবে শুদ্ধমতি, সেই জন মহামতি, রাখ সতী কুল অবতংস। মণি আভরণ যুত, প্রবেশি পাতাল পথ, নিরুদ্দেশে হৈলা যদুপতি। দৈবকী রুক্মিণী মেলি, দিয়া জয় হুলাহুলি, তোমারে করিল স্তব স্তুতি॥ তুমি দিলা বর দান, জয়ী হৈলা ভগবান, সমরে জিনিলা রঘুপতি। যশোদা নন্দিনী জয়া, শিব দুর্গা মহামায়া, শশাঙ্ক শেখরী শিবদূতী॥ নীলপুরে তুমি নীলা, পুরী কৈলা মুণ্ডশিলা, রঙ্গিনী রূপিণী ভয়ঙ্করা। ধরি বিশালাক্ষী নাম, বারানশী কৈল ধাম, নৈমিষ কাননে লিঙ্গধরা॥ খুল্লনার স্তুতি শুনি আসি তথা নারায়ণী, কৃপা করি শিরে দিলা হাত। লোচনে প্রমোদ বারি, করেন খুল্লনা নারী, অবনি লোটায়ে প্রণিপাত॥ খুল্লনা চিন্তিয়া ভয়, জৌগৃহে কথা কয়, আশ্বাস করিলা ভগবতী। করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, দামুন্যায় যাহার বসতি॥

পয়ার। খুল্লনার ভগবতী চিন্তিলা কল্যাণ। পদ্মাবতী সহ চণ্ডী করেন অনুমান ভগবতী ধনঞ্জয়ে করিলা স্মরণে। স্মৃতিমাত্র ধনঞ্জয় আইল ততক্ষণে। পাণিপাত করি বলে করিয়া অঞ্জলি। কি করিব আদেশ করহ ভদ্রকালি। চণ্ডীকা কহেন বাপু বলিহে তোমারে। মোর দাসী পরিক্ষা লইবে জৌঘরে॥ হাতে হাতে ধনঞ্জয় কৈনু সমর্পণ। যতনে করিহ ইহার ভয় নিবারণ॥ সতী দেখি হই আমি চন্দন শীতল। বিশেষ তোমার আজ্ঞা পরম মঙ্গল॥ ইহা বলি নিজস্থানে যান স্বাহানাথ। খুল্লনা প্রত্যয় হেতু অগ্নি দিল হাত॥ খুল্লনার হাতে অগ্নি তুষার শীতলে। কি কব শঙ্খের জৌ তাহে নাহি গলে খুল্লনা আরোপি গলে তুলসীর মালা। উপনীত হৈলা রামা যথা জৌশালা॥ বণিক সমাজে যদি দিল অনুমতি। জৌগৃহে প্রবেশ করেন শীলবতী॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

অথ খুল্লনার জৌগৃহে প্রবেশ।

খুল্লনা চণ্ডীর পদ করিয়া ভাবনা। সন্মুখ দুয়ারে অগ্নি দিলেন খুল্লনা॥ সতী দেহ রাখিবারে হইল অনল। তুষার শীতল হিম মৃণাল শীতল॥ জৌগৃহে বাড়ে অগ্নি যোজন প্রমাণ। প্রলয় দেখিয়া সিদ্ধ ছাড়ে নিজ স্থান॥ প্রথমে গগণ তলে উঠে নীল ধুয়া। পেচক চাতক সবে হৈল উভমুয়া॥ ক্রমে ক্রমে উঠে বহ্নি যুড়ি দশ আশা। পথিক চলিতে নারে পথে লাগে দিশা॥ উত্তর পবনে অগ্নি ডাকে ঘন ঘন। অগ্নির দফালে যেন ষাড়ের গর্জ্জন॥ সূর্য্যের রথের ঘোড়া হৈল চলাচল। ঘোড়ার চাপানে হৈল সারথি বিকল॥ লুকায় গগণ বাসী মেঘের আহড়ে। কেহবা দিগন্ত হইল বহ্নি যুত ঝড়ে। চাল জলে পড়ে চারি পাট কাথ গলে। চারিটা গলিত ভিত্তি পড়ে মহীতলে। মর্ত্তেতে পরীক্ষা শুনি যত দেবগণ। আইল যতেক দেব যার যে বাহন। লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবগণ। বিমানে চাপিয়া আইল দেখিতে তপন॥ সকল দেবতা কৈল পুষ্প বরিষণ। কলিযুগে হেন কর্ম্ম করে কোন জন॥ সীতার পরিক্ষা কথা শুনেছি শ্রবণে। খুল্লনা পরীক্ষা এই দেখিনু নয়নে॥ শোকে ধনপতি দত্ত ঝাপ দিতে চায়। যত বন্ধুগণ মেলি ধরে রাখে তায়॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ খুল্লনার বিচ্ছেদে ধনপতির রোদন।

ত্রিপদী। কান্দে ধনপতি, করে আত্মঘাতী, লোটায় ধরণীতলে। মেলি বন্ধু দশে বান্ধি ভুজপাশে, না দেয় যেতে অনলে॥ তোরে না দেখিয়া, বিদরয়ে হিয়া, আইস প্রিয়ে একবার। তোমা বিনে মোর, ঘর হৈল ঘোর, জীবন হইল অসার॥ তুমি গেলা যথা, আমি যাই তথা, কর প্রিয়ে মোরে সঙ্গী। কৃষ্ণসার বিনে, একাকিনী বনে; না পায় শোভা কুরঙ্গী॥ বন্ধু জন কান্দে, কেশ নাহি বান্ধে, কান্দে সাধু ধনপতি। করিয়া করুণা কান্দয়ে লহনা, প্রবোধয়ে লীলাবতী॥ রাজা রঘুনাথ ইত্যাদি॥

অথ খুল্লনার পরীক্ষা হইতে উদ্ধার।

পয়ার। অবনি লোটায়ে কান্দে সাধু ধনপতি। ধূলায় ধূষর অঙ্গ শোকাকুল মতি অগ্নি হৈতে শুন প্রিয়ে খুল্লনা সুন্দরী। তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥ ভালই ছিলাম আমি গৌড় নগরে। দেশে আইলাম আমি তোমা পোড়াবারে॥ কেমনে পুড়িল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ। কেমনে পুড়িল তোমার পাটের বসন। নির্ব্বাণ না হয় অগ্নি ভাল হেন জলে। খুল্লনা বসিয়া আছে অভয়ার কোলে। যত বন্ধুগণ সবে করে হাহাকার। ছলে এক দেখাইল দগ্ধ অলঙ্কার॥ জৌগৃহে পুড়ে গেল লুকাইল শিখী। ধ্যানেতে আছিলা তথা পূর্ণচন্দ্র মুখী॥ খুল্লনা আইল তথা সভা বিদ্যমানে। বণিক সমাজ তার পড়িল চরণে॥ বণিক সমাজ বলে নাহি দিও শাপ। অপরাধ বিনা মোরা করিয়াছি পাপ॥ নীলাম্বর দাস বলে আমি তোর ভাই। অন্ন খেয়ে ঘরে যাই মান নাহি চাই॥ শঙ্খ দত্ত বলে আসি সবিস্ময় বাণী। তুমি যে মনুষ্য নহ ইহা আমি জানি কাহারে কহিব তত্ত্ব কেবা ইহা জানে। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে॥

খুল্লনা বলেন তবে সভার ভিতরে। তোমা সবার দোষ নাই দৈবে এত করে॥ খুল্লনা কহেন কথা গঞ্জি হরিদত্তে। সভার ভিতরে রামা কথা কহে তত্ত্বে। গঙ্গার কলঙ্ক যেন হেন পাপ ভরা। দেবাসুর নাগ নর দোষ হীন কারা॥ গুরুপত্নী হরি ইন্দ্র সহস্রেক যোনি। কুচনী নগরে নিত্য যান শূলপাণি॥ উঠিল বাপের বাদ দেবী বিষহরি॥ কাঠুরে সহিত ছিল সতী চিন্তানারী॥ যদি সতী কেহ নাহি এ তিন ভুবনে। নিষ্কলঙ্ক কেহ নাহি যত বেণেগণে॥ মন্ত্রণার গুরু তুমি আগে হরিদত্ত। বিপাকেতে আমা হতে হারালে মহত্ব॥ ক্ষমানন্দ সদানন্দ থাকে কির্ত্তিপুরে। জ্ঞাতি গোত্রে অন্ন জল খাওয়াইতে নারে॥ কজ্জলার হরি দাঁ তার শুন কথা। গরু চোর বাদে তার মুড়ায়েছে মাথা॥ চম্পাই নগর বাসী চাঁদ সদাগর। ছয় রাঁড় লয়ে তার ঘর স্বতন্তর॥ শাপ দিল রূপবতী পাইয়া যন্ত্রণা। সর্ব্বাঙ্গে ধবল হৈল অতি পাপ মনা॥ যতেক বণিক রূলে শুনহ বচন। অভিশাপ খণ্ড মাতা করি নিবেদন॥ বেণের দুর্গতি দেখি খুল্লনার দয়া। ঘুচান দুর্গতি তার পুজিয়া অভয়া॥ পরীক্ষা করিল রামা অভয়ার বরে। রন্ধন করিতে আজ্ঞা দিল সদাগরে॥ খুল্লনা গঙ্গার জলে কৈল স্নান দান। চণ্ডীকা পুজয়ে রামা করিয়া বিধান॥ অভয়া স্মরিয়া রামা বসিল রন্ধনে। দুর্ব্বলা যোগায় দ্রব্য যা চাহে যখনে॥ অম্বিকার বরে সাঙ্গ হইল রন্ধন। জ্ঞাতি গোত্র কুটুম্বেরা করিল ভোজন॥ ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন। তাম্বুল কর্পূর সহ করিল ভক্ষণ॥ হবাঋষি পাইলেন সায় বাণী দোলা। চন্দন চৌধুরি পাইল ঝারি কণ্ঠমালা॥ কশ্যপ পাইল মান পাটের পাছড়া। পাইল দুর্ব্বাসা ঋষি চড়িবার ঘোড়া। কৌশিক পাইল মান সুবর্ণের ঝারী। সাত গার পাইল বিচিত্র পামরী॥ অঙ্গে অঙ্গে সবাকার হইল কাপড়। বর্দ্ধমানের গৌরব করিল সদাগর॥ বিদায় হইয়া গেল জ্ঞাতি বন্ধুগণে। প্রভাতে চলিল সাধু রাজ সম্ভাসনে॥ বিপদ সাগরে সদাগর হয়ে পার। নানা ভেট লয়ে চলে রাজ দরবার॥ কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন। অবিলম্বে ধনপতি করিল গমন॥ ভেট দিয়া সদাগর করিলেন নতি। হেনকালে পুরাণ শুনেন নরপতি। পাঠকে

পুরাণে কহে জ্যৈষ্ঠের মহিমা। জ্যৈষ্ঠেতে চন্দন দান সুকৃতের সীমা॥ যে জন চন্দনেতে করয়ে শিব পূজা। সপ্ত জন্ম অবনীমণ্ডলে হয় রাজা॥ শিবে মন্দিরে যেবা করে শঙ্খধ্বনি। অভিপ্রায় বুঝি তার শিব হয় ঋণী॥ চামর ঢুলায় যেবা হরি সন্নিধানে। স্বর্গ লোকে যায় সেই চাপিয়া বিমানে॥ শঙ্খ চন্দনের তরে ভাণ্ডারী ডাকিয়া। আরতি দিলেন তার হাতে পান দিয়া॥ যে কিছু চন্দন ছিল ভাণ্ডার ভিতরে। ভাণ্ডারী আনিয়া দিল রাজার গোচরে॥ চন্দন দেখিয়া রাজা দুঃখিত হৃদয়। সক্রোধ হইয়া কবিকঙ্কণেতে কয়॥

ত্রিপদী। অবধান কর রায়, নিবেদি তোমার পায়, চন্দন নাহিক এক তোলা। যত সাধু ছিল ঋণী, এবে সবে হৈল ধনী; সম্পদে মাতিয়া হৈল ভোলা॥ বিংশতি বৎসর হৈল, রঘুপতি দত্ত মৈল, ডিঙ্গা ভরি আনিত চন্দন। আর যত সদাগর, তিলেক না ছাড়ে ঘর, না পায় চন্দন অন্বেষণ॥ হাতি শালে হাতি মরে, মাহুত হুতাশ করে, লবঙ্গ নাহিক যায় ফলে। সৈন্ধব বিহনে ঘোড়া, নিত্য মরে যোড়া যোড়া শংখ নাহি বাজে পূজাকালে॥ ভাণ্ডারে নাহিক নীলা, বসান নিকর শীলা, মাণিক বিদ্রুম মতি পলা। যতেক চামর ছিল, সব পুরাতন হৈল, যেন উড়ে সীমুলের তুলা॥ চামর পামর ভোট, জগন্নাথ গজ ঘোট, এক দিব্য নাহিক ভাণ্ডারে। শঙ্খ পরিবার তরে, রামাগণ সাধ করে, পিতল ভূষণ পরে করে। ভাণ্ডারির কথা শুনি, রোষ যুক্ত নৃপমণি, ধনপতি মস্তে দিল পান। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্দ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

নৃপবরে ধনপতি করে নিবেদন। এবার সফরেতে পাঠাও অন্য জন॥ এ সাত পুরুষ মোর গেল বুহিত্রানে। সেই সব ডিঙ্গা আছে ভ্রমরার জলে॥ জলে দোহায় ডিঙ্গা হইল পুরাতন। যাইতে না পারি রাজা সিংহল পাটন॥ পাত্র মিত্র বলে সাধু না কর বিষাদ। সাধিলে রাজার আজ্ঞা পাইবে প্রসাদ॥ কালুদত্ত কহে সাধু কত কর মান। থাকহ রাজার রাজ্যে লহ ক্ষেম দান॥ পুনরপি বলে সাধু রাজার চরণে অম্বিকা মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

ত্রিপদী। রাজারে করিয়া নতি, বলে সাধু ধনপতি, সেখানে পাঠাও অন্য জনে। যুড়িয়া উভয় পাণি, বলে সবিনয় বাণী, নৃপতি বচন নাহি শুনে॥ নিজ বনিতার কায, কহিতে লাগয়ে লাজ, লোক মুখে শুনিবে সকল। হিংসায় আরোপি মন, শূন্য দেখি নিকেতন, সতীনেরে রাখায় ছাগল॥ হৃদয়ে পাইয়া পীড়া, নাহি সাধু লয় বীড়া, কোপে রাজা লোহিত-লোচন। বুঝিয়া কার্য্যের গতি, বীড়া লয় ধনপতি, অঞ্জলি করিয়া নিল পান॥ আপন অঙ্গের যোড়া, চড়িবারে দিল ঘোড়া, কবচ প্রসাদ যম ধার। লক্ষ তঙ্কা দিল ধন, দিলা নানা আভরণ, বিদায় হইল সদাগর॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

পয়ার। সম্মুখে উঠিয়া রাজা দিল আলিঙ্গন। ভাই বলে কোল দিল পাত্র মিত্র গণ॥ সবার করিল সাধু চরণ বন্দন। ভাণ্ডারি আনিয়া তঙ্কা দিল ততক্ষণ॥ লক্ষ তঙ্কা গুণে দিল ডিঙ্গার সাজন। বিদায় লইয়া সাধু গেল নিকেতন॥ সিংহলে যাইতে সাধু পায় অনুমতি। লহনা লোকের মুখে শুনিল ভারতি॥ পূর্ব্বে দুঃখে হিয়া শুষ্ক কহে মনের কথা। বাঁঝী চারি পাচ লয়ে ঘুচায় মনোব্যথা॥ আর শুন সিংহলে যাবেন সাজি ডিঙ্গা। পাইবেন কুল শুনি যম বাজে শিঙ্গা॥ শুয়ার চক্ষে চক্ষু দিলে চক্ষে চক্ষে কথা। মোর সঙ্গে দেখা হইলে হেট করে মাথা॥ সোয়াগে ধনের গন্ধে না দেখে নয়নে। দোষ মত শাস্তি দিতে বিধাতা সে জানে॥ শুয়া দুয়া সমান হইল এবে ভাল। বিক্রম কেশরী জীয়ে থাকুক চিরকাল। চিরকাল জীয়ে থাকুন বিক্রম কেশর। আরতি পাঠায়ে দিল দুর্জ্জনে সফর॥ তোমার চরণে আমি মাগি লই বর। পুনরপি সাধু যেন না আইসে ঘর॥ এই বর মাগি দুর্গা তোমার চরণ। দ্বাদশ বৎসর

কর সাধুর বন্ধন ।। জীয়ন্ত ভাতারে যাহার নাহি সুখ। সে জন মরিলে তার কিবা হয় দুঃখ ।। হেলন দোলন তার কে সহিতে পারে। ভাল হৈল যাবে সাধু সিংহল নগরে। উহার হাতে রাঙ্গা শাঁখা ঐ বরণে গৌরী। ঐ সে জানে স্ত্রীর কলা মোহন চাতুরী ।। উহার সবে ভাতার আছে ঐ সে যুবতি। ঐ সে কঙ্কণ হাতে ঐ সে গর্ভবতী ।। নিষেধ না মানে ছুড়ি না মানে দোহাই। ষাঁড় চাহি বুলে যেন বাতানিয়া গাই ॥ সখী সঙ্গে করে যত লহনা গঞ্জনা। কপাটের আড়ে থাকি শুনয়ে খুল্লনা ।।

পয়ার। ভূপতি চরণে সাধু করিয়া প্রণাম। ত্বরা করি সদাগর যান নিজ ধাম ।। চিন্তাতে চিন্তিত সাধু বিরস বদন। ঝারি হাতে খুল্লনা দেখিল বিদ্যমান ।। সাধুর মলিন মুখ সরোরুহ দেখি। রাজ দুয়ারের কথা জিজ্ঞাসে সুমুখী ।। বিরস বদন সাধু কহিল সকল। আরতি পাইনু যাইতে নগর সিংহল। এতবাক্য হৈল যদি সদাগরের তুণ্ডে। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে ॥ শুনিয়া খুল্লনা হৈল সজল নয়ন। মৃদুস্বরে সদাগরে করে নিবেদন ।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ ধনপতিকে সিংহলে যাইতে খুল্লনার নিষেধ।

ত্রিপদী। প্রাণনাথ সিংহ গমনে নাহি সাধ। ঘরের চন্দন গুয়া, দিয়া হও নিরাতঙ্ক, রাজ স্থানে পাইবে প্রসাদ ।। ভাণ্ডারে আছয়ে নীলা, রসান নিকর পীলা মাণিক বিদ্রুম মরকত। যত আছে নিজাগারে, দেহ লয়ে নৃপবরে, সুখে থাক জায়া অনুগত ।। একলা রাখিয়া মোরে, গেলে পিঞ্জরের তরে, গোঙাইলে তথা এক সন্ধ্যা। সতা দিল যত দুঃখ, কহিতে বিদরে বুক, আমার দুঃখের নাহি সীমা ।। জলে কুম্ভীরের ভয়, কূলে শার্দ্দূলের চয়, দুষ্ট খণ্ড শত শত পথে। যে যায় সিংহল দেশ, সে পায় অনেক ক্লেশ, কহিল আমার পিতা তত্ত্বে। যাইবে সাগর বেয়ে, সে পথে নাহিক নেয়ে, পরাণ শঙ্কট লেহারায়। শুনিতে পরাণ ফাটে, মকরে মানুষ কাটে, ধিক ধিক সিংহল উপায় ।। বহু তিমি তিমিঙ্গিল, আছে প্রাণী প্রতি স্থল, তনু যার শতেক যোজন। কিবা সে টমক সিঙ্গা, পক্ষী ছুঁয়ে লয় ডিঙ্গা, সেই দেশে শঙ্কট জীবন ।। কি দিব বৎসর তুলা, শশা হেন মশা গুলা, জলোকা কুঞ্জর শুণ্ডাকার। রাজা বড় পাপ চিত্ত, ছলে হরে লয় বিত্ত, শুনেছি দেশের দুরাচার। খুল্লনা যতেক কয়, শুনে সাধু করে ভয়, সখী মুখে শুনিল লহনা। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, মনোহর পাঁচালী রচনা ।।

ত্রিপদী। মনে বড় কুতুহল, পড়িছে লোচনে জল, বৈশে রামা সদাগর পাশে। কেমন দারুণ বেলা, পিঞ্জর গড়াতে গেলা, চিরদিন গেল পরবাসে ।। কর প্রভু বড় বুক, না ভাব হৃদয়ে দুঃখ, কর গিয়া রাজার আরতি। না কর আসিতে ত্বরা, সাত নায়ে দিয়া ভরা, লাভ করে আসিহ বসতি ।। যেই জন পরাধীন, সে জন অবশ্য দীন সুখ দুঃখ নাহিক বিশেষ। রাজা যুক্তিমত সম, সামরাধে যেন যম, রাজার সেবনে বহে ক্লেশ ॥ টাকা চাহি প্রতি হাটে, বসে খেতে নাহি আঁটে, যদি হয় কুবেরের ধন। হিত উপদেশ বলি, ফুরায় নদীর বালি, আয় বিনা যদি করে পণ ।। লহনা যতেক ভাষে শুনি সদাগর হাসে, দৈবজ্ঞ আনিতে হৈল ত্বরা। উমাপদাহিতচিত, রচিল নূতন গীত, চণ্ডীর পাঁচালি মনোহরা।।

অথ ধনপতির সদাগরী সজ্জা।

পয়ার। সিংহলে যাইবে প্রভু দীর্ঘ পরবাস। লর্জ্জা খায়ে বলি মোর গর্ভ ছয় মাস।। মোর মনে লয় তথা হবে বহু কাল। তোমার বান্ধব জন বিষম করাল ।। শঠতা

করিয়া তারা যদি ধরে চুল। সেই কালে কেবা মোর করে অনুকূল কর বিনাশ॥ নিজ নাথ বলি হে তোমারে। পরীক্ষা লইতে কত পারি বারে বারে দোষ প্রচুর॥ বুড়াইব খুল্লনা ভারতী। জয়পত্র লিখিবারে দিল অনুমতি॥ স্বস্তি পশ্চাতে করিয়া দিব ধনপতি। অশেষ মঙ্গল ধাম খুল্লনা যুবতি॥ তোরে আশীর্ব্বাদ করিহ নিজ পূজার সন্দেহ ভঞ্জন পত্র হইল লিখিত॥ যখন তোমার গর্ভ হৈল ছয় মাস। হেন কালে নৃপাদেশে যাই পরবাস॥ যদি কন্যা হয় শশিকলা নাম থুয়ো। দেখিয়া উত্তম বরে তার বিভা দিয়ো॥ যদি পুত্র হয় নাম রাখিও শ্রীপতি। পড়ায়ে শুনায়ে পুত্রে করিও সুমতি॥ দ্বাদশ বৎসরে যদি না হয় আগমন। আমার উদ্দেশে যাবে দক্ষিণ পাটন॥ তিন নিদর্শন দিল বেণিয়ার বালা। মাণিক্য অঙ্গুরী আর গায়ের আঁচলা॥ পত্র তুলি দিল সাধু খুল্লনার হাতে। স্বস্তি স্বস্তি বলি রামা করিলেন মাতে॥ পত্র লয়ে রামা গেল আপনার বাস। খড়ি লয়ে আইল বিপ্র সদাগর পাশ। দৈবজ্ঞ গণিল পাঁজী রাশি চক্র পাতি। যাত্রা করিবারে আজ্ঞা দিল ধনপতি॥ গণনা করিল ওঝা মন করি সার। অবধান কর সাধু যাত্রা নাহি আর॥ নক্ষত্র প্রশস্ত নহে যাত্রা অসংক্রাত। নিষেধ ধরণী শুক্র তিথি ভূতনাথ॥ ভাল যাত্রা নাহি সাধু দেখি বিপরীত। জীবন সংশয় দেখি হারাবে বুদ্ধিত॥ এই যাত্রা গণি সাধু মনে দুঃখ বাসি। অগ্নিকোণে থাকে কাল তিথি ত্রয়োদশী॥ এমন যাত্রাতে গেলে কেহ হয় বন্দী। কহিনু পাঞ্জিকা সাধু শুন খড়ি সন্ধি॥ এমন শুনিয়া সাধু মুখ করে বাঁকা। নফরে হুকুম দিয়ে মারে তারে ধাক্কা। অভিশাপ দিয়ে ওঝা চলিল আলয়। যাত্রা করে ধনপতি গোধূলি সময়॥ পূর্ব্ব হইতে ছিল ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে। ডুবরী লইয়ে সাধু গেল তার কুলে॥ ঘাটে জলদেবতার করিল পূজন। জলেতে ডুবারী গিয়া নামে দুই জন॥ প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নাম মধুকর। সুবর্ণে নির্ম্মাণ সে ডিঙ্গার ছৈ ঘর॥ আর ডিঙ্গা তোলে তার নাম দুর্গাবর। আখণ্ডল প্রায় তাহে বৈসে সদাগর॥ আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে শঙ্খচূড়। আশী গজ জল ভাঙ্গে গাঙ্গের লয় কূল॥ আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে চন্দ্রপান। যাতে ভরা দিলে হয় দুকুল সমান। আর ডিঙ্গ খান তুলে নামে ছোটমুটী। সেই নায় ভরা চাল বায়ান্ন পউটী॥ আর ডিঙ্গাখান তুলে নামে গুয়ারেখী। দুপরের পথ যায় মালুম কাঠ দেখি॥ আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে নাটশালা। তাহাতে দেখয়ে সবে গাবরের মালা। মোম ধূনা দিয়া যে গাইল সাত নায়। ত্বরিত গমনে ডিঙ্গা সাজন করায়॥ সাতখান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে। গোঁজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে॥ অবিলম্বে সদাগর আইল নিকেতন। ভাণ্ডার ভিতর সাধু দিল দরশন। জোয়ের মোহর তার ছাব উত্তারিয়া। কাঠায় করিয়া ধন নিলেন মাপিয়া॥ নানা দ্রব্য সদাগর নিল রাশি রাশি। ভ্রমরার ঘাটে যায় হয়ে অভিলাষী॥ সাধু করে যাত্রা দিন না করে বিচার। খুল্লনার দশ দিক হৈল অন্ধকার॥ ষোড়শোপচারে চণ্ডী পূজেন খুল্লনা। সদাগরে বার্ত্তা দিতে চলেন লহনা॥ সাধু সন্নিধানে রামা দিল দরশন। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ত্রিপদী। সদাগর তোমায় আমায় আছে বিরল কথা। তোমার মোহিনী বালা, শিক্ষা করে ডানি কলা, নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা। দুটি বারি জলগর্ভা, উপরে দীর্ঘল দূর্ব্বা, অষ্টশালি তণ্ডুল উপরে। সিন্দুর চন্দন চুয়া, কুঙ্কুম কস্তুরী দিয়া, পূজে প্রতি মঙ্গল বাসরে॥ আমান্ন মোদক দধি, ফল মূল নানা বিধি, অগুরু চন্দন ধূপ ধুনা। দিয়া শঙ্খ জয়ধ্বনি, নিত্য পূজে একাকিনী, বন্ধুজন করে ঘানাঘুনা। পরিয়া লোহিত বাস, আকুল কুণ্তল পাশ, বেড়ি ফিরে দিয়া হুলাহুলি॥ দেখিছি আপন চক্ষে, কাউরী কামিখ্যা মুখে, দেয় ওড় পুষ্পের অঞ্জলি॥ যদি পায় গুণবতী, মঙ্গল অষ্টমী তিথি, যদিবা নবমী চতুর্দ্দশী। পায়ে এক মনোনীত, পূজন করয়ে নিত, উপ-

। উহার প্রধান দোষ, শেষে না করিহ রোষ, আপনি করিহ
ব্যথা ভাবা, কাটিহ আমার বাস, না করিহ মোর দরশন॥
যাত্রা ভাঙ্গি সাধু চলে, না করিল কুশল বন্ধন। রচিয়া ত্রিপদী
রয়া বন্ধ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

পয়ার। দেখিয়া সাধুর কোপ হাসয়ে লহনা। আজি বিধি পুরাইল আমার কামনা॥ স্বামীর সোহাগে তার গর্ব্ব ছিল বড়ি। দেখিব সোহাগের কিল ভূমে গড়াগড়ি॥ পূজা গৃহে ধনপতি হৈল উপনীত। জয় দিয়া পূজে চণ্ডী খুল্লনা যুবতী॥ রোষযুক্ত ধনপতি দেখি সন্নিধানে। ঘট ছাড়ি পদ্মাসন রহিলা গগনে॥ দেখি ধনপতি দন্ত জ্বলে কোপানলে। ধর্ম্ম সাক্ষী করি ধরে খুল্লনার চুলে॥ কোপযুক্ত ভাবে কিছু বলে ধনপতি। অদৃষ্টে আমার ছিল পাপিনী যুবতী॥ বাম পতি হয়ে তুমি কর কার পূজা। এই কথা শুনে যদি ছল করে রাজা॥ পুনরপি জ্ঞাতিগণ যদি ছল ধরে। পরীক্ষা তোমারে কত দিব বারে বারে॥ এমন শুনিয়া রামা সাধুর বচন। অঞ্জলি করিয়া কিছু করে নিবেদন॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। শুন নাথ পূজার সন্ধান। রোগ শোক দুঃখ খণ্ডী, অনুদিন পূজি চণ্ডী, ইচ্ছা করি তোমার কল্যাণ॥ তুমি যাও পরবাস, আমার হৃদয়ে ত্রাস, শূন্য হবে মোর জীবলোক। হয়ে সমাহিত মতি, পূজা করি হৈমবতী, তুমি যেন নাহি পাও শোক॥ যত দেখ মহাজন, সবাকার প্রয়োজন, সন্তোষে পূজেন মহামায়া। হইলে যারে প্রতিকূল; কেবল দুঃখের মূল, কেহ তারে নাহি করে দয়া॥ শ্রীহরি তারণ আশে, আইলা বসুদেব বাসে, ইচ্ছাময় পূর্ণ ভগবান। দৈবকী আছিলা বন্দি, বুঝিয়া কার্য্যের সন্ধি, নন্দগৃহে হৈলা অধিষ্ঠান॥ দারুণ কংসের ভয়, বসুদেব স্থির নয়, লুকাইল প্রভু সন্ধ্যাগারে। আসি বসুদেব সাত, ছাড়িয়া কংসের হাত, ভয় খণ্ডি উরিল অম্বরে॥ শ্রীরাম রাবণে রণ, ভয় করে দেবগণ, বিধি কৈল অকালে বোধন। চণ্ডী পূজে যেই কাম, রাবণ বধিয়া রাম, করিল সীতার উদ্ধারণ॥ খুল্লনার কথা শুনি, ধনপতি কহে বাণী, তুই নইস মোর সহচরী। মোর ব্রত ভঙ্গ কৈলি, হইলি কুলের কালী, মেয়ে দেব পূজি হইলি অরি॥ এরূপ নিন্দিয়া নারী, চরণে ঠেলিয়া বারি, পুন যাত্রা করে সদাগর॥ ডোম চিল ফিরে মাথে; কাষ্ঠ ভার দেখে পথে, রচিল মুকুন্দ কবিবর॥

ধনপতির চণ্ডীপূজার প্রতি দ্বেষ জন্য চণ্ডীর ক্রোধ।

কোপে কাঁপে কলেবর, মুখে গদ গদ স্বর, মুখ নব মিহির মণ্ডল। শির হৈতে খসে বাস, আকুল কুন্তল পাশ, লোচন লোহিত উৎপল॥ রণজয়া মহাতেজা, হৈল অষ্টাদশ ভুজা, হস্তে শোভে নানা প্রহরণ। পদ্মাবতী ডাক্যে আনি, ক্রোধে চণ্ডী কন বাণী, শুন পদ্মা আমার বচন॥ বাজাও নিশান শিঙ্গা, বুড়াও সাধুর ডিঙ্গা, ধনে প্রাণে মরুক ধনপতি। সাধিব আপন কায, নিশ্চয় বধিব আজ, কেমনে রাখিবে পশুপতি॥ মোর ঘট পায়ে ঠেলি, দিয়া যায় গালাগালি; সহে কেবা এত অপমান। আমার বচন সাধ, ধনপতি দন্তে বধ, উহার শোণিতে করি স্নান॥ ডাক্যো আন যত দানব ডিঙ্গায় দিউক হানা, লুউক উহার যত ধন। ডিঙ্গার কাণ্ডার যত, সকলি করহ হত, সাধহ আমার প্রয়োজন॥ আমা সনে করে হঠ, চরণে লংঘয়ে ঘট, হৈল বেটা এত অহঙ্কারী। কোন ছার বেণে জাতি, মোর ঘটে মারে লাথি, জীবে কি আমার হয়ে অরি॥ মহামিশ্র জগন্নাথ ইত্যাদি।

পয়ার। পদ্মাবতী বলে মাতা শুন ভগবতী। বিচারেতে কার্য্য সিদ্ধি হেন লয় মতি। বিচারেতে কার্য্যসিদ্ধি অবিচারে নাশ। কোপ দূর কৈলে হয় পূজার প্রকাশ॥ পূর্ব্বের বিচার চণ্ডী পাসরিলা কেনে। মর্ত্ত্যেতে আনিলা রত্নমালা কি কারণে॥

মালাধর কুমারে করাল্যে গর্ভ বাস। হেন কালে ধনপতি না কর বিনাশ॥ নিজ দেশ ছাড়ি সাধু যাউক কত দূর। বিদেশে সাধুরে দুঃখ দিয়াব প্রচুর॥ বুড়াইব ছয় ডিঙ্গা সব রসাতল। এক মধুকরে সাধু যাইবে সিংহল॥ পশ্চাতে করিয়া দিব যত আছে সন্ধি। রাজস্থানে সদাগরে করাইব বন্দী॥ কলিতে করহ নিজ পূজার প্রচার। ইঙ্গিত করিয়া দিব বাদের প্রকার॥ ধনপতি সাধু যদি মরে এই কালে। তবেত না হবে পূজা অবনি মণ্ডলে॥ এমত শুনিয়া মাতা পদ্মার ভারতি। কোপ নিবারণ হেতু কৈলা ভগবতী॥ সম্ভ্রমে চণ্ডীর বারি তুলিল খুল্লনা। জীবন্যাস করি তার করিল অর্চ্চনা॥ মূঢ়মতি মোর পতি তোমা নাহি ভজে। আমা দেখে নাথে রাখ পদ সরসিজে॥ হুলাহুলি শঙ্খধ্বনি করে প্রণিপাত। অপরাধ ক্ষম রাখ দাসীর আয়াত॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ খুল্লনা কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

লঘু-ত্রিপদী। ক্ষম অপরাধ, করহ প্রসাদ, কৃপাময়ী নারায়ণী। শিরে হেমবারি, নাচেন সুন্দরী, দিয়া জয় জয় ধ্বনি॥ পুরিল কামনা, নাচয়ে খুল্লনা, দিয়া ঘন করতালি। দেয় অনুরাগে, চণ্ডীপদ যুগে, সুগন্ধি পুষ্প অঞ্জলি॥ আদ্যা সনাতনী, নিশুম্ভ নাশিনী, শক্তি রূপা তিন দেবে। শঙ্খিনী শূলিনী, কপালমালিনী, তিন লোকে তোমা সেবে॥ ধাত্রী শাকম্বরী, গৌরী দিগম্বরী, জয়ন্তী জয়মঙ্গলা। তুমি ভদ্রকালী, সেবে পুণ্যশালী, হরতনু হেমকলা॥ দক্ষ মুখহরা, ভব দুঃখ পারা, মহাকালী বর্গভীমা। ব্রহ্মা পুরন্দর, সেবে নিরন্তর, দিতে নারে তব সীমা॥ দুর্গা শিবা ক্ষমা, চণ্ডী চণ্ডা চণ্ডভীমা, বালশশি শিরোমণি। ভৈরবী ভারতী, বাণী সরস্বতী, সংসার দুঃখ হারিণী। কৌশিকী কৌমারী, রোগ শোক হারী, বারাহী বিন্ধ্যবাসিনী॥ উগ্রচণ্ডা চণ্ডী, চণ্ড মুণ্ড দণ্ডী, রক্তবীজ বিনাশিনী॥ ক্ষম অপরাধ, করহ প্রসাদ, হৈমবতী পদ্মাবতী। সাধু শুভ কালে, ডিঙ্গা মেলি চলে, মুকুন্দ রচে ভারতী॥

পয়ার। ঘর হৈতে ধনপতি করিল গমন। উভরায় খুল্লনা সে করিল ক্রন্দন॥ পথে যাইতে সদাগর লাগিল উচ্ছুটা। নেতের আঁচলে লাগে সেয়াকুল কাঁটা॥ যাত্রার সময় ডোম চিল উড়ে মাতে। কাঠুরে কাঠের ভার লয়ে যায় পথে॥ শুকান ডালেতে বসি কুরা লয় কাউ। যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা আদখানি লাউ॥ কচ্ছপের ঝোলা লয়ে ধীবরেরা যায়। তৈল লবে তৈল লবে তেলিরা বেড়ায়॥ চলিলেন সদাগর দুঃখ কুতুহলী। বাম দিগে ভুজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী॥ ভ্রমরার ঘাটে সাধু দিল দরশন। কাণ্ডার বলয়ে আর কেন বিলম্বন॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ ধনপতির নৌকারোহণ।

সবাকারে গারি ঘর করি সমর্পণ। নৌকায় চড়িল করি শিবের স্মরণ॥ ছৈ ঘর চাপিয়া বসিল সদাগর। হাতে দণ্ড কেরয়াল বসিল গাবর॥ কারু হাতে কেরয়াল কারু হাতে বাঁশ; কারু হাতে দণ্ড কারু হাতে আছে ফাঁস॥ দেব দ্বিজ গুরুজনে করি নমস্কার। হরি হরি বলি ডিঙ্গা বাহে কর্ণধার॥ লহনা খুল্লনার ঠাঁই মাগিল মেলানি। বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী॥ ভগুসিংহের ঘাট খান ডাহিনে রাখিয়া। মেটারির ঘাট যায় বামে তেয়াগিয়া॥ ঘন কেরয়াল পড়ে জলে পড়ে সাট। এড়াইল চণ্ডীগাছা বলেন পুরের ঘাট॥ ত্বরা করি সদাগর রাত্রি দিন যায়। পূর্ব্বস্থলী সদাগর বাহিয়া এড়ায়॥ কোথাও রন্ধন কোথা দধি খণ্ড কলা। নবদ্বীপে উত্তরিল বিণিয়ার বালা॥ চৈতন্য চরণে সাধু করিল বন্দন। সেখানে রহিয়া কৈল রন্ধন ভোজন॥ পাড়পুর সমুদ্রগতি বাহিল মেলান। মীরজাপুরে করিল ডিঙ্গার

চাপান ॥ নায়ে পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক। ডাহিনে রহিল পুরী আম্বুয়া মুলুক ॥ বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া। শান্তিপুর বামেতে দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া ॥ উলা ছাড়ি চলে ডিংগা খিশমার পাশে। ফুলিয়ার ঘাটেতে সাধুর ডিংগা ভাসে। যশিপুর সদাগর করি তেয়াগন। কোদালের ঘাটে ডিংগা দিল দরশন ॥ বাম ভাগে হালি সহর দক্ষিণে ত্রিবেণী। দু কূলের কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥ লক্ষ লক্ষ লোক একেবারে করে স্নান। বাস হেম তিল ধেনু কত করে দান ॥ রজতের সীপে কেহ করয়ে তর্পণ। গর্ত্তের ভিতরে কেহ করয়ে মুণ্ডন ॥ শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপ। সন্ধ্যা কালে কোন জন দেয় ধূপ দীপ ॥ কলিঙ্গ তৈলঙ্গ অংগ বংগ কর্ণাট। মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট ॥ বারেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিংগল শফর। উৎকল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয় নগর। মথুরা দ্বারকা কাশী কনখল কেকয়া। পুরামক থানামক গোদাবরী গয়া। শ্রীহট্ট কাঙর কোঁচ হাংগর ত্রিহট্ট। মানিকা ফাঁপকা লঙ্কা প্রলম্ব নাকুট্ট ॥ বাগণ মালয় দেশ কুরুক্ষেত্র নাম। বটেশ্বরী আহুলঙ্কা স্থল সপ্তগ্রাম ॥ শিকিচটা মহাহট্টা হস্তিনা নগরী। আর যত শফর কহিতে কত পারি॥ ও সব সফরে যত সদাগর বৈসে। সবে ডিংগা লয়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে ॥ সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়। ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায় ॥ তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্থ অতি অনুপম। সপ্ত ঋষি শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম॥ কাণ্ডারের বচনে করিয়া অবগতি। ত্রিবেণীতে স্নান করে সাধু ধনপতি ॥ নায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠা পানি। বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানি ॥ গরিফা ছাড়িয়া ডিংগা গেল গোন্দল পাড়া। জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন নপাড়া॥ ব্রহ্মপুত্র সন্ধ্যাবতী যেই ঘাটে মেলা। ইচ্ছাপুর এড়াইল বেণিয়ার বালা। উপনীত হৈল ডিংগা নিমাই তীর্থের ঘাটে। নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড় ফুল ফুটে ॥ ত্বরায় চলয়ে তরি তিলেক না রহে। ডাহিনে মাহেশ রাখি চলে খড়দহে॥ কোন্নগর কোতরংগ এড়াইয়া যায়। কুচিনান ধনপতি দেখিবারে পায় ॥ নানা উপচারে তথা পূজে পশুপতি। কুচিনান এড়াইল সাধু ধনপতি ॥ ত্বরায় বাহিছে তরি তিলেক না রয়। চিত্রপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায় ॥ কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা। বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা ॥ ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজুলির পথ। রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত ॥ বালুঘাটা এড়াইল বেণের নন্দন। কালিঘাটে গিয়া ডিংগা দিল দরশন। ভীরের প্রয়াণ যেন চলে তরি বর। তাহার মেলানি বাহে মাইনগর ॥ নাচনগাছা বৈষ্ণবঘাটা বামদিগে থুয়া। দক্ষিণেতে বারাশত গ্রাম এড়াইয়া ॥ ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধু বালা। ছত্রভোগ উত্তরিল অবসান বেলা॥ মহেশ পূজিয়া সাধু চলিল সত্বর। অম্বুলিংগে গিয়া উত্তরিল সদাগর। শ্রীনীলমাধব পূজা করেন তৎপর। তাহার মেলানি সাধু পাইল হাতোঘর ॥ সেই দিন সদাগর হাতো ঘরে রয়। প্রভাত হইলে মেলিলেন সাত নায়॥ দুই এক তরণী জলের মধ্যে ভাবে। মগরার কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে॥ দূরে শুনি মগরার জলের নিস্বন। যেন আষাঢ়ের নব মেঘের গর্জ্জন॥ মোহানা বাহিয়া সাধু যেতে কৈল ত্বরা। প্রবেশ করিল সাধু দুর্জ্জয় মগরা॥ পদ্মাবতী সংগে যুক্তি করিয়া অভয়া। ধনপতি ছলিবারে পাতিলেন মায়া। চণ্ডীর আদেশে ধায় নদ নদীগণ। মগরা নদীর সংগে করিতে মিলন ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ ধনপতিকে ভগবতীর মগরায় ছলনা।

ত্রিপদী। আজ্ঞা দিল ভবানী, চলিল মন্দাকিনী, ছাড়িয়া গগণ ক্ষিতি। সংগে মকর জাল, ছাড়িয়া পাতাল, চলিলেন ভোগবতী॥ প্রবল তরংগা, চলিল গংগা, ভৈরব কর্ম্মনাশা। ধাইল দ্রুতপদ, সংগে মহানদ, বাহুদা চলে বিপাশা॥ আমোদর দামোদর, ধাইল দারুকেশ্বর, শিলাই চন্দ্রভাগা। দানাই কুরাই, ধাইল দুই ভাই,

দগড়ির খান্ বগা। ধাইল ঝুমঝুমি, করিয়া দামাদামি, ফিরাই ধরাই সঙ্গে। চলিল তারা জুলি, পুষ্কর কুতুহলী, রত্না চলিল রঙ্গে। ধাইল বরুণা, চলিল যমুনা, অজয়া সরস্বতী। চলিল কুন্তী, বাঁকা ধায় গোমতী, সরযূ বংশাবতী॥ দ্বিজ অবহংসে, পালধি বংশে, নৃপতি রঘুরাম। শ্রীকবিকঙ্কণ, কহয়ে নিবেদন, অভয়া পুরাও তার কাম।

পয়ার। ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর। উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর॥ নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগণ মণ্ডল। চারি মেঘে বরিষে মুষল ধারে জল॥ নদী জলে বৃষ্টি জলে উথলে মগরা। কূল যুড়ে বহে জল একাধার ধরা॥ করি কর সমান বরিষে জল ধারা। জলে মহী একাকার নদী হৈল হারা॥ দিবানিশি সম চারি মেঘের গর্জ্জন। কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন॥ পরিচ্ছেদ নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী স্মরয়ে সকল লোক জৈমিনিং॥ চৈছ ঘরে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল। ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল॥ চণ্ডীর আদেশে বীর ধায় হনুমান। ডিঙ্গার ছাউনি ভাঙ্গে করে খান খান। ডিঙ্গায় ডিঙ্গায় বীর করে চুশা চুশি। কৌতুকে হাসেন জয়া সিংহ রথে বসি॥ সাধু ধনপতি বলে শুন কর্ণধার। বিষম সঙ্কটে পাব কি রূপে নিস্তার। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল। অরি হৈল দেবরাজ, বেঙ্গভড়কা পড়ে বাজ, বরিষে মুষল ধারে জল॥ ডিঙ্গা ফেরে যেন চাক, না পাই জীবন রাখ, নাহি জানি কোন গ্রহ ফল। নাহি জানি দিবারাতি, ঝড়ে ডিঙ্গা হর কাতি, ঝলকেং বহে জল॥ শিলা পড়ে যেন গুলি, ভাঙ্গয়ে মাস্তার খুলি, বেগে যেন জম বাজে কাঁড়। বিষম জলের ভয়, প্রাণ স্থির নাহি হয়, দাঁড়িতে ধরিতে নারে দাঁড়॥ দুঃসহ বিষম ঝড়ে, গাছ উপাড়িয়া পড়ে, দুকুল যুড়িয়া বহে ফেণা। কহ কর্ণধার ভাই, কি মতে নিস্তার পাই, ভাবে সর্প উচ করি ফণা॥ ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে, বৃষ্টি জলে ডিঙ্গা বুড়ে, সংশয় জীবন মগরাতে। শুন ভাই কর্ণধার, নাহি দেখি প্রতিকার, জলে অহি ভাবে শতেং॥ দেখহ নায়ের পাশে, হাঙ্গর কুম্ভীর ভাসে, ভয়ঙ্কর বিকট দশন কাণ্ডার উপায় বল, দেখি যে প্রবল জল, আজি দেখি সংশয় জীবন। ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা, স্মরণ করয়ে গঙ্গা, অন্তকালে ভজ পশুপতি। পড়িয়া বিষম ফান্দে, শঙ্কর বলিয়া কান্দে, হৃদয়ে ভাবয়ে ধনপতি। মহামিশ্র ইত্যাদি।

পয়ার। স্মরণ করিল চণ্ডী পবন নন্দন। অন্তরীক্ষে আইল বীর দেবীর সদন॥ ভ্রূটিকান দেখি বীরের বদরীর পাতা। শ্রীফল সমান হৈল হনুমানের মাথা॥ অভয়ার সন্নিধানে নোয়াইল মাথা। কি কার্য্য করিব কহ হেমন্ত দুহিতা॥ সমুদ্র শুষিব কিবা পাড়িব আকাশ। সুমেরু তুলিব কিবা ধরিব হুতাশ॥ অভয়া বলেন বাছা শুনহ উত্তর মোর সহ বাদ ধনপতি সদাগর॥ লঙ্ঘেছে আমার বারি শুন হনুমান। ছয় খানি ডিঙ্গা ডুবাও মোর বিদ্যমান॥ এমন আরতি পেয়ে বীর হনুমান। এক এক লাফেতে ডিঙ্গা ডুবায় দুই খান॥ দুই খান ডিঙ্গা তার জলে ডুবে গেল। ধনপতি বলে মোর বিবাদ ঘুচিল॥ শিবকে স্মরিয়া তবে বলে সদাগর। পাঁচ ডিঙ্গা লয়ে যাব সিংহল নগর॥ পুনরপি ক্রোধিত হইয়া হনুমান। লাফ দিয়া ডুবাইল আর দুই খান॥ পশু-পতি স্মরিয়া সে সদাগর বলে। আর কি করিতে পারে মগরার জলে॥ পুনরায় ক্রোধিত হইয়া হনুমান। একে একে ডুবাইল ডিঙ্গা ছয় খান॥ হাঁস ডিম্ব প্রায় যেন মধুকর ভাসে। ঝলকে ঝলকে পানি হয় চারি পাশে॥ ঘুরনিয়া ঝড়ে ডিঙ্গা ঘন দেয় পাক। পাকে ফিরে ডিঙ্গা যেন কুমারের চাক। বরুণে ডাকিয়া মাতা দিল গুয়া পান অঙ্গীকার কর বাছা মোর বিদ্যমান॥ শ্রীদাম সুদাম যত গোপের বাসকে। লইলেন প্রজাপতি আপন পালকে॥ তেমনি রাখিবে মোর নায়ের মকর। মগরায় রাখ ডিঙ্গা জলের ভিতর॥ নাহি হবে দ্বাদশ বৎসর রোগ শোক। এ কর্ম্ম করিলে হই পরম

সন্তোষ। যে সকল আজ্ঞা মোরে করিলা ভবানী। আজ্ঞা অনুসারে কর্ম্ম করিব আমি পরি। সবে মাত্র রাখিল সাধুর মধুকর। গাইল পাঁচালি শ্রীমুকুন্দ কবিবর॥

অথ কালীদহে মকরে কামিনী রূপে ধনপতি সদাগরকে ছলনা।

ত্রিপদী। পদ্মা কেনবা আনিল মদ নদী। ডুবাইল সাধুর নায়, শঙ্কর শুনিলে পায়, তখন করিব কোন বুদ্ধি॥ হয় সাধু শুদ্ধ মতি, নিত্য পুজে পশুপতি, এক ভাবে সেবক বৎসলে। সাধু সনে কৈল বাদ, হৈল বড় পরমাদ, ছয় ডিঙ্গা ডুবাইনু জলে॥ নিত্য সেবে প্রভু হর, তারে মোর বড় ডর, ব্রহ্মবধ সব তার বধ। সদাগরে দিলে দুঃখ, প্রভু না দেখিবে মুখ, পদে পদে আমার বিপদ॥ শুনেছি শঙ্কর স্থানে, দেবগণ বিদ্যমানে, আগে ধনপতির গমন। বাজ বৃষ্টি শিলা পড়ে, যদি সাধু মরে ঝড়ে, দূর হবে আমার মনন॥ যত মদনদীগণ, মেঘে দেয় বিসর্জ্জন, মন্দিরে চলহ হনুমান। শিব পদে দিয়া মতি, সুখে যাউক ধনপতি, নিজ মুখে করহ প্রয়াণ। মহামিশ্র ইত্যাদি।

পয়ার। ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চণ্ডীর কৃপায়। ডিঙ্গা বেয়ে সদাগর দ্রুতগতি যায়॥ ডাহিনে বামে এড়াইল কত কত দেশ। সঙ্কেত মাধবে দেখে সোণার মহেশ॥ প্রণমিয়া সঙ্কেত মাধবে প্রদক্ষিণ। ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিন॥ দক্ষিণে মেদিনী মল্ল বামে বীর খানা। কেরয়ালের ঝম ঝমি নদী যুড়ে ফেণা॥ কামহট্টা ধূলিগ্রাম পশ্চাত করিয়া। অঙ্গর পুরের ঘাট খান বাম দিগে থুয়া॥ ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণ-ধারে। রাত্রি দিন বায়্যে যায় হারমদের ডরে॥ গমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে। প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে॥ কনক রচিত চক্র রূপার শিখর। উড়িছে শতেক হাত নেত মনোহর॥ বহিত্র বান্ধিয়া ঘাটে বেণের নন্দন। এখানে করিব আজি প্রসাদ ভোজন॥ রাজ রাজেশ্বরে শত দণ্ডবৎ হয়ে। চলিলেন সদাগর প্রসাদান্ন খেয়ে বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর। হাতে দণ্ড কেরয়ালে বসিল গাবর॥ চিঙ্গড়ি দহেতে ডিঙ্গা দিল দরশন। গোঁফ উভ করে যেন উলুখড় বন॥ সদাগর বলে শুন কাণ্ডার খুল্লনা। মধ্য গাঙ্গে দেখি কেন নলখড়ি বন॥ কর্ণধার ছিল তাহে বুদ্ধিতে আউল। সেই দহে ফেলে দিল গুড় চাউলি॥ সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া। কাকড়া দহেতে ডিঙ্গা উত্তরিল গিয়া॥ নৌকার পশ্চাতে কেরয়ালের ঘা পায়। দাড়ায় ধরিয়া তার বহিত্র রহায়॥ শৃগালের ডাক তথা কাণ্ডার করিল। সেই দহ সদাগর বাহিয়া চলিল। বুদ্ধি বলে যায় সাধু বহিত্র বাহিয়া। সর্প দহেতে ডিঙ্গা উত্তরিল গিয়া॥ সুবুদ্ধি কাণ্ডার তাহে বুদ্ধি সৃজিয়ে। ঈসারমূল লৈয়াছিল নৌকায় বান্ধিয়ে॥ সর্পদহ সদাগর করি তেয়াগন। কুম্ভীরের দহে ডিঙ্গা দিল দরশন॥ নৌকার পাশেতে কেরয়ালের ঘা পায়। খাজুরের গাছ যেন ভাবিয়া বেড়ায়॥ ধনপতি বলে শুন কর্ণধার ভাই। এ সব বিষম দহ কেমনে এড়াই॥ কর্ণধার ছিল তাতে বুদ্ধিতে আগল। সেই দহে ফেলে দিল পোড়ায়ে ছাগল॥ সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া। কড়িয়া দহেতে সাধু উত্ত-রিল গিয়া॥ নৌকার পাশেতে কেরয়ালের ঘা পায়। পুঁটী মৎস্য সম কড়ি লাফায়ে বেড়ায়॥ সদাগর বলে শুন কর্ণধার ভাই। তুমি যদি মনে কর পুঁটী মৎস্য খাই॥ কর্ণধার বলে সাধু তুমি বড় চাসা। কভু নাহি কর তুমি বাণিজ্য ব্যবসা॥ জুয়ার ভাটা বুঝিয়া লোহার বাড় দিল। পায়ে মোজা দিয়া তারা কড়ি বন্দি কৈল॥ কুলেতে করিয়া খাত পুঁতিয়া রাখিল। রাম কলার গাছ পুঁতে নিশানি থুইল॥ সেই দহ সদাগর কৈল তেয়াগন। শঙ্খ দহেতে ডিঙ্গা দিল দরশন॥ নৌকার পাশেতে কেরয়ালের ঘা পায় রুই মৎস্য সম শঙ্খ লাফায়ে বেড়ায়॥ ধনপতি বলে শুন কর্ণধার ভাই। তুমি যদি মনে কর রুই মাছ খাই॥ তুমি নাহি জান সাধু গাঙ্গের আদি মূল। ইহাকে ত বলি

সাধু শঙ্খ দহ কুল॥ লোহার জালেতে তারা শঙ্খ বন্ধি কৈলা। কুলেতে করিয়া খাদ শঙ্খ রাখি দিল॥ সেই দহ সদাগর ত্বরিতে বাহিয়া। হাদিয়া দহে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া॥ হাদিয়া দহের কিছু শুনহ কাহিনী। যার মাবয় বেয়ে যায় দশ যোজন পানি॥ তাহার উপরে গাছ গরু মানুষ বলে। হ্রদে ঠেকে রহে সাধু ডিঙ্গা নাহি চলে॥ কুড়ালি কাটারি ডিঙ্গার আগেতে বান্ধিয়া। বুদ্ধি বলে যায় সাধু হাদি দহ দিয়া॥ হাদি কাটিয়া পার হৈল বুহিত্তাল। বাম দিকে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥ সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া। চলিলেন সদাগর বহিত্র বাহিয়া॥ চিত্রকুট পর্ব্বত যথা যক্ষ রাজার দেশ। সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ॥ মোহনে সিতাজনি প্রবেশে হাড় খায়। ত্যাগ করি গেল সাধু লঙ্কার মোহন॥ অনঙ্গ সাগরে রহিতে নাহি স্থল। পথিকে জিজ্ঞাসে কত দূরেতে সিংহল॥ রাত্রি দিন বাহে সাধু তিলেক না রয়। উপনীত সদাগর হৈল কালীদয়॥ পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া। ধনপতি ছলিবারে পাতিলেন মায়া॥ আপনি করিল মায়া হরের বনিতা। চৌষট্টি যোগিনী হৈল কমলের পাতা॥ অমল কমল হৈল পদ্ম করিবর। ভাবিতে লাগিল শতদলের উপর॥ পুষ্পের ধনুকে মাত্তা পুরিল সন্ধান। ধনপতি হৃদয়ে মারিল পঞ্চবাণ॥ মোহ গেল ধনপতি নায়ের উপর। চেতন করিল তারে গাঠের গাবর॥ রাজ পদ্মিনী দেখি কমলের বনে। কন্যারে ধরিয়া আনি রাখে কোন জনে॥ কাণ্ডার বলয়ে হে অবোধ সদাগর। কোথায় দেখিলে কমল কামিনী কুঞ্জর॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। অপরূপ হেরে আর, দেখ ভাই কর্ণধার; কামিনী কমলে অবতার। ধরি রামা বাম করে, উগরয়ে করিবরে, পুনরপি করয়ে সংহার॥ কমল কনক রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী, মদন সুন্দরী কলাবতী। সরস্বতী কিবা রমা, চিত্র লেখা তিলোত্তমা, সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥ রাজহংস রব জিনি, চরণে নূপুর ধ্বনি, দশ নখে দশ চন্দ্র ভাবে। কোকনদ দর্প হরি, বেষ্টিত যার কবরী, অঙ্গুলী চম্পক পরকাশে॥ অধর বিম্বক বিন্দু, বদন শারদ ইন্দু, কুরঙ্গ গঞ্জন বিলোচন। প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দূর ফোটা; তনু রুচি ভুবনে মোহন॥ অতি কৃশোদর তার, জিনি দুই কুচ ভার, নিবিড় নিতম্বদেশ ভার। বদন ঈষদ মিলে কুঞ্জর উগরে গিলে, জাগরণে স্বপন প্রকাশ॥ দেখি সাধু শশি মুখি, কর্ণধারে করে সাক্ষি, কর্ণধার করে নিবেদন॥ করি পদ্ম শশী মুখি, আমি কিছু নাহি দেখি; বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পয়ার। হেদেরে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি। কহিব রাজার আগে সবে হও সাক্ষি॥ প্রামাণিক বলিয়া গভীর বহে জল। ইথে উপজয়ে ভাই কেমনে কমল॥ কমলিনী নাহি সহে তরঙ্গের ভার। তরঙ্গের হিল্লোলে করয়ে থর থর॥ নিবসে পদ্মিনী তায় ধরিয়া কুঞ্জর। হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর॥ হেলায় কমলিনী উগরে যূথনাথে। পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে॥ পুনরপি রামা তার করয়ে গরাস। দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস॥ পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন। কহিব রাজার আগে সব বিবরণ॥ বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর। নিকটে হইল রাজা সিংহল নগর॥ অজয় বিজয় দিয়া করিল গমন। রত্নমালার ঘাটে গিয়া দিল দরশন॥ গোঁজে বান্ধি রাখে ডিংগা লোহার সিকলে। বাদ্য করি সদাগর উঠিলেন কূলে॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

মালঝাঁপ। কুলে উঠে বায়ো পাইক বাজায় বাজনা। সিংহল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, চমকিত সর্ব্বজনা॥ ঘন বাজে দামা, চমকিত সামা, তবকি তবকে রোল। পাইকে দেয় উড়া পাক, বাজায় বীর ঢাক, কার কেহ নাহি শুনে বোল॥ বরংগ তুরি ভেরি, দোসারি মোহরি, ঘন২ বাজে বিরকালি। সিংগা সানি কাড়া, ঘন বাজে পড়া, কর্ণেতে লাগিল তালি॥ ডিণ্ডিমি ডম্বুর, পুরয়ে অম্বর, ঘন বাজে জগঝম্প।

বাজায় সারি, রণজয় বেণী, সিংহলে উঠিল কম্প ।। খেলে পাইক বাঙ্গালি, খাণ্ডা ফলা বিজুলি, কেহ বিন্ধে পুতিয়া রেঙ্গা। মুগুলি করিয়, ধায় রায় বাঁশিয়া, কেহ ধায় ফিরিয়া সেজা।। পাইকের কুল২, ভরিল সিংহল, সিংগা কাড়া টমক নিশান। সুভট্ট ভয়ঙ্করী, সঘনে ছোছোন্দরী, গগণে ছাবে শিখি বাণ।। খাটায়ে তাম্বুর ঘর, বসিল সদাগর, পরিসর নদীর কুলে। দিবানিশি ডাকে, সিংহল কাঁপে, পরিজন রহে তরুতলে।। মধ্যাহ্ন কীর্ত্তি, করিল ধনপতি, শুনেন আগম পুরাণ। শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন, অভয়ে পুরাও তার কাম।

রত্নমালার ঘাটে কোটালের সহিত সদাগরের বচসা।

পয়ার। রত্ন মালার ঘাটে শুনি দামামার ধনি। পঞ্চ পাত্র চমকিত হৈল নৃপমণি কোটাল২ ডাক পড়ে ঘনে ঘন। আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন।। দেশ লুটে খাসি বেটা দেশের বিধাতা। ভাল মন্দ নাহি দেহ দেশের বারতা।। রত্নমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন। বারতা জানিয়া শীঘ্র কর নিবেদন।। ঘর দল হয় যদি আন মোর পূর। পর দল হয় যদি মেরে কর দুর।। বৈদেশি হয় যদি আন মোর ঠাঁই। মেরে কর দুর যদি না মানে দোহাই।। গজস্কন্ধে কালুদত্ত যায় ধাওয়া ধাই। কুলেতে উঠিতে দেয় রাজার দোহাই।। ঘরদল পরদল নাহি জানি তোমা। প্রবেশি রাজার পুরে কেন বাজাও দামা।। নাহি ঘরদল আমি নাহি পরদল। বেদেশি সাধু আমি এসেছি সিংহল।। রহিব তোমার দেশে যদি প্রীতি পাই। নতুবা ভাসিব জলে কি করে দোহাই।। মোর শিরে দায় যদি হয় ডাকা চুরি। পঞ্চাশ কাহন চাই আমার দিগারি।। তোর দেশে আসি আমি নাহি খাই জল। কি কারণে দুই চক্ষু করিলি পাকল। সাধু নহ চোর তুমি মিছে তোর ভরা। প্রবেশিয়া রাজপুরে ডাকা দিবে পারা। সাধু বলে যেই চোর নাহিক পাণ্ডরা। দেখহ সকল লোক আপনার পারা। প্রীতি বাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার। কোটালে ইনাম দিতে কৈল অঙ্গীকার।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ভেট লইয়া সিংহলাধিপতির নিকট ধনপতির গমন।

ত্রিপদী। করিয়া যুকতি, সাধু ধনপতি, চিত্তেতে করিয়া ভাবনা। আনন্দে সদাগর ভেটিব নৃপবর, ভেট ঘাট করি নিল জনা। কলা নিল মর্ত্তমান, দেসালিয়া গুয়া পা'ন, আম্র পনস নারিকেল। শালি তণ্ডুল গাছে বান্ধে, নানা ফুল বাস বান্ধে, খাসা চিনি লাডু গঙ্গাজল।। বারমেসে পাকা তাল; করুণা কমলা কামরাল, পিণ্ডীখাজুর দেখিতে সুন্দর।। রাজ হংস পুরি খাঁচা, জোড়া কপোত বাছা, হরিণ লইল কালসার।। চাম ঠুলি ঢাকি আঁখি, লইল শোচন পাখি, ভল্লুক ব্যাঘ্র শীকারি কুক্কুর ছাগ খাসি ঘোড়া ভেড়া, জিন সহ জাতি ঘোড়া; পৃথিবীতে নাহি পড়ে খুর। শিখি পুছে বিরাজিত, মণি, মুক্তা উপনীত, আতপত্রে শোভে রাঙ্গা ডাঁটী। এক শত পঞ্চাশ ভেট, কম্বল গড় বাস ভোট, ময়ূর পাখা গঙ্গাজলি পাটী।। আগে পিছে যায় ভার, দেখি লোক চমৎকার, চেয়ে রয় পাটনের লোকে। সদাগর পিছে নড়ে; হাঁচি জেঠি বাধা পড়ে, দুঃখ ভাবে বিধির বিপাকে।। তাড় বালা কানে সোণা, নেত পটু বাঁক ছাতা, আছে পাছে পাইক যোগায়। রাজার সভায় আসি, প্রণাম করিয়া বসি, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায়।।

ত্রিপদী। করি সম্ভাষণ, বেণের নন্দন, রাখি বদলের সাজ। দেখিয়া বিস্ময়; চাহে পরিচয়, নৃপতি সিংহল রাজ।। করি অবগতি শুন নরপতি, গৌড়দেশে মোর বাস। বিক্রম কেশরী, সাজি সাত তরী, পাঠাইল তোমার পাশ।। চামর চন্দন, আনি নানা ধন, নাহিক রাজ ভাণ্ডারে রাজ আজ্ঞা পেয়ে, আইনু সিন্ধু বেয়ে, তোমার এই সফরে গন্ধবেনে জাতি, উভজয়নি স্থিতি, দত্তকুলে উৎপত্তি। অজয়ের তটে, গঙ্গার নিকটে

বসি নাম ধনপতি।। রাজা মহাশয়, চাপে ধনঞ্জয়, প্রজার পালনে রাম। প্রতাপে অসীম, মল্লে যেন ভীম, দস্যু চোরে সবে বাম। পণ্ডিতে সৎকবি, তেজে যেন রবি, কারণ সমান গানে। সুমতি সুস্থির, সহ যুধিষ্ঠির, কল্পতরু সম দানে।। রাজা রঘুনাথ ইত্যাদি।

মালঝাঁপ। বদলাতে নানা ধন এনেছি সিংহলে। যে দিলে যে বদল পাবে শুন কুতুহলে। লবঙ্গ বদলে তুরঙ্গ দিবে নারিকেল বদলে শঙ্খ। বিড়ঙ্গ বদলে বঙ্গ দিবে সুণ্ঠার বদলে টঙ্ক। তুরঙ্গ বদলে মাতঙ্গ দিবে পায়রার বদলে শুয়া। গাছ ফল বদলে জায় ফল দিবে বয়ড়ার বদলে গুয়া।। সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল দিবে গুঞ্জার বদলে পলা। পাটশোণ বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা।। লবঙ্গ বদলে সৈন্ধব দিবা জোয়ানি বদলে জিরা। আকন্দ বদলে মাকন্দ দিবা হরিতাল বদলে হীরা।। চত্রের বদলে চন্দন দিবা পাগের বদলে গড়া। সুক্তার বদলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে ঘোড়া। হরিদ্রা বদলে গোরোচনা দিবে শূলফার বদলে মেথি। আফিঙ্গ বদলে হিঙ্গ দিবে যোড়ের বদলে ধূতি।। চিনির বদলে দানা কর্পূর আলস্তার বদলে নাটি। সগল্লাথ পামরি কম্বল পরি বদল করিবা পাটি।। জব খড়িয়া সরসা মাড়োয়া তিল মুগ লইয়া ছোলা। কিনিয়া বহুতর এনেছি সফর বদলে পেতেছি গোলা।। মাষ মুসুর তণ্ডুল বদরী বরবটি পাটুনা চিনা। বলদে শকটে ঘৃত তৈল ঘলে বহুতর এনেছি কিনা। জগদেব ভংসে পালধি বংশে নৃপতি রঘুরায়। শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন অভয়ার পুরস্তার কাম।

পয়ার। বদলের সজ্জা রাজা কৈল অঙ্গীকার। শতেক কাহন দিল রন্ধন ব্যভার।। সাধুকে তুষিল রাজা কুসুম চন্দনে। বিদায় করিয়া দিল রন্ধন ভোজনে।। অগ্নিশর্ম্মা নামে দ্বিজ রাজ পুরোহিত। রাজার সভায় আসি হৈল উপনীত।। আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজ বসিল কম্বলে। হাস্য পরিহাস্য কথা কহে কুতুহলে।। চারিদিকে দেখিয়া ভেটের আয়োজন। সহাস্য বদনে কথা নৃপে জিজ্ঞাসন।। আজি ভেট দ্রব্য রায় দেখি চারি ভিতে। মনোহর নানা দ্রব্য পাইলে কোথাতে।। গৌড় হইতে আইল সাধু নাম ধনপতি। নানা ধন দিয়া মোরে করিল প্রণতি।। ইহা শুনি অগ্নিশর্ম্মা বলে অতি রোষে। ব্রাহ্মণ বসতি কেন করে এই দেশে।। বিধি ব্যবস্থার বেলা আমি প্রতিদিন। কার্য্য কারণের বেলা আমি উদাসীন। পঞ্চ পাত্র মিত্রে রাজা নাস্তা করে হেট। আমি সবে বঞ্চিত সবার কোলে ভেট।। এত বলি অগ্নিশর্ম্মা যায় সভা ছাড়ি। প্রবোধে করিল পাত্র তার পায়ে পড়ি।। রাজার আদেশ পুন কালুদত্ত পায়। পুনরপি আসে সাধু রাজার সভায়।। পণ্ডিত জিজ্ঞাসে তারে দেশের বারতা। কিবা নায়ে তটে আইলে কহ সাধু কথা।। অঞ্জলি করিয়া সাধু করে নিবেদন। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।

ত্রিপদী। রাজার আরতি পায়্যা, সঙ্গে সাত তরি লৈয়া, নদনদী সিন্ধু মহালয়। অবধান কর ভূপ, যে দেখিনু অপরূপ, কহিতে পুরাণে বাসি ভয়।। সঙ্গে সাত তরি লৈয়া, আইনু অজয় বেয়া, উপনীত ইন্দ্রাণীর ঘাটে।। ধোত হরিপদ দ্বন্দ্বা, বাহিল অলকনন্দা, কুতুহলে আইল গীত নাটে।। ডানি বামে যত গ্রাম, তার কত লব নাম, উপনীত ত্রিবেণীর তীরে। প্রভাতে করিয়া স্নান, যথা বিধি পিণ্ডদান, ঘটে পুরে নিল গঙ্গানীরে।। রাত্রিদিন বাহি যায়, উপনীত মুগরায়, ঝড় বৃষ্টি হইল বহুতর। ছয় ডিঙ্গা হৈল হত, যে দুঃখ কহিব কত, রক্ষা পাইল এক মধুকর।। জাহ্নবী সাগর সঙ্গ, পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গ, বাহিল পরাণ করি হাতে। ডানি ভাগে নীলগিরি, সিন্ধু তটে অবহরি, দেখিলাম প্রভু জগন্নাথে।। কেবল দুঃখের পথ, বাহিলাম নানা মত, উপনীত হইনু সিংহলে। সুধন্য সিংহলদেশ, কালীদহে পরবেশ, জল আচ্ছাদিল শতদলে।। কালী-

দন্তের জলে, কুমারী কমল দলে, গজ গিলে উগারে অঙ্গনা। অতি কৃশোদরি বালা, মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা: শশিমুখী খঞ্জন লোচনা॥ সাধুর বচন শুনি, রোষ যুক্ত নৃপমণি, চাহে মহা পাত্রের বদন। রচিয়া ত্রিপদীছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, শুনিয়া হাসেন সর্ব্বজন।

পয়ার। সাধুর বচনে শালবান নৃপ হাসে। রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উপহাস ভাসে বিদেশে আসিয়া সাধু পাইলে তরাস। কি ভাগ্য তোমার ডিঙ্গা না কৈল গরাস॥ সাধু বলে স্থানে মনে কর অবলম্ব। গজ কন্যা সাক্ষি আজি করহ বিলম্ব॥ শ্রীমুখের আজ্ঞা যদি কর নৃপবর। কনক কুমুদে পারি ছায়া দিতে ঘর॥ বাঁধিয়া আনিত করী কমল কামিনী। কহিল তোমারে ভয় নৃপ চূড়ামণি॥ রাজ সভা যোগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড। ধর্ম্ম শাস্ত্র বিচারে উচিত হয় দণ্ড। সাধু বলে যদি মিথ্যা আমার বচন। লুটিয়া লইবে মোর বহিত্রের ধন॥ দ্বাদশ বৎসর বন্দী নিগুড় বন্ধনে অবধানে শুন রায় দণ্ড মূলক্ষণে রাজা বলে যদি সত্য তোমার বচন। অর্দ্ধ রাজ্য দিব আর অর্দ্ধ সিংহাসন। এই বাক্য বল রাজা সভা বিদ্যমান। প্রতিজ্ঞা করিল রাজা ইথে নাহি আন॥ রাজা সাধু মিলি কৈল প্রতিজ্ঞা পুরণ। সভী পত্রে লিখন করি সভাজন। অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

কমলে কামিনী দর্শনার্থে সদলবলে রাজা ও ধনপতির গমন।

ত্রিপদী। অপরূপ কথা শুনি, শালবান নৃপমণি, সাজ বলি পড়িল ঘোষণা। কমলে কামিনী বেশে, কুঞ্জর উগারে গ্রাসে, শুনি পুরে ধায় সর্ব্ব জনা॥ শৃঙ্গ শঙ্খ উচ্চরোল, কত বাজে ঢাক ঢোল, কাড়া পড়া মৃদঙ্গ করতাল। ডম্ফ মুহরি বাজে, বীর কালী তায় সাজে, নানা বাদ্য বাজায় বিশাল॥ গজ পৃষ্ঠে বাজে দামা, সাজিল রাজার মামা, আড়ম্বরে পুরিল গগন। ধবল চামর ছটা, উরুকাল ঘুঙ্গুর ঘটা; গণ্ডস্থলে সিন্দূর মণ্ডন করি পৃষ্ঠে নরপতি, মাথায় ধবল ছাতি; চারিদিকে পাত্রের পয়ান। যবন কিরাত শেক, আগুদলে তুরুবক, ঘোরসানি মগল পাঠান॥ আপনার নিজ দল, অন্ট শত মল্ল বল, ভুগ্রে রাজা করিল পয়ান। লৈয়া আপনার সেনা, আগুদলে থানা থানা, ঘন শিঙ্গা ঠমক নিশান। সাজ বলি পড়ে রা, সাজিল রাজার মা, কালীদহে কমল উপর। দাস দাসীগণ সঙ্গে, চলিল পরম রঙ্গে, দেখিবারে কামিনী কুঞ্জর॥ সঙ্গে নবলক্ষ দলে উত্তরিল নদী কাল, নাবিক জোগায় নৌকাশয়। নৃপতি চড়িল নায়, কুঞ্জর দেখিতে যায়, উপনীত হৈল কালীদয়॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

পয়ার। কালীদহে উপনীত হৈল নরপতি। চারিদিকে মহাপাত্র করিয়া সংহতি॥ ধনপতি সদাগরে বলে নৃপবর। দেখাহ কমল সাধু কামিনী কুঞ্জর॥ হাসিয়া সিদ্ধান্ত করে সাধু ধনপতি। ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহামতি॥ দেখিনু যতেক আমি এক মিথ্যা নয়। আছিল যে কমল ঢাকিল তব নায়॥ আমার বচনে রায় কর অবধান। কাণ্ডারি আমার সাক্ষি আছয়ে প্রমাণ॥ আইস রে কাণ্ডার সত্য বলরে আমারে। তুমি কি দেখিলে কমলকামিনী কুঞ্জরে। সত্যবাক্য স্বর্গযায় মিথ্যা যদি নয়। কেন মিথ্যা হেতু নাহি কেহ করে ভয়॥ তীর্থ যজ্ঞদানে হয় পিতার উদ্ধার। মিথ্যা বাক্য নরকে নাহিক প্রতিকার। পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ। গয়ায় করে পিণ্ডদান ধরে তিল কুশ॥ সেই ফল পায় যেবা কহে সত্যবাণী। কহিল পুরাণে শুক ব্যাস মহামুনি। সত্য বাণী সম ধর্ম্ম না শুনি শ্রবণে। অসত্য সমান পাপ নাহি ত্রিভুবনে॥ অবনী বলেন আমি সবাকারে কই। মিথ্যা যেবা বলে তার ভার নাহি সই॥ জলে দাণ্ডাইয়া বল পূর্ব্বমুখ হয়ে। একানই পুরুষ তোর আছে দাঁড়াইয়ে॥ মিথ্যা বাক্য যদি কহ হবে ফলাফল। নরকে পচিবে যাবৎ চন্দ্র দিবাকর। রাজার বচন শুনি বলে কর্ণধারে। আমি নাহি দেখি হেতা কামিনী কুঞ্জরে॥ রাজা বলে সাক্ষি হৈল ধর্ম্মার্থকারিণি। আপন সাক্ষিতে বেটা হারিল আপনি॥ সবে সাক্ষি করি রাজা বান্ধে সদাগরে। রাজ বাক্যে নগরীশ্বর লুটে মধু করে॥

অথ সিংহলে ধনপতির কারাবরোধ।

পয়ার। নৃপতির আজ্ঞা পায় কাল নিশীশ্বরে। ঢেকা মারি সদাগরে লয় কারাগারে॥ নায়ের বাঙ্গাল কাঁদে নায়ের নফর॥ আর না যাইব ভাই উজানি নগর॥ শওয়া ক্রোশ ঘর খান একটী দুয়ার। দিবস দুপরে দেখি ঘোর অন্ধকার॥ বন্দি দেখ সদাগর বলে ভাই ভাই। ইসারয্য আমারে দেহ এক টুকী ঠাই॥ গলায় জিঞ্জির দিল চরণে নিগড়। বুকে তুলে দিল তার জগদল পাত্তর। জটে ধরি দিয়া তার বান্ধিলেক চালে। নড়িতে চড়িতে তারে পোতা মাঝি মারে॥ বন্দিতে রহিল তবে বেণের নন্দন। কৈলাসেতে জানিলেন চণ্ডী দেবগণ। ব্রাহ্মণী বেশেতে বসি সাধুর শিয়রে কৃপা করি ভগবতী বলে ধীরে২॥ সাধু ধনপতি এখন সেব মহামায়া। সপ্ন কহেন মাতা শিয়রে বসিয়া। স্মরণ করিবে যবে ভবানী ভবানী। কালীদহে দেখাইব কমলে কামিনী॥ তুলে দিব মগরায় ডুবা ছয় নায়। ভরিয়া ত দিব ধন যত লাগে তায়॥ মণি মুক্তা প্রবালে পুরিয়া মধুকর। কিঙ্কর করিয়া দিব সিংহল ঈশ্বর॥ তোরে তবে বলি সাধু করিয়া দৃষ্টান্ত। চণ্ডিকা ভজিলে তবে হইবে ছাড়ান॥ হাটে সুতা বেচিবেক লক্ষপতির ঝি। সংক্ষেপে কহিনু তোরে আর কব কি॥ ধনপতি নিশি শেষে দেখিল স্বপন। সম্ভ্রমে স্মরয়ে সাধু গজেন্দ্র মোক্ষণ। যদি বন্দিশালে মোর বাহিরায় প্রাণী। মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি॥ হাসিতে লাগিলা দুর্গা সেবক বৎসল। দৃঢ় ভক্তি বটে ধনপতি সদাগর॥ পায়েতে ঠেলিল দেবী জগদল পাতর। বন্ধন উসাস তার করিল সত্বর॥ বান্ধিতে রহিল তথা বেণের নন্দন। ভিক্ষা করি পোষে তারে কাণ্ডার খুল্লনা॥ কোথা পেল ক্ষীর খণ্ড চিনি মর্ত্তমান। ক্ষুধা পাইলে সদাগর তণ্ডুল চিবান॥ কোন দিন বিনে লবণ নাহি মিলে তৈল। অনুদিন সাধুর হৃদয়ে বাজে শেল॥ কারাগারে সদাগর সিংহল পাটন। লহনা খুল্লনা নিয়ে শুনহ বচন॥ ত্বরায় চলিল চণ্ডী সাধু বন্দি করি। ব্রতদাসী আছে যথা খুল্লনা সুন্দরী॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

অথ খুল্লনার সাধভক্ষণ।

শুন দুয়া দাসী বলি তোমারে। এবে মোর মন কেমন করে॥ কহি নিজ সাধ শুনগো দাসি। পান্ত ওদন ব্যঞ্জন বাসি॥ বাত্তয়া টলটলি তেলেতে পাক। ডগি ডগি ভাল ছোলার শাক॥ মীনা চড়চড়ি কুমড়া বড়ি। সরল সফরী ভাজা চিঙ্গড়ি। যদি ভাল পাই মহিষা দই। ফেলি চিনি কিছু মিসায়ে খাই॥ পাকা চাঁপাকলা করিয়া জড়। খেতে মনে সাধ করেছি বড়। কনক থালেতে ওদন শালি। কাঁজির সহিত করিয়া মেলি॥ হেম কাঁজি ভুঞ্জে বনেতে তায়। কচি কচি মূলা বাগুণ তায়॥ আমড়া নোয়াড়ি পাকা চালিতা। আমসি কাসন্দি কুল করঞ্জা। খোড় ডুমুর ইচলা মাছে। খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে॥ হিয়া ধক ধক অন্তরে ভোক। মুখে নাহি রুচে এবড় শোক॥ মনে করি সাধ খাইতে পিঠে। নারিকেল ছাঁই খাইতে মিঠে॥ বসিতে উঠিতে ফিরয়ে মাতা। ঘন উঠে হাই এবড় ব্যথা॥ সখি সাধে যদি বাড়াই পা। আলুইয়া পড়ে সকল গা॥ দুগ্ধে তিলের গুড়ি মিসায়ে লাড়ু। দধির সহিত খুদের জাউ॥ চিঁড়া পাকাকলা দুধের সর। কহি দুয়া এই শুনগো আর। ঝুনা নারিকেল চিনির গুঁড়া। করি আপনার সাধের চূড়া॥ পতি পরবাসে তুমি সে ঘরে। কে সাধিবে মান কহিব কারে॥ কি কহিব আর অধিক মনে। শ্রীকবিকঙ্কণ সঙ্গীত ভণে॥

ত্রিপদী। বলগো কিবা সাধ খাইতে যায় মনে। কহনা খণ্ডিয়া লাজ, আনিব সাধের সাজ, ভাণ্ডারে নাহিক কোন ধনে॥ সমর্পিয়া হাতে হাতে, দূরে গেল প্রাণনাথে, তোমারে আমার বড় ডর। আসিবেন আজি কালি, এসে পাছে দেন গালি,

এই মনে ভাবনা অন্তর ॥ গর্ভের দেখিয়া ভর, শুয়ে থাকে নিরন্তর, সদাই বদনে উঠে হাই। দিনে দিনে বল টুটে, সদাই নেকার উঠে, নাহি জানি সত্য মিথ্যা বাই। সহিত দুর্ব্বলা সখি, লৈয়া তৈল আমলকী, স্নান কর গিয়া নদী জলে ॥ বল হয় অন্ন দুল, কার বলে নিবে শুল, দিন দিন দেখি জীর্ণ বলে ॥ লহনার কথা শুনি, খুল্লনা বলেন বাণী, আপনার শরীর সন্ধান। উমা পদাহিত চিত, রচিল নূতন গীত, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

দিদিগো এবে বড় সঙ্কট পরাণ। মাতা পিতা দূরে ঘর, স্বামী গেল দেশান্তর, তুমি সবে জীবন নিদান। গর্ভের দেখিয়া ভর, মনে বড় লাগে ডর, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি দিন দশ। যদি পাই আপন মত, খাই গ্রাস পাঁচ সাত, পোড়া মীনে জামিরের রস ॥ উদরে পরম ব্যথা, শুন দিদি দুঃখ কথা, ওদন ব্যঞ্জন বাসি বারি। যদি পাই পিঠে ঘোল, সকুল বদরী ঝোল, তবে খাই গ্রাস দুই চারি। লতা পাতা বন শাক; খরজালে করে পাক, সান্তলিবে জোঁয়ানি ফোড়ন দিয়া। সান্তল বরান তথি, দিবে হিং জিরে মেথী, বহিনের যদি কর দয়া ॥ রোহিত মৎস্যের ঝোল, ভাজিবে চিতল কোল, আম আদা দিয়া রান্ধ শাক। যদি কিছু পাই সুপ, আমে মুসুরির সুপ, আমসিতে প্রাণ পাই রাখ ॥ আমি যেন পাই সোণা, সকল মৎস্যের পোনা, গোটা কাশন্দী দিয়া তথি। হরিদ্রা রঞ্জিত কাঁজী, উদর ভরিয়া ভুঞ্জী, বন শাকে মিশাইয়া মেথী। মহামিশ্র ইত্যাদি।

অথ শ্রীমন্তের ভূমিষ্ঠ ও বাল্যখেলা।

ত্রিপদী। পূর্ণ হইল দশ মাস, ইন্দ্রসুতা গর্ভবাস, ভুঞ্জিল আপন কর্ম্ম ফলে। পশুপতি মারুত লড়ে, অনুক্ষণ ব্যথা পড়ে, লোটায় খুল্লনা মহীতলে ॥ সখি স্কন্ধে দিয়া কর, আস্যে যায় বাড়ি ঘর, কেহ অঙ্গে দেয় তৈল পানি। আনি কেহ প্রিয় সই, মুখে তুলে দেয় খই, খুল্লনা লহনায় বলে বাণী। হইল উদর ভারি, বসিতে উঠিতে নারি, শুইলে ফিরাতে নারি পাশ। চাহিতে না পারি হেঁট, সূচে যেন বিন্ধে পেটে, দূর হৈল জীবনের আশ ॥ সংশয় জীবন আশা, হইল মরণ দশা, বুকে পিঠে বিন্ধে যেন বাণ। শত তঙ্কা বলি আমি, মোরে দয়া কর তুমি, জীবনে আমার নিদান। আমার বচন শুন, পড়শী ডাকিয়া আন, যেবা জানে প্রসব সন্ধান। খুজিয়া নগরে জ্ঞানী, করগো ঔষধ পানি, খুল্লনার রাখহ পরাণ ॥ খুল্লনার শুনি কথা; লহনার লাগে ব্যথা চলে রামা নগর ভিতর। সেবকে সন্তাপ খণ্ডি, ব্রাহ্মণীর বেসে চণ্ডী, উরিলেন লহনা গোচর। কি কব পুণ্যের লেখা, লহনার সনে দেখা, পড়ে রামা ব্রাহ্মণীর চরণে। কৃপা করি ঠাকুরাণি, যে জান ঔষধ পানি, খুল্লনার রাখহ জীবনে। জানি জিজ্ঞাসে মাতা শুনহ প্রসব কথা, কপটে মন্ত্রিত কৈল্য জল। কেবল পুণ্যের ফল, খুল্লনা পিয়েন জল কুমার পড়িল মহীতল ॥ রাত্রি দিন দুয়া সেবি, রচিল নূতন কবি, নূতন মঙ্গল অভিলাষে। উরগো কবির কামে, কৃপা কর শিব রামে, চিত্ররেখা যশোদা মহেশে ॥

পয়ার। ক্ষিতিতলে পড়ি শিশু করে ওঁয়া। কনকরুচির রূপ কি দিব উপমা ॥ নব শশী জিনি মুখ পঙ্কজ লোচন। কুন্দে নিরমিল যেন অভিন্ন মদন ॥ হরষিত দুয়া দাসী ধায় দ্রুতপদ। দুয়ারে বান্ধিল জাল বেত্র উপানদ ॥ ফাড়িয়া চালের খড় জালিল আউড়। দুয়ারে পূজেন ষষ্ঠী স্থাপিয়া গোমুড়ি ॥ তিন দিন করে রামা সুপথ্য পাঁচন। ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজা কৈল জাগরণ। সপ্ত দিনে সপ্ত ঋষি করিল অর্চ্চনা। অষ্ট দিনে অষ্ট কলাই করিল লহনা ॥ নয় দিনে মস্তা কৈল মনের হরিষে ষষ্ঠী পূজা কৈল তারে একত্রিশ দিবসে ॥ পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া পার্ব্বতী। কৌতুকে শ্রীমন্ত কোলে কৈল লঘু গতি। চিরায়ে খুল্লনা দেখে কোলে নাহি পো। সবারে জিজ্ঞাসে রামা চক্ষে পড়ে লো ॥ খুল্লনা বিপদ সিন্ধু করিয়া মার্জ্জনে। এত ভাবে

স্মরয়ে চণ্ডীর শ্রীচরণে ॥ বিরূপাক্ষি বিশালাক্ষি দেবী কাত্যায়নি। মহাতপা তুমি বলদেবের ভগিনী ॥ এত স্তুতি কৈল যদি খুল্লনা যুবতী। লহনার খট্যা তলে থুইল শ্রীপাত ॥ পুত্র পেয়ে আনন্দিত হইল খুল্লনা। শ্রীকবিকঙ্কণ গান করিয়া ভাবনা ॥

ত্রিপদী। দুর্ব্বলা গণক জনে, সত্ত্বরে ডাকিয়া আনে, দেখে তারা দীপিকা ভাস্বতী। পুরোধা পণ্ডিত জনে, অবধান দেহ মনে, দেখে তারা শিশুর জাওয়াতি ॥ মকরে ধরণী সুত, বৃষে চাঁদ গুরুযুত, মেষে মিথে প্রচণ্ড কিরণে। তুল ঘরে বৈসে রাহু, সূচয়ে কল্যাণ বহু, বুধ মিথে গুরুর ভবনে ॥ চাপ লগ্নে শনৈশ্চর, তুলা রাশে ভৃগুবর, মঙ্গল সূচন করে কেতু। শুভ যোগ কাল দণ্ড, ইথে জাত নহে ছণ্ড, পিতার উদ্ধারে হবে হেতু ॥ সকল বিদ্যায় ধীর, সত্য বাক্যে যুধিষ্ঠির, দানে হবে কর্ণের সমান। শুকদেব সম জ্ঞানী, কুবের সমান ধনী, দীর্ঘজীবি করিল কল্যাণ ॥ দ্বাদশ বৎসর কালে, ডিঙ্গা সাজি বুহিতালে, সিংহলেতে করিবে প্রবেশ। শালবান নৃপে দণ্ডি, পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী, করিবেক পিতার উদ্দেশ ॥ রূপ অভিনব কাম, ইচ্ছায় শ্রীপতি নাম, থুয়ে সবে চলিল ভবনে। দামুন্যা নগর বাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গানে ॥

খুল্লনাকৃত শ্রীমন্তের সোহাগ।

আয় রে আয় বাছা আয় রে আয়। কি লাগি কান্দে বাছা কি ধন চায় ॥ আনিব তুলিয়ে গগণ ফুল। একৈক ফলের লক্ষেক মূল ॥ সে ফলে গাঁথিয়ে পরাব হার। সোণার বাছা কেঁদোনা আর ॥ খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড পরাব চুয়া। কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া ॥ তুরঙ্গ রথ দন্তী যৌতুক দিয়া। রাজার দুহিতা করাব বিয়া ॥ শ্রীমন্ত চাপে মোর বিনোদ নায়। কুঙ্কুম কস্তুরি চন্দন গায় ॥ পালঙ্কে নিদ্রা যায় চামর বায়। শ্রীকবিকঙ্কণ সঙ্গীত গায় ॥

ত্রিপদী। দিনে দিনে বাড়েন শ্রীপতি। কেবল চণ্ডীর ক্রীড়া, নাহি রোগ ব্যাধি পীড়া, অন্ধকার হরে দেহ জ্যোতি। দেহের কনক বর্ণ, গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ, বিহঙ্গম রাজ জিনি নাসা। বিচিত্র কপাল ছটা, গলায় সোণার কাটা, কলকণ্ঠ জিনি চারু ভাষা ॥ জননীর কোলে নিন্দে, ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে, সাধু সুত করয়ে দেহালা। পল্লঙ্কায় ক্ষণেক দোলে, ক্ষণেক লহনা কোলে, ক্ষণে কোলে করয়ে দুর্ব্বলা ॥ মউনে ক্ষণেকে থাকে, ওয়াং ক্ষণে ডাকে, জননীর পরাণে কৌতুক। পতি নৃপতির দাস, গেল দীর্ঘ পরবাস, দেখিয়া পাশরে সব দুঃখ ॥ জন্মিল লোচন ফাঁদ, বদন শারদ চাঁদ, লোচন যুগল ইন্দীবর। কপাল বিশাল পাটা, সিংহ জিনি মাজা ছটা, অভিনব জিনি শক্তিধর। দুই তিন যায় মাস, উলটিয়া দেয় পাশ, আন বেশ সাধুর নন্দন। মাস যায় পাঁচ চারি, রূপে অতি মনোহারী, ছয় মাসে করায় ভোজন ॥ সাত আট যায় মাস, দুই দন্ত পরকাশ, আন বেশ দিবসে দিবসে। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, আল গোছি দেয় দশ মাসে ॥

পয়ার। এক বৎসরের যবে সাধুর নন্দন। করতালি দিয়া ফিরে নাচয়ে অঙ্গন ॥ দুর্ব্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত। আনন্দ পুলকে শিশু নাচে গায় গীত। পদাম্বুজে মল তার করে ঝিলিমিলি ॥ ক্ষণে২ রহি বালা দেয় করতালি ॥ ক্ষণেক পরয়ে ধড়া ক্ষণে শিরে পাগ। কনক রুচির অঙ্গে লেগেছে পরাগ ॥ মদন গঞ্জন রূপে ভুবনরঞ্জন ॥ খুল্লনার বক্ষি কৈল লোচন খঞ্জন ॥ আরদিন আন বেশ সাধুর নন্দন। কৌতুকে খুল্লনা দেয় ভূষণ চন্দন ॥ এক বৎসরে নিবড়িল দুই দরশন। তিন বৎসরের ছিরা বেণের নন্দন ॥ চারি বৎসরের যবে বেণিয়ার বালা। শিশুগণ সঙ্গে করে ভাগবত খেলা ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি

স্বামী আসিবেন ঘরে করিয়া ভাবনা। প্রতিদিন ভাগবত শুনেন খুল্লনা ॥ দিনে২ ভাগবত শ্রবণের কালে। কৃষ্ণ কথা শুনে ছিরা জননীর কোলে ॥ নগরিয়া শিশু সঙ্গে

নিত্য করে খেলা। কৃষ্ণ কথা অনুরূপে করে নানা ছলা ।। অনুরূপ কেহ নাই চরণ নিকটে। কৃষ্ণের আবেশে ছিরা ভাঙ্গল শকটে।। পুতনার স্নেহেতে কেহ দেয় বিষস্তন। স্তন পান করি তার হরিল জীবন ।। মায়ের বেশে কেহ কোলে করিল কৌতুকে। বিশ্বরূপ তারে ছিরা দেখাইল মুখে ।। যশোদা হইয়া কেহ করিলেক কোলে। সহিতে না পারি তার রাখিল মহীতলে ।। কেহ তৃণাবর্ত্ত হৈয়া তুলিল গগনে। কণ্ঠদেশে চাপি তার করিল নিধনে ।। দধি পাত্র ভাঙ্গি হৈল নন্দের নন্দন যশোদার বেশে কেহ করিল বন্ধন ।। বন্ধন আশ্রয় কেহ হৈল উদুখল। শীঘ্র দুই হইল তথা অর্জুন জমল ।। উদুখল কাটি তারা চলিল কাননে। উপাড়িয়া পাড়ে তারা জমল অর্জুনে ।। কাপ করি কোন শিশু হয় অঘাসুর। কেহ গোপ শিশু হয় কেহবা বাছুর ।। বাছুর বালক অঘা করিল গরাস। কৃষ্ণের আবেশে ছিরা করিল উল্লাস।। এমন কৃষ্ণের লীলা করি অনুসার। শিশু সঙ্গে খেলে নিত্য মনে নাহি আর। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। গড়াল দুপর বেলা, তৃষ্ণায় শুকায় গলা, শুন ভাই মোর নিবেদন। সব শিশু করি মেলা, চিড়া খণ্ড দধি কলা, এই চারি করিব ভোজন ।। কনক কদম্ব তলে, পল্লব পলাশ মূলে, ভোজন করয়ে শিশুগণ। সাধু সব দধি খণ্ড, ইথে নাহি দধি মণ্ড, হাসি হাসি করয়ে ভোজন ।। বৎসরূপী শিশুগণ, প্রবেশে গহন বন, চমকিত হৈল শিশুগণ। শ্রীপতি বলেন ভায়া, বাছুর আনিব চেয়া, সবে সুখে করহ ভোজন ।। ছাড়িয়া ভোজন মতি, শ্রীপতি ত্বরিত গতি, চলিল বাছুর অন্বেষণে। চণ্ডীপদাহিতচিত্ত, রচিল নুতন গীত, শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ।।

পয়ার। কৃষ্ণ কথা আবেশেতে সাধু হৈল মন। শ্রীপতি বাছুর চেয়া বুলে বনে বন ।। নরসিংহদাস আইল ব্রহ্মার বেশে। হরে নিল শিশুগণ দিয়া মায়াপাশে।। ক্ষণেক ভাবিয়া মনে বুঝিল শ্রীপতি। আর নহে কার কর্ম্ম বিধাতার কৃতি।। কৃষ্ণের চরণে ছিরা আরোপিয়া মন। মায়ায় করিল বালক বৎসগণ ।। নরসিংহদাস আইল ব্রহ্মার বেশে। বালক বাছুর দেখে কৃষ্ণের সকাশে।। পুনরপি গেলা ব্রহ্মা আপনার স্থানে। সবারে দেখিল গিয়া আছয়ে শয়নে ।। পুনরপি দেখে শিশু চতুর্ভুজ বেশে। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুরস ভাষে ।।

ত্রিপদী। শিশুগণে করি মেলা, করে ভাগবত খেলা, কৌতুকে শ্রীমন্ত সদাগর। যে জন খেলায় হারে, সেই জন কান্ধে করে, অবধি ভাণ্ডীর তরুবর ।। রূপে অভিনব কাম, শ্রীপতি হইলা রাম, তার সঙ্গে গোবিন্দ মাধব। মুকুন্দ শ্রীধর হরি, বনমালী ত্রিপুরারি নীলকণ্ঠ অচ্যুত যাদব ।। নারায়ণ দামোদর, শঙ্খপাণি পীতাম্বর, বাসুদেব অজিত বামন। কংসারি দিবাকর, চতুর্ভুজ মুরহর, কেশব গোপাল জনার্দ্দন ।। হরি ভাবে গন্ধবেণে, রাম কৃষ্ণ তিন জনে, তার সঙ্গে দৈত্যারি শঙ্কর। ভব ভীম গঙ্গাধর, চতুর্মুখ পুরহর, বংশী শশাঙ্ক কেশর।। কার্ত্তিক গণেশ হর, স্থাণু শিবা গুণাকর, দণ্ডধারী যশোদানন্দন। শ্রীদাম সুদাম হল, চতুর্ভুজ বৃহন্নল, ভীমসেন ভরত লক্ষ্মণ। নিশ্চয় করিয়া পাড়ে, দুই দলে শিশু তাড়ে, কৃষ্ণসেনা পাইল পরাজয়। হয়ে যত শিশু মেলা, সুখে করে নানা খেলা, বেশ ধরে যেবা মনে লয় ।। প্রলম্বের বেশ ধর, হৈল বেণে গুণাকর, তার স্কন্ধে চাপিল শ্রীপতি ।। আইল বেণেশিশু যত, গুণাকর অনুগত, শিশু কান্ধে বসায় লঘুগতি ।। ছুড়িয়া প্রলম্ব গাছে, ধায় গুণাকর কাছে, ত্যাগ করি অবধি ভাণ্ডীর। রাম রোষে ঘোর দৃষ্টি, মস্তকে মারিয়া মুষ্টি, নাশা পথে গলয়ে রুধির ।। গুণাকর দাস পাড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে, শিশু মেলি জল দেই শিরে। মোল নগরিয়া ভাই, গিয়া থুল্লনার ঠাঁই, চূর্ণ মাখি আশ্বাস করে ।। মহামিশ্র ইত্যাদি।

ললিত। করিয়া ক্রন্দন, বলে শিশুগণ, শুনগো শ্রীমন্তের মা। তোমার তনয়, মারয়ে সবায়, দেহ দেখ মারণের ঘা ।। সব শিশু মেলি, এক সঙ্গে খেলি, শ্রীমন্ত বড় দুরন্ত। দারুণ চাপড়ে, সব দন্ত নড়ে, লাঘবের নাহি অন্ত ।। ভুবন কিরণা, দুই ভাই

কাণ, চক্ষে দিল বালি গুঁড়া। যাদব মাধব, দুভাই নীরব, দাসু যেণে হৈল খোঁড়া॥ খুল্লনা ঝাড়িয়া ধূলা, দিল হাতে লাডু কলা, তৈল দিল সর্ব্ব গায়। করিয়া স্বচ্ছন্দ, শ্রীকবি মুকুন্দ, পাঁচালী প্রবন্ধে গায়॥

পয়ার। করয়ে শ্রবণবেধ পঞ্চম বরষ। মনোহর বেশ বালা দিবসে দিবসে॥ না যাও খেলিতে বাছা নিষেধি তোমারে। অশেষ প্রকারে দুঃখ না দিও আমারে॥ রজনী প্রভাতে যাহ বেণিয়ার বালা। বেগর কোন্দলে তার নাহি হয় খেলা॥ অনেক হেরেছি গো জিনেছি একবার। সকালে আসিব ঘরে জিনিলে এবার॥ খুল্লনা বলেন দুয়া শুনহ বচন। ডাক দিয়া দ্বিজবরে আন নিকেতন॥ খুল্লনার বোলে দুয়া চলিল ত্বরিত। ডাক দিয়া আনে রামা কুলপুরোহিত॥ দ্বিজবরে দেখি রামা করে নিবেদন। অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ত্রিপদী। তোমারে সমর্পি ঘরে, গেল সাধু দেশান্তরে, ভাব তুমি সভ্য অপচয়। আচার বিনয় দীক্ষা, যত্নে করাইবে শিক্ষা, যাকু ছিরা তোমার নিলয়॥ দ্বিজ শ্রীমন্তেরে করহ কল্যাণ। যত চাহ দিব ধন, নিবিষ্ট করাহ মন, সুতে মোর দেহ বিদ্যা দান॥ নগরিয়া শিশু সঙ্গে, খেলা করি ফিরে রঙ্গে, খেলে টীকা গুলি দাঁড়া ভাঁটা। পাসাতে হইয়া বশ, ডাকে সদা দশ দশ, বিরঞ্চিকা খেলায় শকটা॥ পাতি খেলে বাঘ চালি, জুয়া খেলে কুলিহ, সামকুল শুন ইতে কথা। কোলে কোলে মেত্রবন্দ, খেলিতে সদাই দ্বন্দ্ব, না জানি দিবসে থাকে কোথা॥ ঝালি খেলে চড়ে গাছে, জলে খেলে হরে মাছে, জীবন মরণ নাহি গণে। সাধু হয় যজমান, তেঁই করি অভিমান, ছিরা রাখ আপন চরণে॥ শুনি বাক্য খুল্লনার, দ্বিজ কৈল অঙ্গীকার, হাতে খড়ি দিল শুভক্ষণে। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ ইত্যাদি॥

অথ শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভ।

ত্রিপদী। পড়য়ে শ্রীপতি দত্ত, বুঝয়ে শাস্ত্রের তত্ত্ব, রাত্রি দিন করিয়া ভাবনা॥ নিবিষ্ট করিয়া মন, লিখে পড়ে অনুক্ষণ, দিনে দিনে বাড়য়ে ধীষণা॥ রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা, ন্যায় কোষ নানা শিক্ষা, গণ বৃত্তি শব্দের বর্ণনা। জানিতে সঙ্কর তত্ত্বি, পড়িল উজ্জ্বল বৃত্তি, বিদ্যা বিনা নাহে অন্যমনা॥ করিয়া বামন দণ্ডী, পড়িয়া করিল খণ্ডি, নানা ছন্দে পড়িল পিঙ্গল। করি দৃঢ় অনুরাগ, পড়িল ভারবি মাঘ, বন্ধুজনে বাড়ে কুতূহল॥ পড়িয়া দুষ্মন্ত বৃত্তি, পীর সভায় পুরোবর্ত্তী, নিরন্তর করয়ে বিচার। দিবা নিশি যত্নবান, পড়ি ভট্টি অভিধান, পুথি শুধি বিবিধ প্রকার॥ জৈমিনি ভারত সুত, তবে পড়ে মেঘদূত, নৈষধ কুমারসম্ভবে। দিবানিশি নাহি জানি, পড়ে রঘু শ্বেতবাণী, রাঘবপাণ্ডবী জয়দেবে॥ অন্যাহতি কাব্য পাড়ি, অভ্যাস করিল বড়ি, রত্নাবলি সাহিত্য দর্পণে। দিবা নিশি নাহি জানে, পড়ে সাধু সাবধানে, প্রসন্ন রাঘব রামগুণে॥ দৈব জ্যোতিষ যত, বিশেষ বলিব কত, একে একে পড়িল শ্রীপতি। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, দামুন্যায় যাহার বসতি॥

পয়ার। সমাপ্ত করিয়া আগে নিজ অধ্যয়ন। কৌতুকে শুনেন যত পড়েন ব্রাহ্মণ॥ কেহ শ্রুতি পড়ে কেহ আগম পুরাণ। কেহ কেহ পড়ে পাঠ অমৃত সমান॥ রাম ওঝার পুত্র নাম দামোদর। কুলে ওঝা বাঁড়রি পদবি রত্নাকর॥ পূর্ব্বপক্ষ করে সাধু সভা বিদ্যমানে। আপনি দনাই ওঝা করে সমাধানে॥ পুত্র বুদ্ধে অজামিল বলি নারায়ণে। বৈকুণ্ঠে চলিল দ্বিজ চাপিয়া বিমানে॥ দ্বিজ হৈয়া বেশ্যা সঙ্গে করে রতি রঙ্গ। সে জন পাইল মুক্তি পেয়ে প্রভু সঙ্গ॥ গজেন্দ্র পাইল মুক্তি শ্রীহরি পরশে। চতুর্ভুজ হৈয়া গেল বৈকুণ্ঠ নিবাসে॥ দিল কৃষ্ণে পুতনা গরল স্তন পানে। রাক্ষসী বৈকুণ্ঠে গেল চাপিয়া বিমানে। যশোদা দৈবকী দেবী পাইল যে গতি। সেই গতি পাইল পুতনা পাপমতি॥ সূর্পণখা দিতে আইল রামে সাত্মদান। নাক কান কাটি

তার কৈলা অপমান ॥ নবধা ভক্তির মাঝে আত্মদান বড়। ইহার উচিত গুরুবল বড় দড় ॥ মুচকুন্দ করিল স্তুতি দৈবকী নন্দনে। চরণে ধরিয়া কৈল ক'রি প্রদক্ষিণে ॥ সেই জন্মে নহে মুক্তি কিসের কারণে ॥ তার কেন গর্ভ ভোগ কৈল নিজ জনে। পক্ষিবধ পাপ করে হৈল দ্বিজবর। তবে মুক্তিপদ তারে দিলা দামোদর ॥ এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি। সমাধান বুঝাবারে ওঝা কৈল মতি ॥ কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনা ইথে নাহি সমাধানে। হাসিয়া বলিল গুরু সভা বিদ্যমানে ॥ টীকার বিচার কর না বল উচিত। কেনবা প্রভুর ইচ্ছা হৈল অনুচিত ॥ সক্রোধ হইল দ্বিজ সাধুর বচনে। অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥

অথ গুরুর সহিত শ্রীমন্তের দ্বন্দ্ব।

পয়ার। পঞ্চাশ বৎসর হৈল আমার বয়েস। অনুক্ষণ পড়াই টীকার অবশেষ ॥ শিশু বুঝাবারে আমার টীকার বিচার। ইহার অধিক কিবা অপমান আর ॥ বলিলে বচন নাহি প্রবেশিবে পেট। উচিত বলিতে তোর মাতা হবে হেঁট ॥ উচিত বলিতে কিবা মান অপমান। শাস্ত্রের বচনে নাহি কর অবধান ॥ গোত্রে দুর্ব্বাসা ঋষি কুলে দত্ত বেণিয়া। ব্রাহ্মণের পারা নহি জাতি বল্লাল সেনিয়া ॥ মাতা হেঁট হবার কারণ ওই চাই। যদি না বলহ রামচন্দ্রের দোহাই ॥ পিতা তোর পরবাসে তোমার জনম। নাহি জান আপনার জাতির মরম ॥ মরে গেল ধনপতি শুনি বহু দিন। মায়ের আয়ত্ত হাতে আমিষ ভোজন ॥ বেদুয়া চেমনে আমি শুনাব পুরাণ। এই হেতু আমার এতেক অপমান ॥ রাজার সভায় বাপ আছেন সিংহলে। কহ যে নিষ্ঠুর কথা সই তার বলে ॥ ব্রাহ্মণ বলিয়া তোর সহি কটু কথা। কহিতে উচিত নহে পাবে বড় ব্যথা ॥ উগ্র ব্রাহ্মণ জাতি স্বভাবে চঞ্চল। তমোগুণে কহে কথা হইয়া প্রবল ॥ ছুতে না যুয়ায় বেটা জারজ চেমনে। উগ্র বলিয়া গালি দেহ রে ব্রাহ্মণে ॥ অবিলম্বে চল বেটা পাঠশালা ছাড়ি। মাতাটা ভাঙ্গিব বেটার পাউড়ির বাড়ি ॥ ধনের গরব বেটা মোরে না দেখাও। গৌরব চিনিয়া বেটা হেথা হৈতে যাও ॥ অবিচারে গুরু মিথ্যা পরিবাদ বল। চেমনের ঘরে গুরু কেন খাও জল ॥ পঞ্চাশ কাহন কড়ি লও মাসে মাসে। আমি যদি জারজ তোমার গতি কিসে ॥ বুঝিয়া না কহ কথা হইয়া পণ্ডিত। কোপের বাধিত হৈয়া বল অনুচিত ॥ আছয়ে গঙ্গার জল বিষ্ণুর সদনে। চাহিলে আনিয়া দেহ দেবতা ব্রাহ্মণে। ব্রাহ্মণ সভায় কত দিস বাহু নাড়া। বসিতে উচিত হয় বেশ্যার পাড়া। বেদুয়া চেমন বেটা বেদুয়া চেমন। তোর ঘরে জল খায় সে কেমন ব্রাহ্মণ ॥ এত নিন্দা কথা যদি বলিল ব্রাহ্মণ। শ্রীমন্তের চক্ষু হৈল ধারার শ্রাবণ ॥ রচিয়া মধুর পদ ইত্যাদি।

অথ শ্রীমন্তের অভিমানে খুল্লনার আক্ষেপ।

পয়ার। কোপে কম্প কলেবর চলিল শ্রীপতি। ক্রোধে নাহি গুরু পদে করিল প্রণতি ॥ দুই চক্ষু হৈল যেন ধারার শ্রাবণ। ঘর যায় শ্রীপতি নাহি দেখে গণ। নিমিষেকে গেল সাধু আপন ভবনে। দুয়ারে কপাট দিয়া রহিল শয়নে ॥ লহনা বিনা যে নাহি দেখে কোন জন। চিন্তায় চিন্তিত সাধু অশ্রুত লোচন ॥ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধন। পুত্রের বিলম্ব দেখি স্থির নহে মন ॥ প্রভাতে চলিল পুত্র গুরুর মন্দির। বিলম্ব দেখিয়া মোর প্রাণ নহে স্থির ॥ ক্ষণেক রন্ধন শালে ক্ষণেক অঙ্গনে। রাজপথ নেহালয়ে চঞ্চল লোচনে ॥ খুল্লনার আজ্ঞা ধরি চলিল দুর্ব্বলা। আগে নেহালয়ে দাসী পারাবত শালা। সই সাঙ্গাত নিজ যথা আছয়ে নগরে। একে২ নেহালয়ে সবাকার ঘরে ॥ নগর দেখিয়া দাসী আইল নিকেতনে। নিবেদন করে খুল্লনার বিদ্যমানে ॥ বারতা না পাইল যদি দুর্ব্বলার তুণ্ডে। পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে লহনার মুণ্ডে ॥ দুর্ব্বলা করিয়া সঙ্গে চলিল খুল্লনা। কেন পড়িবারে দিনু খাইয়া আপনা ॥ হাপুত্রীর পুত্র

মোর বালতির ভাড়া। অন্ধক জনার নড়ি দরিদ্রের কড়া॥ তোমা বিনে আর দাঁড়া-ইতে নাই ঠাই। কোথা গেলে পাব বাছা কুমার ছিরাই॥ আপনারে ছাওয়া দেখে শ্রীমন্ত বিহনে। চমকিয়া উঠে রামা ডাকে ঘনে ঘনে॥ নগর ভ্রমিয়া গেল পণ্ডিতের ঘরে। চরণে ধরিয়া রামা বলে দ্বিজবরে॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ শ্রীমন্তের অন্বেষণে খুল্লনার গমন।

ত্রিপদী। ওঝাহে নিবেদন কর অবগতি। কহ মোরে মহাভাগ, কোথা গেলে পাব নাগ, কুলের বংশধর শ্রীপতি॥ সেবক না ছিল সঙ্গি, হাতে নিল পুথি খুঙ্গি, আইল শ্রীমন্ত সদাগরে। হইল দুপর ভাটী, চাহিলাম অনেক বাটী, ভ্রমি বুলি সুত অনুসারে॥ চাহিল অনেক ঠাই, যথা খেলে সঙ্গী ভাই, কেহ নাহি কহিল সন্ধান। দাসীর বচন শুন, হেম দিব তুই গুণ, শ্রীমন্ত আমারে দেহ দান॥ জননীর লোচন তারা, বিশেষ বালক হারা, দিবস দুপর অন্ধকার। সমর্পণ কৈল তোমা, তুমি করহ ক্ষমা, বিপদ-সাগরে কর পার॥ যত অন্তেবাসী থাকে, জিজ্ঞাসিল একে একে, কহিতে পরাণ মোর ফাটে। পথে ছিল চোর খণ্ডে, মারিল ফাসি দিয়া তুণ্ডে, কিবা ছিল আমার ললাটে॥ মোর মনে হেন লয়, নিবেদিতে করে ভয়, ক্ষেম নাহি পাপ চারি মাস। বুঝিনু কার্য্যের সন্ধি, গুপ্তে করিয়া বন্ধি, ক্ষেম নিতে করেছ প্রকাশ॥ খুল্লনা যতেক বলে, শুনি দ্বিজ কোপে জ্বলে, কটুভাষে বলেন বচন। চণ্ডীপদাহিতচিত, রচিল নূতন গীত, চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অথ খুল্লনার প্রতি ওঝার ভর্ৎসনা।

ললিত। তোরে আমি জানি, চল ব্রিচারিণী, আপনা গৌরব রাখি। পড়িয়া শ্রী-পতি, গিয়াছে বসতি, লক্ষ জন আছে সাক্ষী॥ হৃদি কামবাণ, মুখে নাহি মান, মাতি-য়া যৌবন মদে। যেন কামচারী, ভ্রমে বাড়ি বাড়ি, চাহিয়া কাম ঔষধে॥ পুত্র তোর ঘরে, চাহিলি নগরে, যৌবন করিয়া ডালি। করের কঙ্কণে, নেহালে দর্পণে, করিলি কুলের কালী॥ তোর কটুবাণী, অগ্নির নিশানি, স্ত্রী বলে না কৈনু ক্রোধ। কহিত পুরুষ, রহিত পৌরুষ, পিড়ী ঘায়ে দিত সোধ॥ দ্বিজমুখে কথা, লক্ষপতি সুতা, যাইতে না দেখে পথ। পাঁচালী প্রবন্ধে, রচিল মুকুন্দে, হিত ভাবে রঘুনাথ॥

পয়ার। খুল্লনা আইল যদি পুত্রের তল্লাসে। আঁখি ঠারে লহনা সখীর সঙ্গে হাসে॥ জানিতে না বলে বাঁঝি সতীনের বাদে। বাঝি চারি লৈয়া কথা কহে মনের সাধে॥ আর শুনেছ খুল্লনা আছেন ভাল বাটে। ঘরের পো ঘরে আছে যায় হাটে বাটে॥ যৌবন করিয়া ডালি পো চাহিয়া ব্যাজে। কুলবতী জলাঞ্জলি দিল কুল লাজে॥ মদনে মাতিয়া ছুড়ি না মানে দোহাই। ষাঁড় চাহি বুলে যেন বাতানিয়া গাই॥ উহার হাতে রাঙ্গা শাঁখা ঐ সে বরণে গৌরী। ঐ সে জানে স্ত্রীর কলা মোহন চাতুরী॥ ব্যা-জেতে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ। মন্দিরে থাকিলে সাধু নাকে দিত পদ॥ দু বহিনী দু সতিনী বসি একবাসে। আঁখির তারা পো হারা মোরে না জিজ্ঞাসে॥ নগর চত্বরে ফিরে কেহ নাহি সঙ্গে। পুত্র চাহিবার ব্যাজে আছে ভাল রঙ্গে॥ ঐ যুবতী পুতলী উহারি সবে বেটা। দ্বন্দ্ব কোন্দলের বেলা দেয় বাঁঝার খোটা॥ ঐ ছোট আমি বড় না মানে দমন। নাহি মানে হিতাহিত উপায় কেমন॥ বসন না দেয় বুকে আতুড় মাতার কেশ। নগরে২ ফিরে বারবণিতার বেশ॥ বারেক সাধু আইলে ঘরে কহিব সন্ধান। পাড়া পড়সী আয়া সুয়া হও পরমাণ॥ সই সঙ্গে করি যত করয়ে গঞ্জনা। কপাটের আড়ে থাকি শুনয়ে খুল্লনা॥ পুত্রের সন্ধান পেয়ে ধরে তার পায়। পুত্র কোথা বলে দেহ হইয়া সদয়॥ খুল্লনার বিনয় তবে শুনিয়া লহনা। শ্রীকবিকঙ্কণ গীত করিল রচনা॥

শ্রীমন্তের প্রতি খুল্লনার প্রবোধ।

ত্রিপদী। বাছা রে দূর কর দুয়ারের কপাট। হারা হৈলে তুমি বাপা, চাহিয়া হই-লাম খেপা, নগর চাত্তর হাট বাট। আসিয়া দেখাও মুখ, ঘুচাও মনের দুঃখ, তোমা বিনে সকলি অন্ধকার। কহিয়া আপন কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা, আপনি করহ প্রতি-কার॥ তোমা চেয়ে ভ্রমি দুঃখে, কাঁটা খোঁচা নাহি ভুকে, আভুড় করিয়া কেশপাশে। পতি তাপে পোড়ে মন, দাবানলে যেন বন, দেখিয়া সকল লোক হাসে॥ কি শুনে মায়ের দোষ, কিসে হৈল অভিরোষ, প্রকাশ না কর লোক লাজে। যেমন আমার পতি, আমি বা যেমন সতী, সুবিদিত উজানি সমাজে॥ যাচয়ে যাচক জন, নিত্য নাহি থাকে ধন, কেন নাহি কহ রে আমারে। পিতৃ পিতামহ বিত্তে, যে মত তোমার চিত্তে, ব্যয় কর মাণিক্য ভাণ্ডারে॥ বিধি মোরে হৈল বক্র, আনিতে চন্দন শঙ্খ, পিতা তোর গেল রে সিংহলে। তুমি যদি হও বাম, জীবনে নাহিক কাম, প্রাণ দিব প্রবে-শিয়া জলে॥ করি নানা পরিচ্ছন্দে, ডাকিয়া খুল্লনা কান্দে, শ্রীমন্তের মনে লাগে ব্যথা। জননী ভকতি শীল, খুলিল কপাটের খিল, মুকুন্দ রচিল গীত গাথা॥

মাতা পুত্রে কথোপকথন।

পয়ার। ভৃঙ্গারে পুরিয়া দাসী আনিলেক বারি। চরণ পাখলে তার দুর্ব্বলা কিঙ্করী নারায়ণ তৈল রামা দিল তার গায়। তোলা জল আনিয়া রামা স্নান করায়॥ না চাহে মায়ের মুখ নাহি করে মোহ। বসন ভিজিয়া পড়ে লোচনের লোহ॥ পুত্রের ক্রন্দনে কান্দে খুল্লনা সুন্দরী। দুর্ব্বলা আসিয়া তার মুখে দিল বারি॥ পুত্রে জিজ্ঞাসিল রামা কহ বিবরণ। শ্রীপতি মায়ের তরে করে নিবেদন॥ পণ্ডিত সমাজে আমি যত পাই শোক। হেন মনে করি আমি ত্যজি জীবলোক॥ পণ্ডিত সমাজে যার পিতা পরিবাদ বিফল জীবন মাতা জীতে নাহি সাধ॥ ইঙ্গিতে বুঝিল পুত্রের অভিমান। কপট প্র-বোধ করি পুত্রেরে বুঝান॥ জিজ্ঞাসা করহ পুত্র বিমাতার ঠাই। সম্মুখে দনাই ওঝা মোর ননান্দাই॥ শ্রীমন্ত বলে মাতা না কহ এ কথা। মুকুন্দ রচিত গীত পাঁচালীর গাথা॥

ত্রিপদী। কহিতে উচিত কথা, মনে পাছে পাও ব্যথা, যেবা ছিল আমার কপালে। সকল ছাওয়াল মাঝে, হেঁট মাথা করি লাজে, আর না আসিব পাঠশালে। গুরু সনে হৈল দ্বন্দ্ব, ক্রোধে মোরে বলে মন্দ, লাজে নাহি করি নিবেদন। বন পোড়ে দেখে জন, গোপনে পোড়য়ে মন, জীবনেতে নাহি প্রয়োজন। জারজ চেনন গালি, যেন দিল চুণ কালি, করিল ব্রাহ্মণ অপমান। ত্যজিব মনের দুঃখ, না দেখিব লোক মুখ, মরিব করিয়া বিষপান॥ দনাই পণ্ডিত মোরে, কহিল নিষ্ঠুর স্বরে, কোন কালে নৈল ধনপতি। মায়ের আয়ত হাতে, ভোজন আমিষ ভাতে, মিথ্যা হিন্দু কুলেতে উৎপতি॥ দূর করি সকল শঙ্কা, ভাঙ্গাও ভাণ্ডারের তঙ্কা, খাও পর কর গো বিলাস। দূর গেল স্বামী কর্ত্তা, তার নাহি লহ বার্ত্তা, শোক দিয়া না কর উল্লাস॥ তুমি গো বড়র ঝি, তোমারে বলিব কি, কেমনে উদরে দেহ ভাত। নাহি কহ মম কথা, হৃদয়ে না ভাব ব্যথা, কোন লাজে পরেছ আইয়ত॥ হের আইস বড় মাতা, কহি কিছু দুঃখ কথা, দেহ মোরে যত চাহি ধন। বাপের উদ্দেশ আশে, চলিল সিংহল দেশে, সাত ডিঙ্গা করিয়া সাজন। ত্যজিব মনের দুঃখ, দেখিব পিতার মুখ, তরি সাজ চলিল সিংহলে। শুনিয়া পুত্রের কথা, হৃদয়ে লাগিল ব্যথা, বিনয়ে খুল্লনা কিছু বলে॥ যাইবে সিংহল দেশ, পাইবে অনেক ক্লেশ, তরণীর পথ বহু দূরে। মাস দুই করি ব্যাজ, রাজার করিয়া কাজ, বাপ তোর আসিবেক ঘরে॥ অকারণে কর শোক, পাঠাইয়া-ছিল লোক, কল্যাণে আছেন তোর বাপ। ভূপতির মনোরথে, গেছেন তরণী পথে, নিরন্তর করি পরিতাপ॥ ছিল ডিঙ্গা খান সাত, নিয়া গেল সব তাত, এক খ নি

নাহি অবশেষ। সিংহল জলের পথ, মিছা কর মনোরথ, করিবারে বাপের উদ্দেশ॥ যদি শত কারিগর, গড়ে এক বৎসর, তবে ডিঙ্গা হয় এক খান। না করিলে ডিঙ্গা সাজ, কেবল ধনের কায, অবলার কতেক পরাণ॥ বহু তিমি তিমিঙ্গিল, আছয়ে অনেক বল, তনু যার শতেক যোজন। কি করে টমক শিঙ্গা, পক্ষে ছুয়ে লয় ডিঙ্গা, সেই রাজ্যে সঙ্কট জীবন॥ যাবে রে সাগর বেয়ে, সে পথে না জীয়ে নেয়ে, পরাণ শঙ্কট শোণা বায়। শুনিয়া পরাণ ফাটে, মকরে মানুষ কাটে, ধিক্ ধিক্ সিংহল উপায়॥ জলে কুম্ভীরের ভয়, কুলে শার্দ্দূলের চয়, দুষ্ট খণ্ড শত শত পথে। যে যায় সিংহল দেশ, সে পায় অনেক ক্লেশ, করেছে তোমার পিতা দস্তে॥ উটবৎ কচ্ছপ জলা, শশা যেন মশা গুলা, জলোকা কুঞ্জর শুণ্ডাকার। রাজা বড় পাপ চিত্ত, ছলে হরে লয় বিত্ত, শুনেছি দেশের দুরাচার॥ খুল্লনা যতেক বলে, শুনি সাধু কোপে জ্বলে; অনুমতি না দেয় ভোজনে। খুল্লনা সুধীর মতি, বুঝিলা কার্য্যের গতি, আজ্ঞা দিল সিংহল গমনে॥ মহামিশ্র জগন্নাথ ইত্যাদি।

ডিঙ্গা গঠনার্থে বিশ্বকর্ম্মার আগমন।

পয়ার। জননী সিংহল যাইতে দিল অনুমতি। পুলকে পূর্ণিত তনু কুমার শ্রীপতি॥ পরম আনন্দে শিশু করিল ভোজন। ফিরিয়া ভাবরে সাধু কৈল আচমন॥ কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন। মাণিক্য ভাণ্ডার হৈতে আনিলেক ধন॥ বান্ধিল বাঁশের আগে পাটের পাছড়া। গড়াইল শত শত সোণার চেঙ্গড়া॥ দুন্দুভি বিশাল বাদ্য বাজায় বাজনা। কোটাল সাধুর বোলে দিলেক ঘোষণা॥ ঝাট আসি সাত ডিঙ্গা করয়ে নির্ম্মাণ। শত পল স্বর্ণ দিব ইথে নাহি আন॥ হেনকালে যান চণ্ডী গগণ বিমানে। দেখিয়া চণ্ডিকা যুক্তি কৈল পদ্মাসনে॥ বিশ্বকর্ম্মে ভগবতী করিল ধেয়ান। স্মৃতি মাত্র বিশ্বকর্ম্মা আইল বিদ্যমান॥ তার পুত্র দারুব্রহ্ম আইল সংহতি। হাতে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি। যদি কৃপা তোমার থাকয়ে আমা প্রতি। সাত ডিঙ্গা গড়ে দিবে আজিকার রাতি॥ চারি পর রাত্রে করি ডিঙ্গা সাত খান। মোর সঙ্গে আনে দেহ বীর হনুমান॥ স্মরণ করিবা মাত্র আইল মারুতি। হাতে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি॥ নরাকৃতি তিন জন হৈল অতি বুড়া। আসিয়া ধরিল তারা সুবর্ণ চেঙ্গড়া॥ কোটাল আনিল তারে সাধুর সকাশে। বিশ্বকর্ম্মা বলি তারে শ্রীপতি জিজ্ঞাসে॥ রচিল মধুর পদে ইত্যাদি।

শ্রীমন্তের সহিত বিশ্বকর্ম্মার পরিচয়।

ত্রিপদী। শুন কারিগর, কোন দেশে ঘর, পার ডিঙ্গা করিবারে। অতি বল হীন, দেখি দুই জন, কারণ বলনা মোরে॥ বসন বিহীন, পরেছ কপিন, তথি ডোর সম দড়ি। শত শির গায়, কেশ উড়ে বায়, গায়েতে উড়িছে খড়ি॥ যষ্ঠি অবলম্ব, নাহি কিছু দম্ভ, কুঠারি বাসি পাতনে। দৈব দুঃখ ফলে, ভ্রম জ্বর কালে, বিফল ডিঙ্গা গঠনে॥ নাহি শুনে কানে, না দেখে নয়নে, বাতাসে দশন নড়ে। পায়ে বাতশির, যাহাতে অস্থির, সেই কিবা ডিঙ্গা গড়ে॥ যে পীড়ায় জ্বরা, জীয়ন্তে সে মরা, কোথা তার অবশেষ। পুত্র পরিবার, কেবা আছে আর, কহ মোরে উপদেশ॥ হাসিয়া উত্তর, দিল কারিগর, বসি পুরন্দর পুরে। যদি দেহ ধন, এই তিন জন, পারি ডিঙ্গা গড়িবারে॥ সাধু ভাবি মনে, কহে তিন জনে, নানা ধনে করি পূজা। পাঁচালী প্রবন্ধ, রচিত মুকুন্দ, প্রকাশে ব্রাহ্মণ রাজা॥

ডিঙ্গা গঠনারম্ভ।

দেবদারু বিশ্বকর্ম্মা, তার পুত্র দারুব্রহ্ম, শিরে চণ্ডিকার পান। এ চারি প্রহর রাতি, জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি, সাত ডিঙ্গা করয়ে নির্ম্মাণ॥ হনুমান মহাবীর, নখে

করে দুই চির, কাঁঠাল পিয়াল শাল তাল। গাম্ভারী তমাল ভাহু, নখে বিদারিল বহু, দারুব্রহ্ম গড়য়ে গজাল ॥ চণ্ডীপদ করি ধ্যানে, বন্দিয়া দ্বিজচরণে, বিশ্বকর্ম্মা ডিঙ্গা আরম্ভিল। শীলে শিলাইয়া বাসি, পাটি চাঁচে রাশি রাশি, নানা ফুলে বিচিত্র কলস। পিতা পুত্রে দুই আটী, গজালে গাঁথিল পাটী, গড়ে ডিঙ্গা দেখিতে রূপস ॥ প্রথমে করিল সর্জ্জ, দীর্ঘ ডিঙ্গা শত গজ, আড়ে গড়ে বিংশতি প্রমাণ। মকর আকার মাস্তা, গজ মুক্তার বাতা, মাণিকে করিল চক্ষুদান ॥ গড়ে ডিঙ্গা মধুকর, মাঝখানে রয় ঘর, পাসে শুড়া বরিতে গাবর। দিসাড় বসিতে পাট, উপরে মালুম কাঠ, পাছে গড়ে মাণিক ভাণ্ডার ॥ গড়ে ডিঙ্গা সিংহ মুখী, নাম যার গুয়ারেখি, আর ডিঙ্গা নামে রণজয়। অপরূপ রূপ সীমা, গড়ে ডিঙ্গা নরভীমা, গড়িল পঞ্চম মহাকায় ॥ গড়ে ডিঙ্গা সর্ব্বধরা, হীরামুখী চন্দ্রকরা, আর ডিঙ্গা নামে নাটশালা। বাছিয়া কাঁঠাল শাল গড়ে দণ্ড কেরয়াল, ডিঙ্গা শিরে বান্ধিল মুড়ালা ॥ সাজ হৈল সাত ডিঙ্গে, আনে ভ্রমরার গাঙ্গে, কোলে কাঁখে করি হনুমান। নিশি হৈল অবসান, সবে গেল নিজ-স্থান, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

শ্রীমন্তের ডিঙ্গা দর্শন।

পয়ার। চারি পরে সাত ডিঙ্গা করিয়া নির্ম্মাণ। বিশ্বকর্ম্মা সহিত চলিল হনুমান ॥ নিশি অবসানে সাধু দেখিল স্বপনে। পিতা পুত্রে কোলাকুলি দক্ষিণ পাটনে ॥ নিশি শেষ শুনি সাধু কোকিলের ধ্বনি। শয্যা হৈতে উঠিয়া বসিল গুণমণি ॥ রাত্রি প্রভাতে হৈল পূর্ব্বে পরকাশ। দিনকর প্রকাশিত তম গেল নাশ ॥ নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপনে। প্রভাতে চলিল কারিগর অন্বেষণে ॥ সাত খান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে। গোঁজে বান্ধা সাত ডিঙ্গা লোহার শিকলে ॥ ডিঙ্গা দেখি সদাগর করে অনুমান। কেমনে দেবতা কৈল ডিঙ্গার নির্ম্মাণ ॥ সিদ্ধ হৈল মোর কার্য্য সাধু আনন্দিত। দৈবজ্ঞ আনিতে দূয়া চলিল ত্বরিত ॥ আইলেন গৃহ ওঝা সাধু সন্নিধানে। শুভ যাত্রা বিচার করিল শুভক্ষণে ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ শ্রীমন্তের সিংহলে গমনোদ্যোগ।

ত্রিপদী। সাধু হে অবিলম্বে চলহ পাটনে। ঘুচিবে মনের ব্যথা, দূর কর মন কথা, পিতা পুত্রে হবে দরশনে ॥ শুভযোগ মৃগশিরা, মেরুশৃঙ্গে যেন হীরা, ভাগ্য বড় তিথি শনিবার। বণিক দশমী তিথে, বাণিজ্য করণ ইতে, ইহা বিনে যাত্রা নাহি আর ॥ সাত ডিঙ্গা লৈয়া সাথে, চলিবে তরণী পথে, পথেতে ছলিবে ভগবতী। মগরায় ঝড় বৃষ্টি, দিবে চণ্ডী শুভদৃষ্টি, তথি সাধু পাবে অব্যাহতি ॥ কালিদহে উপনীত, দেখি অতি বিপরীত. কামিনী কমলে গিলে করি। প্রতিজ্ঞায় পরাজয়, রাজ স্থানে পাবে ভয়, উদ্ধার করিবে মহেশ্বরী ॥ এই শুদ্ধ গণন, অবধান হৈয়া শুন, এই যাত্রা বিবাহ কারণ। ঘুচিবে মনের দুঃখ, দেখিবে পিতার মুখ, কন্যা দিবে শালবান ॥ লৈয়া যাবে যত ধন, পাবে তার শতগুণ, পিতা পুত্রে আসিবে কল্যাণে। পরম রূপসী ধন্যা, বিক্রমকেশরী কন্যা, পুরস্কার করে দিবে দানে। করিয়া প্রত্যক্ষ ভাষা, ঘরে চলে মহাযশা, বসন ভূষণ পেয়ে দান। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্দ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

পয়ার। বদল আশে নানা ধন নায়ে দিয়া ভরা। আট দিক হৈতে আনে করি বহু ত্বরা ॥ কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ। বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব শুণ্ঠির বদলে টঙ্ক ॥ তুরঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব পায়রার বদলে শুয়া। গাছফল বদলে জায়ফল পাব বয়ড়ার বদলে গুয়া ॥ সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল পাব গুঞ্জার বদলে পলা। পাট শন বদলে ধবল চামর কাচের বদলে নীলা ॥ লবঙ্গ বদলে সৈন্ধব পাব জোয়ানি

বদলে জিরা। আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব হরিতাল বদলে হীরা। চঞ্চের বদলে চন্দন পাব পাগের বদলে গড়া। সুক্তার বদলে মুক্তা পাব ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥ তাম্বার বদলে তাম্বা পাব কুড়ুভার বদলে মানা। হরিদ্রা বদলে গোরোচনা পাব রাংতার বদলে সোনা॥ চিনির বদলে দানাকর্পূর আলতার বদলে লাটী। জগন্নাথ বদলে পামরি পাব কম্বল বদলে পাটী॥ মাষ মসুরি তণ্ডুল আইরী বরবটী বাটুলাচিনা। বলদে শঙ্কটে তৈল ঘৃত মাটি বহুতর লৈয়ে যাব কিনা। গোধূম যব খড়্যামুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা। কিনিয়া সদাগর, লইছে বহুতর, লবণের ভাঙ্গিল গোলা॥ জগদবতংসে ইত্যাদি।

অথ বিক্রমকেশরী রাজার নিকটে শ্রীমন্তের গমন।

পয়ার। বদল আশে নানা ধন নায়ে দিয়া ভরা। রাজ সম্ভাষণে হৈল শ্রীমন্তের ত্বরা॥ কান্দি বান্ধি নিল সাধু বাগুন নারিকেল। ঘড়ায় পুরিয়া নিল লাড়ু গঙ্গাজল ঘোড়া ঘোড়া খাসি নিল জুঝারিয়া ভেড়া। পর্ব্বত্যা টাঙ্গন তাজি নিল দুই ঘোড়া॥ ভার দশ দধি নিল কলা মর্ত্তমান। দোখণ্ডী সরস গুয়া বিড়া বাঁধা পান। গাছা বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশঘড়া। খান দশ জগন্নাথ খান দশ গড়া॥ কিঙ্কর করিয়া দিল দোলার সাজন। ত্বরিত করিয়া সাধু করিল গমন॥ বরুণের শীজা কুড়া কনক আকুড়া। হীরা মণি নাবে যার চন্দনের পড়া॥ উপরে ছাউনি দিল পটের পাছড়া। চারিদিগে নাবে গজ মুকুতার ঝারা। ময়ূরের পাখা তায় লেগেছে ছিটনি। বিনোদ পাটের খোপ রসের দাপনি॥ দোলার উপরে সদাগরের ছেলে গা। ডানি বামে দেয় শ্বেত চামরের বা॥ নানা দ্রব্য ভেট লৈয়া করিল গমন। আগে আগে ধায় পাইক শত২ জন॥ কড়িয়া জাঙ্গাল এড়ায় বামন শাসন। ভূপতির দ্বারে আসি দিল দরশন॥ দ্বারি জানায় গিয়া যথা নরপতি। ভেট দিয়া প্রণাম করিল শ্রীপতি। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ রাজার নিকট শ্রীপতির বিদায়।

পয়ার। আইসহ দত্তের পো বৈসহ কম্বলে। খুড়া ভাইপো সম্বন্ধে নৃপতি কিছু বলে॥ বিরহিণী তোমার মাতা হৈয়ে গেল বুড়ি। যুবক দেখিয়া তোমার করাব শাশুড়ি। বিবাহ কারণে বাপা আছেন ব্যাভার। আজি কেন ভেট বাপা এতেক প্রকার॥ তব কার্য্যে বাপ গেল দক্ষিণ পাটনে। আনিবারে গেল শঙ্খ চামর চন্দনে. তব আশীর্ব্বাদে যবে বাপ আইসে জীয়া। সকল কল্যাণ রায় সেই মোর বিয়া॥ চলিব সিংহলে রায় চলিব সিংহলে। বিদায় হইব তব চরণ কমলে॥ পাঠানু তোমার বাপে দুর্জ্জয় সিংহলে। মনে যেন বন পোড়া শোক দাবানলে॥ শয়নেতে জাগিলে সদাই পাই দুখ। এবে সে শীতল হৈল দেখে তব মুখ॥ সাধুর নন্দন বল হেন বাক্য কেনে। সিংহল গমন কথা না শুনি শ্রবণে॥ সিংহল গেলেন বাপ সাজিয়া তরণী। জীবন মরণ তাঁর এক নাহি জানি॥ মায়ের আয়ত হাতে আমিষ ভোজন। কত বা সহিব গুরু জনের গঞ্জন॥ চলিব পাটনে রায় চলিব পাটন। দেখিব লোচনে ভরিবারেক চরণ॥ দরিদ্রের হেম যেন নারীর লোচন। তোমা বিনে অন্ধকার হবে নিকেতন॥ বাপের উদ্দেশে যাবে মায়ের সংশয়। লভ্য চাহিলে মূল হারাবে নিশ্চয়॥ সিংহলে তোমার বাপ থাকে ভালে ভালে। অবশ্য আসিবে সাধু থেকে ক্রত কালে। সাধু-বলে নাহি বল বিরোধ বচন। তোমার চরণে রায় এই নিবেদন॥ পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম জপ তপ পিতা। পিতা মহাগুরু পিতা পরমা দেবতা। পিতার উদ্দেশে যাব দক্ষিণ পাটন। ইথে যদি মৃত্যু হয় পাব নারায়ণ॥ দেহ অনুমতি রায় দেহ অনুমতি পিতার উদ্দেশে আমি যাব ক্রত গতি। আজ্ঞা নাহি দেয় রাজা করি মায়া মো। শ্রীমন্তের নাহি রহে লোচনের লো॥ শ্রীমন্তের পিতৃ ভক্তি দেখিয়া নৃপতি। ধন্য ধন্য বলি তায় দিল অনুমতি॥ অঙ্গে হৈতে খসাইয়া দিল খাসা যোড়া। চড়িবারে দিল

তারে পাথরিয়া ঘোড়া। আরোপিল অঙ্গে তার ভূষণ চন্দন। লক্ষ তঙ্কা দিল তারে ভিড়ার সাজন। নৃপতি চরণে সাধু করিল প্রণাম। ত্বরিতে চলিল সাধু আপনার ধাম পাইল বিদায় যদি রাজার সভায়। অঞ্চলে ধরিয়া কিছু জননী বুঝায়॥ সিংহলের কথা শুনি লাগে বড় ত্রাস। যে জন সিংহলে যায় নাহি আইসে বাস। যে যায় তরণী পথে বিষম শঙ্কটে। রাত্রি দিন জলে ভাসে স্থান নাহি তটে॥ শিশু মতি তুমি অতি দুর কর দম্ভ। যাত্রা করি এক মাস করহ বিলম্ব॥ তবে যদি পিতা তোর নাহি আইসে ঘর॥ তরণী সাজিয়া যাও সিংহল নগর॥ এতেক বচন যদি বলিল জননী। শ্রীমন্ত বলেন কিছু পাড়িয়া ধরণী॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ খুল্লনার নিকট শ্রীপতির বিদায়।

পয়ার। চলিব পাটনে মাতা ইথে নাহি আন। যাত্রাকালে নিষেধিলে হয় অকল্যাণ॥ যদি পিতা পুত্রে মোর হয় দরশন। আসিয়া করিব পুন চরণ বন্দন॥ যদি পিতা পুত্রে মোর নহে দরশন। পুন না আসিব মাতা এই নিবেদন॥ আমার বচনে মাতা স্থির কর মতি। তব আশীর্ব্বাদে যেন আসি শীঘ্রগতি॥ গণকের কথা হৈল খুল্লনার মনে। বিদায় দিলেন পুত্রে হরষিত মনে। অভয়ার পূজা রামা কৈল আরম্ভন। ষোড়শোপচারে আনে পূজার কারণ॥ সঙ্গে এয়োগণ গেল ভ্রমরার ঘাটে। পূজার আরম্ভ করে ভ্রমরার তটে॥ চন্দনেতে অষ্ট দল করিয়া সুন্দরী। তার মাঝে স্থাপিলেন কনকের ঝারী॥ চারিদিগে জয় জয় দেয় রামাগণ। লোকে বলে ধন্য ধন্য বেণের নন্দন॥ অল্পকালে যায় সাধু দক্ষিণ পাটনে। কেমনে উহার মাতা ধরিবে জীবনে॥ ছাগল মহিষ এনে দেয় বলিদান। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অথ চণ্ডীর হস্তে শ্রীমন্তকে সমর্পণ।

ত্রিপদী। আরোপিয়া হেম ঘটে, ভ্রমরা নদীর তটে, চণ্ডিকা পূজেন খুল্লনা। আরোপিয়া পদ ছায়া, শ্রীমন্তে করহ দয়া, পুরহ আমার কামনা॥ প্রথমে লম্বোদর পূজিল দিবাকর, রথাঙ্গপাণি উমাপতি। ময়ূর বাহনে, পূজিল ষড়াননে; পূজিল লক্ষ্মী সরস্বতী॥ তণ্ডুল অষ্ট দূর্ব্বা, জাহ্নবী জল গর্ভা, কাঞ্চনে বিরচিত ঝারী। অঞ্জলি সরসিজে, চণ্ডিকা রামা পূজে, নাচে গায় বিদ্যাধরী॥ করিয়া শুভক্ষণ; চামর চন্দন তরণীধ্বজ আগে বান্ধে। বংশ কেরয়াল, ইন্দু করবাল, পূজিল দিয়া পুষ্প গন্ধে॥ গাঠের গাবরে, পূজিল কর্ণধারে, বসন ভূষণ চন্দন। ডিঙ্গায় প্রদক্ষিণ, করিল দুলতীর সন্তোষে সখিগণ সনে॥ আসন ভূত শুদ্ধি, করিল যথা বিধি; ন্যাস ধরিল ধরনে। ধ্যান ধারণে, করিল পূজনে, করিল পূজার বিধানে॥ মায়ের বচনে, চণ্ডীর চরণে, স্তব করে শ্রীপতি। করিয়া প্রণিপাত, পূজিল জগন্নাথ, অষ্টাঙ্গে লোটায়ে ক্ষিতি॥ রঘুনাথ নাম, অশেষ গুণধাম, ব্রাহ্মণ ভূমি পুরন্দর। তার সভাসদ, রচিয়া চারুপদ, মুকুন্দ রচে কবিবর।

ত্রিপদী। অভয়া গো স্থান দেহ চরণ কমলে। সকল বিফল ধন্দ, দূর কর আশা বন্ধ, মিথ্যা জন্ম হৈল মহীতলে॥ পতি পুত্র ভ্রাতৃ বন্ধু, সকল গুণের সিন্ধু, কালচক্র বড় ভয়ঙ্কর। সজীবে করয়ে গ্রাস, ইথে মিথ্যা অভিলাষ, মহাব্রত তথি স্বতন্তর॥ লঙ্ঘিয়া তোমার ঘটে, স্বামী গেল বিশটে, দূর কৈলে দাসীর আয়াত। হৈল বড় পরমাদ, জীবনে নাহিক সাধ, মহীতলে মিছা গতায়াত॥ তুমি দিলে বনে বর, কোলে হৈল বংশধর, আছিল মনের অভিলাষ। না পুরিল মনোরথ, সুত যায় দূর পথ, সুখে বিধি করিল নৈরাশ॥ পতি পুত্র মায়া মোহে, খুল্লনা ভাসিল লোহে, প্রবোধ করেন হৈমবতী। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, দামুন্যায় যাহার বসতি॥

পয়ার। খুল্লনারে চণ্ডিকার বড় মায়া মোহ। নেতের আঁচলে মুছে লোচনের লোহ। সিংহলে যাইতে পুত্রে দেহ অনুমতি। বিপদে পুত্রের তব থাকিব সংহতি॥ খুল্লনা বলেন মাতা ঐ চিন্তা বড়। বিপদ সময়ে পুত্রে তুমি পাছে ছাড়॥ খুল্লনা বিনয় করি করিছে ক্রন্দন। অযোধ্যা ছাড়িয়া যেন রাম যায় বন॥ বিপদ সময়ে মাতা হবে অনুকূলে। পতি পুত্র পুনরপি আইসেন কুশলে॥ ভগবতী বলে রামা না হও কাতর। পতি পুত্র তোমার আনিয়া দিব ঘর॥ এতেক শুনিয়া রামা চণ্ডীর বচন। হাতে হাতে শ্রীমন্তেরে কৈল সমার্পণ॥ শ্রীমন্ত ভাবেন মনে চণ্ডীর চরণ। জাতপত্র অঙ্গুরী দিলেন নিদর্শন॥ অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা দিল পুত্র হাতে। বিপদ সময়ে যেন চণ্ডী হয় চিতে॥ দেব দ্বিজ গুরু জনে করিয়া প্রণাম। ত্বরায় সিংহলে সাধু করিল প্রস্থান॥ মায়ের চরণে ছিরা করিল প্রণাম॥ সাধিয়া আপন কার্য্য আইস নিজধাম॥ নেউটিয়া দেশে যেন হয় রে গমন। দুর্গম পথেতে দুর্গা করিবে স্মরণ॥ বিপদ শঙ্কটে তোর নহিবে মরণ। সর্ব্বক্ষণ চিন্তে নর অষ্টক্ষণ পড়ে। ধন পুত্র যশ লক্ষ্মী পরমায়ু বাড়ে॥ বিমাতার পায়ে ছিরা কৈল নমস্কার। বাহুড়িয়া দেশে তুমি না আইস আর॥ কিবোল বলিলে সতা জন্মাইলে দুখ। পুনরপি কেমনে দেখিব তোর মুখ॥ খুল্লনা বলেন ছিরা শুন মোর বাণী। বিপদে রাখিবে তোরে নগেন্দ্রনন্দিনী॥ সুবাকারে সম্ভাষ করিল লঘুগতি। দেবী বলে ভয় না করহ শ্রীমপতি॥ খুল্লনা বলেন মাতা কর প্রতিকার। থাকিবে নৌকার আগে হয়ে কর্ণধার॥ রই ঘর চাপিয়া বসিল সদাগর। হাতে দণ্ড কেরয়ালে বসিল গাবর॥ দাণ্ডাইয়া রহে সবে ভ্রমরার ঘাটে। দুর্গা বলে কর্ণধার সাধুর নিকটে॥ কার হাতে কেরয়াল কার হাতে বাঁশী। কার হাতে জগঝম্প কার হাতে কাসি। বাহোর বলিয়া ডাকেন সদাগর। দেখিয়া খুল্লনা রামা হইল কাতর॥ দুর্ব্বলা ধরিয়া তারে লৈয়া যায় ঘরে। প্রবোধ না মানে রামা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥ কান্দিয়া খুল্লনা রামা চলিলেন ঘরে। শ্রীমন্ত করিছে ত্বরা ডিঙ্গা বাহিবারে॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

অথ শ্রীমন্তের সিংহলে গমন।

ত্রিপদী। প্রথমে ভ্রমরা জলে, শ্রীমন্ত নৌকায় চলে, পূজিয়া মঙ্গল চণ্ডীকায়। এড়ায়ে ভ্রমরা পানি, সম্মুখেতে উজাবণি, নোলগ্রাম এড়াইয়া যায়॥ চাকদা কুমার খালা, এড়ায় সাধুর বালা, ছাড়িয়া কৈল স্থেয়াপন। কাণ্ডার মালুম কাঠে, এড়াইল থানা ঘাটে, মৌনায় দিল দরশন॥ সম্মুখে হুসন পুর, গড় পাড়া কত দূর, দৌলাতপুর বাহিল তখন। কাণ্ডার মেলায় বায়, বাকসা এড়ায়ে যায়, কাকনায় দিল দরশন॥ এড়াইল গঙ্গাডাঙ্গা, ঘাট কুলিন পাড়া, ডাহিনে এড়ায় কুণ্ডরপুর। কাণ্ডার মেলান বায়, বাঁকুল্যা এড়ায়্যা যায়, বেলেড়া বাহিল কত দূর॥ হাটার মেলান বায়, চবকি এড়ায়ে যায়, আঙ্গার পুর বাণিয়ার বালা॥ সেনালিয়া নব গা, তাহাও করিল বা, উত্তরিল সাধু গেল কোলা॥ সম্মুখে উধন পুর, নৈহাটী কতদূর, শাখারি ঘাটে দিল দরশন। পাইয়া গঙ্গার পাণি, মহাপুণ্য মনে গণি, পূজা কৈল গঙ্গার চরণ॥ মণ্ডল ঘাট ডাহিনে আছে থাকিবে হাটের কাছে, আনন্দিত সাধুর নন্দন। সম্মুখেতে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দর্লভ জানি, দেব আইসে যাহার নন্দন॥ জলেতে কাকড়া পেলি, দিলেন কনকাঞ্জলি, কহ ভাই গঙ্গার কথন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, ইত্যাদি।

অথ গঙ্গার উৎপত্তি কথন।

অবধানে কর্ণধার, শুন পুরাণের সার, কহিব গঙ্গার উপদেশ। হরি পদে উৎপত্তি ব্রহ্ম কুমণ্ডলে স্থিতি, হরশিরে করিল প্রবেশ॥ এক কালে পশুপতি, পঞ্চমুখে করি স্তোত্র গান, গীত হরি সন্নিধানে। গীতে সমর্পিত মন, দ্রব হৈল নারায়ণ, বিধি রাখে

করঙ্ক আধারে ॥ ব্রহ্ম কুমণ্ডলে বাস, আছিলে ব্রহ্মার পাশ, পবিত্র করিয়া ব্রহ্মলোক ইন্দ্রের সাধিতে মান, কৃপাসিন্ধু ভগবান, কশ্যপ মুনির হৈল তোক। হইয়া বামন বটু, বেদ অংশে ছয় পটু, ধরিল দণ্ড মেখলা অজিনে। যুক্তি করি তার সনে, আইলা রাজার স্থানে, অশ্বমেধ অবসান দিনে।। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলি, জিজ্ঞাসেন কৃতাঞ্জলি কহ দ্বিজ নিজ অভিলাষ। কহিলেন ভগবান, ত্রিপদ ধরণী দান, আইলাম তোমার সকাশ।। দান দিতে চাহে রায়, দ্বিজ নাহি দেয় সায়, দিল দান তিন পদ ক্ষিতি। ক্ষিতি যুড়ি পদএকে, আর এক উর্দ্ধ লোকে, তৃতীয় বলির মাথে স্থিতি।। বলি চতুর্দ্দিকে চাই; কোথায় নাহিক ঠাঁই, শিরে রাখে বিষ্ণুর চরণ। সংসার সকল ভয় হরে নিল রসাতল, অষ্টাদেশে করিল লিখন।। ভুভার তারণ ভার, চতুর্দ্দশ অবতার, হিরণ্য কশিপু দৈত্য রাজা ভায়ের বিনাশ দেখি, চিত্তে রাজা হৈয়া দুখী; সহস্র বৎসর কৈল পূজা।। ইন্দুর নন্দন দুই, ব্রহ্মা আইলা তার ঠাঁই, কমণ্ডলু জল তথি দিল। পায়্যা কুমণ্ডলু জল দাণ্ডাইল দৈত্যবল সত্য করিয়া বর নিল।। পাইয়া ব্রহ্মার বর, জিনিলেক পুরন্দর, দৈত্য সুত আহ্লাদ জন্মিল। হরি নাম নিরন্তর, হিংসা কৈল দৈত্যেশ্বর, নরসিংহ রূপে বিদারিল।। হরিপদ নিজধামে, দেখি ব্রহ্মা সসম্ভ্রমে, পাদ্য দিল কমণ্ডলু ঢালি। কলুষ নাশিনী ক্রমে, আইলা গঙ্গা ধ্রুব ধামে, সুমেরু করিয়া পুণ্যশালী।। আসিয়া গগণ তলে, ভ্রমে ইন্দু মণ্ডলে, উরিলা কনক গিরি শিরে। কলুষ সকল হরা, হইলা গঙ্গা চারিধারা, পূর্ব্ব যাম্য পশ্চিম উত্তরে।। আমি নামে দ্রুত ধারা, সি[illegible]নামে পূর্ব্বধারা, ভদ্র সে পাবনী সুরধুনী। ধৌত হরি পদ দ্বন্দ্বা, দক্ষিণে অলকানন্দা, জম্বুদ্বীপ নিস্তার কারিণী।। পশ্চিমে ধবল ধারা, বঙ্ক নামে পুণ্য ধারা, পবিত্র করিয়া কেতুমাল উত্তর মঙ্গল তার, ভদ্র নামে শেষ ধারা, স্নানে যার পুণ্য সুবিশাল।। পুরাণ অবধি করি, চারি হস্ত ধরি হরি, ভাগ্যবান বৈসে এই স্থলে। ইথে জন্ম করে জপ; কেবল অক্ষয় তপ, মুক্তি হয় যদি মরে জলে।। শুনি গঙ্গা অবতার, সুখী হৈল কর্ণধার, স্নান কৈল তথি জনে জনে। আচ্ছাদিয়া ধৌত পটে, লইল নূতন ঘটে, শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে।।

পয়ার। ডাহিনে ললিত পুর বাহিল ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া ফুল পানি।। ভাণ্ড সিংহের ঘাট খান ডাহিনে এড়ায়ে। মাট্যারি সহর খান বামদিগে থুয়ে।। সঘনে কেরয়াল পড়ে জলে পড়ে সাট। নিমিষেকে গেল সাধু যোজনেক বাট। বেলন পুরের ঘাটখান কৈল ত্যেয়াগন। নবদ্বীপ ঘাটে সাধু দিল দরশন। চৈতন্য চরণে সাধু করিল প্রণাম। সেখানে রহিয়া সাধু করিল বিশ্রাম। রজনী বিশ্রামে সাধু মেলি সাত নায়। নবদ্বীপ পাড়পুর বাহিয়া এড়ায়। শীঘ্রগতি মির্জাপুর বাহে ত্বরা ত্বরা। নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা।। নায়ে পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক। ডাহিনে রহিল সহর অম্বুয়া মুলুক। বাহং বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া। বামে শান্তিপুর বহে রহে দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।। উলা বাহিয়া যায় কিছি মার পাশে। মহেশ্বর পুরের নিকটে সাধু ভাসে। বামভাগে হালিসহর ডাহিনে ত্রিবেণী। দুকুলের জপ তপে কিছুই না শুনি। লক্ষ লক্ষ লোক একবারে করে স্নান। বাস হেম তিল ধেনু কেহ করে দান।। রজতের দীপে কেহ করয়ে তর্পণ। গর্ভের ভিতরে কেহ করয়ে মুণ্ডন।। শ্রাদ্ধ করে লোক সব জলের সমীপে। সন্ধ্যাকালে লোক সব দেয় ধুপ দীপে।। বহিত্রে বান্ধিয়া কিছু বলে সদাগর। গাইল পাঁচালিতে মুকুন্দ কবিবর।।

কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট। মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট। বারেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিঙ্গল সফর। উৎকল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয় নগর।। মথুরা দ্বারিকা কাশী কল্পপুর কায়া। প্রয়াগ কৌরব ক্ষেত্র গোদাবরী গয়া। ত্রিহট্ট কাঁওর কোঁচ হাজর শ্রীহট্ট। নাশিকা করিকা লঙ্কা প্রলম্ব লাক্কট। বাগন বলয়া দেশ কুরুক্ষেত্র নাম। বটেশ্বর আহু লঙ্কাপুর। সপ্তগ্রাম।। শিবাহট্ট মহাহট্ট হস্তিনা নগরী। আর যত সহর তা বলিবারে নারী।।

এ সব সফরে যত সদাগর বৈসে। যত ডিঙ্গা লৈয়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে।। সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়। ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।। তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্থ ক্ষিতি অনুপম সপ্ত ঋষির শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম।। সাধুর বচনেতে করিয়া অবগতি। ত্রিবেণীতে স্নান দান কৈল শ্রীপতি। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

পয়ার। নায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠা পাণি। বাহ২ বলিয়া ডাকেন করমানি।। গারিফা বাহিয়া সাধু বামে গোন্দলপাড়া। জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন নপাড়া।। ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবতী যেই ঘাটে মেলা ইছাপুর এড়াইল বেণিয়ার বালা।। উপনীত হৈল গিয়া নিমাই তীর্থের ঘাটে। নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড় ফুল ফুটে।। ত্বরায় চলে তরী তিলেক নাহি রহে। ডাহিনে মাহেশ বামে খড়দহ রহে।। কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়। সর্ব্বমঙ্গলার দেউল দেখিবারে পায়।। ছাগ মহিষ মেষে পূজিয়া পার্ব্বতী। কুচিনান এড়াইল সাধু শ্রীয়পতি।। ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়। চিৎপুর সালিখা এড়াইয়া যায়।। কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা। বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা।। বেতাই চণ্ডীকা পূজা কৈল সাবধানে। ধনস্থ গ্রাম খানা সাধু এড়াইল বামে।। ডাহিনে এড়াইয়া যায় হিজির পথ। রাজ হংস কিনিয়া লইল পারাবত।। বালীঘাটা এড়াইল বাণিয়ার বালা। কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা।। মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর। তাহা মেলান বেয়ে যায় মাইনগর।। নাচনগাছার ঘাটখান বামদিগে থুয়া। ডাহিনেতে বারাশত খলিনা এড়াইয়া।। ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা ছত্রভোগে এড়াইল অবসান বেলা। ত্রিপুরা পূজিয়া সাধু চলিল সত্বর। অমলিঙ্গ গিয়া উত্তরিল সদাগর।। সঙ্কেত মাধব পূজা করিল সত্বর। তাহার মেলান সাধু পায় হাত্যাঘর।। প্রণমিয়া সঙ্কেত মাধবে প্রদক্ষিণ। ডিঙ্গা বেয়ে সদাগর চলে রাত্রি দিন। সেই দিন সদাগর হত্যাঘরে রয়। রজনী প্রভাত করি মেলি সাত নায়।। দুই এক নৌকা জলের মাঝে ভাসে। মগরার কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে।। দূরে শুনি মগরার জলের নিঃস্বন। আষাঢ়ের যেন নব মেঘের গর্জ্জন।। মোহান বাহিল ডিঙ্গা করি ত্বরা ত্বরা। প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দুর্জয়া মগরা।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ শ্রীমন্তকে ভগবতীর মগরায় ছলনা।

পয়ার। ঈশানে উড়িল মেঘ করে দুর দুর। উত্তর পবনে মেঘ সমান চিকুর।। নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগণ মণ্ডল। চারি মেঘে বরিষয়ে মুষল ধারে জল।। করিকর সমান বরিষে জলধারা। জলে মহী একাকার নদী হৈল হারা।। দিবা নিশি সমাচার মেঘের গর্জ্জন। কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন।। পরিশ্রান্ত নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী স্মরয়ে সকল লোক জৈমিনি জৈমিনি। পূর্ব্ব হৈতে আইল বন্যা দেখিতে ধবল। সাত তাল হৈয়া গেল মগরার জল।। ঝঞ্ঝনা চিকুর পড়ে কামান কৃপাণ। ভাঙ্গিয়া নৌকার ঘর করে খান খান।। বাপের উদ্দেশে ছিরা চলিল সিংহল। খুল্লনা জননী তার কান্দিয়া বিকল।। মগরাতে ঝড় বৃষ্টি করিব বিদিত। দৃঢ় ভক্তি হয় নয় জানিব চরিত।। বিপদ দেখিয়া ছিরা করে কি স্মরণ। শঙ্কটে রাখব আজি দাসীর নন্দন।। নদ নদীগণ যত করিল প্রয়াণ। অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান।।

মালঝাঁপ। চণ্ডীর আদেশে ধায় নদ নদীগণ। মগরা নদীর সঙ্গে করিতে মিলন আজ্ঞাদিল ভবানী, চলিল মন্দাকিনী, ছাড়িয়া গগণের স্থিতি। সঙ্গে মকর জাল, ছাড়িয়া পাতাল, রঙ্গে চলে ভোগবতী।। প্রবল তরঙ্গা, ধাইল গঙ্গা, ভৈরব কর্ম্মনাশা ধাইল কৃষ্ণপদ, সোন মহানদ, বাহু বিদারিয়া বিষা।। আমোদর দামোদর, ধাইল দারুকেশ্বর, মিশাইলা চন্দ্রভাগা। কোশাই দারাকি, ধাইল দুই ভাই, বগড়ির খানা যায় বাগা।। ধাইল ঝুম ঝুমি, করিয়া দামা দামি, বিশাই গড়াই সঙ্গে। ধাইল তারা

জুলি, পুষ্করা কুতুহলী, রত্না চলিল রঙ্গে ।। খরতর লহরী, ধাইল গোদাবরী, কাণা ধায় দামোদর। খাদি জুলি জঙ্গে, চলিলেক রঙ্গে, বুড়া মন্দেশ্বর। ধাইল বরুণা, অজয় যমুনা, কুতুহলে সরস্বতী।। ধাইল কন্তী, কাণা ধায় গোমতী, সরযু আর বংশাবতী।। ধাইল কসাই, মহানদী বড়াই, খরস্রুতি বামনের খানা। চারিদিগে জল, হইয়া ধবল, মগরা যুড়িয়া ফেণা। বাজাইয়া দণ্ডী, কড়াই চণ্ডী, ধাইল সত্বর হৈয়া। সঙ্গে কেলে খাই, লয়ে মহামাই, ধায় স্বর্ণরেখা লৈয়া।। জগদর ভংসে ইত্যাদি।।

কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল। অরি হৈল দেবরাজ, বেজতড়কা পড়ে বাজ, বরিষে মুষলধারে জল।। শিল বাজে যেন গুলি, ভাঙ্গিল মাতার খুলি, বেগে যেন জল বাজে কঁড়। বিষম জলের রায়. ভয়ে প্রাণ স্থির নয়, গাবরে ধরিতে নারে দাঁড়।। দুঃসহ বিষম ঝড়ে, উপাড়িয়া গাছ পড়ে, দুকুল হারিয়া বহে খানা। কহ কর্ণধার ভাই কেমনে নিস্তার পাই, রাশি রাশি কত ধায় ফেণা।। ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে, বৃষ্টি জলে ডিঙ্গা বুড়ে, নায়ে পাইক জড় হৈল শীতে।। শুন ভাই কর্ণধার, নাহি দেখি প্রতিকার জলে অহি ভাসে শতে শতে। দেখি রে নায়ের পাশে, মকর কুম্ভীর ভাসে, গিরি গুহা বিকট দশন। কাণ্ডার উপায় বল, দেখিয়ে প্রলয় জল, আজি দেখি শঙ্কট জীবন।। ডু বুডবু করে ডিঙ্গা, স্মরণ করহ গঙ্গা, অন্তকালে ভজ ভগবতী। পড়িয়া বিষম ফাঁদে, ভবানী বলিয়া কান্দে, হৃদয়ে শ্রীপতি।। মহামিশ্র ইত্যাদি।।

পয়ার। রক্ষ ভবানী মাতা কি বলিব আর। তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর।। তোমা স্মরিয়া যাত্রা করিনু আসিতে। সমপিয়া দিলা মাতা তব হাতে হাতে তবে কেন বল করে মগরার জল। নিশ্চয় জানিনু মোর করম বিফল।। ভগবতী বন্দ্যে সাধু ঝাঁপ দিল জলে। রূপ ভরে অভয়া শ্রীমন্তে কৈল কোলে।। সদয় হইল মাতা সেবক বৎসল। চণ্ডীর কৃপায় হৈল এক হাঁটু জল।। দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতি নাশিনী দুর্জ্জয়া দক্ষিণা কালী নগেন্দ্র নন্দিনী।। নিদ্রা রূপী হৈয়া তুমি ভাণ্ডালে প্রহরী। যখন দৈবকী হৈতে জন্মিল শ্রীহরি।। নানা অবতারে তুমি বিষ্ণু সহায়নি। দুরিত নাশিনী জয়া দুর্গতি হারিণী।। যমুনা আবর্ত্ত শালী বিষম করালী। পুরোস্তরা হৈয়া তুমি হইলে শৃগালী।। ভূভার খণ্ডলে কৈলে আপনি প্রকার। কংস ভয়ে কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দী পার। ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চণ্ডীর কৃপায়। ডিঙ্গা লৈয়া সদাগর দ্রুতগতি বায়।। ডানি বামে ছেড়ে যায় কত কত দেশ। সঙ্কেত দেউলে দেখে সোণার মহেশ সদাগর কহে কিছু তার বিবরণ। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

অথ সগর বংশ উপাখ্যান।

ত্রিপদী। অবধানে কর্ণধার, শুন পুরাণের সার, সগর বংশের উপাখ্যান। যার বল গজাযুত, সহস্র হাজার সুত, সাগরের কারণ নির্ম্মাণ।। ত্রিভুবন অবতংসে আছিলা মিহির বংশে, বৃকনামে মহা মহীপাল। তার সুত হৈল বহু, রিপুচন্দ্রে যেন রাহু অবনি পালনে চিরকাল।। পাপ গ্রহ যোগ ফলে, পরাজয়ী জরাকালে, রাজ্য ছাড়ি গেলা বনবাস। বনে মৈল নরপতি, তার শশিমুখী সতী, অনুমৃতা কৈল অভিলাষ। তারে গর্ভবতী জানি, আসি তথা ঔর্ব্ব মুনি, মরণ করিল নিবারণ। নাহি গেল স্বামী সনে; গর্ভ কথা সতা শুনে, বিষ অন্ন করায় ভোজন। সেই গর্ভে দেব অংশ, গরলে নহিল ধ্বংশ প্রসবিল রাণী যথাকালে। গ্রহ যুত হৈল সুত, দেখি রাণী অদ্ভুত, সগর আখ্যান লোক বলে।। তিন লোকে খ্যাত কীর্ত্তি, হৈল রাজ চক্রবর্ত্তী, অধিষ্ঠান হৈলা সিংহাসনে। হয় তালজংঘ, আর যত রিপু ভঙ্গ, একা রাজা জয় কৈল রণে।। নিষেধ করিল মুনি, নাহি নৃপ বধে প্রাণী, মাথা মুড়ে পাঠাইল কাননে। সেই কৃপাময় রাজা সুত সম পালে প্রজা, বিধাত সন্তোষ বড় মনে।। কেশিনী সুমতি তার, নরপতির দুই

দ্বারা, অসমঞ্জা কেশিনীনন্দন। তার সুত অংশুমান; খ্যাত সর্ব্বগুণ ধাম, পিতা সম হিত পরায়ণ ॥ সুমতি সুগুণ যুত, ষষ্টি হাজার সুত, অযুত কুঞ্জর মহাবল। অসমঞ্জা কৈল দোষ, নৃপতি মানিল রোষ-বনবাস দিল প্রতিফল ॥ দিল ঔর্ব্ব অনুমতি, রিপু জয়ী নরপতি, অশ্বমেধে ছেড়ে দিল হয়। অশ্ব হরি নিশাভাগে, রাখিল কপিল আগে, ইন্দ্র গেল আপন নিলয় ॥ যদি হারাইল হয়, সুতে নরপতি কয়, শুন ষাটিসহস্র কুমার। ঘোড়া আনে দিবে মোরে, পরাণে মারিয়া চোরে, যজ্ঞ ভার সকল তোমার ॥ ষাটি হাজার ভাই, ভ্রমিল অনেক ঠাই, না পায় অশ্বের অন্বেষণে; খুঁজিয়া অশ্বের অশ্ব নিমিষ না চলে পথ, হয় খুজে পাইল দক্ষিণে ॥ সুড়ঙ্গে ঘোড়ার পদ, দেখি সবে ক্রোধ যুত, সবে মেলি খোঁড়য়ে ধরণী। নৃপতি কুমার যত, প্রবেশে পাতাল পথ, দেখিল কপিল মহামুনি ॥ ঘোড়া দেখি তার কাছে, কোপে নৃপসুত নাচে, বকধ্যানে আছে ঘোড়া চোর ॥ এতেক নিন্দিয়া তারে, পিঠে শিলাঘাত করে, কোপ দৃষ্টে মুনি চায় ঘোর ॥ মুনি দেহ কোপানলে, নৃপতি কুমার জলে, একটী না রহে অবশেষ। আসিয়া নারদ তথা, কহিল সকল কথা, সগর পাইল বড় ক্লেশ ॥ ডাকে আনে অংশুমান, সগর দিলেন পান, চলয়ে অশ্বের অন্বেষণে। অবিলম্বে অংশুমান, গেল কপিলের স্থান, শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

পয়ার। রথে চড়ি গেল শিশু কপিলের স্থান। অবনী লোটায়ে স্তুতি করে অংশুমান ॥ অনুগত শিশু আমি কি বলিতে জানি। আপনার গুণে কৃপা কর গুণমণি ॥ কি বলিতে পারি প্রভু তোমার মহত্ত্ব। পরসিতে নারে তোমা তম রজ সত্ত্ব ॥ আপনার দোষে মৈল সগর কুমার। কৃপাময় প্রভু কোপ না হক তোমার ॥ অবনী লোটায়ে স্তুতি করে বারে বার। অনুগ্রহ কর প্রভু তুমি কৃপাধার ॥ অংশুমানে তুষ্ট হয়ে মুনি দিলা হয়। উপদেশ করে দিল মুনি মহাশয় ॥ শুন শুন অংশুমান মুনিবর বলে। গতি না হইবে ইহার বিনা গঙ্গাজলে। মুনি প্রদক্ষিণ করি আইল অংশুমান। ঘোড়া আনিয়া দিল সগর বিদ্যমান ॥ অশ্বমেধ সাঙ্গ কৈল সগর নৃপতি। অংশুমানে রাজ্য দিয়া পাইল দিব্য গতি। রাজ্যভার দিয়া সুতে রাজা অংশুমান। গঙ্গাহেতু তপস্যা করিল সাবধান ॥ অংশুমানের পুত্র দ্বিলীপ নরপতি। সুতে রাজ্য দিয়া গেল ত্রিদেব বসতি ॥ দ্বিলীপ করিল রাজ্য অযুত বৎসর। পাত্রে রাজ্যভার দিয়া গেল নৃপবর। কুলেতে রহিল মাত্র বিধবা রমণী। অনাহারে তপস্যায় মৈল নৃপমণি ॥ এক দিন দুর্ব্বাসা তপস্যা করে যায়। ভক্তি দেখি তুষ্ট মুনি কর দিল তায় ॥ পুত্রবতী হও তুমি আমার বচনে। মুনি আশীর্ব্বাদে রামা দুঃখ ভাবে মনে ॥ বংশেতে পুরুষ নাহি শুন মহাশয়। অভাগ্য করেছি কেন হইবে তনয় ॥ মুনে বলে কভু মিথ্যা নহে মোর বাণী। ঋতুকালে সঙ্গম হইবে দুসতিনী। এতেক বলিয়া মুনি গেল তপোবন। সেই দিন সঙ্গম হৈল দুসতিনে দুই ভগে জন্ম নিল পুত্র ভগীরথে। শাপে বর অষ্টাবক্র দিল দৃঢ়ব্রতে ॥ কুলের বিধান জানে পুরোহিতের স্থানে। বংশ বিবরণ কথা শুনে সাবধানে ॥ গঙ্গা আনিবারে রাজা করিল গমনে। গঙ্গা হেতু তপস্যা করিল সাবধানে ॥ ইন্দ্র হরি হর সেবিল জগন্নাথে গেলা ব্রহ্মলোকে হরি ভগীরথের সাথে ॥ মায়া পাতি প্রভু জল করিল সংহার। জল না পাইলে গঙ্গা নাহি দিব আর ॥ যুক্তি করিল গেলা ব্রহ্মা সন্নিধানে। জল চাহি বুলে ব্রহ্মা সকল ভুবনে ॥ কমণ্ডলে ছিল গঙ্গা দিল রাজা পায়। গঙ্গা ~~লৈয়া~~ ভগীরথ হইল বিদায় ॥ ভগীরথে কৈল গঙ্গা বর মাগ রায়। ভগীরথ নিবেদন কৈল গঙ্গা পায় ॥ ব্রহ্ম শাপে মৈল মোর পিতামহগণ। আপনি হইবে তাঁহার উদ্ধার কারণ। সদয় হইয়া গঙ্গা দিলেন অনুমতি। তপস্যায় গঙ্গা বস করিল ভূপতি। পাইয়া গঙ্গার দেখা পাইল জহ্নু মুনি। গঙ্গা হেতু তপস্যা করিল নৃপমণি। অবনী আইসে গঙ্গা ভগীরথ সাথে আসিতে অবনী গঙ্গা হর কৈল মাতে ॥ গঙ্গা না দেখিয়া দুঃখিত নৃপবর। অনাহারে তপ করে সহস্র বৎসর ॥ তপস্যায় হর তুষ্ট কৈল ভগীরথে। বাড়াইয়া দিল গঙ্গা জটাভার

হৈতে। হর শির হৈতে গঙ্গা আইসেন অবনী। আগে চলে ভগীরথ দিয়া শঙ্খ ধ্বনি॥ হিমালয় শিখরে উরিলা নারায়ণী। গুহা সাঙ্গাইয়া গঙ্গা না পান সরণি। সুর পতি দুঃখিত দেখিয়া ভগীরথে। অনুগ্রহ কৈল ইন্দ্র কহ ঐরাবতে॥ গজ বলে যদি গঙ্গা দেয় আলিঙ্গন। গুহা বিদারিয়া দিব করহ গমন॥ গঙ্গার চরণে নিবেদয়ে নরপতি। আসিবারে গঙ্গা তারে দিলেন অনুমতি॥ সহিবারে পারে যদি জলের নিস্বন। নিশ্চয় বলিহ তারে দিব আলিঙ্গন॥ ঐরাবত আসি গুহা বিদারি দশনে। জল বেগে পড়ে গজ ষোড়শ যোজনে। আপনা নিন্দিয়া ঐরাবত মারে রড়। শ্বাস পালটিয়া মাত্র গেল হস্ত্যাঘর। অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

ত্রিপদী। শুনরে কাণ্ডার ভাই, তীর্থ বড় এই ঠাই, রামায়ণে শুনি ইতিহাস। সগর বংশের কর্ম্ম, শুনিলে বাড়য়ে ধর্ম্ম, নাহি হয় পাপের প্রকাশ। আগে দেখাইয়া পথ, চলে রাজা ভগীরথ, বায়ুবেগে রথের প্রয়াণ। পবিত্র করিয়া ধারা, সুরনদী তীর্থবারা, আইল সাগর সন্নিধান॥ আসি গঙ্গা এই পথে, কহিলেন ভগীরথ, কোথা মৈল সগর নন্দন। ভগীরথ বলে বাণী, সবিশেষ নাহি জানি, আপনি করহ অন্বেষণ॥ প্রপিতামহের কথা, বিশেষ না জানি মাতা, নাহি কেহ পুরাতন লোক। যত আছে চরাচর, নহে তব অগোচর, কৃপা করি দূর কর শোক॥ ভগীরথ কৃপা হয়ে, আপনি গুলেন চেয়ে, জুড়িলেন বিংশতি যোজনে। তনু ভস্ম হাড় নখে, পরশে বৈকুণ্ঠ লোকে, গেলা সবে গগণ বিমানে। নারকী পুরুষ যত, স্বর্গে যায় চড়ে রথ, উর্দ্ধ হস্তে নাচে ভগীরথ। অমরে দুন্দুভি বাজে, ভগীরথ মহারাজে, পথে দৃষ্টি করিল দৈবত। যেখানে সগরবংশ ব্রহ্মশাপেহৈল ধ্বংশ, অঙ্গার আছিল অবশেষ। পরশি গঙ্গার জলে, বিমানে বৈকুণ্ঠ চলে, হৈয়া সবে চতুর্ভুজ বেশ॥ মুক্তিপদ এই স্থান, এই খানে করি স্নান, চল ভাই সিংহল নগর। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ ইত্যাদি।

পয়ার। প্রণমিয়া সঙ্কেত মাধবে প্রদক্ষিণ। ডিঙ্গা বেয়ে সদাগর চলে রাত্রিদিন। দক্ষিণে মেদিনীমল্ল বামে বীর খানা। কেরয়ালের ঝমঝমি নদী ঘুড়ে ফেণা॥ কনাহাট খুলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া॥ আঙ্গার পুরের ঘাট খান বামেতে রাখিয়া। গমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে। প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে। কনক রচিত চক্র রূপার শিখর। উড়িছে শতেক হাত সেত মহোহর॥ বহিত্র বান্ধিয়া বলে বেনের নন্দন। এই খানে রহ করি প্রসাদ ভোজন॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান।

ত্রিপদী। ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়, বিশ্বে যার যশ গায়, দ্রাবিড় ভুপাল যশোধন। দক্ষিণ জলধি কুলে, অক্ষয় বটের মুলে, আরোপিলা দেব নারায়ণ॥ মুক্তিপদ এই ঠাঁই শুন কর্ণধার ভাই, কহিব পুরাণ ইতিহাস। পঞ্চক্রোশ নীলগিরি, ইহাতে কৈবল্যপুরী ইথে মৈলে বৈকুণ্ঠে নিবাস॥ সমীপে বিমলা দেবী, যাহার চরণ সেবি, তাজে নর সংসার বাসনা। সঙ্গে গুহ লম্বোদর, এই স্থানে আইল হর, হরিভাবে হৈয়া দৃঢ়মনা। পথে বা শশানে মরে, অনাথ মণ্ডপ ঘরে, যথা এই মহাস্থানে। ইচ্ছা করি যেবা যায়, প্রসঙ্গে, সে গতি পায়, মুক্তি হয় দেহ অবসানে। সুভদ্রা বলাই সাথে, দেখ ভাই জগন্নাথে, সম্মুখে গরুড় মহাবীর। শুচি হয়ে করে ফোটা, প্রদক্ষিণ মুন কোটা, কর ভাই বৈকুণ্ঠ মন্দির। মার্কণ্ডেয় হ্রদে স্নান, সিন্ধুতটে পিণ্ডদান, পিতৃলোক উদ্ধার করাণ। সেব ভাই নিরন্তর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, বটবৃক্ষে কর আলিঙ্গন। পরশে রোহিণী কুণ্ডে পাপ কর্ম্ম ইথে খণ্ডে, শুনহ কুণ্ডের ইতিহাস। এই কুণ্ডে ত্যজি জীব, সাক্ষাৎ হইল শিব, কাক গেল বৈকুণ্ঠ নিবাস॥ প্রবল চপল ভঙ্গা, স্নান করি শ্বেতাগঙ্গা, শ্রীনীল মাধবে কর নতি। ক্ষিতিতে বৈকুণ্ঠ পুরী আমি কি বলিতে পারি, ইতে যত দেবতার স্থিতি॥ নীল

শৈশবে অরণ্যার, চতুর্বর্ণে একাকার, হাটে কিনে খাও ভাত পিঠা। প্রসাদ গঙ্গার জল, ভোজনে সমান ফল, এই অন্ন সুধা হৈতে মিঠা॥ যেবা যেই অভিলাষী, অন্তকালে বারাণসী, লভে যেবা পায় দিব্য গতি। এক দণ্ড বিশ্রামে, সে গতি পুরুষোত্তমে, বট মূলে যদি করে স্থিতি॥ কি আর বুঝাব তোমা, যে অন্ন রান্ধেন রমা, ভোজন করেন জগন্নাথ। প্রসাদ গঙ্গার জল, ভোজনে সমান ফল, দরশনে কলুষ নিপাত॥ ধন্য ক্ষেত্র জগন্নাথ, বাজারে বিকায় ভাত, কোথায় না শুনি হেন বোল। ত্রিসন্ধ্যা বিকায় হাটে, সুপ খণ্ড পুরি ঘটে, আলু বড়া সুক্তার ঝোল॥ ক্ষীর খণ্ড ছেনা লাড়ু, ছেনা পানা পুরী গাড়, ক্ষীরপুলী পদ্ম চিনি ছেনা। বিস্তণ্ড ভাজিয়া পাণ্ডা, কিনহ অমৃত মণ্ডা, হাটে চেকে বুঝ সাধুপানা॥ ক্ষীর লাড়ু কলাবড়া, বাস্তাকু পোড়া, মাসের বেসারি আদার ঝাল। লাবড়া ব্যঞ্জন রাজা, ঘৃতে পলাকড়ি ভাজা, মধুবৎ ব্যঞ্জন রসাল। পথশ্রমহরা জোন্দা, কিনহ তোড়ানি মন্দা, মরিচ সমান যার তার। আজানুলম্বিত জটা, সন্ন্যাসি কাপড়ি ঘটা, অন্ন মাগি ফিরয়ে বাজার॥ অন্নের বাজার মাঝে, পঞ্চদশ বাদ্য বাজে, ঝাটি বাইতি লয় সবে তোলা। সুগন্ধি মল্লিকা দনা, কিনহ সকল জনা, তুলসী কাষ্ঠের কণ্ঠমালা॥ প্রসাদ শুকান অন্ন, ভেদ বিনা চারি বর্ণ, দেশান্তরে বয়্যা লৈয়া খায়। ক্ষেত্রে বা ক্ষেত্র বায়ি, এই অন্ন সুধাময়ি, ভুঞ্জিলে যমের নাহি ভয়। অযোধ্যা মথুরা মায়া, যথা হরি পদছায়া, কাশী কাঞ্চী অবন্তি দ্বারিকা। হরিপদ আর যত বিশেষ কহিব কত, এই পুরী মুক্তির সাধিকা॥ কহি আমি কর পুষ্ট, কুক্কুর বদনে ভ্রষ্ট, প্রসাদ না কর চিত্তে আন। ত্যজ ভাই মিথ্যা যুক্তি, ভুঞ্জিয়া সাধহ মুক্তি, নহে যজ্ঞ ভোজন সমান॥ ধন্য ক্ষেত্র নীলগিরি, ইহাতে থাকিয়া হরি, পদবি লভিয়া জগন্নাথ। বিস্তার উৎকলখণ্ডে, কত কব এক দণ্ডে, চল ভাই করি প্রণিপাত॥ মহামিশ্র জগন্নাথ ইত্যাদি

পয়ার। রাজ রাজেশ্বরে শত দণ্ডবৎ হৈয়া। চলিলেন সদাগর বহিত্র বাহিয়া॥ যদি পিতাপুত্রে মোর হয় দরশন। দেউল রচিয়া দিব এ পঞ্চ রতন॥ বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর। রাত্রি দিন বেয়ে যায় নাহি করে ডর॥ চিনিকুচনের ডাঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া। রাড়িঘাট বাণপুর বাম দিগে থুয়া॥ ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে। রাত্রি দিন বাহে ডিঙ্গা হারমাদের ডরে॥ চিঙ্গড়ির দহে সাধু দিল দরশন। গোঁফ উচ্চ কৈল যেন উলুখড়ি বন॥ সদাগর বলে শুন কাণ্ডার খুল্লন। মাঝ খানে কেন ভাই দেখি খড়িবন॥ কর্ণধার আছে তার বুদ্ধির অতুলি। সেই দহে ফেলি দিল গুড় চাউলি॥ চিঙ্গড়ির দহ সাধু পশ্চাৎ করিয়া। কাকড়ার দহে ডিঙ্গা দিল চালাইয়া॥ নৌকার পাশেতে কেরয়ালের ঘা পায়। দাড়ায় ধরিয়া তারা বহিত্র রাখয়॥ আমার দেশের কাঁকড়া রাঢ় চোয়াড়ে খায়। এ দেশের কাঁকড়ায় বহিত্র রহায়॥ কাণ্ডার মেলিয়া শৃগালের ভাব কৈল। সেই দহ সদাগর বাহিয়া চলিল॥ সর্প দহে তার ডিঙ্গা দিল দরশন। যত সর্প ছিল তারা ভাসিল তখন। চান্দর ঈশান মুল নৌকায় বান্ধিয়া। বুদ্ধি বলে যায় সাধু সর্পদহ বেয়া॥ সর্পদহ সদাগর কৈল তেয়াগন। কুম্ভীরের দহে ডিঙ্গা দিল দরশন॥ নৌকার পাশেতে কেরয়ালের ঘা পায়। খাজুরের গাছ যেন কুম্ভীর বেড়ায়॥ সদাগর বলে শুন কর্ণধার ভাই। এসব বিষম দহ কেমনে এড়াই। কর্ণধার ছিল তায় বুদ্ধির সাগর॥ সেই দহে ফেলে দিল ঘোড়ায়ে গাড়র॥ সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া। কড়ির দহেতে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া॥ নৌকার পাশেতে কেরয়ালের ঘা পায়। পুঁটী মৎস্য সম কড়ি গগনে লাফায়॥ শ্রীপতি বলিল শুন কর্ণধার ভাই। তুমি যদি মনে কর পুঁটী মৎস্য খাই॥ অবোধ সদাগর তুমি জনমের চাসা॥ কভু নাহি কর তুমি বাণিজ্য ব্যবসা॥ জোয়ার ভাঁটার বেলা লোহার বাড দিল। পায়ে মোজা দিয়া তারা কড়ি বন্দি কৈল॥ কুলেতে করিয়া খাত নিখাত করিল। রামকদলীর গাছ নিদর্শন দিল॥ শঙ্খ দহে

তার ডিঙ্গা দিল দরশন। রুহিমৎস্য হেন শঙ্খ লাফায় সঘন। শ্রীপতি বলেন শুন কর্ণধার ভাই। তুমি যদি মন দেহ রুহিমৎস্য খাই॥ তুমি নাহি জান সাধু গাঙ্গের আদ্য মূল। ইহারেত বলে সাধু শঙ্খদহ কূল। লোহার জাল দিয়া তারা শঙ্খ বন্দি কৈল। কূলেতে খুড়িয়া খাত শঙ্খ যে রাখিল॥ সেই দহ সদাগর ত্বরিত বাহিয়া। হাদিয়া দহেতে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া॥ হাদিয়া দহের কিছু শুনহ কাহিনী। যার নাবো বয়ে যায় দশ যোজন পানি॥ তাহার উপরে গাছ গরু মানুষ বুলে। হাদিতে ঠেকিয়া রয় ডিঙ্গা নাহি চলে॥ নিশান কাতান ডিঙ্গার আগে বান্ধিয়া। বুদ্ধি বলে যায় সাধু হাদি কাটাইয়া। হাদি কাটাইয়া পার হৈল বুহিতাল। বামদিগে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥ বহিত্র বান্ধিয়া কিছু বলে সদাগর। গাইল পাঁচালিতে মুকুন্দ কবিবর॥

রঘুবংশ উপাখ্যান।

ত্রিপদী। শুনে শ্বেতবন্ধের ঘটন। রঘুবংশের ইতিহাস, শুনিলে কলুষ নাশ, যম মুখে নহে দরশন॥ ত্রিভুবন অবতংশে, আছিলা মিহির বংশে, দশরথ নামে নরপতি। সুত সম পালে প্রজা, অবনী পালেন রাজা, অযোধ্যায় তাঁহার বসতি॥ রূপে যিনি দেব মায়া, নৃপতির তিন জায়া, কৌশল্যা সুমিত্রা কেকয়ী। কৌশল্যা নন্দন হরি, রাম রূপ অবতারি, রণভূমি নিশাচর জয়ী॥ ভরত কেকয়ী সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত, সুমিত্রা নন্দন দুই ভাই। যমক লক্ষ্মণ তার, শত্রুঘ্ন পুত্র সার, অনুজন্মা বিজয়া সদাই॥ চারি পুত্র রণজেতা, দেখি আনন্দিত পিতা, নৃপতি আছিল সিংহাসনে। যজ্ঞ পালন কাম, আসি বিশ্বামিত্র নাম, মুনি দশরথ সন্নিধানে॥ মুনির বচন শুনি, পাঠাইলা নৃপমণি, শ্রীরাম লক্ষ্মণ মুনি সনে। পথেতে তাড়কা মারি, মুনির কৌতুক করি, দোঁহে কৈল যজ্ঞ পালনে॥ সাঙ্গ করি নিজ যজ্ঞ, মনে ভাবি কর্ম্ম বিজ্ঞ, তুষে দিল জনক সদনে। তথা রাম কুতূহলে, নৃপতির যজ্ঞশালে, হরধনু করিল ভঙ্গনে। দেখিয়াত অদ্ভুত, অযোধ্যা পাঠান দূত, দিয়া চারু গজ হয় যান। শত্রুঘ্ন ভরথ সাথে, পাঠাইল দশরথে, সবিনয় কৈল বহুমান॥ ত্রিভুবনে এক ধন্যা, রামে দিল সীতা কন্যা, ঊর্দ্মিলা কনক ভূষাবতী। সীতানুজা তিন সুতা, রামানুজে দিল তথা, সবিনয় জনক ভূপতি॥ চারি পুত্রবধূ সাথে, দারু দিব্য হয় রথে, অযোধ্যায় চলিল মহীপতি। হরধনু ভঙ্গ শুনি, রুষিয় ভার্গব মুনি, আগুলিল রামের পদ্ধতি॥ পরশুরামের গর্ব্ব, শ্রীরাম করিল খর্ব্ব, স্বর্গপথ রোধে একস্বরে। সমরে দুন্দুভি বেণী, শঙ্খ পড়া বাজে সানি, রাম আইল অযোধ্যা নগরে॥ রাম অনুগত প্রজা, দেখি আনন্দিত রাজা, সিংহাসন দিতে কৈল মন। দারুণ কেকয়ী পাকে, বনবাস দিল তাকে, সঙ্গে গেল জানকী লক্ষ্মণ॥ ভ্রমিতে কানন পথে, শর ধনু করি হাতে, বিরাধের নিধন কারণ। বাস করি পঞ্চবটী, সূর্পণখার নাক কাটী, বধ কৈল খর ও দূষণ॥ সূর্পণখা গিয়া লঙ্কা, দশাননে দিল শঙ্কা, কহিল সীতার রূপ কথা। মারীচ সহায় করি, রাক্ষসের অধিকারী, আইল বীর রাম কুঁড়ে যথা॥ হেম মৃগ রূপ ধরি, শ্রীরামের বরাবরি, নাচয়ে মারীচ নিশাচর। সাধিতে সীতার কাম, শর ধনু হাতে রাম, অনুবর্ত্তী হৈল রঘুবর॥ গিয়া রাম কত দূরে, মারীচ বধিল শরে, ত্যজে প্রাণ ডাকিয়া লক্ষ্মণে। রামের শঙ্কট বুঝি, সীতা শোকসিন্ধু মজি, পাঠান লক্ষ্মণে অন্বেষণে॥ শূন্য দেখি নিকেতন, আসি তথা দশানন, সীতা লৈয়া গেল দিব্য যানে। সমরে জটায়ু মারি, রাক্ষসের অধিকারী, রাখে সীতা অশোক কাননে॥ মৃগ বধি আসি রাম, শূন্য দেখি নিজ ধাম, মূর্চ্ছিত পড়িল মহীতলে। হৈয়া ভয় পরাজিতা, দুই ভাই চাহে সীতা, দোঁহে দুঃখ ভাবে এককালে॥ দোঁহে বসি এক স্থলে, ভাসেন লোচন জলে, নিজ দুঃখ ভাবে দুই জনে। এক শরে বালি বধি, সুগ্রীবের কার্য্য সাধি, দোঁহে রহে

শিখর কাননে।। রামের সাধিতে কায, হনুমান কপিরাজ, পাঠাইল সীতার অন্বে-
ষণে। লম্ফে সিন্ধু পার হয়ে, সীতার বারতা লয়ে, আইল বীর রামের সদনে।।
রামের সাধিতে তত্ত্ব, শীলা তরু ও পর্ব্বত, নলের আনিয়া রাখে পাশে। নলের
পরশে ভাসে, দেখি কপিগণ হাসে, সেতু বন্ধ হৈল এক মাসে।। সীতার উদ্ধার হেতু,
সমুদ্রে বান্ধিল সেতু, পার হৈলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ। সুগ্রীব অঙ্গদ নল, নীল হনূ কপি
বল, বেড়িল লঙ্কার উপবন।। পার হৈয়া প্রভু রাম, বেড়িলেন লঙ্কাধাম, দ্বারে দ্বারে
নিয়োজিল সেনা। যুক্তি করিয়া স্থির, পাঠান অঙ্গদ বীর, রাক্ষসের করিতে গঞ্জনা।।
অঙ্গদ বীরের বোলে, দশানন কোপে জ্বলে, সেনা সাজে করিবারে রণ। করিয়া
অনেক মান, ইন্দ্রজিতে দিল পাণ, সঙ্গে দিল নব লক্ষজন।। রাক্ষসে বানরে রণ, পড়ে
যত বীরগণ, ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশে। মায়ারূপী করি রণ, বান্ধল বানরগণ, রাম
লক্ষণ বান্ধে নাগপাশে।। জয় করি সংগ্রাম, ইন্দ্রজিত গেল ধাম, মুক্ত হৈল গরুড়
স্মরণে। সঙ্গে সেনা লক্ষ লক্ষ, পাঠাইয়া বিপক্ষ, রাম তারে করিল নিধনে।। আনিয়া
আপন বাসে, সহোদর মোহ পাশে, ত্রিশিরা অতিকায় মহাবীর। ত্রিশিরায় অতিকায়,
সমর করিতে যায়, দেখি রণে কেহ নহে স্থির। একে একে করে রণ, পড়ে যত বীরগণ,
শুনিয়া রাক্ষস অধিপতি। বাজে রণ বাজনা, সাজে অনেক সেনা, কেহ নাহি রামের
সংহতি॥ রাম তারে করি রাগ, মুকুট সহিত পাগ, কাটে রাম অর্দ্ধচন্দ্র বাণে। মনেতে
পাইয়া লাজ, ভঙ্গ দিল রক্ষরাজ, কুম্ভকর্ণে কৈল জাগরণে।। কুম্ভকর্ণ করে রণ, পড়িল
বানরগণ, রাম তারে করিল নিধন। ইন্দ্রজিত আইল রণে, পড়িল বানরগণে, হবে
তারে বধিল লক্ষ্মণ।। সকল বিনাশ দেখি, দশানন হৈল দুখী, রথে চড়ি যুঝে রাম
সনে। যতেক আছিল সেনা, লইয়া রণ বাজনা, প্রবেশ করিলা গিয়া রণে।। রামের
সাধিতে মান, ইন্দ্র পাঠাইল যান, সেই রথে সারথি মাতলি। চড়ি রাম সেই যানে,
যুঝেন রাবণ সনে, দেখি দেবগণ কুতূহলী।। বাণে মহামন্ত্র পড়ি, ব্রহ্ম অস্ত্র চাপে যুড়ি.
মারে রাম রাবণের বুকে। রথ হৈতে বীর পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে, শোণিত নিকলে
দশমুখে।। রাবণ পড়িল রণে, ইন্দ্রের সন্তোষ মনে, বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে। করি
শুভক্ষণ বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা, সীতা আইল রাম দরশনে।। সীতার বদন দেখি,
প্রভু রাম হৈল দুঃখী, করাইল পরীক্ষা দহনে। সীতার পরীক্ষা দেখি, দেবগণ হৈল
দুঃখী, সবে আইল রাম দরশনে॥ হৈল বাপ দরশন, দেখি ভাই দুই জন, দোঁহে কৈল
চরণ বন্দন। লক্ষ্মণ বীর করি সাথে, চলিলেন রঘুনাথে, সমুদ্র করিল নিবেদন॥ শুনি-
য়াত সেতুবন্ধ, কর্ণধারে লাগে ধন্দ, সেতু ভঙ্গ কৈল কোন জনে। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ,
পাঁচালী করিয়া বন্ধ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে।।

ত্রিপদী। যেই হেতু সেতু ভঙ্গ, শুনিয়া বাড়য়ে রঙ্গ, অবধানে শুন কর্ণধার। এই
পথে যায় রাম, অবগতি কৈল কাম, প্রণতি করিলা পারাবার।। শুন রাম আমার
বচন। মোর মুণ্ডে পাড়ি বাজ, সাধিলে আপন কায, না ঘুচিল আমার বন্ধন।। আমি
চিরকাল বৃত্তি, সগর রাজার কীর্ত্তি, তুমি হে সগর বংশধর। রাবণে করিয়া কোপ,
নিজ কীর্ত্তি কৈল লোপ, শৃগালেতে লঙ্ঘিবে সাগর।। তুমি করে দিলে পথ, পার হবে
যুথ যত, জলচর হবে প্রতিকূল। ধর্ম্মেতে করিয়া দৃষ্টি, রাখহ আপন সৃষ্টি, আমার
বন্ধন কর দূর।। আমা হৈতে হনুমান, সহি আমি অপমান, কেবল তোমার অনুরোধে।
মোর যত উপবন, ভাঙ্গিলেক কপিগণ, তোমা দেখি নাহি করি ক্রোধে। সমুদ্রের
শুনি কথা, শ্রীরামে লাগিল ব্যথা, আজ্ঞা দিল সুমিত্রা নন্দনে। লক্ষ্মণ ধনুক হুলে,
ভাঙ্গি দিল সেতু হেলে, তিন চারি দ্বাদশ যোজনে।। মহামিশ্র ইত্যাদি।

অথ কালীদহে কমলে কামিনী।

পয়ার। সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া। ত্বরা করি চলিলেন বহিত্র বাহিয়া।।
চিত্রকূট পর্ব্বত যথা যক্ষ রাজার দেশ। সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ।।

মোহানাতে সীতাকুলি প্রবেশে হাড়খান। তেয়াগ করিয়া গেল লঙ্কার মোহান॥ অনন্তা সাগরে রহিতে নাহি স্থল। পথিকে জিজ্ঞাসে কত দূরেতে সিংহল। রাত্রি দিন যায় ডিঙ্গা তিলেক নাহি রয়। উপনীত সদাগর হৈল কালীদয়॥ পদ্মাবতীর সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া। শ্রীমন্তেরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া॥ আপনি করিলা মায়া হরের বনিতা। চৌষট্টি যোগিনী হেল কমলের পাতা। অমলা কমল হৈল পদ্মা করিবর। হাসিতে লাগিল। শতদলের উপর॥ পুষ্পের ধনুকে মাতা যুড়িয়া সন্ধান। শ্রীমন্তের হৃদয়ে মারিল কাম বাণ। মোহ গেল শ্রীপতি নায়ের উপর। চেতন করিল তারে গাঠের গাবর॥ রাজ পদ্মিনী দেখি কমলের বনে। কন্যারে ধরিয়া আনি রাখে কোন জনে। কাণ্ডার বলেন শুরে অবোধ সদাগর। কোথায় দেখিলে সাধু কামিনী কুঞ্জর॥ বড় দুর্দ্ধর্ষ হয় রাজা শালবান্। শ্রীপতি বলেন ভাই কর অবধান॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

ত্রিপদী। শ্রীমন্ত বলেন ভায়া, দেখ রে সকল নেয়া, রাখ ডিঙ্গা পুঁতিয়া আলান। দেখিলে কি শতদল, অতি পারমত জল, চড়ে পাছে লাগে ডিঙ্গা খান॥ শুন কর্ণধার ভায়া, দেখরে সকল নেয়া, মনোহর কমল উদ্যান। ধন্য সিংহলের রাজা, কিবা করে শিব পূজা, কিবা পূজা করে ভগবান্॥ শ্বেত রক্ত নীল পীত, শতদল বিকশিত, কহ্লার কুমুদ কোকনদ। হেন মোর হয় জ্ঞান, দেবতার এ উদ্যান, দেখি বহু কুসুম সম্পদ॥ নাহি জানি কিবা হেতু, এককালে ছয় ঋতু, গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত। সঙ্গে মকরকেতু বরষা শরৎঋতু, বিরহী জনের করে অন্ত॥ রাজহংস করে কেলি, কৌতুকে মৃণাল তুলি, প্রিয়মুখে করে আরোপণ। চঞ্চুপুটে বিন্ধে মাছে, সারস সারসী নাচে, উড়ে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন॥ ডাহুক ডাহুকী ডাকে, চক্রবাকী চক্রবাকে, বদনেহ আলিঙ্গন। সঙ্গে চারি পাচ জান, তাণ্ডব করয়ে কামী, মন্দ মন্দ মেঘের গর্জ্জন॥ হেন লয় মোর মতি, দেবতার এই কীর্ত্তি, অপরূপ দেখি কালিদহে। কনক কুমুদ ফুটে, কান্তি কারু নাহি টুটে, চিত্রগন্ধ লেয়া বায়ু বহে॥ দেখিয়া কমল শোভা, সাধুকে পাইল লোভ, অভয়া পূজিল শতদলে। কমল কুমুদ দেখি, সুখে সাধু মুদে আঁখি, কস্তুরী মাণিক পারমলে॥ পুন সাধু মেলি আঁখি, শতদলে শশীমুখী, উগারিয়া গেলে করিবর। পূর্ব্ব তপস্যার ফলে, শ্রীমন্ত দেখিয়া বলে, দেখ ভাই গাঠের গাবর॥ সাধুর বচন শুনি, কর্ণধার বলে বাণী, তুমি সাধু বড় ভাগ্যবান। সকল বিদ্যার বন্ধু, অশেষ গুণের সিন্ধু, আমি অন্ধ থাকিতে নয়ন॥ অপরূপ দেখ আর, হের ভাই কর্ণধার, কামিনী কমলে অবতার। ধরি রামা বাম করে, সংহারয়ে করিবরে, উগারয়ে করয়ে সংহার॥ কনক কমল রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী, মদনমঞ্জরী কলাবতী। সরস্বতী কিবা রামা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা, রম্ভা অরুন্ধতী। রাজহংস রব জিনি, চরণে নূপুরধ্বনি, দশ নখে দশ চাঁদ ভাসে। কোকনদ দর্পহর, বেড়িত যাবক বর, অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে॥ অধর বিম্বক বিন্দু, বদন শারদ ইন্দু, কুরঙ্গ গঞ্জন বিলোচন। প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দুর ফোটা, তনু রুচি ভুবন মোহন॥ রামা অতি কৃশোদরী, দুই ভার কুচগিরি, নিবিড় নিতম্ব জিনি তার। বদন ঈষৎ মেলে, কুঞ্জর উগারি গিলে, জাগরণে স্বপন প্রকার॥ রামার ঈষদ হাসে, গগণ মণ্ডল ভাসে, দন্তপাতি বিদিত বিজুলি। বদন কমল গন্ধে, পরিহরি মকরন্দে ধায় অলি। দেখি সাধু শশিমুখী, কর্ণধারে করে সাক্ষী, কর্ণধার করে নিবেদন। করি পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পয়ার। শুনরে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি। কহিব রাজার আগে সবে হও সাক্ষী॥ প্রামাণিক বলয়ে গভীর বহে জল। ইথে উপাজল ভাই কেমনে কমল॥ কমলিনী নাহি সহে তরঙ্গের ভার। তরঙ্গের হিল্লোলে করয়ে থর থর॥ দিবসে পদ্মিনী তায় ধরিয়া কুঞ্জর। হরিহর নালঙ্গী কেমনে সহে ভর॥ হেলায় কমলিনী উগরে যুথনাথে। পলাইতে

চাহে গজ ধরে বাম হাতে ॥ পুনরপি রামা তায় করয়ে গরাস। দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস ॥ পুরুষ দেখিয়া রামা নাহি বাসে লাজ। বাম করে ধরিয়া গিলয়ে গজ রাজ ॥ খদির তাম্বূল রাগ ওষ্ঠেতে না ছাড়ে। গজ গিলে কামিনী চুয়াল নাহি নাড়ে ॥ অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন। পঞ্চম গায়েন অলি নাচে কাপগণ। ক্ষণে পড়ে ক্ষণে পড়ে মত্ত মধুকর। পরাগে ধূষর লতা জনু কলেবর ॥ বিকসিত কুন্দবন কুসুম মালতী। দামিনী মরুয়া ফল ফুটে জাতী জুতী ॥ ফটেছে মাধবীলতা পলাশ কাঞ্চন। বৃন্দ কুসুম বক ফুটে রক্তরঙ্গন। তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর। নেতের পতাকা উড়ে শ্বেত চামর ॥ বিনোদ পাটের থোপ মুকুতার মাল। বিচিত্র বিনোদ তাছে সুরক্ত প্রবাল ॥ তার মাঝে বিকসিত কমল কানন। কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ ॥ উগারিয়া মত্তকরী ধরে বাম করে। ঈষৎ হাসিয়া পুন চৌদিগে নেহারে ॥ ক্ষণেক হেসে রামা নাচে ভুজ তুলি। পঞ্চম রাগিনী গায় রাগ স্বর মেলি ॥ রবাব মুরজ উপাঙ্গ করয়ে বাজন। অঙ্গ ভঙ্গে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ ॥ কিবা উমা কিবা রামা রতি অরুন্ধতী। ভবের ভাবিনী কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ ডাকিনী ঘাকিনী কিবা যক্ষিণী যোগিনী। কালের কামিনী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥ বুঝিতে না পারি এই কন্যার চরিত্র। হেন বুঝি মোরে কিবা বিধি বিড়ম্বিত ॥ কমল বুঞ্জর কান্তা দেখে সদাগর। অন্য কেহ নাহি দেখে মায়ের নফর ॥ নিবিবেকে লঙ্ঘিতে পারিল শ্রীয়পতি। হৃদয়ে ভাবিয়া সাধু করেন যুকতী। যে কালে হইলা প্রভু যশোদা নন্দন। বাল্য ক্রীড়া করি কৈল মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥ যশোদা ধরিয়া কৃষ্ণে করিল চুম্বন। কুবুদ্ধি কবহু কেন মৃত্তিকা ভক্ষণ। যদি বিস্তারিত মুখ কৈল চক্রপাণি। বিশ্বরূপ বদনে দেখেন নন্দরাণী ॥ সলিল পর্ব্বত সিন্ধু ধরণী মণ্ডল। যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখিল সকল ॥ হেন মতে ছল মোরে কেমন দেবতা। নহে কি কামিনী হৈয়া গিলে গজ মাতা। রাজার সভায় থাকে বহু সভাজন। অবশ্য জানিবে তারা এসব কথন ॥ পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন। কহিব রাজার আগে সব বিবরণ ॥ বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর। নিকট হইল আসি সিংহল নগর ॥ অজয় বিজয় দিয়া করিল গমন। রত্নমালার ঘাটে গিয়া দিল দরশন ॥ গোঁজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে। বাদ্য করি সদাগর উঠিলেন কূলে। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

রত্নমালার ঘাটে শ্রীমন্তের সহিত কোটালের বচসা।

ত্রিপদী। কূলে উঠে নায়্যা পাইক বাজায় বাজনা। সিংহল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, চমকিত সর্ব্বজনা ॥ ঘন বাজে দামা, চমকিত শ্যামা, তবকি তবকে রোল। পাইক দেয় কড়া পাক, বাজয়ে জয়ঢাক, কেহ কার নাহি শুনে বোল ॥ ভরঙ্গ ভেরী, দোসারি মোহরি, ঘন বাজে বীরকালী। তুরি সিঙ্গা পড়া, ঘন বাজে কাড়া; শ্রবণে লাগিল তালী ॥ ডিম ডিম ডম্বুর, পুরয়ে অম্বর, ঘন বাজে জগঝম্প। বাজয়ে শানি, রণজয়ী বেণী, সিংহলে উপজয়ে কম্প ॥ খেলে পাইক বাঙ্গালি, খাড়াফলা বিজুলি, কেহ বিন্ধে পুতিয়া রেজা। মণ্ডলি করিয়া, ধায় রায়বাঁশিয়া, কেহ ধায় ফিরাইয়া নেজা ॥ পাইকের কোলাহল, পুরিল সিংহল, সিঙ্গা কাড়া টনক নিশান। সুভদ্রা ভয়ঙ্করী, মৃগনেত্রী সুন্দরী, গগনে হানে ধূলাবাণ ॥ খাটাইয়া তাম্বু ঘর, বসিল সদাগর, পরিসর নদীর কূলে। দিবা নিশি ডাকে, সিংহল কাঁপে, পরিজন রহে তরুতলে ॥ মধ্যাহ্ন কীর্ত্তি, করিয়া শ্রীপতি, শুনেন আগম পুরাণ। শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন, অভয়া পদে দেও স্থান ॥

পয়ার। রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধনি। পঞ্চ পাত্র চমকিত হৈল হৈল নৃপমণি ॥ কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনে ঘন। আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন।

লুটে দেশ খাশি বেটা দেশের বিধাতা। ভাল মন্দ নাহি দেহ দেশের বারতা॥ রত্নমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন। বারতা জানিয়া শীঘ্র কর নিবেদন॥ ঘরদল হয় যদি আন মোর পুর। পরদল হয় যদি মেরে কর দূর॥ বৈদেশী হয় যদি আন মোর ঠাই। মেরে দূর করে যদি না মানে দোহাই॥ গজস্কন্ধে কালুদণ্ড যায় ধাওয়া ধায়ী। কুলেতে উঠিতে দেই রাজার দোহাই॥ ঘরদল পরদল নাহি জানি তোমা। প্রবেশিয়া রাজপুরে কেন বাজাও দামা॥ নহি ঘরদল আমি নহি পরদল। বিদেশী সাধু আমি এসেছি সিংহল॥ রহিব তোমার দেশে যদি প্রীতি পাই। নতুবা ভাসিব জলে কি করে দোহাই॥ মোর শিরে দায় যদি হয় ডাকাচুরী। পঞ্চাশ কাহন চাই আমার দিগারী॥ তোর দেশ আসি আমি নাহি খাই জল। কি কারণে তুই চক্ষু করিয়া পাকল॥ সাধু নহে চোর তুই মিথ্যা তোর ভরা। সাধুরূপে প্রবেশিয়া ডাকা দিবে পারা॥ সাধু বলে যেন চোর নাহিক পত্তরা। দেখিল সকল ঘর সদাগরে তোরা॥ প্রত্যয় দেহ যদি জানি সদাগর। তবে জানি সাধু ফেল মাতার টোপর॥ এত শুনি শ্রীপতি সক্রোধ অন্তর। শির হৈতে ফেলি দিল লক্ষের টোপর॥ হেনকালে যান চণ্ডী গগণ বিমানে। যুক্তি করেন মাতা পদ্মাবতী সনে॥ প্রীতি বাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার। চলিলেন মহামায়া দিতে সমাচার॥ অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ভগবতীর ক্ষেমঙ্করী রূপে শ্রীমন্তের স্বর্ণ টোপর লইয়া
খুল্লনার নিকট গমন।

ত্রিপদী। শ্রীমন্ত টোপর ফেলে, দেখিয়া ভবানী বলে, হের পদ্মাবতী দেখ জলে। অবোধ খুল্লনা পুত্র, বুদ্ধি নাহি তিলমাত্র, টোপর ফেলে কোটালের বোলে॥ উহার মাতা খুল্লনা, নিত্য পূজে ত্রিলোচন, কৃপাবলে দয়া কৈলাম বনে॥ আমার দাসীর ধন, নষ্ট হৈবে অকারণ, ইহা আমি দেখিব কেমনে। ছিরা আইল পরবাসে, খুল্লনা আকুল দেশে, রাত্রি দিন মরিছে কান্দিয়া॥ টোপর লইয়া সাথে, চল যাই উজানিতে আসি গিয়া প্রবোধ করিয়া। ক্ষেমঙ্করী রূপ ধরি, অধরে টোপর করি, ভগবতী চলিলা উড়িয়া। পদ্মাবতী করি সঙ্গে, যান মাতা লীলারঙ্গে, উজানিতে উত্তরিলা গিয়া॥ চণ্ডিকা করিয়া লীলা, টোপর ফেলিয়া দিলা, খুল্লনা আছিল যেই খানে। দেখি রামা আচম্বিত, চমকিয়া উঠে চিত, টোপর আনিল কোন জনে॥ পুত্রের টোপর দেখি, মায়ের হৃদয়ে দুখি, এই মোর ছিরার টোপর। পাশা খেলে সহচরী, লইয়া খুল্লনা নারী, ধূলায় ধূষর কলেবর॥ যে ঘরে খুল্লনা নারী, লুকাইয়া মহেশ্বরী, খুল্লনারে লাগিল ছল দিতে। রাত্রি দিন কান্দ তুমি, সহিতে না পারি আমি, আইলাম প্রবোধ করিতে॥ বলে দেবী ত্রিলোচনা, শুন ঝিঙ্গ খুল্লনা, সুখে থাক বিনোদ মন্দিরে। আমি সিংহলেতে যায়্যা, রাজকন্যা বিভা দিয়া, আনি দিব তোর ছিরা ঘরে॥ খুল্লনা বলেন দৃঢ়, চণ্ডিকা অবোধ বড়, সেই ছিরা দিয়াছ আপনি। হাতে তুলে দিয়া নিধি, পুন কেড়ে লও যদি, তবে কি করিতে পারি আমি॥ তোমা প্রবোধিয়া যাই, রহিতে শকতি নাই, সেই ছিরা আছয়ে একলা। নাহি জানি কোন খানে, বাদ করে কার সনে, [illegible] চাহি যে সেই বেলা॥ খুল্লনারে প্রবোধিয়া, পদ্মাবতী সঙ্গে লৈয়া, উপনীত কৈলাশ শিখরে। রচিরা ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচাল করিয়া বন্দ, রচিল মুকুন্দ কবিবরে।

রাজসম্ভাষণে শ্রীমন্তের গমন ও পরিচয়।

পয়ার। কোটালে তুষিয়া হেথা হইল তৎপর। রাজসন্নিধানে সাধু চলিল সত্বর॥ কান্দি বাঁধা লইল বাওন নারিকেল। ঘড়া পুরিয়া লইল লাড গঙ্গাজল॥ ঘোড়া যোড়া লইল খাসি জুঝারিয়া ভেড়া। পর্ব্বতা টাঙ্গন তাজি নিল দুই ঘোড়া॥ ভার দশ দধি কলা চাঁপা মর্ত্তমান। দোখণ্ডী সরস গুয়া বিড়ে বান্ধা পান॥ গাছে

বান্ধি দিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া। থান দশ সগন্নাথ থান দশ গড়া॥ কিঙ্কর করিয়া দিল দোলার সাজন। ত্বরিত গমনে সাধু করিল গমন॥ বরুণের সাজ্জা কুড়া কনক আকুড়া। হীরামুখী নাবে যারে চন্দনের পড়া॥ উপরে ছাউনি দিল পাটের পাছড়া। চারি দিগে নাবে গজ মুক্তার ঝাড়া॥ ময়ূরের পাখা তায় লাগেছে ছিটনী। বিনোদ পাটের থোপ রসের দাপনি॥ দোলার উপরে সদাগর হেলে গা। ডানি বামে লাগে শ্বেত চামরের বা॥ নানা দ্রব্য লৈয়া ভেট করিল গমন। আগে পাছে ধায় পাইক শত শত জন। রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত। প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত॥ বাম দিকে রাখে সাধু বদলের সাজ। পরিচয় চাহেন নৃপতি মহারাজ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ললিত। করি সম্ভাষণ, বেণের নন্দন, রাখি বদলের সাজ। দেখি সবিস্ময়, চাহে পরিচয়, নৃপতি সিংহল রাজ॥ ক'র অবগতি, শুন নরপতি, গৌড় দেশে মোর বাস। বিক্রমকেশরী, সাজি সাত তরি, পাঠাইল তোমার পাশ॥ চামর চন্দন, শঙ্খ আদি ধন, নাহিক রাজ ভাণ্ডারে। রাজ আজ্ঞা পায়ে, আইনু সিন্ধু বেয়ে, তোমার এই সফরে॥ গন্ধবেণে জাতি, উজনী স্থিতি, দত্ত কুলে উৎপতি। অজয়ের তটে, গঙ্গার নিকটে, বৈসি নাম শ্রীপতি॥ রাজা মহাশয়, চাপে ধনঞ্জয়, প্রজার পালনে রাম। প্রতাপে অসীম, মল্লে যেন ভীম, চোর খণ্ডে সবে বাম। পণ্ডিতে সৎকবি, তেজে যেন রবি, নারদ সমান গানে। সুমতি সুস্থির, সত্যে যুধিষ্ঠির, সুরতরু সম দানে॥ রাজা রঘুনাথ ইত্যাদি॥

পয়ার। বদল আশে নানা ধন এনেছি সিংহলে। যা দিলে যে দ্রব্য পাবে শুন কুতুহলে॥ কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ দিবে নারিকেল বদলে শঙ্খ। বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে শুণ্ঠির বদলে টঙ্ক॥ পলবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ দিবে পায়রার বদলে শুয়া। গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে গুয়া॥ সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল দিবে গুঞ্জার বদলে পলা। পাটশণ বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা॥ লবঙ্গ বদলে সৈন্ধব দিবে জোয়ানি বদলে জিরা। আকন্দ বদলে মাকন্দ দিবে হরিতাল বদলে হীরা। চন্দ্রের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া। সুক্তার বদলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥ তাম্বার বদলে তাম্বা দিবে কুডতার বদলে সানা। হরিদ্রা বদলে গোরোচনা দিবে রাংতার বদলে সোণা॥ চিনির বদলে দানাকর্পূর আলতার বদলে লাটী। সগন্নাথ বদলে পাশম্ভি দিবে কম্বল বদলে পাটী। মাষ মসূরি তণ্ডুল আইরী বরবটী বাটুলা চিনা। বলদে শকটে তৈল ঘৃত ঘটে বহুতর এনেছি কিনা। গোধূম যব খড়ামুগ তিল মাড়য়া ছোলা। কিনিয়া বহুতর এনেছি সিংহল লবণের ভাঙ্গিয়া গোলা॥ জগদবতংসে ইত্যাদি।

পয়ার। বদলের সজ্জা রাজা করিল অঙ্গীকার। পঞ্চাশ কাহন দিল রন্ধন বাভার॥ সাধুকে তুষিল রাজা মধুর বচনে। বিদায় করিল তারে রন্ধন ভোজনে॥ অগ্নিশর্ম্মা নামে দ্বিজ রাজ পুরোহিত। রাজার সভায় আসি হৈল উপনীত॥ আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজ বসিল কম্বলে। হাস্য পরিহাস্য কথা কহে কুতুহলে॥ চৌদিকেতে দেখিয়া ভেটের আয়োজন। সহাস্য বদনে কথা নৃপে জিজ্ঞাসন। আজি কেন ভেটের দ্রব্য দেখি চারি ভিতে। মনোহর নানা দ্রব্য আইল কোথা হৈতে॥ গৌড় হৈতে আইল সাধু নামে শ্রীপতি। নানা দ্রব্য দিয়া মোরে করিল প্রণতি॥ ইহা শুনি অগ্নিশর্ম্মা বলে অতি রোষে। ব্রাহ্মণ বসতি কেন করে এই দেশে॥ বিধি ব্যবস্থার বেলা আমি প্রতিদিন। কার্য্য করণের বেলা আমি উদাসীন॥ আমি কেবল বঞ্চিত সবার কোলে ভেট। পাত্র মিত্র সহ রাজা মাথা কৈল হেঁট॥ এত শুনি অগ্নিশর্ম্মা যায় সভা ছাড়ি। মিনতি করয়ে পাত্র তার পায় পড়ি॥ নৃপতির আজ্ঞা পুন কালুদণ্ড পায়। পুনর্ব্বার

আনে সাধু রাজার সভায়। পণ্ডিত জিজ্ঞাসে তারে পথের বারতা। কিবা বায়ে দেখ আইলে কহ সাধু কথা॥ অঞ্জলি করিয়া সাধু করে নিবেদন। অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ত্রিপদী। রাজার আদেশ পায়ে, সঙ্গে সাত তরী লৈয়ে, নদ নদী সিন্ধু মহাশয়। অবধান কর ভূপ, যে দেখিনু অপরূপ, কহিতে পরাণে বাসি ভয়॥ সঙ্গে সাত তরী লৈয়ে, আইলাম অজয় বেয়ে, উপনীত ইন্দ্রাণীর ঘাটে। ধৌতহরি পদদ্বন্দ্ব, বাহিনু অলকনন্দা, কুতূহলে আইনু গীত নাটে॥ ডানি বামে কত গ্রাম, তার কত লব নাম, উপনীত ত্রিবেণীর তীরে। প্রভাতে করিয়া স্নান, যথা বিধি মন্ত্রে মন; ঘটে পূরে নিনু গঙ্গা নীরে॥ রাত্রি দিন বহে নায়, উপনীত মগরায়, ঝড় বৃষ্টি হৈল বহুতর। চণ্ডিকা ব্রতের ফলে, স্মরণ করিয়া জলে, ভাগ্যে রক্ষা পাইল মধুকর॥ জাহ্নবী সাগর সঙ্গ, পর্য্যন্ত প্রমাণ ভঙ্গ, বাহিনু পরাণ করি হাতে। ডানি ভাগে নীলগিরি, সিন্ধু তটে অ তরী, দেখিলাম প্রভু জগন্নাথে॥ কেবল দুঃখের পথ, বাহিলাম নানা মত, উপনীত হইনু সিংহলে। সুধন্য সিংহল দেশ, কালীদহে পরবেশ, জল আচ্ছাদিল শতদলে॥ কালীদহের জলে, কুমারী কমল দলে, গজ গিলে উগারে অঙ্গনা। অতি কৃশোদরী বালা, মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা, শশীমুখী খঞ্জন নয়না। সাধুর বচন শুনি, রোষযুক্ত নৃপমণি, চান মহাপাত্রের বদন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, শুনিয়া হাসেন সর্ব্বজন॥

পয়ার। সাধুর বচনে শালবান রাজা হাসে। রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উপহাসে ভাষে॥ বিদেশে আসিয়া সাধুর লেগেছে তরাস। কি ভাগ্য তোমার নৌকা না কৈল গরাস॥ সাধু বলে স্থান স্মরণে কর অবিলম্ব। গজ কন্যা বাঙ্কে আনি করহ বিলম্ব॥ শ্রীমুখের আজ্ঞা যদি কর নৃপবর। কমল কুমুদে পাবি ছায়ে দিতে ঘর॥ বান্ধি আনিতা করি কমলে কামিনী। করিনু তোমারে ভয় নৃপ চূড়ামণি॥ রাজসভা যোগ্য নহে এই সাধু জন॥ ধর্ম্ম শাস্ত্র বিচারে উচিত হয় দণ্ড। সাধু বলে যদি মিথ্যা আমার বচন। লুটিয়া লইবে সাত বহিত্রের ধন॥ দক্ষিণ মসানে মোর বধিহ জীবন। অবধানে শুন রাজা দণ্ড শুভক্ষণ। রাজা বলে যদি সত্য তোমার বচন অর্দ্ধ রাজ্য দিব আর অর্দ্ধ সিংহাসন। সুশীলাকে দিব দান ইথে নাহি আন। প্রতিজ্ঞা কর রাজা সভা বিদ্যমান॥ রাজা সাধু মিলি কৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ। মসী পত্রে লিখিত করিল সভাজন॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ কমলে কামিনী দর্শনার্থে রাজার কালীদহে গমন।

ত্রিপদী। অপরূপ কথা শুনি, শালবান নৃপমণি, সাজ বলি পড়িল ঘোষণা। কমলে কামিনী বৈসে, কুঞ্জর উগারে গ্রাসে, শুনি পুরে ধায় সর্ব্বজনা। শিঙ্গা শঙ্খ উতরোল, কত বাজে ঢাক ঢোল, কাড়া পড়া মৃদঙ্গ করতাল। ডম্ফ মহরি বাজে, বীর কালী তায় সাজে, নানা বাদ্য বাজয়ে বিশাল॥ গজপৃষ্ঠে বাজে দামা, সাজিল রাজার মামা, আড়ম্বরে পুরিল গগণ। ধবল চামর ছটা, উরুনাদ ঘাঘর ঘণ্টা, গণ্ড স্থলে সিন্দুর মণ্ডন॥ করি পৃষ্ঠে নরপতি, মাতায় ধবল ছাতি, চারি দিকে পাত্রের প্রয়াণ। যবন কিরাত সব, আগুদলে তবক, সোরমন মোগল পাঠান॥ আপনার দল নিজ, লয়ে তুরঙ্গম গজ, ভুঞে রাজা করিল পয়ান। লৈয়া আপনার সেনা; আগুদলে থানা ঘন সিঙ্গা টমক নিশান॥ সাজ বলি পড়ে রা, সাজিল রাজার মা, কালীদহে কমল উপর। দাস দাসী করি সঙ্গে, চলিল পরম রঙ্গে, দেখিবারে কামিনী কুঞ্জর॥ সঙ্গে নব লক্ষ দলে, উত্তরিল নদীকূলে, নাবিক যোগায় নৌকাশয়। নৃপতি চড়িল নায়, কুঞ্জর দেখিতে যায়, উত্তরিল শ্রীকালীদয়॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

অথ রাজার প্রতি শ্রীমন্তের প্রবোধ।

পয়ার। কালীদহে উপনীত হৈল নরপতি। চারিদিগে মহাপাত্র করিয়া সংহতি শ্রীপতি সদাগরে বলেন নৃপবর। দেখাও কমলসাধু কামিনী কুঞ্জর। হাসিয়া সিদ্ধান্ত করে সাধু শ্রীয়পতি। ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহামতি॥ দেখিনু যতেক আমি এক মিথ্যা নয় আছিল কমল বন ঢাকে তব নায়॥ জুবার দেউক ভ টা টুটী আসুক জল। দিন দুই চারি থাক দেখাব কমল॥ সক্রোধ হইল রাজা সাধুর বচনে। অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

ত্রিপদী। রায় হৈ অকারণে কর মোরে রোষ। বিচারে পণ্ডিত তুমি, তোমায় কি বুঝাব আমি, সাধু জনের নাহি কিছু দোষ॥ দেখিতে এ অল্প কায, আপনি সিংহল রাজ, আসিয়াছ নব লক্ষ দলে। শশিমুখী লাজ ভয়ে, ছাপাইল কালীদয়ে, কুঞ্জর প্রবেশে বনস্থলে॥ কেরয়ালের টানাটানি, তল হৈল উছানি, ছিড়িল কমল ডাটা পাতা বিষম জলের রয়, তৃণ দুই খান হয়, ভেসে গেল ডাটা পাতা কোথা॥ ছিল যেই সরসিজে, সরোজ থাইল গজে, অলিগণ উড়ে ঝাকে২। আমিত বৈদেশি সাধু, তুমি অকলঙ্ক বিধু, ছলে নাহি পাড়িহ বিপাকে॥ তোমার মাতঙ্গ বল, আচ্ছাদন কৈল জল, কলিত হৈল গজশুণ্ড। রাজবল নবলক্ষ, কেহ নহে মোর পক্ষ, আমারে না বল রাজা ভণ্ড॥ সিংহলে যতেক দেখ, সকলি তোমার পক্ষ, মোর সবে জন দুই চারি। শিখী সর্পে বিসম্বাদ, হৈল বড় পরমাদ; শুন অকিঞ্চনের গোহারি॥ সাধুর বচন শুনি, রাজা পাত্র মনে গণি, কর্ণধারে করিল প্রমাণ। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাচালি করিয়া বন্ধ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

অথ কর্ণধার দিগের সাক্ষ্য গ্রহণ।

পয়ার। আইস কর্ণধার সত্য বলয়ে সবারে। তুমি কি দেখেছ কমল কামিনী কুঞ্জরে॥ সত্য বাক্য স্বর্গে যায় মিথ্যা যদি নয়। হের মিথ্যা হেতু কেহ নাহি করে ভয়॥ তীর্থ যজ্ঞে দানে হয় পিতার উদ্ধার। মিথ্যা বাক্যে নরকে নাহিক প্রতিকার॥ পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ। গয়ায় পিণ্ডদান করে করে ধরে কুশ॥ সেই ফল পায় যেবা কহে সত্য বাণী। কহিল পুরাণে শুন ব্যাস মহামুনি॥ মিথ্যা বল ফলাফল হইবে তোমার॥ নরকে পচিবে যাবৎচন্দ্র দিবাকর। রাজার বচন শুনি বলে কর্ণধার। আমি নাহি দেখি হেথা কামিনী কুঞ্জর। যেই ক্ষণে আইলাম দক্ষিণ পটনে। চক্ষে নাহি দেখি রায় শুনিছি শ্রবণে॥ রাজা বলে সাক্ষি হৈও ধর্ম্মার্থ কারিণি। আপন সাক্ষীতে বেটা হারিল আপনি। সবা সাক্ষী করি রাজা বান্ধে সদাগরে। রাজ বাক্যে নিশীশ্বর লুটে মধুকরে। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ রাজ আদেশে শ্রীমন্তের বন্ধন ও ডিঙ্গা লুট।

ত্রিপদী। আনিয়া নায়ের দড়া, করো বান্ধে পিচ মোড়া, কোটালে গছায় নৃপবর ত্যজি দণ্ড কেরয়ালে, ঝাপ দিয়া পড়ে জলে, নায়ো পাইক পরাণে কাতর॥ বাজে নহল হৈল ডিঙ্গ, সঘনে বাজয়ে শিঙ্গা, রণ ভেরী দুন্দুভি বাজন। রাজার প্রধান দেখে, ভাণ্ডারে কায়স্থ লেখে, বলদে শকটে লয় ধন। যেন পলায়ে যায়; তাড়াতাড়ি ধরে তায়, বলে লয় বসন ভূষণ। ধরিয়া সাধুর সঙ্গী; লোকের কাকালি ভাঙ্গি, ডিঙ্গা দিয়া কেড়ো লয় ধন॥ গৌরব করিয়া দুর, কেড়ো নিল কর্ণপুর, কান্দিতে লাগিল সদাগর। অঙ্গুরী অঙ্গদ বালা, কলধৌত কণ্ঠমালা, নানা ধন লুটি নিশীশ্বর। দিবস দুপরে ডাকা, সদাগরে মারে টেকা, লয়ে যায় দক্ষিণ মসানে। পরাণ রক্ষার আসে, সাধু কহে প্রিয় ভাষে, নিবেদয়ে নৃপতি চরণে॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

অথ রাজার প্রতি শ্রীমন্তের স্তুতি।

দ্বিপদী। ধরি তুয়া পায়, ক্ষম এই দায়, সত্ব গুণে দেহ মন। আমি শিশু অতি, তুমি মহামতি, ধর্ম্মধাম যশোধন। প্রাণ ধন লয়ে, আইনু সিন্ধু বেয়ে, শুনিয়া তোমার যশ কীর্ত্তি। সদা ভণি, রাখ নৃপমণি, না হও কোপের বশ॥ জয় পরাজয়, দৈবদোষে হয়, হেতু তাহে ভগবান। সেই মহাশয়, জয় পরাজয়, সব মান অপমান॥ অল্প অপরাধ, এত পরমাদ, তোমার উচিৎ নয়। হইয়া কাতর, বলে সদাগর, দয়া কর কৃপাময় তোমার চরণে, লইনু শরণে, তুমি বড় পুণ্যবান। দূর কর রোষ, ক্ষম মোর দোষ, দেহ দাসে প্রাণ দান॥ এই কলেবর, মৃত্যু সহচর, আয়ু দশ দশা শেষে। ক্ষম অপরাধ, করহ প্রসাদ, প্রাণ দান দেহ দাসে॥ শুনিয়া বিনয়, না হৈল সদয়, নৃপতি দৈবের দোষে। কেশে কোতয়াল, ধরে যেন কাল, শ্রীকবিকঙ্কণে ভাষে।

বাঙ্গাল দিগের রোদন।

পয়ার॥ বাঙ্গাল কান্দেরে হুডর বাপই বাপই। ক্ষুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই। পলায় বাঙ্গাল সব ফেলাইয়া সোলা। হেট মাস্তা করি রয় কাঁকতলি মালা॥ আর বাঙ্গাল বলে বাই গায় নাই বল। আমার জীবন ধন এড়রে হিন্দল॥ আর বাঙ্গাল বলে বাই বৃথা কৈল দ্বন্দ্ব। পুরুষ সাস্তের মোর হারাল কাসন্দ॥ আর বাঙ্গাল বলে বাই হইল অনাথ। কর্ম্ম ধন গেল মোর হুকুস্তার পাত॥ আর বাঙ্গাল বলে বাই জীবনে হুতাশ। জীবনে কাতর বড় হারায়ে বাতাস॥ আর বাঙ্গাল বলে বাই কইতে বড় লাজ। অলদিগুড়ি বাস্যা গেলো জীবনে কি কায॥ অলদি গুড়া হুক্ক পাতা হিদোল হিঙ্গুই। মজাইল কর্ম্ম ধন কেমনে কুলাই॥ আর বাঙ্গাল বলে বাই এই হৈল গতি। দক্ষিণ পাটনে মৃত্যু বিধাতার লিখিত॥ যুবতী যৌবনবতী তেজিলাম রোষে। আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গৃহ দোষে। ইষ্ট মিত্র কুটুম্বের লাগে মায়া মো। আর বাঙ্গাল বলে না দেখিনু মাগু পো॥ কপর্দ্দক হেতু পরাধীন যেই জন। আর বাঙ্গাল বলে তার বিফল জনম॥ কেন আজি রহিলাম খাইয়া আপনা। বিপাকে মজিল মোর কর্ম্ম হস্তাপনা॥ শিশু মতি সাধু নাহি বুঝে হিতাহিত। রাজার সভায় কেন কর বিপরীত আর বাঙ্গাল বলে বাই নাহি বুঝে। ক্ষিতিতলে মরণে প্রকৃতি নাই ঘুচে॥ বাঙ্গালের বচনে সাধুর মান মন। সজল নয়নে বলে বিনয় বচন॥ সেবকে না মার শুন প্রভু রাষ্ট্রপতি। শ্রীপুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতি॥

কোটালের প্রতি শ্রীমন্তের স্তুতি।

কাঁকালে নায়ের দড়া পিঠে মারে চেকা। দিবস দুপরে হৈল সাত নায়ে ডাকা। সবিনয় বলে সাধু কোটালের পদে। খানিক সদয় হও বিষম বিপদে॥ শ্রীমন্তের ছিল কিছু গুপ্ত ভাবে ধন। ঘুস দিয়া কোটালের তুষিলেক মন॥ যম পায়ো কালদণ্ড সরস বদনে। শ্রীমন্ত তাহারে কিছু করে নিবেদনে॥ মর্ত্ত্যে দুর্ল্লভ দেখ মনুষ্য জনম। অল্প কালে হৈতে ভাই ডাকা দিল যম॥ স্নানদান করি যদি দেহ অনুমতি॥ হাসিয়া ইঙ্গিত তারে কৈল নিশাপাত॥ সরোবর বেড়ি রহে পাইকের ঘটা। স্নান করি করে গঙ্গা মৃত্তিকার ফোটা॥ যব তিল কুশ নিল করেতে তুলসী। তর্পণে সন্তোষ সাধু কৈল দেবঋষি। তর্পণের জল লহ পিতা ধনপতি। মসানে রহিল প্রাণ বিড়ম্বে পার্ব্বতী॥ তর্পণের জল লহ খুল্লনা জননি। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি॥ তর্পণের জল লহ খেলাবার ভাই। উজানি নগরে দেখা আর হবে নাই॥ তর্পণের জল লহ দুর্ব্বলা পুষিনী। তব হস্তে সমার্পণ করিনু জননী॥ তর্পণের জল লহ জননীর মা। উজানি নগরে আমি আর যাব না॥ তর্পণের জল লহ লহনা বিমাতা। তব আশীর্ব্বাদে মোর

কাটা যায় মাতা॥ সবাকারে সমর্পণ আপন জননী। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি॥ ঘন ঘন ডাকে তারে নিশির ঈশ্বর। ত্বরিতে হানিবে তোরে বিলম্ব না কর॥ ডাকিয়া কোটাল বলে নিদারুণ কথা। এখনি মারবি তুই কি করে দেবতা॥ স্নান করি সদাগর উঠিলেন কূলে। অষ্ট তণ্ডুল দুর্ব্বা পাই আচলে॥ জননীর কথা তখন হইল স্মরণ। পুনরপি কোটালের ধরিল চরণ॥ কাটিহ আমারে এক দণ্ড বিলম্বে। তোমার প্রসাদে করি মন্ত্র স্মরণে॥ কোটাল সাধুর বোলে দিল অনুমতি। হৃদয়ে ভাবিয়া সাধু পূজেন পার্ব্বতী॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ মসানে শ্রীমন্তের চণ্ডীর স্মরণ ও স্তব।

পুনঃ স্নানে সদাগর অঙ্গে হৈল জ্যোতি। বিষ্ণুর স্মরণে শুচি হইল শ্রীপতি॥ ভূত শুদ্ধি অঙ্গন্যাস শরীর শোধন। দূর্ব্বাক্ষত শিরে মুখে মন্ত্র উচ্চারণ॥ স্থির কলেবর সাধু হৈয়া এক মতি। এক ভাবে সদাগর চিন্তেন পার্ব্বতী॥ দুর্গতি নাশিনী দুর্গা জগতের মাতা। শৈল নন্দিনী শিবে দেবের দেবতা॥ দেব শত্রু নাশিয়া অমরে কৈলে দয়া। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব মাতা তব পদছায়া॥ নিজ বলে গো বধিলে দৈত্য রাজ লভিলে বিপুল যশ দেবের সমাজ॥ ব্যাধকে সদয় হয়ে উরিলে কলিঙ্গে। ব্যাঘ্রখণ্ড লয়ে রাজা পূজিল রঙ্গে॥ বলি ভক্তি নৃপতির বিঘ্ন কৈলে নাশ। বিজন বনে পশু গণে হৈলে সুপ্রকাশ॥ সাক্ষাৎ হইয়া পশুগণে দিলে বর। গোধিকা হইয়া গেলে আখেটীর ঘর। ধন দিয়া উরিলে বীরের গুজরাটে। রাজ স্থানে মহাবীরে রাখিলে শঙ্কটে। ছেলি উপাখ্যানে মোর মায়ে কৈলে দয়া। দাসীর নন্দনে রাখ দিয়া পদ ছায়া॥ পঞ্চ মাস আছিনু মায়ের গর্ব্ভবাসে। দিগম্বর গেল বাপ দীর্ঘ পরবাসে॥ সে সব ছাড়িয়া মোর লভিল জ্ঞেয়ান। গুরুর বচনে মোর বাড়ে অভিমান॥ জাতপত্র অঙ্গুরী বাপের নিদর্শন। তোমারে স্মরিয়া আইনু দক্ষিণ পাটন॥ সমুদ্র ক্ষেয়ায়্যা আইলাম বড় প্রীতি আশে। দিগম্বর আইলাম পিতার উদ্দেশে॥ পিতা পুত্রে সিংহলে নহিল পরিচয়। ধন বৃত্তি গেল আর জীবন সংশয়॥ মগরাতে হইল বড়ই ঝড় বৃষ্টি। খণ্ডিল সকল দুঃখ তব শুভ দৃষ্টি॥ কালীদহে কুমারী গজ দেখিনু কমলে। পুনরপি দৈবদোষে লুকাইল জলে॥ বিধাতা প্রতিকূল নৃপতি করে বল। তব নাম অনুপম বিপদে কুশল॥ মরিতে স্মরণ করে সাধুর বালক। কৈলাশেতে ভগবতী কঁপালে টনক॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। কালী কপালিনী, কৈলাস বাসিনী, শ্রীমন্তে হইয়া পক্ষ। কোন রূপে মার, কাতর কিঙ্কর, কর কৃপা দুর্গে রক্ষ। খড়্গ করে ধরি, খল অরি মারি, খণ্ডাহ মোর দুর্গতি। গনেশ জননী, গগণ বাসিনী, গোকুল রক্ষিলে গতি॥ ঘোর দৈত্য নাশি, ঘোর পুত্রী শশী, ঘোর কোপা ঘোর রণে। চরাচর চণ্ডী, চণ্ড মুণ্ড দণ্ডী, চাপিয়া রাখ চরণে॥ ছেদ্য শ্রীয়পতি, ছলে বলে অতি, ছল ধরে নিশাপতি, ভয়ঙ্করি জয়া, জীবন রাখিয়া, জননী খণ্ড দুর্গতি॥ ঝকড়া ঘুচায়্যা, ঝাটি উর জয়া, ঝটিতি রাখ জীবন। টাঙ্গ টাঙ্গি ধর, টাল অরি মার, টল টল করে মন॥ ঠাকুরাণী উর, ঠক নিশার, ঠক হানিবার তরে। ডাকিনী হাকিনী, ডম্বুর রূপিণী, ডরে ছিরা মরে ঘোরে। ঢঙ্গ ঢাঙ্গিতি, ঢোল করে অতি, ঢোল ঢাঙ্গা পিছে বায়॥ তরণি তাপিনী, তপস্যা কারিণী, ত্রাণ করহ ত্বরায়। থর থর করি, থাকি রাজ অরি, স্থির করি স্থাপ মোরে। দক্ষ মর্থ হরা, দুর্গা পরাৎপরা, দুঃখ খণ্ডাহ আমারে॥ ধরণী ধারিণী ধর প্রিয়া দ্বরি, ধরি পদে রাখ প্রাণে। নগের নন্দিনী, নন্দ সুতা রাণী, নন্দিনী রাখ জীবনে॥ পদ্মা পদ্ম প্রিয়া, পশুপতি জায়া, পার্ব্বতী পর্ব্বতসুতা। ফেরু ভক্ষ শিরা, ফাঁফরে ত্রিপুরা, ফল হৈল এই মাতা॥ বুদ্ধি প্রদায়িনী, বন্ধন নাশিনী, বাঁধা দূর

কর মাতা। ভবানী ভারতি, স্তব প্রিয়া ভূতি, ভৈরবী ভব পূজিতা॥ মস্তক মালিনী, মুকুট ধারিণী, সব শত্রু বিনাশিনী। যমুনা যামিনী, যমের ভগিনী, ভয় ভাঙ্গহ ভবানী রঙ্গিণী রমণী, যদি ভবরাণী, রাখ দুর্গা রাজ স্থানে। লোলমতি লাপা, লক্ষ কর কৃপা লই চরণ স্মরণে॥ বিদ্যা বিষ্ণু প্রিয়া, বর্ণময়ী মায়া, বিশ্বমাতা শৈল সুতা। শঙ্খিনী শূলিনী, শঙ্কর গৃহিনী শিবা শৈল সম্ভূতা॥ শশাঙ্ক ধারিণী, ষড়ঙ্গ রূপিণী. শত্ত ভুজা শতাক্ষরী। সতী সনাতনী, সংসার নাশিনী, সেবকে যাহ উদ্ধারি॥ হরি হর-বিধি, হইয়া অবধি, হৈমবতী সবে সেবে। ক্ষিতি ভার হরি, খল অরি মারি, ক্ষণে মসানে উরিবে। সাধু শ্রীপতি, কৈল এত স্তুতি, ভবানী ভবের পাশে। চঞ্চল আ-সন, উৎকণ্ঠিত মন, পান মুখে হৈতে খসে॥ রাজা রঘুনাথ ইত্যাদি।

উর চণ্ডী রক্ষিতে কিঙ্কর। তোমারে পূজিয়া ঘটে, আইলাম বিশঙ্কটে, নদ নদী ব্যায়া রত্নাকর॥ বিমুখ কুলের গর্ব্বে, দৈবকী অষ্টম গর্ব্ভে, হৈল শেষে ক্ষিতি ভার নাশে। হরিতে কৃষ্ণের ভিতী, যোগ নিদ্রা ভগবতী, থুইলা রোহিণী গর্ভ বাসে॥ ভোজ রাজ অবতংসে, শ্রীহরি করিয়া অংশে, বসুদেব গেলা নন্দাগার। অগাধ যমুনা জল, মায়া করি কৈল স্থল, শিবা রূপে নদী কৈল পার॥ উরিয়া নন্দের ঘরে, দারুণ কংসের ডরে, কৃষ্ণের করিলা ভয় দূর। দৈবকীর কোলে হতে, তোমা ধরি পায়ে হাতে, বধিতে লইল কংসাসুর॥ ছাড়ায়ে কংসের হাতে, চড়িয়া আলোক রথে, গগণে হইলা অষ্ট ভুজা। নাম থুইল বনমালী, কুমুদা কর্ণিকা কালী, অষ্টলোক পাল কৈল পূজা॥ কৃপা করি অবতংসে, কপটে ভাণ্ডায়ে কংসে, লৈল বসুদেবের শরণ। বিপদে স্মরয়ে দাস, পুর চণ্ডী অভিলাষ, দূর কর অকাল মরণ॥ যশোদা নন্দিনী জয়া, শিব দুর্গা মহামায়া. শশাঙ্ক শেখরা শিব দুতী। মহিষ রাখস জন্তু, সবার হরিলে দন্তু, বিপদে স্থাপিলা বসুমতি॥ কে জানে তোমার তত্ত্ব; তুমি রজ তুমি সত্ত্ব বেদ মাতা সাবিত্রী রূপিণী। অন্ত অ দ্য মহামায়া, শঙ্করী শঙ্কর জায়া, আমি শিশু কি বলিতে জানি॥ সাধু কৈল এত স্তুত, কৈলাসেতে ভগবতী, আসন করয়ে টল টল মুখে হৈতে খসে পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, দ্বিজরাজ প্রকাশে মঙ্গল॥

অথ শ্রীমন্ত কর্ত্তৃক ভগবতীর চৌত্রিশাক্ষরে স্তব।

পয়ার। কহে শ্রীপতি মাতা রক্ষা কর মোরে। কৈলাসে ত্যজিয়ে উর সিংহল নগরে॥ কলি কালে ছিরার কলুষ কর নাশ। সিংহলেতে উরিয়া রাখহ নিজ দাস॥ কাল কপালিনী কাল্ত কপাল কুণ্ডলা। কাল রাত্রি কুরঙ্গাক্ষি কত জান ছলা॥ খরতর রাজা গো যেন ক্ষুর ধার। খণ্ডং কলেবর করিল আমার॥ খেদ খণ্ডন করি খল কর নাশ। খণ্ডিয়া সকল দুঃখ রাখ নিজ দাস॥ গিরিজা গণেশ মাতা গাত্ত সদাকার। গোকুল রাখিতে গোপ কুলে অবতার॥ গহন নিবিড়ে মাতা দঙ্কে শরীর। গর্জিত করহ গোমী গলার জিঞ্জির॥ ঘোররূপা ঘোরতর মোর যে ভুবন। ঘোর রব কৈলে ঘন ঘণ্টার বাজন ঘন শ্বাস বহে মুখে বারি হয় ঘাম। ঘরের সেবক ঘন স্মরে তব নাম॥ চঞ্চল চেতনা মাতা চাল্লশ বন্ধনে। চোরের চরিত্র হইল রাজার মারণে॥ চড় চাপড়ে মাত চণ্ড কর চূর। চরাচর গতি মা মরণ কর দূর॥ ছল ধরি ছত্রধারী বধয়ে পরাণে। ছাগলের প্রায় কাটে দক্ষিণ মসানে॥ ছেদন করয়ে রাজা তব গাত্ত ছলে। ছায়া দিয়া রাখ নিজ চরণ কমলে॥ জগৎ জননী মাতা জীবের জননী। জন্ম জ্বরা মৃত্যুহরা জয়ন্তী জননী॥ জটাজুটবতী জনার্দ্দন সহায়িনী। জীবের জীবন যে যাত্রিক শিরোমণি। ঝটিতে কর গো মা ঝকড়া বিমোচন। ঝটিতে উরিয়া রক্ষা করহ মরণ॥ টানাটানি করে চুলে ধ-রিয়া কোটাল। টঙ্গ টাঙ্গ হানে কেহ হানে করবাল॥ টীটকারী টকরে হইনু পরাজয়ী টঙ্কারিয়া রক্ষা মোরে কর কৃপাময়ী॥ ঠক নহি ঠাকুরাণী নহি ঠক সুত। ঠাকুরাণী

রাখহ ঠেকেরে করি হত॥ ঠন ঠন করিয়া রাজার ঠাট বিন্ধে। ঠাঁই দেহ ঠাকুরাণী চরণার বিন্দে॥ ডাকিনী হাকিনী গো ডম্বরু নিনাদিনী। ডর মোর নিবারণ করহ আপনি ডাকা নাহি দিই নহি ডাকাতের সাথি। ডাঁড়ুকা চরণে কেন দুহাতে চামাতি। ঢক্ক ঢাক্ক নহি গন্ধবেণিয়ারি জাতি। ঢোল নাহি করি মাত পরের যুবতী॥ ঢাক্কা মারে একেবারে শত শত জন। ঢালিনু তোমার পদে আপন জীবন॥ ত্রিগুণাত্মিকা তারা ত্রৈলোক্য জননী। ত্রিশক্তি রূপিণী তুমি তরঙ্গ নাশিনী॥ ত্বরিতে তারিয়া তোল তাপিত তনয়। ত্রাণ কর্ত্রী তোমা বিনা অন্য কেহ নয়॥ থর থর করে প্রাণ কোটাল তর্জ্জনে। স্থির নাহি হয় মাতা তুয়া পদবিনে॥ থাকিয়া রাজার আগে মৃত্যু কর দূর। স্থির কর আসিয়া শ্রীমন্ত সদাগর॥ দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দক্ষের দুহিতা। দনুজ দলনী দায়বন্তী দেব মাতা॥ দুর্জ্জয় দক্ষিণা কালী দুরিতনাশিনী। দুঃখি দাসে কর দয়া দুঃখ বিনাশিনী॥ দূর কর দুর্গা মোর অকাল মরণ। দুরিত নাশিনী দুঃখ কর বিমোচন॥ ধরণী ধারণী ধৃতিধরের নন্দিনী। ধরিত্রী ধরণাবন্তী ধেয়ান ধারিণী॥ ধরিয়া প্রতিজ্ঞা ছল ধরাপতি বধে। ধরিয়ে বধয়ে প্রাণ বিনা অপরাধে॥ নিধু নিদ্রা নারায়ণী নগেন্দ্র নন্দিনী। নিশুম্ভনাশিনী তুমি নীল পতাকিনী। নিগম নিগুড় নিদ্রা তুমি সত্য সতী। নৃপতি নির্ণয়ে ভয় ভাঙ্গ ভগবতী॥ নন্দগোপ সুতা হয়ে রাখিলে গোকুল। নৃপের নিকটে আসি হও অনুকূল॥ পশুপতি প্রজাপতি পুরুষ প্রধান। পাদপদ্ম ছাড়িয়া না ভাবে কভু আন। প্রতি দিন পূজে তোমায় প্রকৃতি রূপিণী। পশু সম শিশু আমি কি বলিতে জানি। প্রণত বৎসলা তুমি পরম মঙ্গলা। পাদপদ্মে দেহ স্থান সেবক বৎসলা ফল জল ফুলে রাম পূজিল কাননে। তার পূজা নিলে মাতা রাবণ মরণে॥ ফাফর করিল মোরে মসান ভিতরে। ফেপাটুড়ি পাইয়া থুল্লনা মৈল ঘরে॥ বুদ্ধি রূপা বুদ্ধি হরা সংসার তারিণী। বন্ধন স্থানেতে হও বন্ধন হারিণী॥ বিপাকেতে বপু যেন লোপে জল বিন্দু। বারেক করহ রক্ষা জগতের বন্ধু॥ ভয়ঙ্করা ভয় হরা ভৈরবী ভারতী। ভূপতি ভবনে ভয় ভাঙ্গ ভগবতী। ভদ্রকালী তুমি মাতা শিখর বাসিনী। ভব ভয় হরা তুমি ভ্রমর ভূষণী॥ মৃগাঙ্ক মুকুট মণি মস্তক মালিনী। মহিষ মর্দ্দিনী মধুকৈটভ নাশিনী মহেশের অঙ্গ তনু মরালগমনা। মধুপুরে কৈলে মধুকৈটভ নিধনা॥ যশোদা নন্দিনী জয়া যমুনা যামিনী। যতনে ভজিনু রাঙ্গা চরণ দুখানি॥ যম সম হৈল মোর জীবন যন্ত্রণা। যশ গাই যদি মোর পুরহ কামনা॥ রণ রূপা রণ জয়া রুক্মিণী রঙ্গিনী। রঙ্গেতে হইলে বলদেবের ভগিনী॥ রঙ্গে রাজা বধ করে রক্ষা নাই আর। রঙ্গিনী রুক্মিণী যদি না কর উদ্ধার। লভ্য হেতু আইলাম তোমা পূজে ঘটে। লক্ষ দিয়া রাখ মাতা বিষম সঙ্কটে॥ বিষম সুষম তুমি বিশাল বাসনা। বিবজ্জরা বিষহরা বিভূত লোচনা॥ বসুদেব সুতা দেবী নগরে নন্দিনী। বুদ্ধিহরা বুদ্ধিরূপা বন্ধন হারিণী॥ বিষম শঙ্কটে কৈলে বসুদেবে উদ্ধার। কংস ভয়ে কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার॥ শঙ্খিনী শূলিনী শিবা তুমিত শঙ্করী। শশি শিরোমণি শক্তিরূপা শাকম্ভরী॥ সেবক বৎসলা শৈল শিখর নন্দিনী। সেবকে শরণ দিয়া রাখহ তারিণী॥ ষড়ঙ্গ ধারিণী শিবা ষড়ঙ্গ রূপিণী শক্তি আদ্যা সনাতনী সংসার তারিণী। সর্ব্বলোক বলে তোমা সেবক বৎসলা। সেবক তারিতে উর সর্ব্বমঙ্গলা॥ হিরণ্যাখ্য হিরণ্য বংশের তুমি মূল। হরিলে [illegible] রাখিলে গোকুল। হরজায়া হৈমবতী হেমন্ত নন্দিনী। হও অনুকূল মাতা হরের ঘরণি। ক্ষৌণীর হরিলে ভার দৈত্য কৈলে ক্ষীণ। ক্ষণেক উরিয়া রাখ দাস অতি দীন। ক্ষমা করি অপরাধ ক্ষীণ কর অরি। ক্ষমিয়া সকল দোষ রক্ষ ক্ষেমঙ্করি॥ ক্ষমা কর মহামায়া অকাল মরণ। ক্ষমিয়া সকল দোষ রাখহ জীবন। এত স্তুতি কৈল যদি সাধুর নন্দন। কৈলাসেতে ভগবতীর টলিল আসন॥ অভয়ার চরণে প্রণাম লক্ষ লক্ষ। শ্রীকবিকঙ্কণ গান হইবেক সপক্ষ॥

অথ শ্রীমন্তের স্তবে চণ্ডীর উৎকণ্ঠা।

ত্রিপদী। পদ্মা আজি বড় দেখি অমঙ্গল। মুখে হৈতে খসে পান, সচকিত হয় প্রাণ আসন করে টল টল॥ আইস পদ্মা প্রিয় সখি, খড়ি পেতে দেখ দেখি, মন স্থির নহে কি কারণ॥ অমর ভুজঙ্গ নরে, কে মোরে স্মরণ করে, গণে ঝাট কর নিবেদন। কপালে টনক পড়ে, অঙ্গ ধূতি নাহি নড়ে, স্পন্দন করয়ে ডানি আঁখি। হেন মনে অনুমানি, কিবা মোর হয় হানি, আজি বড় অমঙ্গল দেখি॥ মন উচাটন এবে, খাইতে দন্ত লাগে জিভে, চলিতে উছট পদে লাগে। ভোজনে বিষম খাই, মনে বড় দুঃখ পাই, কালপেঁচা ডাকে চারিদিগে। চণ্ডীর বচন শুনি, পদ্মাবতী মনে গণি, খড়ি পাতি করেন গণন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ ইত্যাদি।

অথ খড়ি পাতিয়া পদ্মাবতীর গণনা।

পয়ার। বলিলেন পদ্মাবতী ভাবিয়া ঈশ্বরী। দেবযোনিগণে আর দেবতার পুরী॥ প্রথমে গণিল পদ্মা অষ্টলোক পাল। রজনী দিবসে করে নরের বিচার। দেব দানব প্রেত ভূত নিশাচর॥ সযুবতী যক্ষগণে পিশাচ কিন্নর॥ রতির ঈশ্বর কামদেব বৃষধ্বজ অনন্য হৃদয় অষ্ট গণিল দিগ্গজ॥ দশ বিশ দেবগণে একাদশ রুদ্র। আদিত্য দ্বাদশ সপ্ত গণিল সমুদ্র॥ গণে ব্রহ্মা নারায়ণ শিব যমপুর। অষ্ট বসুগণে আর ডাকিনী কাউর॥ সনকাদি মুনিগণে নারদাদি ঋষি। অরুন্ধতী বশিষ্ঠের যুগল রূপসী॥ চন্দ্র তারা গ্রহগণ গগণ মণ্ডল। কূর্ম্ম বাসকীর নাগলোক রসাতল॥ হাঙ্গর কুম্ভীর মৎস্য কড়ি ঘড়িয়াল। প্রত্যক্ষ গণিল স্বর্গ মর্ত্য রসাতল॥ পুণ্য শরীর বলি অসুরের নাথ। প্রত্যক্ষ গণিল পক্ষ যতেক পর্ব্বত॥ হরির কিঙ্কর দৈত্য গণিল প্রহ্লাদ। ক্ষিতিতলে তরু তৃণ পশু নদী নদ॥ গণিল অনেক লোক দেখিতে না পায়। সভয়েতে পদ্মাবতী হৃদয়ে শুকায়। ধ্যান করিয়া পুন ব্রহ্মে দিল মন॥ প্রসন্ন দেখিতে পায় এতিন ভুবন॥ শুন শুন ভগবতী মোর বাক্য। জ্ঞান লোচনে আমি দেখিনু প্রত্যক্ষ॥ ধনপতি নাম তার যুগল রমণী। তোমার ব্রতের দাসী খুল্লনা বেণেনী॥ তার পুত্র শ্রীযপতি বুঝে সর্ব্বকলা। পড়িবারে গেল সে গুরুর শাস্ত্রশালা॥ অধ্যাপক প্রধান পণ্ডিত জনার্দ্দন। গালি দিল দ্বিজ তারে জারুয়া চেমন॥ গুরুর বচনে তার মনে বাড়ে ক্রোধ। উপবাস করে রহে না মানে প্রবোধ॥ জননী কহিল মিথ্যা যতেক প্রলাপ। দক্ষিণ পাটনেতে গিয়াছে তোর বাপ॥ মায়ের বচনে সাধু বাপের কারণ। বহিত্র সাজিয়া আইল দক্ষিণ পাটন॥ কালীদহে দেখে সাধু কামিনী কুঞ্জরে। বিবাদ করিল গিয়া রাজার গোচরে হারিলেক সেই সাধু সাক্ষার বচনে। তারে বলি দেয় রাজা দক্ষিণ মসানে॥ জীবনে কাতর বড় দাসীর নন্দন। শঙ্কটে দেখিয়া করে তোমার স্মরণ॥ ছেলি উপখ্যানে তার মায়ে কৈল দয়া। দাসীর তনয়া রাখ দিয়া পদছায়া॥ কি বোল বলিলে পদ্মা জন্মাইলে দুঃখ। শ্রীকবিকঙ্কণ গান রঘুনাথের সুখ॥

অথ শ্রীমন্তরক্ষার্থ চণ্ডীকার রণ সজ্জা।

ত্রিপদী। কোপেতে লোহিত আঁখি, চণ্ডিকা বলেন সখি, শুন পদ্মা আমার বচন রাজারে করি সংহার, ছিরায় দিব রাজা ভার, ঝাট কর সেনার সাজন॥ গায়ে আরো-পিল টাঙ্গি, তবক বেলক সাঙ্গি, ভুষুণ্ডী ডানস খরসান। যমদণ্ড ভিন্দিপাল, টাঙ্গ টাঙ্গি করতাল, অসিপত্র কামান কৃপাণ॥ চণ্ডী কৈল অট্টহাস; দেবগণে লাগে ত্রাস, নিনাদে ভরিল ত্রিভুবন। যেন দৈত্য রণকালে, মেলি যত দিকপালে, দিল তারে নিজ প্রহরণ

চণ্ডিকার বার বাণ, কামান আর কৃপাণ, ভিন্দিপাল দোমাল চেড়াড়। কবন্ধ তোমার পাশ, চক্রবাণ নাগপাশ, ডামস মূষল শতপ্রাড়॥ চৌদিগে দুন্দুভি বাজে চৌষট্টী যোগিনী সাজে, আগুদলে চণ্ডীর পয়ান। রণ পড়া বাজে ঢাক, ধায় দানে লাখে লাখ, ধরি তরু পর্ব্বত পাশান। করে ধরি অসি খাণ্ডা, ডানি ভাগে উগ্রচণ্ডা, চণ্ড নায়িকা চণ্ডবতী। পরিয়া লোহিত ধুতি, বাম দিকে শিবদূতী, কৌষিকী কালিকা লঘুগতি॥ আইসে দেবী চন্দ্রচূড়া, মহেশ্বরী বৃষারূঢ়া, ভুজঙ্গ বলিয়া ত্রিশূলিনী। আইল রাজহংস রথে, করকাক্ষ শূল হাতে, ব্রহ্মাণী বাদিনী বিধায়িনী॥ দেব বিদ্যাগণ সঙ্গে, সমর প্রসঙ্গে রঙ্গে, রণে চণ্ডীকার হৈতে সখী। আইল চণ্ডী বিদ্যমানে, কৌমারী ময়ূর যানে শক্তি রাধা করাল সম্মুখী॥ বৈষ্ণবী গরুড় রথে, শঙ্খচক্র গদা হাতে, অসি শাসন বিধায়িনী। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, পরিতুষ্টা যাহারে ভবানী॥

চণ্ডীকার ক্রোধকালে, মেলি যত দিকপালে, নানা অস্ত্র করে সমর্পণ। নিজ শূল হৈতে আনি, শূল দিল শূলপাণি, চক্র হৈতে চক্র নারায়ণ॥ বজ্র হৈতে বজ্র জাতি, বজ্র দিল সুরপতি, ঘন্টা দিল ঐরাবৎ হৈতে। কাল দণ্ড হৈতে যম; সৃজিয়া আপন সম, দিল দক্ষ অক্ষমালা হাতে॥ অবনত করি মাতা, কমণ্ডলু দিল ধাতা, লোমকূপে রশ্মি দিবাকর। কোষযুত করবাল; সমর্পণ কৈল কাল, অবনী লোটায়ে কলেবর। ক্ষীরসিন্ধু, দিল হার, অক্ষয় অমূল্য যার, চূড়ামণি কনক কুণ্ডল। দিল মুকুটের আভা, অর্কইন্দু করে শোভা, বাহুযুগে অঙ্গদ মণ্ডল॥ নূপুর মরালা ভাষা, দিল দিব্য কণ্ঠভূষা অনুত্তম রতন ভূষণ। রত্নময় অঙ্গুরী, সকল অঙ্গুলে পরি, পদাঙ্গুলে পাশুলি রতন। টাঙ্গি দিল বিশ্বকর্ম্ম, অস্ত্র অভেদ বর্ম্ম, দিল নানাবিধ প্রহরণ। শূল ধনু অসি পাশ, পরিল উত্তম বাস, শিখির সমান শরাসন। বিমল সভায় সদ্ম, জলনিধি দিল পদ্ম, হিমবান কেশরী বাহন। দিলেন ভরিয়া গলা, অমল কমল মালা, উরশি শিরসি বিভূষণ॥ চণ্ডীকার ক্রোধ দেখি, দেবগণ হৈয়া দুঃখী, কোলাহল হৈল সুরপুরে। যুক্তি করি দেবরাজ, জানিতে চণ্ডীর কাজ, পাঠান নারদ মুনিবরে॥ শেষ ছিল নাগ হার, মহামুণি ভূষা যার, সেই প্রভু ধরিল ধরণী। রচিয়া ত্রিপদীছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, প্রকাশে ব্রাহ্মণ নৃপমণি॥

অথ নারদের উপদেশে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীবেশে মসানে চণ্ডীর গমন।

পয়ার। ইন্দ্রের বচনে মুনি চাপিয়া বিমানে। দণ্ড মাত্রে গেল চণ্ডীকার বিদ্যমানে॥ চণ্ডীকারে জিজ্ঞাসা করেন মহামুনি। কহগো এমন বেশে কোথায় সাজনি॥ তোমার ক্রোধের কালে প্রলয় সমান। কার তরে হেন বেশে করেছ পায়ন॥ এতেক জিজ্ঞাসা যদি কৈল মহামুনি। নিজ প্রয়োজন কথা কহিলা ভবানী॥ আমার সেবকে লয়ে কাটে শালবান। কাটিব তাহার মাতা কহিনু বিধান॥ হাসিয়া নারদ মুনি দিলেন উত্তর। তোমার উচিত নহে নরের সমর॥ এতেক সাজন ছার নরে কি কারণে গরুড় সাজয়ে কিবা মূষিকের রণে॥ তোমার সমরে হরি হরে লাগে ডর। সিংহের সহিত যুদ্ধ উচিত শাড়ূর॥ যদি নাহি দেয় যুদ্ধ কি কর অবশেষ। সাধু বলি নিল নারদের উপদেশ॥ জরাধি ব্রাহ্মণী অস্থি চর্ম্ম বিলোচনা। মায়া কাশ খাসমুদ্রে চুপল লোচনা॥ বাতে হইল কাঁকালি জঘন হৈল ভেড়ি। উছাটের ঘায়ে চণ্ডী যান গড়াগড়ি বাম কক্ষে নিল মাতা রাঙ্গন চুপড়ি। সব্য করে নিল মাতা সিদ্ধ বেত্র লড়ি। করে নিল কুসুম চন্দন দূর্ব্বা ধান। বেদমন্ত্রে শ্রীমন্তের করিতে কল্যাণ॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। কাঁকে ঝুড়ি হাতে লড়ি, উচ্চৈঃস্বরে বেদপড়ি, বিনয়ে বলেন ধীরে ধীরে। কর যুক্ত কৃত গর্ব্বা, কুসুম চন্দন দূর্ব্বা, আরোপিল কোটালের শিরে॥ কোটাল আইলাম তোমার সন্নিধানে। তুমি বড় ভাগ্যবান, এই হেতু মাগি দান, ব্রাহ্মণীর করহ সম্মানে॥ জরাযুক্ত হৈল তনু, বসি যে ধরিয়ে জানু, ভূমি ধরি উঠি যে যতনে। হেন জন নাহি কোলে, হাতেতে ধরিয়া তোলে, দোসর সাক্ষাত বন্ধুজনে॥ বাড়িটী হয়েছি হারা, দেখিলাম তার পারা, আইলাম তোমার সন্নিধান। চিনিনু আপন নাতি কোটাল পাইলে কথি, বাপের পুণ্যেতে কর দান॥ শিশুমতি মোর নাতি; নাহি জানে চাঙ্গাতি, নহে খণ্ড বাটপাড় চোর। কৃপণ জনের কড়ি, অন্ধজনের লড়ি, দান দিয়া রাখ প্রাণ মোর॥ পাইয়া অনেক ক্লেশ, ভ্রমিনু অনেক দেশ, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ উৎকল। শ্রীহট্ট আগরা দিল্লি, চাহিয়া অনেক পল্লী, অবশেষে আসি নু সিংহল॥ পিতা মোর কুলে বন্দ, কা হোতে নহেন নিন্দা, স্বামী মোর ঘোষাল পঞ্চানন। তপস্যা করিয়া আমি, পাইনু দরিদ্র স্বামী, বুড়া বৃষ সবে যার ধন। অবস্থিতে নাহি ঠাঁই, সমুদ্রে ডুবিল ভাই, প্রাণনাথ কৈল বিষ পান। দারুণ দৈবের দোষে, দুটি পুত্র নাহি পোষে, কত দুঃখ করিব আখ্যান॥ তুমি হও পুণ্যবান, নৃপতি রাখিবে মান, বাড়ুক তোমার পরমাই। রাঙ্গন চুপড়ি হাতে, ছিরা দেহ মোর সাতে, আশীষ করিয়া ঘর যাই। শ্রীমন্তের শিরে পাণি, আরোপিল নারায়ণী; অভয় দিলেন মহামায়া। ব্রাহ্মণ ভূমের পতি, রঘুনাথ নরপতি, জয়চণ্ডী তারে কর দয়া॥

অথ কোটালের প্রতি চণ্ডীর হিতোপদেশ।

কোটাল দুঃখ পাই নিজ কর্ম্ম দোষে। জিনিয়া ইন্দ্রিয়গণ, না সেবিনু নারায়ণ, কাহারে না রাখিনু সন্তোষে॥ অশ্বমেধ যজ্ঞের কুণ্ডে বসুধা ব্রাহ্মণ তুণ্ডে, সম্প্রদান না কৈনু আহুতি। যত সন্তী জন প্রতি; না করিনু প্রেম ভক্তি, এই হেতু পঞ্চম দুর্গতি আছিল বৈকুণ্ঠ পুরি, বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারী, জয় বিজয় দুই ভাই। হইয়া কৃষ্ণের সঙ্গী বিরিঞ্চি বন্দন বন্দী, বৈকুণ্ঠেতে না পাইল ঠাঁই॥ দ্বিজে নাহি দিল দান, না কৈল গুরুর মান, দিনে দিনে পরমায়ু নাশ। লঙ্ঘিয়া কপিল ঋষি, সূর্য্যবংশে ভস্ম রাশি, রামায়ণে শুনে ইতিহাস॥ পাত্রে নাহি দিল দান. অপাত্রে করিল মান, দরিদ্র হইল এই দোষে। জীবে না করিল কৃপা, এই হেতু ক্ষণ তপা, ঘরে ঘরে ফিরে ভিক্ষা আশে॥ অভয়ার কথা শুনি, কোটালিয়া মনে গণি, সকরুণে করে নিবেদন। দামুন্য নগর বাসি, সঙ্গীতেতে অভিলাষী, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অথ চণ্ডীর প্রতি কোটালের নিবেদন।

আমি পরাধীন, অতি বড় হীন, বিশেষে রাজার দাস। ধরি তুয়া পায়, ক্ষম এই দায়, বধ্য জনে ছাড় আশ॥ কর্ণ বলি আদি, যত যশোনিধি, আছিল অবনীপাল। আর ছিল যত, তাহা কব কত, সকলি হরিল কাল॥ দান কর্ম্ম ফলে, ছিল মহীতলে, স্বর্গপুরে হৈল স্বামী। বিধি মনে বাদ, হৈল পরমাদ, ভাগ্য না করিনু আমি॥ এই সাধু ভণ্ড, রাজা করে দণ্ড, মিথ্যা বচনের দোষে। রাজার বচনে, আনিনু মসানে, বান্ধিয়া নায়ের পাশে॥ রাখি তুয়া মান, যদি করি দান, পরাণে দণ্ডিবে রাজা। সাধু বিনে আন, মাগ যেই দান, করিব তোমার পূজা॥ একেতো ব্রাহ্মণী, আর অনাথিনী ভিক্ষুক ভোজনে আশা। কহি উপদেশ, শুনহ বিশেষ, যদি না হইবে নৈরাশ॥ রাজা শালবান, কর্ণের সমান, যা চাবে তা পাবে দান। কল্পতরু তেজি, হীন জনে ভজি, সেওড়াতলে সাধ মান॥ কোটালের বাণী, শুনি নারায়ণী, চাহেন পদ্মার মুখ। বুঝিয়া ইঙ্গিত, পদ্মা কহে হিত, যাচঞা বড়ই দুঃখ॥ রাজ সভা স্থান, লৈতে যাবে দান, দেখা দিবে কত জনে। সাধু কোলে করি, নৈলে মহেশ্বরী, শ্রীকবিকঙ্কণ ভনে॥

অথ শ্রীমন্তে ক্রোড়ে করিয়া মসানে চণ্ডীর স্থিতি।

পয়ার। শ্রীমন্তরে কোলে করি বসিলা ভবানী। তাই সঙ্গে কোটালিয়া করে কানাকানি। ব্রাহ্মণীর দেখি কিছু কোপের উদয়। মেলামেলি যুক্তি করে কোটাল সভায়। সেতা বলে নেতা ভাই দেখি বিপরীত। বুঝিতে না পারি এই বুড়ির চরিত॥ আচম্বিতে আইল বুড়ি দক্ষিণ মসানে। রুধির নয়নে বুড়ি চাহে ঘনে ঘনে॥ বয়স অশীতি পারাবার গৃহে বাস। বল বুদ্ধি টুটাবে তক্ষণে বড় আশ॥ সকল বচনে বুড়ি ছাড়ে হুহুঙ্কার। দিবস দুপরে হইল ঘোর অন্ধকার॥ কেমত দেবতা আইল ধরি বুদ্ধা বেশে। নাহি পরিচয় দেয় লোচন নিমিষে॥ চক্ষে নাহি দেখে বুড়ি কর্ণে নাহি শুনে। একলা আইল বুড়ি দক্ষিণ মসানে। নাহি দান দিতে বুড়ি সাধু কৈল কোলে। রাজার বিপক্ষ আজি লব বলে ছলে॥ একলা আইল বুড়ি হৈল দুই জন। কোপে ওষ্ঠ কাপে বুড়ির লোহিত লোচন॥ ব্রাহ্মণীর বোলে যদি ছাড়ি রাজ অরি। সবংশে বধিবে প্রাণ নৃপতি কেশরী॥ যদি বা হানিয়া যাই রাজ রিপুজন। মসানে বুড়ির ঠাঞি হারাব জীবন। কোটাল গর্জ্জিয়া বলে লব কোটালিয়া। শ্রীমন্তের চুলে ধরে ব্রাহ্মণী ঠেলিয়া কোপে পদ্মা দিল সিংহনাদের নিসান। অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান॥

কোটালের প্রতি শ্রীমন্তের বিনয় বাক্য ও কোটালের অস্ত্র ভঙ্গ।

ত্রিপদী। কোটাল খানিক জীবন রাখ। ধরি তুয়া পায়, ক্ষম এই দায়, সুকৃতি শরণ দেখ॥ লহ মোর হার, অষ্ট অলঙ্কার, অঙ্গুরী অঙ্গদ বালা। ছাড়হ কুন্তল, পিয়ে গঙ্গাজল, দেহ তুলসীর মালা॥ ঘোর তলয়ার, দেখি খুর ধার, চিরার চমক ভাঙ্গে। ধর্ম্মে দেহ মন, করি নিবেদন, কিছু বলি তুয়া আগে॥ লোকে ভাবে দুঃখ, সাধু পূর্ব্ব মুখ, বসিল আসন পাতি। হাতে কোতয়াল, ভাঙ্গে তরয়াল, দুঃখ ভাবে নিশাপতি॥ নানা অস্ত্র ধরি, দুষ্ট সাধু মারি, কিসের বিলম্বে বসি। কেন আইল বুড়ি, রাজকার্য্য ভিড়ি, ভাঙ্গিল আমার অসি॥ রাজা রঘুনাথ ইত্যাদি।

পাসরিল রে পাইক সাধু বধিবারে। গাণ্ডীব উপর, ফাড়িয়া চামর, সঘনে সিংহনাদ পুরে॥ পুরিয়া বেলকে, শোধিয়া ধনুকে, ধানুকী ছিঁড়ে কাঁড়া। করিয়া সন্ধান, ছাড়্যা দিতে বাণ, ধনুকের ছিঁড়ে গেল চড়া॥ পাছু হইল ধানুকী, আগু হইল তবকী, তবকে পুরিল গুলি। অনলে দিতে ফু, তবকীর পোড়ে মু, পাছু হয়ে পড়িল গুলি॥ ধাইল বীরবর, লইয়া যমধর, মারিল শ্রীমন্তের গায়। শ্রীমন্তের অঙ্গে, যমধর ভাঙ্গে, বীরগণ ভেল ভেল চায়॥ দশ বিশ বীরবর, লইয়া তবক বর, শ্রীমন্তে করিতে গুণ্ডা। শ্রীমন্তের অঙ্গে, একে একে ভাঙ্গে, আষাড়িয়া যেন ভেরেণ্ডা॥ শ্রীমন্তে শাসিয়া, ধায় রায় বাঁশিয়া, যেন পদাতিক শয়। ভাঙ্গিল রায়বাঁশ, পদাদিক হৈল নাশ, শ্রীমন্তের হইল জয়॥ জগদবতংসে ইত্যাদি।

চণ্ডীর প্রতি কোটালের ক্রোধ ও ভৎর্সনা।

সাধু হৈল বজ্রকায়, নানা অস্ত্র ভাঙ্গে গায়, পাইক কান্দে মাথায় হাত দিয়া। কোটালিয়া কম্পবান, মন বলে হান হান, দূর কর ব্রাহ্মণী ঠেলিয়া॥ বুড়ি গৌরব রাখ আপনার। হইল দুপর বেলা, রাজ কার্য্য হৈল হেলা, ঝাট মারি বিদেশী কুমার॥ মেগে বুল কড়া কড়া, পরিধান শত ছিড়া, মানুষ লইতে চাহ দান [illegible] হইতে আইল বুড়ি, সব কার্য্য হৈল ডেডি, অষ্টলোক পাল পরমাণ॥ শিখিয়াছ ডানি কলা, জানিস কতেক ছল, আপনা চিনিয়া বাস। শেল শর কাড খাড়া, পাইকের যত ভাড়া, সকলি করিলি বুড়ি নাশ॥ মোর বোল শুন নেকা, বুড়িরে মারিয়া ঢেক, মসান হইতে কর দূর। থাকে যদি বুড়ি সঙ্গে, শেল সম খাড়া ভাঙ্গে, কুজ্ঞানি বুড়িতে প্রচুর॥ কোটালের কথা শুনি, সব কোটাল মনে গণি, অভয়ারে ফেলিল ঠেলিয়া। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, গালি দিল ডাকিনী বলিয়া॥

অথ মসানে রাজসৈন্য ও দেবী সৈন্য যুদ্ধ।

পয়ার। আইলাম ভিক্ষার আশে নাহি দিল ভিক্। কিসের কারণে বেটা বল ধিকাধিক ॥ ব্রাহ্মণী লঙ্ঘন করি যাবে রে অল্লাই। পহিলা রণে পড়িবে তোমরা দুই ভাই।। ব্রাহ্মণীর ভরে যেন বল কুবচন। অনুমানে বুঝি তোর নিকট মরণ॥ আসিহ আমার বাড়ি পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে। মাগিয়া লইস ভিক্ষা যেবা লয় মনে ॥ দূর কর বিবাদ বুড়ি মানুষের কথা। সদাগরে দিতে পারে কার দুটা মাতা॥ মসান ছাড়িয়া বুড়ি ঝাট চল দূর। গৌরব করিব দূর ধরিয়া চিকুর॥ কোপে পদ্মা বাজাইল নিশানের ঘণ্টা। আইল দানা দুই ভাই নামে রণঝাণ্টা॥ বেত কোটালের ঘাড় মারে ঘাড়ে কাতা। করের প্রহারে তার ছিঁড়ে গেল মাতা॥ যুঝয়ে দেবীর দানা কোটালের ঠাটে। রণ-ভেরী শব্দে গগণ স্থল ফাটে॥ মার মার করিয়া কোটাল ছাড়ে ডাক। দুই দলে রণ-পড়া বাজে জয়ঢাক॥ ঝট ঝট করিয়া তটে পুরে গুলি। রণঝাটা করে মাতার ভাঙ্গে খুলি॥ রণে পদ্মাবতী দিল দুন্দুভি নিশান। অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান॥

মালঝাঁপ। জরাধি ব্রাহ্মণী বেশে উরিল ভবানী। ঘরদল পরদল, বাজয়ে মাদল, কেহ কার নাহি শুনে বাণী॥ ভ্রুকুটী কুটিলা, পিঙ্গল জটিলা, পরিহিত চীর বসনা। কড় মড়ি দন্তা, সমর দুরন্তা, ভয়দা ভীষণ বদনা॥ কৃত নরমালা, পলিত জটিলা, অভি-নব জলধর দানা। শত শত ডাকিনী, সঙ্গে চলে ব্রাহ্মণী, ছাড়িয়া কুল মর্য্যাদা॥ লোহিত লোচনা, চলতর বাসনা, আজানুলম্বিত জটা। রণভূমে কালী, বিষম করালী, জলধর জিনিয়া ছটা॥ বেড়িয়া মসান, পাইকে চাপান, ঘন পড়ে দামামার সাড়া। রণে অতি মাতলা, কালী ধায় বেতালা, খেতে ধায় মেলিয়া দাড়া॥ মুটে মুটে জটা-জটী, দুই দলে কাটাকাটী, কার কেহ নাহি শুনে বোলে। পাইয়া সমর, নাহি চিনে ঘর, চাটা চাটি পড়িল ভূলে॥ খরতর দৃষ্টে, গজবর পৃষ্ঠে, মাহুত সাজিল কুন্ত। পরি-হরি শুণ্ডী, ধরিয়া চণ্ডী, বাড়িয়া ভাঙ্গিল দন্ত। করিবর শুণ্ডা, ধরিয়া চামুণ্ডা, ঘন দেই গগণে পাক। গজবর চাপনে, পড়িল মসানে, পদাতিক লাখে লাখ॥ বেধা বিধি যমধর, পড়িল বীরবর, গদা হাতে পড়িল গদী। ঢালি পাইক তবকী, পড়িল ধানুকী, বেগে ধায় রুধিরের নদী॥ সেতাই নেতাই, কোটাল দুই ভাই, পড়ি পাতে মহিষা ঢালে। আকাশে কুমুদা, আছিল মামুদা, ধরিয়া পুরিলেক গালে॥ পড়িল সেনাগণ, কোটাল্যা ত্যজে রণ, চলিল নৃপতির ঠাঁই। সুকবি মুকুন্দ, রচিল প্রবন্ধ, শ্রীকবিচন্দ্রের ভাই।

অথ রণবার্ত্তা লইয়া রাজার নিকটে কোটালের গমন।

ত্রিপদী। অবধান কর রায়, নিবেদি তোমার পায়, প্রাণ লৈয়া যাও নৃপমণি। তোমারেত বলি দড়, আহড়ে আছড়ে লড়, নাহি দেখে যাবৎ ব্রাহ্মণী॥ তব আজ্ঞা শিরে লৈয়া, বৈদেশি কুমার হৈলা, হানিবারে গেলেম মসানে। নাহি দেখি নাহি শুনি, আইল এক ব্রাহ্মণী, সাধুকে লইতে চাহে দানে॥ তুমি বিশ্ব নৃপমণি, অনজ্ঞা তোমা~~র বাণী~~ ব্রাহ্মণীকে নাহি দিনু দান॥ হুঙ্কার ছাড়িয়া, বুড়ি, যোজনেক পথ যুড়ি, তার ঠাটে বেড়িল মসান॥ ব্রাহ্মণী দিলেক হানা, পড়িল অনেক সেনা, একটি না রহে অবশেষ। তোমারে বারতা দিতে, রয়ে ছিলাম এক ভিতে, মড়ায় করিয়া পরবেশ॥ কাখে ঝড়ি হাতে লড়ি, আইল ব্রাহ্মণী বুড়ি, কোন নৃপতির হৈয়া চর। হেন মোর লয় মনে, কোন রাজা আইল রণে, রক্ষিতে শ্রীমন্ত সদাগর॥ কোটালের কথা শুনি, রোষ যুত নৃপমণি, কোপে রাজা পুরিল অম্বর। ঘন পাক দেয় গোপে, দশনে অধর চাপে, গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

অথ রাজসৈন্যের সজ্জা ও মসানে গমন।

পয়ার। কোটালের কথা শুনি কাপে সর্ব্ব গা। সাজ২ বলিয়া দামায় পড়ে ঘা॥ চলিলেন যুবরাজ রাজার আরতি। লেখা যোখা নাহি যত চলে সেনাপতি॥ আস্তে ব্যস্তে তুলিয়া চৌদোল করে কান্দে। ধরণী কম্পিতা হৈল বাজনার নাদে॥ রামবেণী গন্ধবেণী বাজে রুদ্রবীণা। দগড় দগড়ি বাজে শত শত জনা॥ হস্তির গলায় ঘণ্টা শুনি ঠনঠনি। কাংস্য করতাল বাজে বিপরীত শুনি॥ জয়ঢাক বীরঢাক রাক্ষসী বাজনা। প্রলয় সময়ে যেন পড়ে ঝনঝনা॥ হাতে দামা কান্ধে ঢোল তবল নিশান। দামামা দগড় বাজে বাদ্য সিন্ধু আন॥ বিষম তবল আগে আরোপিল কাঠি। সুরঙ্গ কামান হাতে শেল পরিপাটি॥ যবনিয়া অশ্ববর যবন সওয়ার। ঘোররূপে যবন সব বলে মার মার॥ পর্ব্বতীয়া অশ্ববরে সোণার বিশ্বুকি। কণ্ঠেতে দিয়াছে হার করে ঝিকিমিকি॥ ঢালি পাইক ধায় রণে হাতে খাণ্ডা ঢাল। ডানি বামে অস্ত্র সাজে বিক্রমে বিশাল॥ ধানুকী পাইক ধায় হাতে ধনুঃ শর। কটিতটে তলয়ার চলিল সত্বর॥ ঢোকরিয়া চোকন পাইক শোভে করে। হাড়ির চামর বান্ধে বাশের উপরে॥ বিচিত্র পামরি গলে পারিজাত মালা। বৈরিভাবে ধায় দানা জানে যুদ্ধকলা॥ ভীমার্জ্জুন কটক ধাইল দুরবার। ভিতর চালিল সঙ্গে বাইস হাজার॥ রাজপুত্র যুবরাজ চলে আগুয়ান। শকাট পুরিয়া নিল বিচিত্র কামান॥ বারুই বরজে যেন ঘন পড়ে কাঠি। খোজা মিয়া সাজিল হাতেতে রাঙ্গা লাঠি॥ লহ২ করে যত হস্তিকার শুণ্ড। পিপীলিকার পাক যেন পাইকের মুণ্ড॥ বারুই বরজে যেন বেছে তোলে পান। পাখরিয়া ঘোড়ার চলিল কানেকান॥ ডানি দিগে কোটাল চলিল ভীম মল্ল। রাজার জামাতা চলে নামে ভীমমল্ল॥ সাজ২ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া। আগুদলে সাজে গজ পাখরিয়া ঘোড়া। নবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ। পৃষ্ঠদেশে তুণেতে পুর্ণিত হৈল বাণ॥ রণসিংহ রণভীম ধায় রণঝাটা। তিন ভাই তিন বিন্ধে দিয়া চুণের ফোটা॥ পাইকের প্রধান তিন ভাই আগুদল। বাণ বৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে জল॥ পথে যাইতে বিভাগ করিয়া নিল ঠাট। রণমুখে সেনাপতি আগুলিল বাট॥ দক্ষিণ মসানে গিয়া দিল দরশন। মসান বেড়িয়া রহে রাজসেনাগণ॥ দেখিয়া ফাফর হৈল কুমার শ্রীপতি। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

অথ মসানে চণ্ডীর প্রতি শ্রীমন্তের করুণা বাক্য।

ত্রিপদী। অভয়া ঝাট চল তেজিয়া মসান। তুমিগো অবলা জাতি, আমি নহি রণে কৃতি, কেন মাতা হারাবে পরাণ॥ আট দিকে আগুলি, পড়ে বজ্র দাবা শিলি, ধূমে আচ্ছাদিল দিনমণি। মেঘের গর্জ্জন ধ্বনি, কামানের শব্দ শুনি, সেনা ভরে কাপায় মেদিনী॥ দেখিয়া লাগয়ে ধাধা, তুরগ বিরল বাঁধা, আসয়ার কপট মণ্ডিত। চোঙরা ডোঙরা মাতে, কামান কৃপাণ হাতে, কত আইসে সমরে পণ্ডিত॥ মাতায় সুরঙ্গ ডালি, তবকী ধানুকী ঢালী, পাইক আইসে কাছনে কাছন। পরাণ করিয়া পণ, আইসে করিতে রণ, সাহস করহ অকারণ॥ শ্রীমন্তের শুনি কথা, কহেন শিখরি সুতা, দুর কর মনের বিষাদ। একাকিনী রণে শুম্ভ, বধিনু বাস্কল জম্ভ, অকারণে গণ পরমাদ॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

অথ পদ্মাবতীর নিকটে দানাদিগের মহলা।

পয়ার। বচন বলিতে মাত্র হইল বিলম্ব। ভগবতীর দানা আসি করে মহাদম্ভ॥ চণ্ডিকারে প্রণাম করয়ে আট গোলা। পদ্মার নিকটে দেই আপন মহলা॥ মহলা করয়ে দানা নামে ধূয়াপাশ। পোটি চেলের ভাত করে এক গ্রাস॥ মহলা করয়ে দানা নামে তালজঙ্ঘ। বার মাস রণ করে নাহি দেয় ভঙ্গ॥ মহলা করয়ে দানা নামে রণঘাটু। সমুদ্রের মাঝে যার জল এক হাটু॥ মহলা করয়ে দানা নামে বাঘমুয়া। নিশ্বাস ছাড়িতে যার নিকলয়ে ধুয়া। চিবিমিকি করে দানা নামে আচায়া। নজুরমাথা খায়

হেন সরসিয়া গুয়া।। মহলা করয়ে দানা নামে মহাকাল। হাতি ঘোড়া দাঁতে বিন্ধে যেন পাকা তাল। মহলা করয়ে দানা আউট বেতাল। দন্তগুলা মেলে যেন পাটুয়া কোদাল॥ যেই কালে শ্রীরাম রাবণে হৈল রণ। মাংস খেয়ে উদর পূরিল তিন কোণ॥ যেই দেবাসুরে রণ হৈল ত্রেতাযুগে। মাংস খেয়ে উদর পূরিল দুই ভাগে।। দ্বাপরে হইল কুরুপাণ্ডবের রণ। মাংস খেয়ে উদর পূরিল এক কোণ॥ উপবাসী আছিগো কলির কটা দিন। রণ না পাইয়া মাতা হৈয়া গেছি ক্ষীণ।। হাসিয়া অভয়া সবাকারে দিল পান। সংগ্রাম করহ সবে মোর বিদ্যমান।। পাইকেহ দেখাদেখি হৈল যথা। আগে হৈল ফরিকার ঢালে পুতে মাতা॥ তবকী ছাড়য়ে গুলি বড়ই দুঃশীল। চৈত্র মাসের মেঘে যেন বরিষয়ে শীল॥ রাজসেনা দেবীসেনা দুহে বাজে রণ। দুই দলে কাটাকাটি শুনি ঝনঝন।। শিলাতরু করে ধরি ফেলে মারে দানা। ঢোকনে ঠেলিয়া ফেলে নৃপতির সেনা॥ দুই দলে হাতাহাতি বেড়িল মসান। মাহুত উপরে ডাক ছাড়ে হানহ।। রণস্থলে উপনীত হৈল যেই দণ্ডে। কবাট চাপড় মারি ছিড়ে ফেলে মুণ্ডে।। সিংহজোড়া নামে দানা উঠিল গগণে। কর হৈতে কেড়ে নিল সবার ঢোকনে।। আগু হৈল ফরিকার ঢালে মাতা পুতে। সিংহা বাঘা দুই ভাই রহে দুই ভিতে।। মেঘে যেন বরিষার বরিষয়ে বাণ। কাড়িয়া লইল দানা ধনু দুই খান।। কামানিয়া কামান পাতিল থরেথর। তালফল সম গোলা পূরিল ভিতর।। গুরু স্মরিয়া গোলা ভেজায় অনলে। পাছু হয়ে পড়ে গোলা নৃপতির দলে। নৃপতির দলে গোলা খেয়ে বুলে তালি। হাসেন চণ্ডিকা দেখি ঠাটের মণ্ডলি।। পুড়ে মরে সেনা দেখি পুরোধা ব্রাহ্মণ। বরুণের মন্ত্র ওঝা করিল স্মরণ।। মন্ত্র চিন্তন ফলে স্রোতে বহে জল। রাজার সমর স্থলে নিভায় অনল।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

চণ্ডনাদ চণ্ডিকা ছাড়েন চণ্ড রণে। তিন লোক চমৎকার কিছুই না শুনে।। রত্নের কুণ্ডল কর্ণে করে ঝিলি মিলি। রাকা সুধাকরে যেন অচল বিজুলি।। পলিত ভুরু দুটা যেন নব শশিকলা। আজানুলম্বিত গলে দোলে মুণ্ডমালা।। চারি মুখে ব্রহ্মাণী পূরেন শঙ্খ ধ্বনি। বরাহী খেটক ধরা ঘাঘর নাদিনী॥ অশ্বিনী উজ্জ্বল করা ধাইল ইন্দ্রাণী। কৌমারী বিষম জিতা ময়ুর বাহিনী।। রণস্থলে পাঞ্চজন্য বাজান বৈষ্ণবী। সমর বিষম শিঙ্গা বাজায় দুন্দুভি। রণস্থলে নরসিংহী ছাড়ে হুহুঙ্কার। দিবস দুপরে দেখি ঘোর অন্ধকার।। আদ্যা সনাতনী মাতা কাল অবতার। ত্রিশূল পাট্টিষ অসি শেল যমধার।। ধাইতে চরণ দুটা পড়ে ক্রোশে ক্রোশে। মাতৃগণ সঙ্গে ধায় ব্রাহ্মণীর বেশে।। বাহন ছাড়িয়া সবে ধায় মহীতলে। যুগান্ত প্রলয়ে ঝড উঠিল সিংহলে॥ যোগিনী সমর নাহি সহে রাজসেনা। আগে পিছে পথ আগুলিল সব দানা।। মসানে ফিরয়ে দানা বড অতি দীন। পুকুর গাবালে যেন মড়া হইল মীন।। পশ্চাতে আইল তবে রাজা শালবান। পঞ্চপাত্র লয়ে সঙ্গে আইল তখন।। হয় গজ বলে রাজা বেড়িল মসান। হেমময় দণ্ড ছাতা চামর নিশান॥ যোগিনীর বোলে দানা রুষিল সঘনে। ভুজঙ্গ পড়িল যেন গরুড়ের রণে॥ আজ্ঞা দিল দানাগণে হাসিয়া অভয়া। পঞ্চপাত্র মহীপালে রাখ করি দয়া।। আমার ব্রতের হেতু রাজা শালবান। যত্নেতে রাখিবে সবে উহার পরাণ।। সঘনে লোফয়ে দানা তাডিপত্র খাঁডা। যারে ~~হানে মসানেতে~~ সেই হয় গুডা।। ঘরদল পরদল কেহ নাহি চিনে। মসানের ধুলা লাগে সবার নয়নে।। দশনে দশনে যুঝে মাতঙ্গম গণে। ঘোডায় ঘোডায় রণ চরণে চরণে।। কাঁডেতে পাইক যুঝে কেহ ঢাল মাথে। ঠেলাঠেলি করি কেহ যায় যমপথে॥ রুধিরের নদীতে সাতারে ঘোডা হাতি। স্থল নাহি পায় ঘোডা ডবে মরে তথি।। কলিকালে রণ নাহি পেয়েছিল দানা। উলটী পালটী রণ তলে দেই হানা।। গজদন্ত গদাপাণি ফিরে দানাগণ। মারিয়া গদার বাডি হরিল জীবন।। জিয়ন্ত মানুষ তারা গিলে বাছে বাছ। কৃষাণ ধরয়ে যেন উজালিয়া মাছ।। গজ পৃষ্ঠে

তুলিল শ্রীমন্ত সদাগরে। ধবল চামর ছাতা ধরাইল শিরে॥ শালবানের চিতেতে লাগিল বড় ধন্দ। অম্বিকা মঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ।

ত্রিপদী। অকালে বরিষা হৈল দক্ষিণ মসানে। শোণিতের খালি যুলি, ভরি রহে দুকুলি, সিংহল ভরিল বাণে॥ রুষিয়া সমরে, উরিলা অম্বরে, কালিকা কাদম্বিনী। দামামা ডম্বুর, ভরিল অম্বর, কেহ কার নাহি শুনে বাণী॥ খরতর নখরে, হয় গজ বিদরে, নৃসিংহ রূপিণী শিবানী। শোণিতের নীরে, ভাসিং ফিরে, দেখিয়া হাসেন ভবানী॥ শোণিত উপরে, ভাসে গজ বরে, দেখিয়া লাগয়ে ধন্দ। চণ্ডী রণস্থলে, কাটেন কুতুহলে, দানবের বাড়য়ে রঙ্গ। রুধিরে পানা, পান করে দানা, মনেতে বড় কুতুহল ধরিয়া খাণ্ডা, কাটেন চামুণ্ডা, সিংহল নৃপতির দল॥ দেখিয়া বলবান, নৃপতির ত্যজে মান, ধায় যত পদাতিক সিক। রুধিরের জলাশয়, দেখিয়া লাগয়ে ভয়, ফুটিল যেন পুণ্ডরীক॥ সঘনে ছাড়ে গুলি, শ্রবণে লাগে তালি, মেঘে যেন বরিষয়ে শীল। রুধিরের নীরে, ভাসি ফিরে ফিরে, দানাগণ যেন তিমিঙ্গিল॥ জগদবতংসে ইত্যাদি।

অথ মসানে পিশাচদিগের মাংসের বাজার।

যুড়িয়া ক্রোশেক বাট, বসিল প্রেতের হাট, মুনসির সর্ব্বমঙ্গলা। যোড়া শিঙ্গা বাজে কালী; বাজায় বিষম তালি, চৌচিগে লম্বিত মুণ্ডমালা॥ অপরূপ প্রেতের বাজার। কেহ কাটে কেহ কোটে, কেহ জুখে ভাগ বাঁটে, কোন প্রেত হয় খরিদার॥ ফুল ঘর ওড় ফুল, মালার লক্ষের মুল, দন্ত কাটি করে কুন্দমালা। মাল গাথে নানা ধারা, লোচন পঙ্কজ তারা, পিশাচ মালিনী মহাবলা॥ মাংস পিটা রস পানা, কিনয়ে সকল দানা, ঘাটে রক্ত মদের পসার। কোন পিশাচের ঝি, মনুষ্য মাতার ঘি, কিনয়ে বেচয়ে ভারে ভার। হাড়ের ঘটি হাঠের বাটি, নর আটু ঢাকি রুটি, অঙ্গুলি হয় কলার পসার। কোন পিশাচের বেটা, অণ্ডকোষে খেলে ভাটা, যোড়ে যোড়ে কিনয়ে কুমার উত্তরী উটেন নাড়ী, কুঞ্জর চর্ম্মের শাড়ী, চর্ম্ম হয় পাটের পসার॥ পটুকা ঘোড়ার নাড়ী, মাপে জুখে লয় কড়ি, প্রেত তাঁতি করয়ে বেপার॥ মসানে বিষম বরা, ঘোর রব করে শিবা, বাশি মজা করে টানাটানি। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ ইত্যাদি॥

অথ রাজ সৈন্যের রণ ভঙ্গ।

পয়ার। কাটা স্কন্ধে লুকাইল যত ছিল বুড়া। মরা ছলে পড়ে রহে নৃপতির খুড়া। ফেলিয়া চামর ছাতা যায় কাশীরাজ। সাল্ল রাজা পলাইল পেয়ে বড় লাজ॥ অনুশাল্ল পলাইলে সাল্লের সোদর। ফেলি নব দণ্ড ছাতা যান নরেন্দ্র॥ পাত্র হরি হরে কিছু জিজ্ঞাসিল রায়। বিষম সঙ্কটে করি কেমন উপায়॥ প্রাণ ভয়ে পলাইতে চাহে যত সেনা। আগু আছু আগুলিয়া পথে মারে দানা॥ পড়িল অনেক সেনা পর্ব্বতের চূড়া॥ নব লক্ষদল মৈল আর বৃদ্ধখুড়া॥ পিতা পুত্র খুড়াকে না দেখে নরপতি। ভাসিয়া লোচন জলে করে আত্মঘাতী॥ রাজার রোদন শুনি হিত চিন্তি মনে। প্রণতি করিয়া বলে নৃপতি চরণে॥ এ জন মনুষ্য নহে হেন অনুমানি। অবলা করয়ে রণ কোথাও না শুনি॥ আমার বচনে রায় হিত চিন্তি মনে। অভয়া আসিয়াছেন দক্ষিণ মসানে॥ পরিহার করহ কুঠারি বান্ধি গলে। বিনয় করহ ব্রাহ্মণীর পদতলে। পাত্রের বচনে রাজা হিত চিন্তি মনে। ডাক দিয়া আনে রাজা পুরোধা ব্রাহ্মণে। করবাল খরসান কুঠারি বন্ধনে॥ ব্রাহ্মণের হাতে দিল কুসুম চন্দনে॥ সকরুণ ভাবে রাজ করিল গমন দক্ষিণ মসানে গিয়া দিল দরশন। বিনয় করিয়া রাজা বলে ধীরে ধীরে। গাইল পাঁচালি শ্রীমুকুন্দ কবিবরে॥

অথ চণ্ডীর প্রতি শালবানের স্তুতি।

ত্রিপদী। যুড়িয়া উভয় পাণি, শালবান নৃপমণি, সকরুণে করে নিবেদন। আমি অতি হীন তপা, এই হেতু নাহি কৃপা, মায়ারূপে কৈলা আগমন॥ ধরিয়া ব্রাহ্মণী বেশ আইলা সিংহলদেশ, রাখিতে কিঙ্কর শ্রীয়পতি। না জানিয়া কৈনু দোষ, দূর কর অভিরোষ, তুয়া বিনে অন্য নাহি গতি॥ কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজ তম সত্ত্ব, বিধির ধ্যানের অগোচর। হরি হর প্রজাপতি, না পায় তোমার গতি, দৈত্য বধি রাখিলা অমর॥ যতেক আমার সৃষ্টি, সকলি তোমার দৃষ্টি, কৃপা করি দিলে নারায়ণী। আমি অতি হীন তপা, যদি না করিবে কৃপা, পদতলে ত্যজিব পরাণী। দুরিত দলনী নাম তিন লোকে অনুপম, কেন কহে সেবক বৎসলা। নিজ মায়া করি দূর, পবিত্র করহ পুর, কৃপা কর সর্ব্বমঙ্গলা। চল মাগো মহামায়া, জানিনু তোমার দয়া, বড় নিদারুণ হৈলা॥ আপন সেবক জনে, কেন এত বিড়ম্বনে, কত দোষ করিলাম আমি। সিংহল পাটন এবে, লোক শূন্য ছিল যবে, করিলাম সে কালে সেবন। দিয়া মোরে পদছায়া, আপনি করিলে দয়া, বসাইলা সিংহল পাটন॥ আমি মাতা শালবান, লহ মোরে বলিদান, পুরুক তোমার অভিলাষ। দেখিয়া রাজার মুখ, মনে চণ্ডী ভাবে দুঃখ, ভগবতীর অট্টহাস॥ নৃপে বলে ভগবতী, হইলাম সদয় মতি, কহিনু তোমার নাহি দোষ শ্রীমন্তে করহ মান, সুশীলা করিয়া দান, তবে মোর হবে পরিতোষ॥ সেইতো সাধুর পো, দেখে লাগে মায়া মো, রঙ্গে আইল দীর্ঘ পরবাস। আসিয়া তোমার পুরী, কিবা দিল ডাকা চুরি, তার কেন ধনে প্রাণে নাশ॥ তুমি বেড়াইতে পথে, দুগণ্ডা না ছিল হাতে, পর ধন লৈতে কর মন। যত আইসে সদাগর, রাখ তারে বন্দি ঘর, যত পাও তত লহ ধন॥ দূর কৈলে অভিমান, শুন রাজা শালবান, অকপটে দিনু পরিচয়। দেখিয়া তোমার ত্রাস, রাখিনু আপন দাস, আর মনে না করিহ ভয়॥ আমি সৃষ্টি আমি স্থিতি,সকলি আমার কৃতি,ত্রয়ীবিদ্যা অনাদিবাসনা। মহাযোগ কালরাত্রি গায়ত্রি ভুবন ধাত্রী, ক্রিয়া শক্তি সংসার বাসনা॥ পাবগু জনার পক্ষ, বিরিঞ্চি তনয় দক্ষ, তার আমি হইলাম দুহিতা। তথা নাম হইল সতী, বিভা কৈল পশুপতি, সুরলোক হইল মোহিতা মেনকা উদর জাতা, হইনু শিখরি সুতা, তপস্যা করিনু হর হেতু। মোর বিবাহের তরে ইন্দ্র পাঠাইল স্মরে, হর কোপে মৈল মীন কেতু॥ তোমার বিনয়ে রায়, খণ্ডিল সকল দায়, মোর দাসে দেহ কন্যা দান। চণ্ডীর বচন শুনি, রাজা কহে যোড়পাণি, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

পয়ার। আমি যদি জানিতাম এমন বিচার। করিতাম তোমার দাসের পুরস্কার সভাতে তোমার দাস হৈল পরাজয়ী॥ পাণ্ডিতে জিজ্ঞাস মাতা যে বলিল ওই। না মাগিল পরাজয় করিয়া অঞ্জলি। কন্যা দিতে বল মাতা তব ঠাকুরাণি॥ টিটকারি দেয় মাতা বলে কুবচন। সাক্ষী নাহি দেয় তার কাণ্ডার খুলন॥ এখন জানিনু মাতা এমত যুকতি। কামিনী কমল করি তুমি ভগবতী। আমি ক্ষত্রী বর্ণিকেরে বল কন্যা দিতে। জাতি নাশ করিতে তোমার লয় চিতে॥ আমার বচন রাজা না করিলে দড়। মোর বাক্য অল্প হৈল জাতি হৈল বড়॥ আমার বচন শুন ছাড় অভিমান। শ্রীমন্ত সাধুকে তুমি কর কন্যাদান॥ যদি সে কমল করি পারে দেখাবারে। তবেত সুশীলা দিবে শ্রীমন্ত সাধুরে॥ এমন শুনিয়া রাজা চণ্ডীর ভারতী। কর পুটে প্রতিজ্ঞা করিল নরপতি। ভুবন মোহন বেশ করিল পার্ব্বতী। কবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

অথ শালবান রাজার কমলে কামিনী দর্শন।

ত্রিপদী। মায়াময় হৈল নদ, তথি বহে কালী হৃদ, দুকুল ছাপিয়া বাহে জল। ভুবন মোহিনী নারী, উগারিয়া গিলে করি, অধিষ্ঠান হইল কমল॥ দেখ রায় কালীদহ জল

কর্মল কানন তায়, চঞ্চল দক্ষিণ রায়, অলিকুল করে কোলাহল। কনক কমল রুচি, স্বাহা স্বাধা কিবা শচী, মদন সুন্দর কলাবতী। সরস্বতী কিবা রমা, রতি রম্ভা তিলোত্তমা, চিত্রলেখা কিবা অরুন্ধতী। কলাপি কলাপ কেশ, ভুবন মোহন বেশ, পায়ে শোভে সোণার নূপুর। প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দুর ফোটা, রবির কিরণ করে দূর॥ বালা অতি কৃশোদরী; ভার দুই কুচ গিরি, নিবিড় নিতম্ব জিনি তার। বদন ঈষদ মেলে, কুঞ্জর উপারে গিলে, জাগরণে স্বপন প্রকার॥ কন্যার ঈষদ হাসে গগণ মণ্ডল ভাসে, দন্তপাঁতি বিদিত বিজলী। বদন কমল গন্ধে, পরিহরি মকরন্দে, কত শত তথি ধায় অলি॥ পদ্মপাতে করি ভর, গিলে রামা করিবর, দেখি রাজা কৈল নমস্কার। পাত্র মিত্র পুরোহিত, সবে হৈল চমকিত, শ্রীমন্তে করিল পুরস্কার॥ হৈয়া রাজা সবিস্ময়, মেগেছিল পরাজয়, কুঠারি বন্ধন করি গলে। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, ব্রাহ্মণ রাজার কুতুহলে॥

অথ চণ্ডীবাক্যে রাজার কন্যাদান স্বীকার।

ত্রিপদী। তোমার আদেশ মতে, নিনু আমি যোড় হাতে, বিলম্বে করিব কন্যাদান। বেদের উচিত কর্ম্ম, আদেশ করহ ধর্ম্ম, তুমি সর্ব্ব জীবের পরাণ॥ দেহগো অভয়া পান, সুশীলা করিব দান, যেবা ছিল কপালে লিখন॥ কমল কুঞ্জর মালা, সকলি তোমার লীলা, তুমি কৈলে এত বিড়ম্বন॥ মজি আমি শোক সিন্ধু, মরিল অনেক বন্ধু, খুড়া জেঠা তনয় সোদর। জ্ঞাতি বন্ধু মৈল যত, নির্ণয় করিব কত, তাপে শুকাইল কলেবর॥ কি কহিব মনস্তাপ, রণে মৈল বৃদ্ধ বাপ, যাবৎ না করি সপিণ্ডন। বৎসরেক যবে যায়, তবে শুচি মোর কায়; বিলম্বে করিব কন্যা দান। যত মৈল বন্ধু লোক, কত নিবারিব শোক, প্রবোধ না মানে মোর মন। বঞ্চিত আমারে বিধি, চিন্তা শত জ্বালি যদি, ছয় মাসে পোড়ে বন্ধু জন॥ বলে কর অবধান, দিব আমি কন্যা দান, বিভা দিব বৎসরেক বই। সন্তাপ করিয়া দূর, পবিত্র করহ পুর, অধিষ্ঠান হও কৃপা ময়ি॥ রাজার শুনিয়া কথা, অভয়ারে লাগে ব্যথা, শ্রীমন্তেরে বলেন বচন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্দ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।

পয়ার। রাজার বচন শুনি বলেন পার্ব্বতী। বৎসরেক সিংহলেতে রহিবে শ্রীপতি সুশিলা করিয়া বিভা চলিবে উজানি। প্রকাশ করিবে মোর ব্রতের কাহিনী॥ চণ্ডীর বচন শুনি বলেন শ্রীপতি। অভয়ার পদে সাধু করিয়া প্রণতি॥ কৈলাস গমনে মাতা যদি কর ত্বরা। বাইবে আমারে পার করিয়া নগরা॥ আগুনের কোণাগো কোটাল কালুদণ্ড। তুমি গেলে মোরে না রাখিবে এক দণ্ড॥ এমন শুনিয়া তবে বলে পদ্মাবতী। লোক জিয়াও প্রতাপ দেখুক নরপতি॥ স্মরণ করিল মাতা পবন নন্দন। স্মরণ মাত্রেতে বীর দিল দরশন॥

অথ রাজসেনার প্রাণদান।

ত্রিপদী। হনুমান ঝাট আন বিশল্যকরণী। তোমারে সহায় করি, সমর সাগরে তরি, সীতা উদ্ধারিল রঘুমণি॥ শুন পুত্র হনুমান, লহরে আমার পান, যাহ ঝাট গন্ধমাদনে। বিশল্যকরণী আদি, আন নানা মহৌষধি, প্রাণ দান দেহ সেনাগণে॥ অস্থি সঞ্চারিণী নাম, আছে তথা অনুপম, ভাঙ্গা অস্থি যাতে যোড়া যায়। ক্রোধ করিবেন হর, অবিলম্বে যাব ঘর, হও পুত্র আমায় সহায়॥ রাবণ পুত্রের শোকে, লক্ষ্মণ বীরের বুকে, শেল ঘাতে হরিল জীবন। রামের সাধিতে মান, লক্ষ্মণের প্রাণ দান, আনি দিলে গন্ধমাদন॥ কুবেরের অনুচর, আছে তথা যক্ষবর, ঔষধের করিয়া রক্ষণ। তোমা বিনে অন্য বীর, তাহাতে নাহিবে স্থির, বিলম্ব করহ অকারণ॥ চণ্ডীর আদেশ পায়, পবন নন্দন ধায়, এক লাফে দ্বাদশ যোজন। আইলেন বীররাজ, সাধিয়া চণ্ডীর কায, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পয়ার। হনুমান আন্যা দিল বিশল্যা করণী। অস্থি সঞ্চারিণী নাম মৃত্যু সঞ্চারিণী॥ আজ্ঞা দিল বাটিবারে চণ্ডী কৃপা নিধি। জয়া বিজয়া পদ্মা বাটে মহৌষধি॥ তিন মহৌষধি থুইল নূতন কলসে। জিয়ে মৃত্যু সেনা সে সব ঔষধের বাসে। প্রথমে দিলেন জয়া যুবরাজের গায়। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী বলে কুমার পলায়॥ যে জনার অঙ্গে লাগে ঔষধের বাস। অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠে উলটিয়া পাশ॥ ঔষধ পরশে উঠে নৃপতির বাপ। সিংহলের লোকের ঘুচিল মনস্তাপ॥ জল বিন্দু দিল চণ্ডী গজ রাজ মুণ্ডে সারিয়া উঠিল গজ ঊর্দ্ধ করি শুণ্ডে॥ রণে কাটা গিয়াছিল যত যত ঘোড়া। ঔষধি পরশে স্কন্ধ মুণ্ডে লাগে যোড়া॥ যেই জনে মহারণে গিলিল রাক্ষসী। ঔষধ পরশে আইসে মুখ হইতে খসি॥ নিজ বলে জিয়ে উঠে নৃপতির মামা॥ সব সেনা জিয়ে উঠে ঘোড়া বান্ধে দামা॥ ছত্র নব দণ্ড জিয়ে রাজার কুমার। উঠিল রাজার ভাই বীর পুরন্দর॥ নয় কাহন বাগদি জিয়ে কাঁড়ে তারা যম। বারো কাহন হাড়ি জিয়ে তেরো কাহন ডোম। পদাতিক উঠিল ধরিয়া অসি ঢাল। সবে নাহি জিয়ে উঠে নেব কেতোয়াল॥ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণীকে দিয়া ছিল পাক নাড়া। এই হেতু নেব কোটাল হৈল বাসি মড়া॥ নেব কোটাল হয় মোর জাতির প্রধান। কেমনে অশুচি হৈয়া কন্যা দিব দান॥ চণ্ডী আদেশ পায় কুমার শ্রীপতি। নেব কোটালের ঘাড়ে মারে তিন লাথি আঁখি কচালিনা উঠে নেব কেতোয়াল। কুন্তল বান্ধিয়া উঠে ধরি অসি ঢাল॥ কোপে নেব কোটাল বলয়ে কটু বাণী। আগেত হানিয়া ফেল জরাধি ব্রাহ্মণী। নেব কোটালের শির ধরি দণ্ড রায়। সমর্পণ কৈল লয়ে অভয়ার পায়॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

অথ শালবান কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

ত্রিপদী। কিরীটিনি কুণ্ডলিনী, কালিকাস্থি কপালিনী, মুকুন্দা কর্ণিকা কামেশ্বরি। খড়্গিনী খেটক ধরা, খল দৈত্য কুল হরা, খগেন্দ্র বাহনা খগেশ্বরী। গয়া গঙ্গা গোদাবরী, গণমাতা গণেশ্বরী, গোপ কন্যা গায়ত্রি গান্ধারী॥ ঘোর ঘণ্টা নিনাদিনী, ঘর্ঘরাস্য পতাকিনী, ঘৃণা মগ্নি তুমি ঘনেশ্বরী। প্রচণ্ডা চামুণ্ডা চণ্ডী, প্রচণ্ড দানব দণ্ডী, চণ্ডবতী চরাচর গতি। ছাত্রের জননী জয়া, ছল দৈত্য মহামায়া, ছিদ্রহরা তুমি ছত্রবতী। জয়ঙ্করী তুমি জয়া, জাতি জন নিজ জয়া, জয়ঙ্করী জয় পতাকিনী। ঝটিতে করিয়া কায, রক্ষিয়া সিংহল রাজ, মহারণে ঝর্ঝর বাদিনী॥ টঙ্কার করিয়া চাপে টানিয়া টনক চাপে, টলমল করালে অসুরে। ঠক দৈত্য কুলে হানি, ঠাঁই দিলে ঠাকুরাণী ঠেল স্তব কে সহিতে পারে॥ সুশীলা আমার কন্যা; এত দিনে হৈল ধন্যা, তোমারে করিনু সমর্পণ। বিবাহ করাহ তার, সকলি তোমার ভার, শুভ দিন কর শুভক্ষণ॥ রাজার বচন শুনি, ভগবতী মনে গণি, চান চণ্ডী পদ্মার বদন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্দ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

অথ শ্রীমন্তের বিবাহার্থে পদ্মাবতীর লগ্ন নির্ণয়।

পয়ার। চণ্ডিকার আদেশে বসিল পদ্মাবতী। ডানি করে নিল খড়ি বাম করে পুথি॥ সপ্তশলাকা আদি করিল বিচার। বিবাহের লগ্ন পদ্মা কৈল সারোদ্ধার॥ নক্ষত্র রেবতী শুভযোগ রবিবার। ইহা বৈ বিবাহের দিন নাহি আর॥ পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করিয়া যুকতি। নৃপবরে বিবাহের দিল অনুমতি॥ অভয়া বলেন শুন কুমার শ্রীমতি। কালি বিভা করিবে সুশীলা রূপবতী॥ নিরামিষ করি আজি থাকিবে নিয়মে। বিবাহ করিয়া কালি যাবে নিজ ধামে। এতেক বচন যদি বলিল পার্ব্বতী। অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে শ্রীমপতি॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ পিতার জন্য শ্রীমন্তের খেদ।

ত্রিপদী। অভয়া বিবাহের না কর যতন। বাপের চরণ দেখি, তবে আমি হব সুখী, তোমা বিনে না করি স্মরণ। বাপের উদ্দেশে ত্বরা, সাত নায়ে দিয়ে ভরা. যৈল জিয়ে একই না জানি। শোকে জরং হিয়া, কেমনে করিব বিয়া, কেমনে বা যাইব উজানি।। কৃপা কর কৃপাময়ি, তোমারে নিদান কই, রাখ মোর বাপের জীবন কহ গো উদ্দেশ কথা, কেমনে দেখিব পিতা, আপনি করহ অন্বেষণ।। একে একে দ্বীপ সাত, ভ্রমিয়া খুজিয়ে তাত, অবশেষে প্রবেশিব লঙ্কা। বিচারিয়া নানা তন্ত্র, লইব রামের মন্ত্র, নিশাচরে না করিব শঙ্কা।। নিরুদ্দেশে গেল বাপ, নিরন্তর পরিতাপ, মহে শুচি আমার জননী। দেখিয়া দাসীর পো, না করিলে মায়া মো, কেবা মোর ঘরে খাবে পানি। শ্রীমন্তের কথা শুনি, ভগবতী মনে গণি, চান চণ্ডী পদ্মার বদন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, ইত্যাদি।

অথ কারাগার হইতে বন্দি মুক্তি।

পয়ার। শ্রীমন্তের বোলে চণ্ডী ভাবিয়া প্রমাদ। ধান্য দূর্ব্বা দিয়া নৃপে কৈলা আশীর্ব্বাদ।। চিরজীবী হও রায় পরম কল্যাণ। কৃষ্ণের কৃপায় কর বন্দিঘর দান।। হাসিয়া নৃপতি দিল সাত ঘর বন্দী। শ্রীমন্ত দেখিয়া হৈল হৃদয়ে আনন্দী। শতেক কামার বৈসে সাধুর নিকটে। বন্দীর ডাডুকা তারা ছেয়ানিতে কাটে।। জনেং কাহনেক ধুতি এক থান। তৈল পিঠালি দিল হাঁড়ি চালু দান।। দাড়ি চুল নখ তার মুড়ায় নাপিত। আশীর্ব্বাদ করি বন্দী চলিল ত্বরিত।। নাম গ্রাম তাহার জিজ্ঞাসে বারে বার। সকল বন্দীরে সাধু কৈল পুরস্কার।। সাত ঘর বন্দী গেল করে আশীর্ব্বাদ। আন্ধার কোণে ধনপতি ভাবেন বিষাদ।। সকল বন্দীর সাধু ঘুচাল ডাডুকা। মোরে বলি দিয়া বুঝি পূজিবে চণ্ডিকা। এমন বিষাদ সাধু ভাবে মনেং। গুয়া ধুলা গায়ে দেয় আন্ধারিয়া কোণে।। প্রাণ ভয়ে ঘনং ছাড়য়ে নিঃশ্বাস। মুখে ধূলা উড়ে তার হৃদয়ে তরাস।। না পাইয়া বন্দী ঘরে পিতৃ দরশন। সভামাঝে শ্রীয়পতি করেন রোদন। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ কাণ্ডারের নিকটে শ্রীমন্তের বিলাপ।

ত্রিপদী। কাণ্ডার ভাই আর না যাইব উজাবনী। ধরি হে তোমার পায়, কহিবে আমার মায়, শ্রীমন্তের ডবিল তরণী। ধুলায় লোটায়ে কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্ধে, বাপ বলি ডাকে উভরায়। না দেখে তোমার মুখ, হৃদয়ে রহিল দুঃখ, না বসিবে দেশের সভায়। ভুঞ্জিব সংসার সুখ, দেখিব বাপের মুখ, পুনরপি হইয়া মানব। খণ্ডিবা সকল মান্য, সাগরে করিব কাম্য, পূজা করি সঙ্কেত মাধব।। যত ছিল কুল দর্প, তথি হৈল কাল সর্প, কপট পণ্ডিত জনার্দ্দন। জাতি হিংসা পরিবাদ, দৈবে কৈল পরমাদ; কে করিবে কলঙ্ক ভঞ্জন।। সাধুর রোদন শুনি, পোতা মাঝি মনে গণি, দেউটি ধরিয়া বাম করে। দশ বিশ মাঝি মেলি, উটকে ইন্দুর ধুলি, প্রবেশিয়া আন্ধারিয়া ঘরে।। মহা মিশ্র ইত্যাদি।

পয়ার। দশ বিশ পোতা মাঝি হয়ে এক মেলি। ছয় বন্দি ঘর তারা উটকিল ধুলি।। অবশেষে প্রবেশিল আন্ধারিয়া ঘরে। সওয়া ক্রোশ ঘরখান একটি দুয়ারে। আহল বাহল চাহে আন্ধারিয়া কোণে। কিচমিচ করে কত ছুঁচা পণে পণে।। খুঁজিতে খুঁজিতে বন্দীর বুকে লাগে পা। অন্ন কষ্টে বন্দী ছাড়ে বিপরীত রা। ক্রোধে পোতা মাঝি তার ধরিলেক চুলি। অনেক প্রকার তারে দেয় গালাগালি।। দুই পোতা মাঝিতে তাহার ধরে নড়া। শ্রীমন্তের আগে লয়ে ফেলে যেন মড়া।। অস্থিচর্ম্ম দাড়ি

আচ্ছাদয়ে নাভি দেশ। বিয়ত প্রমাণ নখ জটাভার কেশ॥ তৈল বিবর্জ্জিত তার গায়ে উড়ে খড়ি। সদাগর আচ্ছাদন না ছাড়ে ধুকড়ি॥ তিন চারি ডাকে দেয় একটা উত্তর। বন্দী দেখি সদাগর চিন্তেন অন্তর॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

শ্রীমন্তের পিতৃদর্শন।

ত্রিপদী। স্মরিয়া মায়ের কথা, ত্যজে ছিরা মন ব্যথা, অনিমিষ লোচন যুগল॥ তেজিয়া অন্য প্রসঙ্গ, নেহালে বন্দীর অঙ্গ, আনন্দে লোচনে বহে জল॥ দেখিয়া বন্দীর ঠাম, সাধু করে অনুমান, হেন বুঝি এই মোর বাপ॥ বায় শৃগাল বাম, পুরিল মনের কাম, ঘুচিল মনের পরিতাপ॥ জননী বলেছে মোর, জনক কনক গৌর, বাম নাশার উপরে আছিল। দীর্ঘ যেন তাল শাখী, বিচক কমল আঁখি, হৃদয়ে আছয়ে সাত তিল॥ শিব পূজা প্রতিদিন, কপালে প্রমাণ চিন, বাম দন্ত ঈষৎ উজ্জ্বল। বিহঙ্গম জিনি নাশা, কোকিল জিনিয়া ভাষা, শ্রুতি পালি পবনে চঞ্চল॥ অরুর দক্ষিণ করে, কুন্তল সকল শিরে, সদাই রুদ্রাক্ষমালা গলে। বিদায়ে বিলম্ব দেখি, ধনপতি হয়ে দুঃখী, অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে। মহামিশ্র ইত্যাদি।

শ্রীমন্তের প্রতি ধনপতির বিনয় বচন।

পয়ার। ধনপতি বলে রায় কর অবধান। পৃথিবী ভিতরে নাহি তোমার সমান॥ ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজার জামাতা। উদ্ধারিলে বন্দীগণে হয়ে তুমি পিতা॥ গুণের সাগর তুমি দয়ার নিধান। পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে হৈল তোমা দরশন॥ তুমি শিশু আমি বৃদ্ধ ধিক শূদ্র জাতি। এই হেতু রায় তোমায় না কৈনু প্রণতি॥ নিশ্চিন্তে করহ রায় দীর্ঘ পরমাই। মাতা পিতা সুখে থাকুক হও সাত ভাই॥ চিরদিন রায় আমি আছিলাম বন্দী কোথা গেল দুই জায়া হৈয়া নিরানন্দী॥ দেহ একখান ধুতি পথের সম্বল। মহাদেব পূজা করি চিন্তিব মঙ্গল। ঝাটিতি বিদায় দেহ পথ বহু দূর। বন্দীশালে দুঃখ আমি পাইনু প্রচুর। বিদায়ে বিলম্ব মোর মনে লাগে ধন্দ। শিবের কৃপায় মোর দূর কর বন্ধ॥ তোমা হৈতে দূর হৈল মনের বিষাদ। শিব পূজা করিয়া করিব আশীর্ব্বাদ॥ এতেক বচন যদি বলিলেক বন্দী। শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসে তারে হৃদয়ে আনন্দী॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

পিতাপুত্রে কথোপকথন।

পয়ার। কহ কহ অহে বন্দী তুমি কোন জাতি। কি নাম তোমার কোন দেশে অবস্থিতি॥ কোন কুলে উৎপত্তি বাস কোন গ্রাম। তোমার রাজ্যের রাজা তার কিবা নাম॥ দেহ পরিচয় বন্দী দেহ পরিচয়। পুরস্কার করি তোমা করিব বিদায়। গন্ধবণিক জাতি দেশ গৌড় নাম। স্থান মঙ্গল কোটি উজানি গ্রাম॥ দত্তকুলে উৎপত্তি নাম ধনপতি। বিক্রমকেশরী মহীপালের খেয়াতি॥ দুঃখ পাইলে বন্দী সালে দুঃখ পাইলে বন্দী সালে। বিধির লিখন দুঃখ আছিল কপালে॥ পিতৃ পিতামহ বন্দী কহ তার নাম। কতেক দিবস বন্দী তেজিয়াছ গ্রাম॥ কোন গোত্র বন্দী তব মাতা কার ঝি। কেবা মাতামহ তার কুল বটে কি॥ তোমারে দেখিয়া মোর বড় লাগে দয়া। পরিচয় দেহ বন্দী কপট তেজিয়া॥ রঘুপতি পিতামহ পিতা জয়পতি। ভবনে বিদিত উজানী অবস্থিতি॥ গোত্র দুর্ব্বা ঋষি মোর মাতা চন্দ্রমুখী। মাতামহ রামচন্দ্র গোত্রেতে কৌষিকি॥ শুন রাজার জামাই শুন রাজার জামাই। কথা শেষ হৈল মোর আর কিছু নাই॥ পাণিগ্রহণ কৈলে কোন বণিকের ঝি। কোন দেশে ঘর তার কুল বটে কি॥ কহ জায়া তোমার জায়ার কিবা নাম। কপট তেজিয়া বন্দী কহ সাবধান॥ শ্বশুর আমার বটে নিধিলক্ষপতি। ইছানি নগর দুই ভার্য্যার বসতি। গোত্র কাশ্যপ

তার দন্তকুলে স্থান। দুই নারী লহনা খুল্লনা অনুপম॥ দ্বাদশ বৎসর বন্দী দ্বাদশ বৎসর। এ তিন মাসের পথ উজানি নগর॥ উজানি নগর বহু দিবসের পথ। সিংহল আইলে বন্দী কোন মনোরথ॥ কহনা স্বরূপ বন্দী কহনা স্বরূপ। কি কারণে অন্বেষণ নাহি করে ভূপ॥ রাজার ভাণ্ডারে নাহি শঙ্খ চন্দন। সেকারণে আইলাম দক্ষিণ পাটন॥ কালীদহে দেখিলাম কমলের বন। করিনু রাজার ঠাই প্রতিজ্ঞা পূরণ॥ প্রতিজ্ঞায় পরাজয় নিগড় বন্ধন। রাজা লুট করিলেক বহিত্রের ধন॥ যদি বন্দী হৈলে তুমি দৈবের ঘটনে। পুত্র তব উদ্দেশ না করে কি কারণে॥ শ্বশুর মাতুল বন্ধু নাহি করে দয়া। কেমনে উদরে অন্ন দেয় দুই জায়া॥ ভাগ্য নাহি করি রায় কোথা পাব পো। শ্বশুর মাতুল বন্ধু নাহি করে মো॥ একেলা পুরেতে মাত্র আছে দুই জায়া। গ্রহদোষে নরপতি নাহি করে দয়া॥ কি জিজ্ঞাস মহাশয় কি জিজ্ঞাস মহাশয়। শ্বশুর মাতুল বন্ধু তুমি কৃপাময়॥ যদি পুত্র নাহি তোমার আছিল দুহিতা। অপেক্ষণ বিনে আছে কেমনে বনিতা॥ ছাড়িলে মন্দির বন্দি কেমন সাহসে। কেমতে যুবতী জায়া বৈসে শূন্যবাসে॥ কহনা বিশেষ বন্দী কহনা বিশেষ। সিংহলে আসিতে কেন দিলে নৃপাদেশ॥ পুত্র কন্যা নাহি মোর প্রথম যুবতী। দ্বিতীয় রমণী মোর ছিল গর্ভবতী॥ যখন তাহার গর্ভ হৈল ছয় মাস। হেন কালে নৃপাদেশে আসি পরবাস॥ পুত্র কন্যা হৈল তার একই না জানি। কহিতে কহিতে বন্দীর চক্ষে পড়ে পাণি॥ ঘরে বসাই অবলা ঘরে বসাই অবলা। পুরাতন চেড়ি মাত্র আছয়ে দুর্ব্বলা॥ নানা ধন দিয়া বন্দিগণে কৈলে দয়া। আমারে বিদায় কর দিয়া পদছায়া॥ দেহ ধুতি এক খানি দেহ ধুতি এক খানি। ভিক্ষা করি খেয়ে রায় যাব উজানী॥ এতেক শুনিয়া বলে সাধুর নন্দন। আমার রসুয়ে আজি করিবে ভোজন॥ প্রভাতে সংহতি করি দিব যে তোমারে। দিন চারি পাঁচে যাবে উজানি নগরে॥ গন্ধবণিক জাতি গৌড়দেশে ঘর। পরিচয় নাহিক কেমনে দ্বিজবর॥ যখন করিলে আজ্ঞা করিনু ভোজন। এক মুষ্টি চালু দেহ পথের জলপান॥ উজানি নগরে হৈনু রাজার চাকর। তরণী সাজিয়া আইলাম এইতো সফর॥ মাধব আচার্য্য সুত আমার সংহতি। চিন দেখি যদি বট উজানি স্থিতি॥ মহাকুল বন্দ্যঘটী উত্তম ব্রাহ্মণ। বন্দিশালে নাহি দেব করহ ভোজন॥ ইঙ্গিত বুঝিয়া সাধু দিল অনুমতি। পুনর্ব্বার সাধু বলে করিয়া মিনতি॥ দ্বাদশ বৎসর শিব পূজা নাহি করি। এই হেতু যত দুঃখ দিল ত্রিপুরারি॥ শিব পূজা আয়োজন যদি দেহ মোরে। তোমার প্রসাদে পুজি মৃত্তিকা শঙ্করে॥ দিব দিব বলি সায় দিল শ্রীপতি। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতি॥

পিতৃ পরিচয়ে সাধু হৈল আমোদিত। দাড়ি নখ কেশ তার মুড়ায় নাপিত॥ কেহ তৈল দেয় শিরে আঁচড়ে চিকুর। কুঙ্কুম চন্দনে কেহ মলা করে দূর॥ নারায়ণ তৈল অঙ্গে দেয় কোন জন। প্রসাধনী লয়ে করে জটার বর্জ্জন॥ কেহ জল ভরিয়া আনয়ে ভারে ভারে। স্নান করায় কেহ২ জল দেয় শিরে॥ পরিধান কোন জন যোগায় বসন। কেহ সজ্জা করি দেয় পুজা আয়োজন॥ মালাকার পুষ্প আনে সাধুর গোচর। মনের আনন্দে পূজা করে সদাগর॥ ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস করি সদাগর। জীবন্যাস দিয়া পূজে মৃত্তিকা শঙ্কর॥ শিব শিব নাম মন্ত্রে করিল পুজন। মুখবাদ্য করে নৃত্য ঘণ্টার বাদন॥ ক্ষমস্ব বলিয়া সাধু দিল বিসর্জ্জন। পূজা সাঙ্গ করি সাধু ভাবে মনে মন॥ আমারে রাখিয়া কেন করিল সম্মান। না জানি চণ্ডীর কাছে দেয় বলিদান॥ শ্রীপতি সময় বুঝি ভাবি মনে মন। ভোজন করিবে বলি করে নিবেদন॥ সাধু বলে উদর পুরিয়া অন্ন খাই। অদৃষ্টের ফলে পিছে যা করে গোসাঞি॥ কিঙ্করে পাতিয়া দিল গাম্ভারি আসনে। এক স্থানে দুই জনে বসিল ভোজনে॥ শিব স্মরিয়া দোঁহে কৈল আচমন। হেম থালে দ্বিজবর যোগায় ওদন॥ ভোজনের কালে সাধু করে অনুমান।

ব্যঞ্জন ছাড়িয়া অন্ন অমৃত সমান ॥ অন্ন কষ্ট পাই আমি দ্বাদশ বৎসর। আজি কৃপা করি অন্ন দিল মহেশ্বর ॥ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্ধয়ে ব্রাহ্মণ। পিতা পুত্রে দুই জনে করিল ভোজন ॥ ভোজন করিয়া দোঁহে বৈসে এক স্থল। কর্পূর তাম্বুল খায় হাসে খল খল। হেন কালে শ্রীয়পতি করিল উত্তর। পড়িবারে জান কিছু বাঙ্গালা অক্ষর। সাধুর বচন শুনি বন্দী কহে বাণী। নগর বাঙ্গালা রায় পড়িবারে জানি ॥ শ্রীমন্ত বচনে বন্দী পত্র লয়ে করে। ছাব উত্তারিয়া পত্র পড়ে ধীরে ধীরে ॥ স্বস্তি আগে পড়িয়া পাড়িল ধনপতি। অশেষ মঙ্গল ধাম খুল্লনা যুবতী। তোরে আশীর্ব্বাদ প্রিয়ে পরম পীরিতি। সন্দেহ ভঞ্জন পত্র করিনু লিখিতি। যখন তোমার গর্ভ হৈল ছয় মাস সেই কালে নৃপাদেশে যাই পরবাস ॥ যদি কন্যা হয় নাম শশীকলা থুও। দেখিয়া উত্তম পাত্র কন্যা বিভা দিও। যদি পুত্র হয় নাম থুও শ্রীয়পতি। পড়ায়ে শুনায়ে তারে করিবা সুমত ॥ দ্বাদশ বৎসর যদি না হয় গমন। পিতার উদ্দেশে যাবে সিংহল পাটন ॥ পত্র পড়ি সদাগর কান্দে উচ্চস্বরে। কেমনে আইল পত্র দুর্জ্জয় সফরে ॥ এতিন মাসের পথ পুরী উজাবনী। অনেক দিবসে আইসে সাজিয়া তরণী ॥ না জানি আইল পত্র কেমন বিপাকে। অবহেলে ফিরে মন কুমারের চাকে ॥ কার তরে সঞ্চয় করিনু ঘর বাড়ি। কোথা গেল লহনা খুল্লনা দুই নারী ॥ দারুণ কর্ম্মের ফলে দৈব মোরে দণ্ডী। ধনপতি জিয়ে দুই জায়া হৈল রাণ্ডী ॥ পত্র নিদর্শন ছিল মাণিক্য অঙ্গুরী। রাজা লুট কৈল কিবা উজাবনী পুরী ॥ সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে দিয়া হাত। স্মরয়ে শঙ্কর ত্রিলোচন বিশ্বনাথ ॥ বাপের ক্রন্দনে কান্দে কুমার শ্রীপতি। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতি ॥

ত্রিপদী। না কান্দহ বাপ, দূর কর মনস্তাপ, আমি হে তোমার বংশধর। তোমার উদ্দেশ আশে, আইনু সিংহল দেশে, আজি মোর প্রসন্ন বাসর ॥ কার শুভক্ষণ বেলা, পায়রা উড়াতে গেলা, নগরিয়া মেলি কুতূহলে। ইছানি নগর পথে, বেগে ধায় পারাবতে, পড়ে পায়রা খুল্লনা অঞ্চলে ॥ বিভা হেতু কৈলে মন, সঙ্গে ওঝা জনার্দ্দন, গেলা লক্ষপতির ভবনে ॥ খুল্লনা বিবাহ করি, আইলে তুমি নিজ পুরী, পিছে গেলে রাজ সম্ভাষণে ॥ রাজা পাইল সারি শুয়া, পিঞ্জর গড়াতে গিয়া, গেলে তুমি গৌড় নগরে। বনেতে রাখায় ছেলী, দেখে চণ্ডী ব্যাকুলি, তারে বর দিল সরোবরে। জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল, নাহি খায় অন্ন জল, পরীক্ষায় মাতা শুদ্ধমতি। শঙ্খ চন্দনের তরে, সাজি সাত তরিবরে, রাজা দিল বিষম আরতি ॥ তুমি যাহ পরবাস, মাতা কৈল আশ্বাস, নিদর্শন দিলে জয়পতি। মাতা পুজে ভদ্রকালী, তাঁর ঘট পায়ে ঠেলি, সিংহল আইলে লঘুগতি ॥ চণ্ডীর লঙ্ঘন ফলে, বাঁধা ছিলে বন্দিশালে, আমার হইল উৎপতি। পোষেন পালেন মাতা, শুনান পুরাণ কথা, যতনে পড়ান নানা পুথি। গুরুসনে হৈল দ্বন্দ্ব, গুরু মোরে কৈল মন্দ, ভণ্ড কৈল ব্রাহ্মণ সভায়। তোমার উদ্দেশ তত্ত্ব, লইয়া রাজার বিত্ত, ভরা দিয়া আইনু সাত নায় ॥ উপনীত মগরায়, ঝড় বৃষ্টি হৈল তায় কালীদহে হৈল উপনীত। বিকচ কমল দলে, কন্যা হয়ে গজ গিলে, দেখি লঘু অতি বিপরীত। প্রতিজ্ঞা রাজার স্থানে, হারি সভা বিদ্যমানে, মসানে কোটাল বধে প্রাণ। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী বেশে, উরিলা মসান দেশে, চণ্ডী রক্ষা করিলা পরাণ ॥ নৃপতি করিল মান, নিজ কন্যা দিল দান, বান্দিঘর মেগে দিনু দান। দেখিয়া তোমার মুখ, পাসরিনু সব দুঃখ, বিতা কার চলিব উজান ॥ শ্রীমন্তের কথা শুনি. ধনপতি বলে বাণী, না বলিহ এমন বচন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ ইত্যাদি।

অথ শ্রীমন্তের বিবাহে ধনপতির নিষেধ।

ত্রিপদী। তোরে আজি বলি দড়, সিংহলিয়া ঠক বড়, ইহার দয়ার নাহি লেশ বিবাহে নাহিক কায, সভাতে পাইবে লাজ, অবিলম্বে চল যাই দেশ ॥ নৃপতি অধর্ম্মী

শীল, দয়া নাই এক তিল, নিষ্ঠুর সভার যত লোক। কৃপাণ দারুণ ভণ্ড, লঘুদোষে গুরুদণ্ড, পরধন খেতে যেন জোঁক। বচন বিষের কণা; সভামাঝে গুচিপনা, মহাপাত্র যমের সমান॥ না দেখি এমন পুরী, দেখিতে দেখিতে চুরি, কায়স্থের কি কব বাখান॥ বেদপথে ছয় অঙ্গ, সভাতে পণ্ডিত ঢঙ্গ, অধর্ম্ম ধর্ম্মে অধিকারী। নিত্য দিয়া পরে দুখ, ইচ্ছে আপনার সুখ, অপরাধ বিনে হয় অরি॥ কোটালিয়া দেয় ফাঁস, রাঙ্গা ভাতে পুতে বাঁস, পরধন খায় ঢেষা দিয়া। স্থাপ্যধন প্রজা হরে, দুখ কহিব কারে, কত দুখ সহে পাপ হিয়া॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি শঙ্কা, লুট কৈল লক্ষ তঙ্কা, অন্ন বস্ত্র বঞ্চিত আমারে। বার মাস ভিক্ষা করি, পোতামাঝি তাহে অরি, মজিলাম বিপদ সাগরে॥ কুলে আমি দুর্ব্বাঋষি, মোর কুল সবে ঘুষি, দেশে গিয়া দিব সাত বিয়া। সিংহলিয়া দুরাচার, ভারত ভূমির পার, চারি মাল দৃঢ় করি হিয়া॥ যত দোষ দেই তাত শ্রীমন্ত যুড়িয়া হাত, মেগে লয় পিতার চরণে। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ ইত্যাদি॥

অথ সুশীলার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ।

নৃপতি শালবান, সুশীলা দিতে দান, করিল শুভক্ষণ বেলা॥ আরোপি হেমঘটে, যুগল করপুটে, মণ্ডিত করিল মণ্ডলা। নৃপতি অভিলাষে, কন্যার অধিবাসে, করিল বেদের বিধানে। কপালে যোড়া ফোটা, চৌদিগে দ্বিজঘটা, সঘনে বেদ উচ্চারণে॥ সুশীলা রূপবতী, হরিদ্রাযুত ধুতি, পরিয়া বসিল আসনে। চৌদিগে দ্বিজমণি, করেন বেদধ্বনি, কন্যার গন্ধাধিবাসনে॥ মহীগন্ধ শীলা, দুর্ব্বা পুষ্পমালা, ধান্য ঘৃত ফল দধি স্বস্তিক সিন্দূর, কজ্জল কর্ণপুর; শঙ্খ দিল যথাবিধি॥ বাঁধিল করে সূত্র, প্রশস্ত দীপ পাত্র, মস্তকে করিল বন্দনা। সুবর্ণ শিতি শিরে, অঙ্গুরী দিল করে, করিল আশিষ যোজনা॥ রজত দর্পণ, তাম্র গোরোচন, সিদ্ধার্থ চামর পবনে। মোদক দিয়া লাজ, পূজিল চেদিরাজ, কন্যায় গন্ধাধিবাসনে। নৈবেদ্য দিয়া ভূরি, মাতৃকা পূজা করি, দিলেন বসুধারা দান। বসুর পূজাকরি, নৃপতিকেশরী, নান্দিমুখের বিধান॥ কাঁখে হেম ঝারী, রাজার সুন্দরী, জল সহে ঘরে ঘরে। এয়ো শুয়া মেলি, দেয় হুলাহুলি, তণ্ডুল বন্ধন॥ অধিবাস আদি, শ্রীমন্ত যথাবিধি, করি বেদের বিধানে। করিয়া সুছন্দ শ্রীকবি মুকুন্দ, অম্বিকা মঙ্গল ভণে॥

ত্রিপদী। রাজা করে কন্যাদান, দ্বিজগণে বেদগান, গায় নাচে যত বিদ্যাধরী। সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি, পটহ দুন্দুভি বেণী, আনন্দিত নৃপতিকেশরী॥ পাটে চড়ে রূপবতী, প্রদক্ষিণ করি পতি, শুভক্ষণে দুজনে চাওনি। দিল স্ত্রী পতির গলে, আপনার কণ্ঠমালে, রামাগণে দিল জয়ধ্বনি॥ অভয়ার প্রতিকূলে, করে কুশে গঙ্গাজলে, নরপতি করে কন্যাদান। রথ গজ ঘোড়া দোলা, কলধৌত কণ্ঠমালা, দিরা জামাতার কৈল মান,। বাজায় মৃদঙ্গ পড়া, দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থি ছড়া, বর কন্যা দেখে অরুন্ধতী। বন্দিয়া রোহিণী সোম, লাজাহুতি কৈল হোম, দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি॥ দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে, ক্ষীর খণ্ড ভোগ করে, রাত্রি গেল কুসুম শয্যায়। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায়॥

অথ শ্রীমন্তে ছলনার্থে পদ্মার সহিত চণ্ডীর মন্ত্রণা।

পয়ার। শ্রীমন্তেরে রাজা যদি কৈল কন্যা দান॥ নানা ধনে জামাতার করিল সম্মান॥ ভোজন করিল সাধু ক্ষীর খণ্ড ঝোলে। ফুল ঘরে শুইল সাধু রাজকন্যা কোলে॥ মনে মনে বিচার করেন ভগবতী। পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করেন যুকতি॥ খুল্লনা দুঃখিনী মোর হয় ব্রতদাসী। পতি পুত্র হৈল তার সিংহল প্রবাসী॥ কি বুদ্ধি করিব পদ্মা বল গো উপায়। কেমন প্রকারে সাধু নিজ দেশে যায়॥ পদ্মাবতী বলে মাতা শুন ভগবতী। কপট করিয়া ধর খুল্লনা মুরতী॥ অবিলম্বে বসিলা সাধুর ফুল ঘরে। শিয়রে বসিয়া কথা কন ধীরে ধীর॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। চিয় পুত্র শিয়রে জননী। রাজভোগে পড়ি ভোগে, কামিনী পাইয়া কোলে, পাসরিলে অভাগী জননী।। দুঃখ পাইয়া দশ মাস, দিনু তোরে গর্ভে বাস, পুষিলাম বড় মনোরথে। পড়াইনু দিয়া বিত্ত, জানিলে বিদ্যার তত্ত্ব, তুচ্ছ তব হৈল ধর্ম্ম পথে।। বাপের উদ্দেশে ত্বরা, সাত নায়ে দিয়ে ভরা, সিংহলে আইলে লঘুগতি বিলম্ব দেখিয়া তোর, নৃপতি করিল জোর, লুটে নিল সকল বসতী।। রাজা নিল বাড়ি ঘর, আশ্রয় করিনু পর, দু সতিনে সুতা বেচি হাটে। পরের ভানিয়া ধান, দু সতিনে রাখি প্রাণ, তুমি নিদ্রা যাও হেম খাটে।। বাপ তোর গুণ পূর্ণ, আমার অষ্টাঙ্গ শীর্ণ বাম হাতে আয়াত লোহার। উদরে অন্নের জ্বালা; কর্ণেতে লাগয়ে তালা, তৈল বিনে কেশ জটাভার।। মজি আমি শোক সিন্ধু, ভূপতি তোমার বন্ধু, শাশুড়ি তোমার পাটরাণী। শালা তোর যুবরাজ, সাধিল আপন কায, পাসরিলে অভাগী জননী।। হেম খাটে নিদ্রা ধন্যা, কোলে তোর রাজকন্যা, দুইজনে আছো কুতূহলী। আমি যে করিনু ইচ্ছা, সকলি হইল মিছা, স্মরি মোরে দেহ জলাঞ্জলি।। কি কব দুঃখের কথা, হের দুখের কথা, শত ছিঁড়া কানি পরিধান।। যৌবনে হইনু বুড়ি, গায়েতে উড়য়ে খড়ি, শত শির দেখে বিদ্যমান। মায়ের করুণ বাণী, শ্রীপতি স্বপনে শুনি, উঠে সাধু ত্যজিয়া শয়ন।। ভূতলে লোটায়ে কান্দে, গান মনোহর ছন্দে, চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।।

অথ মাতৃ দর্শনে শ্রীমন্তের রোদন।

পয়ার। কান্দেন শ্রীমন্ত সাধু জননীর মোহে। বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে।। এখন আছিলে মাতা শিয়রে বসিয়া। ক্রোধযুত হয়ে গেলে মোরে না বলিয়া।। দেখিনু স্বপনে যত সকলি স্বরূপ। আমার বিলম্বে ঘর লুট কৈল ভূপ।। কেনবা চণ্ডিকা মোরে রাখিলে মসানে। জলে ঝাঁপ দিয়া আজি ত্যজিব জীবনে।। ত্যজে সাধু অঙ্গদ কঙ্কণ কর্ণপুর। অঙ্গুরী অঙ্গদ কণ্ঠমাল করে দূর।। সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে মারে ঘা। গদ গদ ভাসে বলে কোথা গেলে মা।। জাগিল সুশীলা রামা স্বামীর ক্রন্দনে। অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে।

শ্রীমন্তের প্রতি সুশীলার প্রবোধ।

ত্রিপদী। প্রভুর ক্রন্দন ধ্বনি, শুনি রাজনন্দিনী, উঠে রামা আতুল কুন্তলে। সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে, স্বামীর চরণে পড়ে, সকরুণ ভাষে কিছু বলে।। প্রভু অকারণে করহ ক্রন্দন। রাজার জামতা তুমি, বিশেষ আমার স্বামী, কেন দুঃখ ভাব অকারণ।। মায়ের মলিন মূর্ত্তি, আপনার অপকীর্ত্তি স্বপন দেখিনু সুবিশাল। দেখিনু অদ্ভুত যত, তাহা বা কহিব কত, কহিতে হৃদয়ে বাজে শাল।। তুমি বাপের ঘরে থাকলো রূপসী। মায়ের হাবেসে মরি, ত্বরায় সাজিয়া তরী, দেখিব মায়ের মুখশশী।। স্বপন স্বরূপ নয়, অকারণে কর ভয়, শুন প্রভু বণিক নন্দন। কলধৌত কর দান, সাধহ দ্বিজের মান, আজি শুন গজেন্দ্র মোক্ষণ।। দান দিবে যথা শক্তি, শুনিবে গজেন্দ্র মুক্তি, প্রতিকারে অবশ্য কল্যাণ।। মায়ের পরম ব্যথা, তবে ঘুচে মন কথা, যদি মাতা দেখি বিদ্যমান। অকারণে কেন ভাব দুখ। বিভা রাতি সুমঙ্গল, নয়নে না আন জল, ভৃঙ্গারে পাখাল গিয়া মুখ।। তোমার বদন চাঁদ, মোর মন মৃগ বান্ধ, তিল অর্দ্ধ না দেখিলে মরি। দিবসে বারতা আনি, সপ্ত দিনে উজানী, পাঠাইয়া চানুর কেশরী।। জায়ার বচন শুনি, বলে সাধু গুণমণি, শুন প্রিয়ে আমার বচন। মনেতে জন্মিল দুখ, দেখিব মায়ের মুখ, কত কব দুঃখের সুচন।। আমার অস্থির মন, পাঠাইবে অন্য জন; ইথে নহে আমার পীরিতি। যদি যাবে মোর সনে, বিচার করিয়া মনে, ঝাট মোরে দেহ অনুমতি।। হয়ে মোরে কৃপানিধি, বিলম্ব করহ যদি, সিংহলে থাকহ বার মাস। সিংহলের ভোগ যত, তাহা বা কহিব কত, এ দাসীর রাখহে আশ্বাস।। মহামিশ্র ইত্যাদি।

অথ সুশীলার বারমাস্যা বর্ণনা।

পয়ার। বৈশাখে বসন্ত ঋতু সুখের সময়। প্রচণ্ড তপনে তাপ তনু নাহি সয়। চন্দনাদি তৈল দিব সুশীতল বারি। সামলি গামছা দিব সুগন্ধি কস্তূরী॥ পুণ্য বৈশাখ মাস পুণ্য বৈশাখ মাস। দান দিয়া দ্বিজের পুরহ অভিলাষ॥ নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন। পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ॥ শীতল চন্দন দিব চামরের বায়। বিনোদ মন্দিরে থাক না চলিহ রায়॥ নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে। পুরিবে উদর নাথ পাকা আম্র রসে॥ আষাঢ়ে গর্জ্জয়ে মেঘ নাচয়ে ময়ূর। নব জলে মদমত্ত ডাকয়ে দাদুর॥ আমার মন্দিরে থাক না চলিহ পুর। শালি অন্ন দধি খণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর॥ আষাঢ় সুখের হেতু আষাঢ় সুখের হেতু। নিদাঘ বরিষা হিম একে তিন ঋতু॥ শঙ্কট সময় বড় ধারার শ্রাবণ। সাধ লাগে অঙ্গে দিতে রবির কিরণ। জল ধারা বরিষয়ে আট দিগে ধায়। বিনোদ মন্দিরে থাক না চলিব মায়॥ পুরিব অভিলাষ পুরিব অভিলাষ। মনোহর ঘরে নাথ করাইব বাস॥ ভাদ্রপদ মাসে ঝড় দুরন্ত বাদল। নদ নদী একাকার আট দিগে জল॥ মসা নিবারিতে দিব পাটের মসারী। চামর বাতাস দিব হয়ে সহচরী॥ মধু ঘরে প্রাণনাথ করাইব বাস। আর না করিহ প্রভু উজাবনী আশ। আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করিবে হরিষে। ষোড়শোপচারে অজা গাড়র মহিষে। তত ধন দিব আমি যত দেহ দান। সিংহলের লোক যত করিবে সম্মান॥ আমি কহিয়া রাজায় আমি কহিয়া রাজায়। আনাইব তোমার জননী সৎমায়॥ বৃষ্টি টুটিয়া আইল কার্ত্তিক মাসে। দিবসে দিবসে হয় হিম পরকাশে॥ তুলি পাট নেত করাইব নিযোজিত। অর্দ্ধরাজ্য দিব বাপে করিয়া ইঙ্গিত পুণ্য কার্ত্তিক মাস পুণ্য কার্ত্তিক মাস। দান দিয়া পুরহ দ্বিজের অভিলাষ॥ সকল নূতন শস্য অগ্রহায়ণ মাসে। ধান চালু মুগ মাষ পুরিব আওয়াসে॥ রাজারে কহিয়া দিব শতেক খামার। কৃপা করি নিবেদন রাখহ আমার। ধন্য অগ্রহায়ণ মাস ধন্য অগ্রহায়ণ মাস। বিফল জনম তার যার নাহি চাস॥ পৌষ তুলি পাতি তৈল তাম্বূল তপনে। শীত নিবারণ দিব তসর বসনে। শীত গোঙাইবে নাথ অষ্টম প্রকারে মৎস্য মাংস সাধুপাম আদি উপহারে॥ সুখে গোঙাইবে হিম সুখে গোঙাইবে হিম। উজাবনী নগর বাসিবে যেন নিম॥ মাঘ মাসে প্রভাত সময়ে করে স্নান॥ সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ। মিষ্ট অন্ন পায়স যোগাব প্রতিদিন। আনন্দে করিবে মাঘ মাসে ত্যাগ মীন॥ মাঘ ঋতু কুতুহলে মাঘ ঋতু কুতুহলে। শীতল যোগাব আমি বিহানে বিকালে॥ ফাল্গুনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে। তথি দোলযঞ্চ আমি করিব রচনে। হরিদ্রা কুঙ্কুম চুয়া করিয়া ভূষিত। ফাগু দোল করিয়া গোঁয়াব নিত নিত॥ সখি মেলি গাব গীত সখী মেলি গাব গীত। আনন্দিত হয়ে সবে কৃষ্ণের চরিত॥ মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ। মালতীয় মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥ মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছাইব খাটে। মধুপানে গোঙাইব সদা গীত নাটে॥ মোহন মধুমাসে মোহন মধুমাসে। মদন মন্দিরে থাক না যাইহ বাসে॥ সুশীলার অভিলাষ শুনি সদাগর। হেট মুখ করি তারে দিলেন উত্তর॥ সর্ব্ব উপভোগ মোর মায়ের চরণ। বার মাস্য গীত গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

না লাগিল সুশীলার মোহন প্রবন্ধ। স্বামীর গমনে মনে লাগে বড় ধন্ধ॥ সুশীলার খসিল অঙ্গদ অলঙ্কার। লোচনে নিকলে জল কালিন্দীর ধার॥ পতির গমনে রামা পরম আকুল। মায়ে বার্ত্তা দিতে যায় নাহি বান্ধে চুল। গদ গদ ভাষে বলে স্বামীর গমন। শুনি পাটরাণী হৈল বিরস বদন॥ জামাতা রাখিতে রাণী উপায় চিন্তিয়া। সেয়ান চেটি নামে চেড়ি আনে ডাক দিয়া॥ প্রসাদ করিয়া তার হাতে দিল পান। নিয়োজিল জামাতার যাইতে বারণ॥ জামাতার স্থানে মোর কহ এক কথা। সিংহল ছাড়িয়া যেন না যান জামাতা॥ করে নিল সুগন্ধ আমলা তৈল বাটী। সাধু

সন্নিধানে গেল সেয়ান চেড়ি চেটী। প্রলাপ করিয়া সদাগরে বলে বাণী। রহিলে বারণ নহে কহিলে সে জানি॥ রহিলে না বল উজাবনী যাব দায়। শাশুড়ীর ঠাঁই মোরে করহ বিদায়॥ শালবানের কুলাচার আছে পরম্পরা। বিভা করি নয় রোজ নাহি লয় ধরা॥ না করিবে সদাগর ভানু দরশন। যতনে রাখিবে সবে আমার বচন বংশে বংশে আছে মোর কুলের লিখন। ভানু দরশন বিনে না করি ভোজন॥ আছয়ে নিয়ম যদি ভানু দরশন। শাশুড়ি তোমার কিছু করে নিবেদন॥ পূর্ব্বাপর আছে মোর কুলের আচার। বিভা করি এক মাস নহে নদী পার॥ উজাবনী গমনে সাধু যদি কর ত্বরা। বৎসরেক বই পার হইবে মগরা॥ পিতা পুত্র দুই জনে কহিলাম সত্বরে। অপেক্ষণ দুয়া বিনে কেহ নাহি ঘরে॥ জননীর মোহে মন করে উচাটন। নিষেধ না কর যাব নিজ নিকেতন॥ অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সেয়ান চেটি নামে দাসী বলে পুনর্ব্বার। না জানি তোমার তব দেশের ব্যভার। আছে রাজার ব্যভার আছে রাজার ব্যভার। মিথ্যা বলি ধন লয় লোকের প্রহার॥ হারিলে আপন মুখে কমল কাননে। তেকারণে এত দুঃখ দৈবের ঘটনে॥ জামতার মত থাক কত হও ঠাঁটা। শ্বশুরের দোষ আর কত দেহ খোঁটা॥ এবে জানিনু নিশ্চয় এবে জানিনু নিশ্চয়। জামতা ভাগিনা জন আপন না হয়॥ দৈবের কারণে বিভা কৈনু রাজসুতা। ছিল পরমায়ু বল তেঞি বাঁচে মাতা॥ কথার প্রসঙ্গ হেতু আমা বাসঠাট। সিংহলে সর্জ্জন নাহি সবে বনে কাট॥ এই কথা আলাপেতে আছেন শ্রীপতি। শ্যালক বনিতা আসি হৈল উপনীতি॥ মোহিতে সাধুর মন কহে প্রিয় ভাষে॥ অন্তরে তাপিত সাধু নাহি হয় বসে॥ শুন রাজার জামতা শুন রাজার জামতা পণ্ডিত হইয়া কহ অজ্ঞানের কথা॥ পুরুষ ভ্রমর মত্ত মধু প্রতি আশে। কুসুম সন্ধানে ফিরে নাহি রহে বাসে॥ মালতী মল্লিকা চাঁপা এড়ি মধুকর। ধুতুরা কুসুম আশে যায় দূরন্তর॥ ভালই বলিলে রামা গঞ্জিয়া আমায়। এক ফুলে মধুকর মধু নাহি খায় কামিনী পুরুষ ভিন্ন নহে কোন কালে। শচীর চলিতে ছায়া তার পাছে চলে॥ শুন লো অঙ্গনা হেদে শুন লো অঙ্গনা। হেন বুঝি মনে কিছু করহ কামনা॥ কহিতে বচনে সাধু লাজ নাহি বাস। ত্যজিয়া আপন নারী আনে কর আশ। সাধু বলে আপনি কহিলে রূপবতী। পুরুষ ভ্রমর সব ফলে অবস্থিতি॥ হাসিয়া কহেন কথা যুবরাজ বধু নিবাস কুসুমে আগে পান কর মধু॥ শ্রীমন্ত কহেন ফুলে ভিন্ন ভিন্ন রস। পরের আছুক কায নিজ কর বশ॥ যদি থাকে পতি ভক্তি যাবে মোর সনে। নহিলে রাখিয়া যাব যুবরাজ স্থানে॥ তব দেশের ব্যভার তব দেশের ব্যভার। সিংহলে নাহিক সাধু এমত আচার॥ সিংহল আচার সব আমাতে বিদিত। এদেশে আইলে হয় সকল রহিত। এবে জানিনু নিশ্চয় এবে জানিনু নিশ্চয়। কহিতে যতেক কথা এক মিথ্যা নয়। বুঝিয়া সাধুর মন রামা গেল বাসে। রাণীর নিকটে সব কহিল বিশেষে॥ রচিয়া মধুর পদে ইত্যাদি।

অথ শ্রীমন্তের স্বদেশ গমনে শালবানের নিষেধ।

না লাগিল পাটরাণীর মোহন প্রবন্ধ। জামাতা গমনে তার মনে লাগে ধন্দ॥ সত্বরে চলিল রাণী রাজ সন্নিধানে। জামাতা গমন শুনি নৃপ শালবানে। সত্বরে আসিয়া রাজা সাধু সন্নিধানে। ধিরে২ কহে রাজা মধুর বচনে॥ বৃদ্ধ শ্বশুরের বাপাপুর অভিলাষ। বিলম্ব না কর যদি থাক এক মাস॥ জননী স্মরণে মন করে উচাটন। না কর নিষেধ যাব আপন ভবন॥ এ ধন ভাণ্ডার রাজ্য সমর্পিনু যারে। সে কেন যাইবে রাজ্য উজানি নগরে। তোমার ভাণ্ডারে ধন সম্পদ তোমার। আমার ভাণ্ডারে ধন সম্পদ আমার॥ যাহার ভাণ্ডারে আছে পরশে পাতর। সে কেন আসিবে রাজ্য সিংহল নগর॥ ধন আশে তুয়া দেশে নাহি আমি। বচনেক বলি অবধান কর তুমি॥

রাজার ভাণ্ডারে নাহি শঙ্খ চন্দন। তরণী সাজিয়া বাপা আইলেন পাটন। এ বার বৎসর হৈল তবু নাহি যায়। বাপের কারণে আমি আইনু হেথায়॥ সাধিনু আপন কার্য্য করিব গমন। স্বপনে দেখিনু মাতা স্থির নহে মন। কহি যে তোমারে আমি ধর্ম্মের কাহিনী। আনিব তোমার মাতা খুল্লনা বেণেনী॥ আপনারে কহ রায় ধনের ঈশ্বর। আমার রাজ্যের রাজা বিক্রম কেশর॥ পাঠাইয়া দিব যে কোটাল হেমকর। নায়ে ভেটি আনে যেন উজানি নগর॥ সবে কোটালের বল দেখেছ মশানে। যে জন যুঝিতে গেল মৈল সেই ক্ষণে॥ সিদ্ধান্ত করহ বাপা সকল বচনে। কহিলে না রাখ কথা যেবা লয় মনে॥ যার মাতা থাকে সেই জন প্রাণ পায়। যার মা না থাকে সে কি পরাণ হারায়॥ যাবৎ বাঁচিয়া থাকে তদবধি আশ। মৈলে মাতা পিতা দেখ কে করে প্রত্যাশ॥ এক বলিতে জামাই বলয়ে সাত আট। না দেখি তোমার পারা নগরিয়া ঠাট॥ নিজ দোষ নাহি দেখ লোকে বল ঠাট। ধন বুদ্ধি লহ আর বল কাট কাট॥ সুশীলা বলেন বাপা কত এত ছটা। পশ্চাতে তোমার বোল হবে আমার খোঁটা॥ এ বোল শুনিয়া রাজা কান্দে উভরায়। নিশ্চয় যাইবে দেশে দিলাম বিদায়॥ রাম রাম স্মরণেতে রজনী প্রভাত। পশ্চিম অচল কুলে গেল নিশানাথ। নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপনে। হইল সাধুর ত্বরা উজানি গমনে॥ বিনয় করিয়া কিছু বলেন ভূপতি। পিতার সহিত তাহা শুনেন শ্রীপতি। ধনপতি হাতে ধরি বলে দণ্ডরায়। অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গায়॥

অথ ধনপতির প্রতি শালবানের স্তুতি।

ত্রিপদী। কান্দে রাজা শালবান, শোকে হইয়া অজ্ঞান, বেহায়ের ধরিয়া চরণ। যুড়িয়া উভয় পাণি, বলে সবিনয়ে বাণী, মোহে রাজা অশ্রুত লোচন॥ সম্পদ করিলে নষ্ট, পাইলে অনেক কষ্ট, তৈল বিনে কেশে হৈল জটা। বেহাই হইবে তুমি, কেমনে জানিব আমি, সুশীলা ঝিয়ের হৈল খোঁটা॥ তুমি বন্দী উপবাসী, আমি ভোগে অভিলাষী, কেবল করিনু বিষপান। তুমি শিব পরায়ণ, আমি অন্ধ পশু জন, না করিহ মোরে অভিমান॥ দ্বাদশ বৎসর বন্দী, করাইনু নিরানন্দী, এরে গণি হৃদয়ে বিষাদ। দুঃখ পাইলে বহুকাল, হৃদয়ে রহিল শাল, করিনু অনেক অপরাধ॥ হয়ে তুমি নিরাতঙ্ক, চামর চন্দন শঙ্খ, যত ইচ্ছা ভরা দেহ নায়। লিখন আছিল ভালে, দুঃখ পাইলে বন্দীশালে, না কহিও রাজার সভায়॥ লুট গেল যত ধন, লহ তার সপ্ত গুণ, নিজ পুঁজি করিয়া প্রমাণ। এত শুনি সাধু কয়, তব দোষ নাহি হয়, মোর ছিল অদৃষ্টে লিখন॥ রাজারে করিয়া নতি, বলে সাধু ধনপতি, তোমার নাহিক অপরাধ। বশ নহে নিজ লোক, এই হেতু পাই শোক, কারাগারে পাইনু বিষাদ॥ দ্বাদশ বৎসর হৈতে, পূজা করি এক চিত্তে, বংশে বংশে মৃত্তিকা শঙ্কর। দারুণ আমার জায়া, নিত্য পূজে মহামায়া, বামা জাতি হয়ে স্বতন্তর। সুরধুনী জলগর্ত্ত, অষ্টম তণ্ডুল দূর্ব্বা, হেম ঝারি করিয়া প্রমাণ। শনি মঙ্গল বারে, পূজে ষোড়শোপচারে, ছাগ মেষ দিয়া বলিদান॥ সেই মেয়ে দেবতা, দিলেন এতেক ব্যথা, ডুবাইল মোর ছয় নায়। দেখাইল হয়ে অরি, কমলে কামিনী করি, হারিলাম তোমার সভায়॥ যদি মোর যায় প্রাণ, মহাদেব বিনা আন, অন্য দেব না করি পূজন। হয়ে মোর অর্দ্ধ অঙ্গ, করে মোর ব্রত ভঙ্গ, জায়া হয়ে হৈল অভাজন॥ শুনিয়া সাধুর বাণী, শালবান নৃপ মণি, কহেন করিয়া যোড়হাত। শুন সাধু মূঢ়মতি, না পূজিলে ভগবতী, অসন্তোষ হৈল বিশ্বনাথ॥ ভেদ সাধু করি জনু, শিব শক্তি এক তনু, ভাবিলে যমের নাহি দায়। হরি হর প্রজাপতি, পূজি নিত্য হৈমবতী, সুর মুনি যাহারে ধেয়ায়॥ সংসার সাগর পার, করিতে নাহিক আর, বিনা দুর্গা পতিতোদ্ধারিণী। আমার সর্পদি মোরে, যদি আর কহ কারে, ধীর হও অজ্ঞানের বাণী॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

অথ শ্রীমন্তকে রাজার পুরস্কার।

পয়ার। হইল সাধুর ত্বরা উজানী গমনে। পুরস্কার করে রাজা দিয়া নানা ধনে।। মাতায় মুকুট দিয়া বসিল দম্পতী। কৌতুকে যৌতুক দিল যতেক যুবতী।। মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে যোড়া শঙ্খ। খমক টমক শিঙ্গা সানি জগঝম্প।। মৃদঙ্গ মুহরি বীণা বাজে বীরকালী। দোশরী মুহরি বাজে কাংস্য করতালি।। কৌতুকে যৌতুক দিল যত বন্ধু জন। রজত কাঞ্চন হার নানা আভরণ।। নানা ধনে জামাতারে কৈল পুরস্কার। দিলেন দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দশ ভার। কেহ শ্বেত কেহ নেত কেহ পাটশাড়ী। কুঙ্কুম চন্দন দূর্ব্বা বাটা ভরি কড়ি।। বিদায় হইয়া বর কন্যা চাপে দোলা। পঞ্চরত্ন হাতে দিল রাজার মহিলা।। হাঁসা যোড়া খাসা যোড়া সোণালিয়া জিন। রাজহংস পারাবত খাসি যোড়া তিন।। দশ সহচরী দিল সুশীলার সাথে। নানা ধন যৌতুক দিলেন নরনাথে।। শয়ন ভোজন পান বিনয় করিয়া। দিলেন কনক পাত্র ভাণ্ডারী আনিয়া।। দ্বিগুণ করিয়া ডিঙ্গা দিলেন ভূপতি। করে কুশে স্বস্তি বাক্য বলিল শ্রীপতি।। শিরে লয়ে জামাতার দিল দূর্ব্বা ধান। আশিষ করিল দোঁহে থাকিহ কল্যাণ।। জামাতার হাতে কৈল কন্যা সমর্পণ। শিশুমতি সুশীলার করিহ পালন।। কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন। বিদায় হইয়া হৈল সুশীলা গমন।। সুশীলার সঙ্গেতে রাঘব দ্বিজবর। ধনপতি নরপতি গজের উপর।। অনুবর্ত্তী গেল রাজা রত্নমালার তীরে। শ্রীমন্ত চড়িয়া চলে তুরঙ্গ উপরে।। দাণ্ডায়ে রহিল লোক রত্নমালার ঘাটে। সুশীলা চাপিবা গিয়া গাম্ভারের পাটে।। সবাকারে শ্রীমন্ত করিল সম্ভাষণ। ধনপতির করে সবে চরণ বন্দন কেহ লয় পদধূলি কেহ দেয় কোল। নমস্কার আশীর্ব্বাদে হৈল গণ্ডগোল।। বিদায় হইয়া সবে চাপিলেন নায়। পিতা মাতার পায়ে সুশীলা মাগিল বিদায়।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ সুশীলার গমনে রাণীর রোদন।

ত্রিপদী। সুশীলা লইয়া কোলে, ভাসিল লোচন জলে, রাজরাণী কান্দে উভরায়। পদ্মিনী সমান ধন্যা, করে দান দিনু কন্যা, কে তোমারে কোথা লয়ে যায়।। তোমার বিহনে মোর, এ ঘর হইল ঘোর, মোহেতে বিদরে মোর বুক। পুষিয়া পালিয়া বালা, কারে সাজি দিনু ডালা, আর না দেখিব চাঁদ মুখ।। আন্ধার ঘরের মণি, যাবে মোর উজারনী, আর না হইবে দরশন। ক্ষিতিতলে ঢলি গা, ললাটে হানয়ে ঘা, কেশপাশ না করে বন্ধন।। রাণীর ক্রন্দন শুনি, যত পুরনিতম্বিনী, ধরণী লোটায়ে সবে কান্দে। আকুল যতেক রামা, ক্রন্দনে নাহিক সীমা, ধৈর্য্য হয়ে বুক নাহি বান্ধে।। উপদেশ কহে লোক, নিবারে রাণীর শোক, শুভক্ষণে সুশীলা চড়ে নায়। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্দ, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায়।।

অথ ধনপতির স্বদেশ যাত্রা।

পয়ার। সুশীলা বলেন মা কাঁদিয়া কেন মর। মনেতে ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর।। দুই ঘর চাপিয়া বসিল সদাগর। হাতে দণ্ড কেরয়ালে বসিল গাবর।। কার হাতে বাঁশ কার হাতে কেরয়াল। বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন বুহিতাল।। এক বাঁক দুই বাঁক তিন বাঁক যায়। নেতের আঁচলে সুশীলা জননী ফিরায়।। ক্রন্দন করয়ে সবে সুশীলার মোহে। বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে।। কোথা হৈতে আইল বৈদেশী সদাগর। জিনিয়া চলিল রাজ্য সিংহল নগর।। অজয় বিজয় দিয়া গেল ডিঙ্গা দূরে। নেউটিয়া গেল লোক আপনার পুরে।। পিতা পুত্রে উপনীত কালীদহের জলে। তাহারে গঞ্জিয়া ধনপতি কিছু বলে।। জানিতাম তোমারে কপট মায়া নদ। বিপদ করালে তুমি দেখাইয়া হ্রদ।। অগস্ত্য মুনির যদি দরশন পাই। তাহারে সেবন করি তোমারে শুকাই।। নিজ প্রয়োজন কথা কহে শ্রীপতি। অবধানে পুত্র মুখে শুনে ধনপতি।। শ্রীপতি বলেন কেন দোষ রত্নাকর। জননী ভবানী পদে মেগে লহ বর।।

দক্ষিণ পাটনে যবে করিলে গমন। সতাই বচনে ঘট করিলে লঙ্ঘন।। সেই কালে অরিষ্ট হইল বহুতর। জননী ভবানী পদে মেগে নিল বর।। ভকতবৎসলা দেবী দেখি তার মুখ। প্রাণে না মারিল তোমা দিল বহু দুঃখ।। শ্রীমন্তের বচনে হাসেন ধনপতি। ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে দ্রুতগতি।। চন্দ্রকূট পর্ব্বত খান যক্ষ রাজার দেশ। সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ।। মোহানাতে সাঁতাকুলী প্রবেশে হাড়খাল। এড়াইল সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল।। প্রকার প্রবন্ধেতে হাদিয়া দহ পার। ডাহিনে সুমেরু শৃঙ্গ লঙ্কার দুয়ার।। মনোহর দ্বীপ খান রহিল দক্ষিণে। ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিনে।। চিত্রভঙ্গ দ্বীপখান সাধু কৈল বাম। শঙ্খদহে দুই দণ্ড করিল বিশ্রাম।। পুতিয়া রাখিয়াছিল গর্ত্তের ভিতর। তুলিয়া লইল শঙ্খ নৌকার উপর।। কাড়য়া দহেতে ডিঙ্গা দিল দরশন। উপাড়িয়া কড়ি লয়ে করিল গমন।। ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে। রাত্রি দিন বেয়ে যায় হারমাদের ডরে।। মগধ মল্লদ্বীপ খান বাহিল ত্বরিত। জলৌকার দহে ডিঙ্গা হৈল উপনীত।। সর্পদহ কুম্ভীরদহ বাহে কর্ণধার। বেলা অবসানেতে কাঁকড়া দহ পার।। চিঙ্গড়ির দহ বাহে পরম হরিষে। বিশ্রাম করিল আসি দ্রাবিড়ের দেশে।। এক দুই নৌকা জলের মাঝে ভাসে। উৎকলের কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে।। বালিঘাটা কানপুর বাহিল ত্বরিত। চিলকা চুলের ডিঙ্গা হৈল উপনীত।। কোথায় রন্ধন কোথায় ক্ষীর খণ্ড দধি। রাত্রি দিনে বাহে সাধু লবণ জলধি।। বাম ভাগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে। উপনীত সদাগর সমুদ্রের কূলে।। সেই স্থানে রহি করে প্রসাদ ভোজন। দেউল নিছিয়া দিল পঞ্চম রতন।। লোচন ভরিয়া সবে দেখে জগন্নাথ। প্রসাদ ব্যঞ্জন সবে কিনে খায় ভাত।। হরি হরি বলিয়া ডাকেন সদাগর। হাতে দণ্ড কেরুয়াল বাসল গাবর।। গমন করিয়া সাধু আইসে নিজ দেশে। দ্রাবিড়ের দেশ বাহে পরম হরিষে। আঙ্গার পুরের খাল পশ্চাৎ করিয়া। বাহিলেন কালাহাটি ধুলিগ্রাম দিয়া।। দক্ষিণে মেদনী মল্ল বামে বীর খানা। কেরুয়ালে টানাটানি নদী যুড়ে ফেণা।। ধনপতি বলিল নিকট হৈল দেশ। শঙ্কেত মাধবে দেখে সোণার মহেশ।। প্রণমিয়া শঙ্কেত মাধবে প্রদক্ষিণ। ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিন।। দূরে শুনি মগরার জলের নিঃস্বন। আষাঢ়ের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন। বাহ২ বলি কর্ণধার ঘন বলে। আসিয়া ঠেকিল ডিঙ্গা মগরার জলে।। মগরার জলে আসি বলে ধনপতি। এই স্থলে ছয় ডিঙ্গা নিল বসুমতী।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি

অথ মগরায় মগ্ন সাত ডিঙ্গা ও মৃত কাণ্ডারদিগের উদ্ধার।

ত্রিপদী। নদ মগরা তরণী আমারে দেহ দান। আমি নাহি করি দোষ, কেন কর অভিরোষ, করিলে অনেক অপমান।। ভাসিয়া তোমার জলে, সবে যায় কুতুহলে, আমারে করিলে বিপরীত। নায়ের নফর যত, সকল করিলে হত, ডুবাইলে এ ছয় বুবিত।। আমি যাব নিজ ধাম, শুনিয়া আমার নাম, আসিবে সবার পরিজন।। যে জনার হৈল স্বামী, তারে কি বলিব আমি, কি বলি করিব সম্বোধন।। নানা রঙ্গ নানা রসে, আইনু লভ্যের আশে, বিনাশ করিলে মোর মূল।। বিদেশে মারিয়া পর, ঘর আইল সদাগর, ঘোষণা রহিলে বুকে শূল।। কারে লয়ে ঘরে যাই, হৈল মম দস্ত ভাই, এক নায়ে আঠার ভাগিনা। হৈল ছয় ভাই পো, তারে বড় মায়া মো,, বিধি দিল বিষম যন্ত্রণা।। তুমি পুত্র যাহ ঘরে, আমি প্রবেশিব নীরে, দোহের দেখিহ গৃহ মাঝে। শিবের করিহ পূজা, সম্ভাষ করিহ রাজা, খ্যাত হও উজানী সমাজে।। বাপের শুনিয়া কথা, শ্রীমন্তের লাগে ব্যথা, দোঁহার লোচনে বহে জল। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ, দ্বিজরাজ প্রকাশে মঙ্গল।।

পয়ার। এত বলি সদাগর করে আত্মঘাতি। মগরার জলে ঝাঁপ দিল ধনপতি।। যেই ক্ষণে সদাগর ঝাঁপ দিল নীরে। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শ্রীমন্তের শিরে।। মহামায়া গগণে হাসেন খল খল। চণ্ডীর কৃপায় হৈল এক আঁটু জল।। এথান্তু শ্রীমন্ত

সত্য হয় দিব জয়াবতী। এই যদি সত্য নহে বেণের নন্দনে। আমি বলি দিব তোরে উত্তর মসানে॥ রাজা সাধু দোঁহে কৈল প্রতিজ্ঞা পুরণ। মসী পত্রে লিখন করিল সভাজন॥ হাসে সর্ব্ব জন মুখে আরোপি বসন। শ্রীমন্তের বোলে না প্রত্যয় কোন জন॥ স্ফুটভাষী পাত্র বলে শুনহ গোসাঞি। বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশে কেন নাই॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অথ উত্তর মসানে শ্রীমন্তের প্রতি চণ্ডীর দয়া।

পয়ার। ক্রোধিত হইল রাজা সাধুর বচনে। মিথ্যা কথা কহ বেটা আমার সদনে॥ উত্তর মসানে বলি দেহ শ্রীয়পতি। নহে দেখা কমলে দেখাও গজমতী॥ এক কোটালিয়া আরো রাজ আজ্ঞা পায়। করে ধরি সদাগরে মশাতে উঠায়॥ ঢেকা মারি লৈয়া যায় উত্তর মসানে। সাধু বলে নরপতি এত ক্রোধ কেনে॥ তোমার ভরসা করি বিদেশির ঠাঁঞি। দৈব দোষে স্বদেশে তোমার কৃপা নাই॥ শ্রীমন্ত বলেন রক্ষা কর মহামায়া। উজানিতে আসিয়া বারেক কর দয়া॥ বিক্রমকেশরী হৈল সিংহলের রাজা। উজানিতে আসিয়া বারেক লহ পূজা॥ তোমা বিনা কেহ মোর নাহি প্রতিকার। সেবক বলিয়া মাতা করহ উদ্ধার॥ দুর্ব্বাসার শাপে দুঃখী হৈল সুরপতি। বলে জিনি অরি তার নিল ধন ক্ষিতি॥ সুরলোকে সুস্থির হইল সুররায়। প্রথমে সম্মান পাইল ইন্দ্রের সভায়॥ রাবণের বধ হেতু মিলিয়া দেবতা। তোমারে বোধন কৈল অকালে বিধাতা॥ ষোড়শোপচারেতে পূজিল রঘুনাথ। তবেত রাবণ হৈল সমরে নিপাত॥ হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমূলে। ব্রহ্মারে গ্রাসিতে যায় নিজ বাহুবলে॥ নাভি পদ্মে বিধাতা পূজিল ভগবতী। দুই অসুরের বধ নারায়ণে নতি॥ সদাগর স্তবন করয়ে এক চিতে। হেনকালে অভয়া আছিলা ইলাবৃতে॥ স্তুতি মাত্র গগনে উরিলা ভগবতী। সাধুকে হানিতে যথা নিল নিশাপতি॥ কোটালিয়া শ্রীমন্তেরে কাটিবারে তোলে। চণ্ডিকা কোটালে ঠেলি সাধু কৈলা কোলে॥ দেবীকে প্রহার করে কোটালের সেনা। দেবীর ইঙ্গিতে ধায় ষোল কোটি দানা॥ দানাকে প্রহার করে কোটালের গণে। আকাড়ি করিয়া লয়ে পুরিছে বদনে॥ পড়িল সকল সেনা হয়ে গাদিং। উত্তর মসানে বহে রুধিরের নদী॥ শতং জনে পাড়িলেক অসি ঢাল। একেং ধরে দানা লয়ে পুরে গাল॥ ভগ্নপাইক কহে গিয়া নৃপের সদনে। উত্তর মসানে মৈল যত সেনাগণে॥ তোমার বচনে সাধু নিলাম মসানে। এক বুড়ি আসি সব করিল নিধনে॥ শুনিয়া ধাইল রাজা বিক্রমকেশরী। পাত্র মিত্র সঙ্গে লয়ে ধর্ম্ম অধিকারী॥ শ্রীমন্ত বসিয়া আছে অভয়ার কোলে। গলায় কুঠারি বান্ধি পড়ে পদতলে॥ জিয়াইয়া দেহ মোর মৃত সেনাগণ। তবে জয়াবতী আমি করি সমর্পণ॥ এতেক শুনিয়া চণ্ডী হইলা ব্রাহ্মণী। কমণ্ডলু জল দিয়া জিয়ায় বাহিনী॥ রাজা বলে দেখাইবে কমলের বন। অর্দ্ধরাজ্য দিয়া কন্যা করি সমর্পণ॥ এতেক বচন যদি শুনিলা ভবানী। মায়াময় হৈল নদ দেখে নৃপমণি॥ মায়া পাতিলেন গৌরী হরের বনিতা। চৌষট্টি যোগিনী হৈল কমলের পাতা॥ অমল কমল হৈল পদ্মা করিবর। হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর॥ মায়াময় হৈল নদ দেখে নরপতি। জানিল মনুষ্য নয় সাধু শ্রীয়পতি॥ অভয়ার ইত্যাদি।

অথ বিক্রমকেশরীর কমলে কামিনী দর্শন।

ত্রিপদী। মহীমায়া হৈল নদ, তথি হৈল কালীদহ, দুকুল ছানিয়া বহে জল। কমল কানন তায়, চঞ্চল দক্ষিণ বায়, অলিকুল করে কোলাহল॥ দেখে রাজা কালীদহের জলে। ভুবনমোহন নারী, উগারিয়া গিলে করি, অধিষ্ঠান করিয়া কমলে॥ শ্বেত রক্ত নীল পীত, শতদল বিকশিত, কহ্লার কুমুদ কোকনদ। এমন সবার জ্ঞান, দেবতার এ উদ্যান, দেখি বহু কুসুম সম্পদ॥ কনক কমল রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী, মদনমঞ্জরী কলধৌত। সরস্বতী কিবা উমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা, সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী। কলাপীর কলা কেশ, ভুবন মোহন বেশ, পায়ে শোভে কনক নূপুর। বিমল অঙ্গের

আভা, নানা অলঙ্কারে শোভা, রবির কিরণ করে দূর ॥ বালা অতি কৃশোদরী, ভার দুই কুচগিরি, নিবিড় নিতম্ব অতি ভার। বদন ঈষদ মিলে, কুঞ্জর উগারি গিলে, জাগরণে স্বপন প্রকার ॥ দুই করে শোভে শঙ্খ, ভুবন মোহন রঙ্গ, মণিময় মুকুট মণ্ডল। ভুরুযুগ কামধনু, ললাটে প্রভাত ভানু, কটাক্ষে টলায় ভূমণ্ডল ॥ বামার ঈষদ হাসে, কুঞ্জর উগারি গ্রাসে, দন্তপাতি বিদিত বিজুলী। বদন কমল গন্ধে, পরিহরি মকরন্দে, কত শত শত ধায় অলি ॥ পদ্মপাতে করি ভর, গিলে রামা করিবর, দেখি রাজা কৈল নমস্কার। পাত্র মিত্র পুরোহিত, দেখে সবে আনন্দিত, শ্রীমন্তেরে করে পুরস্কার ॥ দেখি রাজা সবিষয়, মেগে নিল পরাজয়, কুঠারি বন্ধন করি গজে। শ্রীমন্তের করিল মান, নিজ কন্যা দিতে দান, উমা গেলো গগণ মণ্ডলে ॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

অথ জয়াবতীর বিবাহ।

নৃপতি পুণ্যবান, জয়াকে দিতে দান, করিল শুভক্ষণ বেলা। আরোপি হেম ঘটে, যুগল করপুটে, মণ্ডিল করিল মুড়েলা। নৃপতি অভিলাষে, কন্যার অধিবাসে, করিল বেদের বিধানে। কপাল যুড়ি ফোটা, বসিল দ্বিজ ঘটা, সভায় বেদ উচ্চারণে ॥ জয়া রূপবতী, হরিদ্রা যুক্ত ধুতি, পরিয়া বসিল আসনে। যতেক বিপ্র মুনি, করে বেদ ধ্বনি, কন্যার গন্ধাধিবাসনে ॥ স্বস্তিক সিন্দুর, কজ্জল কর্ণপুর, শঙ্খ দিল যথা বিধি। মহী গন্ধ শিলা, দুর্ব্বা পুষ্পমালা, ধান্য ফল ঘৃত দধি ॥ বান্ধিল করে সূত্র, প্রশস্ত দীপ পাত্র, মস্তকে করিল বন্দনা। সুবর্ণ সিঁথি শিরে, অঙ্গুরী দিয়া করে, করিল আশিষ যোজনা ॥ রজত দর্পণ, তাম্র গোরোচন, সিদ্ধার্থ চামর পবন। মোদক দিয়া লাজ, পূজিল দেবরাজ, কন্যার গন্ধাধিবাসন ॥ নৈবেদ্য দিয়া ভূরি, মাতৃকা পূজা করি, দিলেন বসুধারা দান। বসুর পূজা আদি, করিল যথাবিধি, নান্দীমুখের বিধান। কক্ষে হেম ঝারি, রাজার সুন্দরী, জল সহে ঘরে ঘরে। যতেক আয়ো মেলি, দেয় হুলাহুলী, আচার মঙ্গল করে ॥ অধিবাস সাদি, সাধু যথাবিধি, করিল বেদের বিধানে। করিয়া নানা ছন্দ, শ্রীকবি মুকুন্দ, অভয়া মঙ্গল ভণে ॥

রাজা করে কন্যাদান, দ্বিজগণে বেদ গান, নাচে গায় রঙ্গে বিদ্যাধরী। সপ্তস্বরা শঙ্খ ধ্বনি, পটহ দুন্দুভি বেণী, আনন্দিত নৃপতি কেশরী ॥ পাটে চড়ে রূপবতী, প্রদক্ষিণ করি পতি, শুভক্ষণে দুজনে চাহনি। দিলেন পতির গলে, আপনার কণ্ঠমালে, রামাগণে দেয় জয়ধ্বনি ॥ অভয়ার প্রতিফলে, করে কুশে গঙ্গাজলে, নৃপতি করে কন্যা দান। রথ গজ ঘোড়া দেলা, কলধৌত কণ্ঠমালা, দিয়া জামাতার কৈল মান ॥ মৃদঙ্গ বাজয়ে পড়া, দ্বিজে বান্ধে গাঠিছড়া, বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী। বন্দিয়া রোহিণী সোম, লাজাহুতি কৈল হোম, দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি ॥ দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে, ক্ষীর খণ্ড ভোগ করে, রাত্রি গেল কুসুম শয্যায়। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ ইত্যাদি।

পয়ার। শ্রীমন্তেরে রাজা যদি দিল কন্যা দান। নানা ধন দিয়া তার সাধিল সম্মান ॥ ভোজন করিল সাধু ক্ষীর খণ্ড যোলে। শয়ন করিল রাজকন্যা করি কোলে ॥ রামর স্মরণেতে রজনী প্রভাত। পশ্চিম আশায় কুলে গেল নিশানাথ ॥ কুসুম শয্যায় সাধু ছিল নিদ্রাভোলে। নিদ্রা ত্যজি উঠে সাধু কোকিলের বোলে। মাথায় মুকুট দিয়া বসিল দম্পতী। কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী ॥ মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে যোড়া শঙ্খ। থকম টমক শিঙ্গা সানি জগঝম্প ॥ কৌতুকে যৌতুক দেয় যত বন্ধুজন। বসন কাঞ্চন হার বিবিধ ভূষণ ॥ কেহ শ্বেত কেহ মেত কেহ পাটশাড়ি। কুঙ্কুম চন্দন দুর্ব্বা বাটাভরি কড়ি ॥ বিদায় হইয়া বর কন্যা চাপে দোলা। পঞ্চতন্তু হাতে দিল রাজার মহিলা ॥ রাজপথে যায় সাধু নগরে নগরে। ধনপতি লয়ে কিছু শুনহ উত্তরে। ধ্যানে ধনপতি পূজে মৃত্তিকা শঙ্কর। পার্ব্বতী হইল তার অর্দ্ধ কলেবর ॥ বাম ভাগে সিংহ রহে দক্ষিণেতে বৃষ। বাম ভাগে চণ্ডী রহে দক্ষিণে মহেশ ॥ অর্দ্ধ ফোঁটা হরিতাল অর্দ্ধেক সিন্দুর। ডাহিনেতে অহি রহে বামে কর্ণপুর ॥ বাম করে চুড়ি সবে

ভুজঙ্গ বলয়। কেবল ভাবিতে মাত্র ধ্যান নাহি রয়॥ অর্দ্ধ নারী শিব শিবা রহেন যেখানে। বিপরীত দেখি সাধু করে অনুমানে॥ দুই জনে এক তনু মহেশ পার্ব্বতী। না জানিয়া এত দুঃখ হৈল মূঢ়মতি॥ চর্ম্ম চক্ষে তোমা আমি না চিনিনু মা। এই হেতু আমার ডুবিল ছয় না॥ না জানিয়া তোমা সহ হইলাম দ্বন্দ্বী। এই হেতু দ্বাদশ বৎসর হৈনু বন্দী॥ দোষ ক্ষমা করি মোর লহ পুষ্প জল। অন্তকালে চরণ কমলে দিও স্থল॥ পূজা সাঙ্গ করিয়া দিলেন বিসর্জ্জন। শুভক্ষণে বর কন্যা আইল নিকেতন॥ উথানের ডালা সজ্জা করিল লহনা। জয় দিয়া পুত্রবধূ করিল উথানা॥ শ্রীমন্তে সুশীলা কিছু করে অভিমান। অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান॥

অথ চণ্ডীর জরাধিবেশে শ্রীমন্তকে যৌতুকদান।

মাতায় চণ্ডীর ঝারি, লইয়া খুল্লনা নারী; নানা রত্ন বিলায় ভাণ্ডার। মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া, শঙ্খ বাজে যোড়া কাড়া, ঘন দেয় জয় জয়কার॥ দুই জায়া দুই পাশে, শ্রীমন্ত বসিল বাসে, যৌতুক দেয় যত বন্ধু জন। বসন কাঞ্চন হার, দিয়া করে ব্যবহার, কেহ দেয় বিবিধ ভূষণ॥ হীরা নীলা মতি পলা, ভরিয়া কনক থালা, কুসুম চন্দন দূর্ব্বা ধান। জরাধি ব্রাহ্মণী বেশে, উরিলা সাধুর বাসে, আইলা যৌতুক দিতে দান॥ চতুর সাধুর বালা, বুঝিয়া চণ্ডীর ছলা, দণ্ডবতে পড়িল চরণে। মায়ের কহিল বাণী, এইরূপে নারায়ণী, মোরে রক্ষা করিল মসানে॥ শুনিয়া পুত্রের কথা, খুল্লনা পুলক যুতা, বসাইল কনক আসনে। দেই রামা হাতছান, ধনপতি ত্যজি মান, দণ্ডবতে পড়িল চরণে॥ স্মরিয়া পূর্ব্বের দোষ, অভয়া করিল রোষ, গর্জ্জিয়া বলেন নারায়ণী। তুমি পুরুষের রাজা; মেয়ের করিবে পূজা; তোর ঘরে কেবা খাবে পানি॥ মেয়ে দেব পূজা করি, হইবে শিবের অরি; কেন তুমি পূজ নারায়ণী। তোরে আমি বলি বাণী, না পূজিহ নারায়ণী, পূজন করহ শূলপাণি॥ দেখিয়া চণ্ডীর রোষ, করিতে তাঁহার তোষ, মায়ে পোয়ে পড়ে পদতলে। এই সাধু মৃত্যু সমা, যদি না করিবে ক্ষমা, মায়ে পোয়ে কাতি দিব গলে॥ অনুকূল দোঁহা প্রতি, হইলা সদয় মতি, কোপ দূর করিলেন মনে। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ ইত্যাদি॥

পয়ার। লজ্জা খণ্ডি কহি আমি আপন মরম। তুমি কিনা জান পতিব্রতার ধরম॥ সতী নারে পতি নারায়ণ সমতুল। পরের পুরুষ যেন সিমুলের ফুল॥ যবে ছিল ওগো মাতা স্বামী মোর কোলে। একাসনে স্বামী হেন আছিল সিংহলে॥ পূর্ব্বে ছিল মোর স্বামী হেম কলেবর। কাছেতে শুইতে অঙ্গ পোড়ে পালিজ্বর॥ লোণা পানি খেয়ে সাধু লাউ পানা পেট। কাশ স্বাস মাজা ব্যথা শির ধরে হেঁট॥ খুল্লনারে কৃপাময়ী সদয় হইয়া। কিঙ্করীর সম্বন্ধে সাধুকে কৈল দয়া॥ যেই ক্ষণে সদাগরে নিবারিলা ক্রোধ। সেই ক্ষণে ঘুচাইলা পদযুগে গোদ॥ যেই ক্ষণে কৃপাদৃষ্টি দিলেন ভবানী। সেই ক্ষণে লোচনের ঘুচাইলা ছানি॥ অভয়া যদি সাধুরে চান কৃপাদৃষ্টে। সেই ক্ষণে কুঁজ তার ঘুচাইল পৃষ্ঠে॥ চণ্ডীর পায়ের ধুলা গায়ে মাখে সাধু। সেই ক্ষণে ঘুচিল গায়ের ব্যাথা দাদু॥ অভয়া করিল যদি কৃপাবলোকন। সদাগর হৈল যেন অভিন্ন মদন॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

অষ্টমঙ্গলা।

শ্রবণ মঙ্গল কথা, দেবীর পূজার গাথা, শুনিলে বিপদ প্রতিকার। এই ব্রত ইতিহাস, শুনিলে কলুষ নাশ, কলিযুগে হইল প্রচার। নাহি ছিল ত্রিভুবন, একা ছিল নারায়ণ, অন্ধকারে ভাবে ভগবান। পেয়ে তাঁর কৃপাদৃষ্টি, বিধাতা করিল সৃষ্টি, ত্রিভুবন করিল নির্ম্মাণ॥১॥ পাষণ্ড জনের পক্ষ, বিরিঞ্চি তনয় দক্ষ, তার আমি হলাম দুহিতা। তথা নাম হৈল সতী, বিভা কৈল পশুপতি, সুরলোকে হৈলাম পূজিতা॥ পিতৃমুখে পতি কুচ্ছা, শুনি ত্যজিলাম ইচ্ছা, পিতৃলোকে বিপদ দায়িনী। হয়ে তার সেই অঙ্গ, কৈনু তার মুখভঙ্গ, দক্ষ যজ্ঞ বিনাশকারিণী॥ ২॥ মেনকা উদর জাতা, হৈলাম শিখরী সুতা; তপস্যা করিনু হর হেতু। মোর বিবাহের তরে, ইন্দ্র পাঠাইল স্মরে, হর কোপে

মৈল মীন কেতু ॥ ৩ ॥ কংশ নদীর কূলে, তামাল তরুর মূলে, বিশ্বকর্ম্মা তোহারা নির্ম্মাণ। হয়ে অলক্ষিত রূপে, স্বপন কহিয়া ভূপে, পূজা কৈনু নৃপতির দ্বার ॥ ৪ ॥ পূজা লয়ে যায় বাস, পশু কৈল আশ্বাস, তার পূজা লয়ে বিজবনে। লইয়া পশুর পূজা, সিংহেরে করিয়া রাজা, স্থাপিলাম দণ্ডক কাননে ॥ ৫ ॥ বাসব পূজিয়া হর, ফুল যোগায় নীলাম্বর, ছলে দিনু ব্যাধের ভবনে। নাম হৈল কালকেতু, সম্বল উপায় হেতু প্রতিদিন বধে পশুগণে ॥ পশুর গোহারি শুনি, নানাবিধ স্তব বাণী, অভয় দিলাম সেই বনে। আপনি গোধিকা বেশে, অবতরি বন দেশে, মহাবীরে দিনু দরশনে ॥ আইলাম দিতে বর, দরিদ্র ব্যাধের ঘর, কোপে বন্ধ দিনু চারি পদে। লইল আপন বাসে, ধরি আমি নিজ বেশে, খণ্ডাইনু বীরের বিপদে ॥ ঘোর সত্য দিয়া মন, কাটিল গহন বন, বসায় নগর গুজরাট। নগর চত্বর মাঠে, নাট গীত গুজরাটে, চৌক্রোশী রাজার গোলাহাট ॥ দূর গেল শাপ কাল, বন্দী কৈল ক্ষিতিপাল, স্বপন করিনু নৃপবরে। বসাইয়া নিজ পাটে, রাজা কৈনু গুজরাটে, মোরে পূজে গেল স্বর্গপুরে। ৷৬॥ ইন্দ্রের নর্ত্তকী বালা, নাম তার রত্নমালা, তাল ভঙ্গে আনিলাম ক্ষিতি। কৈনু তোর উপধাম, খুল্লনা হইল নাম, মাতা রম্ভা পিতা লক্ষপতি ॥ দ্বাদশ বৎসর বেলা, সখী সঙ্গে করে খেলা, পায়রা উড়ায় ধনপতি। শয়চানে দিল হানা, নিজ গৃহে যাইতে কাণা, তোমার আঁচলে কৈল স্থিতি ॥ তোমা দেখি ধনপতি, পাঠাইল দ্বিজ তথি, সম্বন্ধ করিল বিচারিয়া। দ্বিজ আইল উজাবনী, কহিল সকল বাণী, ধনপতি তোমা কৈল বিয়া। রাজা পায় সারি শুয়া, পিঞ্জর আনিতে হুয়া, গেল সাধু গৌড় পাটনে ॥ ছাগল রাখিতে বনে, অসন্তোষ হয়ে মনে, সাধু কন্যা দিনু নিকেতনে ॥ ৭ ॥ ছলিয়া আনিনু পূর্ব্বে, জন্মাইল তোর গর্ব্ভে, মালাধর গন্ধর্ব্ব নন্দন। ছাগল রক্ষণে তোরে, জ্ঞাতি বন্ধু ছলে ধরে, প্রতিকার করিনু তখন ॥ নাহি সয় নিমন্ত্রণ, সাধু অসন্তোষ মন, তুমি মোরে করিলে স্মরণ। নানাবিধ স্তুতি শুনি, আসি তুমী উজাবনী, তোমারে দিলাম দরশন ॥ জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল, নাহি খায় অন্ন জল পরীক্ষায় কৈনু শুদ্ধ মতি। শঙ্খ চন্দনের তরে, ধনপতি সদাগরে, রাজা দিল সিংহল আরতি ॥ সিংহলে চলিল পতি, তুমি আছ গর্ব্ভবতী, উত্তম বিচার করি মনে। দৈব দোষে ধনপতি, মোব ঘটে মারে লাথি, তোমা দেখি কৈনু পরিত্রাণে ॥ উপনীত মগরায়, ঝড় বৃষ্টি সাত নায়, কালীদহে হৈল উপনীত। বিকচ কমল দলে, কন্যা হয়ে গজ গিলে, রাজার সভায় হৈল ভীত ॥ গেল সাধু রাজধানী, কহিল সকল বাণী, রাজা সাধু আসি কালীদয়। না দেখি কমল বন, নৃপতি ক্রোধিত মন, বন্দী করিল তাহায় ॥ দ্বাদশ বৎসর বন্দী, করাইনু নিরানন্দী, করিলাম বাদের সুসার। ব্রতদাসী তুমি আমা, ছাড়িতে না পারি তোমা; দিনু পুত্র শ্রীপতি কুমার। ব্যয় করি বহু বিত্ত, শিখাইল বিদ্যাতত্ত্ব, যতনে রাখিয়া সুপণ্ডিত। গুরু সনে কৈল দ্বন্দ, গুরু তারে বলে মন্দ, সিংহলে চলিল আচম্বিত ॥ উপনীত মগরায়, ঝড় বৃষ্টি সাত নায়, বিপদে পাইল অব্যাহতি। কালীদহে অবতরি, কমলে কামিনী করি, দেখিল কুমার শ্রীয়পতি ॥ গেল ছিরা রাজধানী কহিল কৌতুক বাণী, রাজা সনে আসি কালীদয়। না দেখি কমল বন, নৃপতি ক্রোধিত মন, কাটিবারে দিল তোর পোয় ॥ ছিরা কৈল স্মরণ, আসি আমি ততক্ষণ, তব পুত্রে করিলাম রক্ষা। রাজার মসর তলে, চৌষট্টি যোগিনী বলে, যুঝিলাম তোমা ঝিয়ে দেখা ॥ তব পুত্রে দিতে বর, ভিক্ষা কৈনু বন্দি ঘর, পিতা পুত্রে হৈল পরিচয়। ত্রিভুবনে এক কন্যা, বিভা দিনু রাজকন্যা, নানা ধন ভিক্ষার সঞ্চয়। উপনীত মগরায় তুলে দিনু ছয় নায়, এনে দিনু সুত বধূপতি। শুন গো শুন গো ঝি, অবশেষ আছে কি, কন্যা দিল বিক্রম ভূপতি ॥ ৮ ॥ অষ্টম মঙ্গলা সায়, শ্রীকবিকঙ্কণ গায়, অমর সাগর মুনি বরে। চারি প্রহর রাতি জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি, গাইলেন প্রসাদ আদরে ॥

অথ চণ্ডী কর্ত্তৃক কলির মাহাত্ম্য কথন।

নারদ পুরাণ মত, কলির চরিত যত, শুন ঝিয়ে খুল্লনা সুন্দরী। তুমি গো পরম সতী, ঝাট তাজ বসুমতি, অবিলম্বে চল সুরপুরী॥ মহাঘোর কলিকাল, নীচ হবে মহীপাল, নিশ্চয় করিবে অসাধন। বিষম কলির কায, সজ্জ দোষে পাবে লাজ, কলিযুগে বেদের নিন্দন। যত ধর্ম্ম পরায়ণ, তায় নিন্দা অনুক্ষণ, হইবে ধার্ম্মিক উপহাস। লোকে অতি দৃঢ়মতি, বিক্রম করিবে ভূমি, পরদ্রব্যভাব অভিলাষ। অল্প আয়ু যত জন, রাজা ধর্ম্মপরায়ণ, সন্ধ্যা ছাড়িবে সর্ব্বজন। যুগ ধর্ম্মে তৎপর, পান পীড়া নিরন্তর, বেদ নিন্দা করিবে ব্রাহ্মণ॥ ধর্ম্মে নাহি পায় স্থান, অধর্ম্মে সবার মান, ষোড়শ বরষে হবে জরা। বিদ্যায় না দিবে মতি, সবে যাবে অধগতী, কুলবধূ হবে স্বতন্তরা॥ অধর্ম্মে তৎপর দ্বিজ, পরিহরি ধর্ম্ম নিজ, সবে হবে শূদ্রের সমান। বাড়িবেক কাম কোপ, অল্প দিনে ধর্ম্ম লোপ; টুটিবেক তপ জপ দান। বৃথা মাংসে অভিরুচি, ব্রাহ্মণ নহিবে শুচি, করিবে ধার্ম্মিকে উপহাস। লোভে অবিরত মন, সেই মত সর্ব্বজন, পরধনে বড় অভিলাষ॥ ব্রাহ্মণ না হবে ভব্য, লৌহ লবণ গব্য, বিক্রয়ে নহিবে বহু ধন। অধর্ম্মে নিমূঢ় নর, দুই তিন জাতে ঘর, যার ধন সেই কুলজন। করিবে অধর্ম্ম পথ, পিতৃ হিংসিবেক সুত, গুরু হিংসিবেক ছত্রগণ। দারুণ কর্ম্মের গতি, বনিতা হিংসিবে পতি; এই হেতু অকাল মরণ॥ না গণিয়া পূর্ব্ব দোষ, দ্বিজ খাবে মৎস্যমাংস, গাভী অজা করিবে দোহন॥ ক্ষিতি হবে ক্ষীণ ফলা, প্রজা পাবে কর জ্বালা, কলিকালে অকালে মরণ। শুন ঝিয়ে উপদেশ, বিষম কলির শেষ, পঞ্চবর্ষে নারী গর্ভবতী। বিশেষে কলির কায, সজ্জ দোষে পাবে লাজ, শেষে হবে অনেক দুর্গতি॥ যত হবে কলি বৃদ্ধ, ধর্ম্ম ছাড়ি হবে সিদ্ধ, শক্তি হীন হবে যত নর। বিষম কলির কথা, শুনিতে লাগয়ে ব্যথা, অনাবৃষ্টি শতেক বৎসর॥ শুনিয়া চণ্ডীর কথা, খুল্লনা পাইল ব্যথা, পুনরপি করে জিজ্ঞাসন। কহিলে কলির দোষ, না কহিলে গুণ শেষ, ইহা আমি ভাবি অনুক্ষণ॥ মহামিশ্র ইত্যাদি

পয়ার। আগম পুরাণেতে কলির যত গুণ। কহিব সকল ঝিয়ে অবধান শুন॥ যেই ধর্ম্ম সত্য যুগে দ্বাদশ বৎসরে। সেই ধর্ম্ম ত্রেতাযুগে বৎসর ভিতরে॥ দ্বাপরে বৈকুণ্ঠে চলে পুজিয়া গোপালে। হরি মহোৎসবে পদ পায় কলিকালে॥ নারায়ণ পদে যেবা করে নমস্কার। কলি নাহি বাধে তারে কে করে সংহার॥ শিব পুজা করে যেবা দেবী পরায়ণ। আপনি রাখেন তারে লক্ষ্মী নারায়ণ॥ খুল্লনারে কৃপাময়ী সদয় হৃদয়া কর কৃপাময়ী রঘুনাথ দেবে দয়া॥ অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ত্রিপদী। শুন ঝিয়ে হইয়া উল্লাস। কহি আমি উপদেশ, শুনিলে কলুষ নাশ, গজেন্দ্রমোক্ষণ ইতিহাস॥ করি গজ মনোরথ, সঙ্গে নারী শত শত, জলক্রীড়া করিল কামনা। আসি সরোবর জলে, খেলা করে কুতুহলে, চারিদিকে বেষ্টিত অঙ্গনা॥ লিখন আছিল ভালে, আসিয়া এমত কালে, কুম্ভীরে ধরিল আচম্বিত। গজ পরিবার যত, একজালে শতং, টানে সবে হইয়া বিস্মিত॥ গজ কাহে ওরে ভাই, ইহাতে নিস্তার নাই বিনা প্রভু দেব ভগবান। ভয় ভাবি গজপতি, নানাবিধ করে স্তুতি, আসি হরি কৈলা পরিত্রাণ॥ ছিল অজামীল দ্বিজ, পরিহরি ধর্ম্ম নিজ, কুলটা সহিতে কৈল বাস। অন্ধ মাতা পিতা ছিল, পুত্র হেতু প্রাণ দিল, ত্যাগ করি সংসারের আশ॥ অজামীল দুরাচার, চারিপুত্র হৈল তার, কনিষ্ঠের নাম নারায়ণ। হৈল তার শেষ দশা, ছাড়িয়া সকল আশা, যম পুরে করে আগমন॥ সুত বুদ্ধে নারায়ণে, ডাকিলেন ডেকারণে নিজ দূতে করে নিয়োজন। আসি তার বরাবরি, যম দূতে দূর করি, নিজ লোকে লইল তখন কি কহিব অনুপম, না হয় নামের সম, জপ যজ্ঞ আদি যত দান॥ রচিয়া ত্রিপত্রী ছন্দ ইত্যাদি।

অথ হরি নামের মাহাত্ম্য কথন।

পয়ার হরি নামের কথা কলুষ নাশিনী। শুনিল চণ্ডীর মুখে বেণের নন্দিনী

লোচনে শ্রবণে দুর ছয় মাসের পথ। দেখিয়াছি আমি হরিদাসের মহত্ত। অভয়া বলেন ঝিয়ে শুন ইতিহাস। হরিনাম গুণ দেখাইল কীর্ত্তিবাস।। এক দিন ভিক্ষা ছলে দেব পঞ্চানন। বৈকুণ্ঠে মাগিতে ভিক্ষা করিল গমন।। একে একে ভিক্ষা কৈল সবার ভবনে। অবশেষে গেলা যথা প্রভু নারায়ণে।। নানা কথা আলাপে দুজনে কুতূহলে। নানা রত্ন ভিক্ষা দিল মহেশের স্থলে।। পারিজাত মালা দিল ক্ষীরোদক বাস। বিদায় হইয়া হর আইল কৈলাশ।। ঘন শিঙ্গা বাজে ঘন বাজায় ডম্বুরু। শুহ গজানন বলে আইল মহাগুরু।। মালা গলে দেখি গুহ বলে শুন বাপা। এই মালা মোর দিবে যদি থাকে কৃপা।। গণেশ ডাকিয়া দেয় মাতার শপথ। এই মালা মোরে দিয়া পুর মনোরথ।। মালা হেতু দুইজনে বাজিল কন্দল। বাঁটিয়া লয়ত দোঁহে চাহেন সকল। এইমালা সীমন্তিনী শিরে ধরে যেবা। স্বামীর সৌভাগ্য হয় না হয় বিধবা।। হরে পালি জ্বর আর অকাল মরণ। আয় ব্যয় নাহি হয় সর্পের দংশন।। এইত মালার গুণ আমি ভাল জানি।। সহস্র বৎসরে মালা নহে পুরাতনী।। শিশুর কন্দল হয় ভাজিতে নারিয়া। প্রবোধ করেন তায় উপায় সৃজিয়া।। সর্ব্বতীর্থ করি যেবা আইসে এক দিনে। অন্য নাহি পায় মালা সেই জন বিনে।। ইহা শুনি কার্ত্তিকের বাড়ে অনুরাগ। ময়ূর উড়ায়ে গেল দক্ষিণ প্রয়াগ।। ত্রিবেণী পাইয়া পূজা কৈল সপ্তঋষি। সাগর সঙ্গম কৈল হয়ে উপবাসি।। বায়ুবেগে ময়ূরের উড়াইয়া চলে। নীলাচল দেখি গেল সমুদ্রের কূলে।। সেতুবন্ধ পশ্চিম প্রয়াগ বারাণসী। হিঙ্গলাট হরিদ্বার হৈল তীর্থবাসী। অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী বৃন্দাবন। নানা তীর্থ করিয়া বেড়ায় ষড়ানন।। মুষিক বাহন রহে করিয়া ভাবনা। লইল কৃষ্ণের নাম হয়ে দৃঢ়মনা। সর্ব্ব তীর্থ সম স্থান হরি সংকীর্ত্তন। ইহারে বন্দিয়া গেল যথা পঞ্চানন।। মহেশ বলেন বাছা তনু তোর ছোট। কেমনে এতেক তীর্থ করি আইলে ঝাট হরি কথা প্রেমালাপে দোঁহে কুতূহলে।। কৃপা করি দিল মাল্য গণেশের গলে।। বেলা অবসান হৈল আইল ষড়ানন। মালা গলে দেখে হৈল চমকিত মন।। বিচারে হারিল সেই দেব ষড়ানন। হরি নামের মহিমা এই সাবধানে শুন।। খুল্লনা বলেন মাতা যাব তব সনে। অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে।।

খুল্লনা ও সস্ত্রীক শ্রীমন্তের স্বর্গে গমন।

স্বর্গে যাব বলি তার উঠিল ঘোষণা। ঘরে ঘরে উজানীতে উঠিল ক্রন্দনা।। হয় যুড়ি মাতলি আনিল পুষ্পযান। তাহে উঠে মালাধর দ্বিজে দেয় দান।। হেনকালে ধনপতি বলে সবিনয়। শূন্য করি লয়ে যাবে আমার নিলয়।। পুত্রবধূ জায়া স্বর্গে যায় তোমা সনে। কি কার্য্য করিব মাতা বিফল জীবনে।। জ্ঞান কহে অভয়া সাধুরে প্রিয়ভাষে। মোর মোর বলিতে অবনি শুনি হাসে।। এমহীমণ্ডলে ছিল যত মহীপাল। তনু ধন ভূমি তার সংহারিল কাল।। প্রিয়ব্রত আদি করি এমহীর মাঝ। বেণু সিন্ধু যজাতি মান্ধাতা মহারাজ।। অর্জ্জুন খট্টাঙ্গ রঘু মান্ধাতা ভরত। নমুচি সগর রাম নৃপ ভগীরথ।। ক্ষিতিতে উৎপত্তি এই ক্ষিতিতে মুকতি। বিশেষ কহিব কত শুন ধনপতি লহনার গর্ভে হবে বংশের সঞ্চার। তাহা লয়ে সুখে সাধু করহ সংসার। জ্ঞান পেয়ে সদাগর রহিলেন ঘরে। বায়ুবেগে রথখান উঠিল অম্বরে।। মন্দাকিনী জলে চারি জনে করি স্নান। নিজ নিজ স্থানে তবে গেল চারিজন।। আরোপিল দধি বিভূষিত পূর্ণ ঘটে। রোপিল কদলী তরু নৃত্য করে নাটে।। সুত বধূ নিছিয়া ফেলিল শচী পান পুত্র বধূ লয়ে গৃহে করিল পয়ান।। মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে যোড়া শঙ্খ। খমক টমক শিঙ্গা সানি জগঝম্প।। দোসরী মহরী বেণী বাজে করতাল। সুরপুরে হইল আনন্দ কোলাহল।। মালাধর হৈতে হৈল পূজার প্রকাশ। সাঙ্গ কৈল দেবীর পূজার ইতিহাস।। অভয়ার চরণে ইত্যাদি।।

হর গৌরীর কথোপকথন।

ত্রিপদী। অবতরি বসুমতি, পূজা লয়ে ভগবতী, বসিলেন হর সন্নিধানে।। কৈল তাঁরে প্রণিপাত, বর দিল ভূতনাথ, জিজ্ঞাসিল তাহার কল্যাণে ॥ শুনিয়া শিবের বাণী যুড়িয়া অভয়া পাণি; নিবেদয়ে শিখর দুহিতা। তুমিত যাহার ভর্ত্তা, অদর্শন তার কর্ত্তা, হব আমি ভুবন পূজিতা।। ছাড়িয়া কৈলাশ গিরি, গেলেন হেমন্তপুরী, পাইলাম অতুল সম্মান। পূজা পাইনে যে দেশে, নিবেদিব সবিশেষে, এক দণ্ড কর অবধান॥ সহস্রাক্ষ নৃপমণি, সকল পুরাণে জানি, আগে তার দিনু জনপদ। সুকবি পণ্ডিত সভা, দেশের পরম শোভা, নিকটে আছয়ে কংশনদ॥ সুরম্য দেখিয়া স্থান, হৈনু তথা অধিষ্ঠান, বিশ্রাম করিতে গেল মন। স্বপন কহিয়া রাজা, দিলাম তাহার পূজা, মহিষ ছাগল বলি দান॥ জয়া বিজয়া সাথে, পূজা লয়ে যাই পথে, পশুগণ পায় দরশন। লোটায়ে চরণে ধরি. করিলেক গোহারি, ভব ভয় কৈনু নিবারণ।। জ্যৈষ্ঠ উত্তম মাস, পশুগণ হৈল দাস, প্রণাম করিল সবিনয়। বনেং ভ্রমি তুলি, বিকসিত সেয়াকুলি, আম জাম দিল শয়।। দিলে তুলি অনুমতি, নীলাম্বরে দিনু ক্ষিতি, জন্ম কৈনু ব্যাধের ভবনে। হৈল নাম কালকেতু; দিনের সম্বল হেতু, প্রতিদিন বধে পশুগণে।। পশুর নিস্তার বীজ, ধন তারে দিনু নিজ, কাটাইল গহন কানন। বসাইল গুজরাট, যুড়িল চৌকোশ বাট, কৈল বীর আমার পূজন।। বীরের প্রতাপ শুনি, সাজিলেন নৃপমণি, রণে জিনি নিল কারাগারে। নিগড় বন্ধনে বীর, হয়ে বড় অস্থির, এক ভাবে স্মরয়ে আমারে।। কারাগারে অবতরি, তারবন্ধ দূর করি, স্বপনে তাড়িনু নৃপবরে। বীরের মাননা করি, রাজা পাঠাই পুরি, আনা পূজি গেল স্বর্গপুরে। ইন্দ্রের নর্ত্তকী বালা, নাম তার রত্নমালা, তাল ভঙ্গে লইলাম ক্ষিতি। হৈল গন্ধবেণে জাতি, খুল্লনা হইল খ্যাতি, মাতা রম্ভা পিতা লক্ষপতি।। মধ্যে রাজা উজানী, ভণিবেণে বৈসে ধনী, তোমার সেবক ধনপতি লহনা তাহার নারী, সাধু নিবসয়ে পুরী, বিভা কৈল খুল্লনা যুবতি।। রাজার সভায় গিয়া, গৌড় যাইতে গুয়া, সোণা দিল পিঞ্জর গড়াতে। নিজ জায়া স্বতন্তর, বাঁঝি হৈল দুরন্তর, সতা দিল ছাগল রাখিতে।। ছাগল হারায়ে বনে, পঞ্চ বিদ্যাধরী সনে, খুল্লনা পূজিল পুষ্পজলে। আমি দিনু বর দান, লহনা সাধিল মান, সাধু ঘরে আইল পূজা-ফলে।। স্বামীর সৌভাগ্য বতী, রঙ্গেতে ভুঞ্জিল রতি, হৈল তার গর্ভের সঞ্চার। জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল, হয়ে আমি অনুকূল, পরীক্ষায় করিনু উদ্ধার॥ কুঙ্কুম কস্তুরী লঙ্গ, চামর চন্দন শঙ্খ, নাহি ছিল রাজার ভবনে। রাজা আদেশ পায়, ত্বরা দিল সাত নায়; চলে সাধু দক্ষিণ পাটনে।। সাধু রহে নদীতটে, খুল্লনা পূজয়ে ঘটে, আমারে করিয়া আবাহন।। পাপিষ্ঠ বাঝির বোলে, কোপে ধনপতি জ্বলে. মোর ঘট লঙ্ঘিল চরণে। ঝড়বৃষ্টি পথে করি, মগরায় অবতরি, ডুবাইনু ছয় ডিঙ্গা জলে। বাড়িবে তোমার ক্রোধ তার করি অনুরোধ, তেঁই প্রাণ রাখি ভালেং।। কালিদহের জলে, কুমারী কমল দলে, গজ গিলে করি আরোহণ। সাধু ধনপতি দেখে, মসী পত্র আনি লিখে, অন্য নাহি দেখে কোন জন।। গিয়া নৃপতির স্থান, সবাকার বিদ্যমান, করে সাধু প্রতিজ্ঞা পূরণ প্রতিজ্ঞায় সাধু হারে, রহে বন্দী কারাগারে, নিল রাজা যত ছিল ধন॥ শুনিয়া চণ্ডীর বাণী, রোষ যুত শূলপাণি, কটু ভাষে বলেন বচন। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি ক-রিয়া বন্ধ, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।

গৌরী কত বা সহিব বারে বারে।। যে জন সেবক মোর, সে জন বিপক্ষ তোর, যুগে যুগে বিড়ম্ব আমারে॥ জম্ভ দানব সুত, মোর অতি প্রিয় ভক্ত, মহিষ আছিল মোর দাস। রাখিলে অমর নাথ, তাহার করিলে পাত, আমার করিলে কার্য্য নাশ।। মহা-পরাক্রম যম্ভ, শুম্ভ আর নিশুম্ভ, চণ্ডমুণ্ড আর ধুম্রলোচন। রাবণের অপরাধ, এই হেতু পরমাদ, শুনি আমি না করিনু রোষ। পূজিত কেশব নিজ, মহাবীর রক্তবীজ, তারে

কৈল রণে নিপাতন ॥ লঙ্কার রাবণ রাজা, করিতে আমার পূজা, তার তুমি বিপদের মূল। হইয়া রামের পক্ষ, বধিলে সেবক মুখ্য, হৃদয়ে রহিল বড় শূল। উদ্ধারি রামের জায়া, কেন না করিলে দয়া, কেন না করিলে সমঞ্জস। ছিল বেণে ধনপতি, কৈলে দুর্গতি, বিশ্রাম করিতে নাহি ঠাঁই। যথা বেণে ধনপতি, তথায় আমার স্থিতি, সিংহল নগরে আমি যাই ॥ করিব সিংহল পতি, ধরাব ধবল ছাতি, উদ্ধারিয়া ধনপতি দত্তে। বন্দী কৈলে মোর দাস, আমার মহিমা নাশ, কত দুঃখ নিবারিব চিত্তে ॥ শিঙ্গা ডম্বুর মাল, শূল হাতে বাঘছাল, বলদে করিল আরোহণে। রোষ যুত দেখি হর, যুড়িয়া উভয় কর, চণ্ডী তার পড়িল চরণে ॥ করিয়া প্রণতি স্তুতি, কহিলেন ভগবতী, মোর কিছু শুন নিবেদন। খালাস করেছি তারে, কেন রোষ কর মোরে, তার হেতু ন কর চিন্তন ॥ মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, নিরবধি পূজিয়া গোপাল। আজ্ঞা পেয়ে নিরন্তর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর, মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল ॥

পয়ার। আগে ধনপতি দত্ত কৈল নিজ দোষ। চিরদিন তারে না থুইনু অভিরোষ ॥ অপুত্রক ধনপতি কৈনু পুত্রবান। পুরস্কার কৈনু তার করিয়া ছোড়ান ॥ এতেক বচন যদি বলিলা পার্ব্বতী। হাসিয়া জিজ্ঞাসে তাঁরে দেব পশুপতি ॥ কহ প্রিয়ে কেমনে আছেন ধনপতি। তাহার গৌরব কৈলে আমায় পীরিতি ॥ অতঃপর কহ চণ্ডী পূজার বারতা। শ্রীকবিকঙ্কণ গান মঙ্গলের গাথা ॥

ত্রিপদী। পঞ্চমাস গর্ভবতী, খুল্লনা উত্তম মতি, সদাগর রহিল বিদেশে। খুল্লনার গর্ভবাসে, দেব মালাধর বেশে, প্রসব হইল দশ মাসে। নাম হৈল শ্রীপতি, নানাবিদ্যা ধীরমতি, গুরু সনে করিল কন্দল। গুরু দিল পরিবাদ, হৈল বড় পরমাদ, করিল পিতার সুমঙ্গল ॥ রাজায় বিদায় করি, ভরা দিয়া সাত তরি, গেল পুত্র পিতার উদ্দেশে ॥ বুঝিতে তাহার মন, কৈনু ঝড় বরিষণ, মগরাতে উন্মত্তবেশে ॥ কালীদহের জলে, কামিনী কমল দলে, গজ গিলে উগার বারণ। সাধু শ্রীপতি দেখে, মন্ত্রী পত্র আনি লেখে, অন্য নাহি দেখে কোন জন ॥ গিয়া নৃপতির স্থান, সবাকার বিদ্যমান, সাধু কৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ। রাজারে দেখাতে নারে, প্রতিজ্ঞায় সাধু হারে, নিল রাজা যত ছিল ধন ॥ কোমরে মায়ের কাছি, লয়ে অষ্ট দুর্ব্বা গাছি, অত্তম তণ্ডুল যুত স্নান করি সরোবরে; তত্বরে কুসুম নীরে, পূজা কৈল আমারে স্মরি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে, গেলেম মসান দেশে, যথা বৈসে কোটাল শ্রীপতি। করিয়া অনেক মান, প্রাণ মাগিনু দান, না দিল কোটাল দুষ্টমতি। লয়ে চতুরঙ্গ দল, আচ্ছাদিয়া মহীতল, যুঝিতে আইল নৃপমণি। দারুণ দানার চড়ে, নব লক্ষ দল পড়ে, উরিলাম সমরে আপনি ॥ বুঝিয়া আমার কায, নৃপতি পাইল লাজ, রাজাকে দিলাম পরিচয়। মৃত সেনা পায় প্রাণ, সুশীলা কন্যে দান, আমার সেবকে পরিণয় ॥ দান লয়ে কারাগার পিতা কৈল উদ্ধার, ছাড়ান করিল ধনপতি। লুট গেল যত ধন, দিল তার সাত গুণ, খণ্ডাইল সকল দুর্গতি ॥ রাজার বিদায় পেয়ে, যায় সাধু তরী বেয়ে, মগরায় দিনু দরশন। করিল মোরে স্মরণ, কৈল নিজ নিবেদন, তুলে দিনু ডিঙ্গা ছয় খান ॥ হয়ে বড় অভিলাষী, সদাগর দেশে আসি, গেলেন রাজার সম্ভাষণে। শুনিয়া সাধুর কথা, নৃপতি পুলক যুতা, শ্রীমন্তে করিল কন্যা দানে ॥ ত্রিসন্ধ্যা পূজয়েশ্বর, গৌরী সুত লম্বোদর, খণ্ডিলাম সকল দুর্গতি। তোমার সেবক জনা, কৈল মোর অর্চ্চনা, ভুবনে বিদিত হৈল গতি। করি আনি প্রণিপাত, ত্যজ কোপ ভূতনাথ, শুণে মঙ্গল গুণধাম। তোমার সেবক জন, মোর কৈল আরাধন, ভুবনে বিদিত হৈল নাম। হরগৌরী প্রিয়ভাষে, বসিলেন কৈলাসে, চামর ঢুলায় পদ্মাবতী। সমাপ্ত হইল গীত, জগজনে গায় প্রীত, মুকুন্দ রচিল শুদ্ধমতি ॥

পয়ার। শকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা। কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা অভয়া মঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ। আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ॥ কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ। যার যেবা মনোরথ পুরে তার আশ॥ ব্রাহ্মণ শুনিলে ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে ভাজন। যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে ক্ষত্রিগণ॥ বৈশ্যেতে শুনিলে হয় বাণিজ্যেতে মতি। শূদ্রেতে শুনিলে সুখ মোক্ষ পায় গতি॥ সর্ব্ব লোক হরি বল হয়ে সানন্দিত। সমাপ্ত হইল এই অভয়ার গীত॥ আসোর সহিত মাতা হবে বরদায়। যেন জন শুনায় আর যেই জন গায়॥ সঙ্কল্প করিয়া আর যে জন গাওয়ায়। একান্ত হইবা মাতা তারে বরদায়॥ এই গীত যেই জন করিবে শ্রবণ। বিপদে রাখিবে দুর্গা আর পঞ্চানন॥ সমাপ্ত হইল এই ষোল পালা গান। অভয়া চরণে ভণে শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অথ কবিকঙ্কণ চণ্ডীগ্রন্থ সমাপ্তঃ।